বাংলাবুক.অর্গ
তৃতীয়
বাসনা
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম : ২১ ভাদ্র। ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪)। ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত।
শখ : ভ্রমণ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন।
'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।
প্রথম উপন্যাস : 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'একা এবং কয়েকজন'। ঠিক এই নামেই তিনি পরে একটি উপন্যাস লিখেছেন।
ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'ভয়ংকর সুন্দর'। ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দুটি ছদ্মনাম—'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।
আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন বহু আগে।
১৯৮৩ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৫-তে।
গ্রন্থ-সংখ্যা : দ্বিশতাধিক।
একাধিক কাহিনী চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভির পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত।

www.BanglaBook.org

প্রচ্ছদ □ বিমল দাস

তৃতীয় বাসনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভৈরব পুস্তকালয়
১২/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

TRITIYA BASANA
by : Sunil Gangopadhaya
Rs. 16·00
SAHITYAMALA
98/2, Rabindra Sarani
Calcutta-700 006

প্রাপ্তিস্থান :—
ভৈরব পুস্তকালয়
১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশ করেছেন :—
সাহিত্যমালা
৯৮/২, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :—সত্য চক্রবর্ত্তী

মুদ্রণ করেছেন :—
সমরেশ সাহা চৌধুরী
'ভৈরব মুদ্রণ'
৪৫, মানিক বোস ঘাট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য :—ষোল টাকা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের তিনটি প্রধান উপন্যাস

স্বপ্ন বাসবদত্তা, ফিরে আসা, বাবা মা ভাই বোন

এই নিয়ে 'তৃতীয় বাসনা'। আশা করি এই তিনটি মূল্যবান লেখা একত্রে পেয়ে আমাদের সহৃদয় পাঠকবর্গ তৃপ্ত হবেন।

স্বপ্ন বাসবদত্তা

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

। এক ।

কয়েকদিন ধরে রাজা উদয়ন একটা নতুন শখ নিয়ে মেতে উঠেছেন। বীণার সুর লহরী তুলে ভ্রমরদের আকৃষ্ট করা যায় না, ভ্রমররা মধুলোভী, তারা এক ফুল ছেড়ে আর এক ফুলে উড়ে চলে যায়। কিন্তু কোনো ভ্রমরী যখন কোনো ভ্রমরকে ডাকে, তখন সেই ভ্রমর কি মধুলোভ ভুলে ভ্রমরীর কাছে ছুটে যাবে না? রাজা উদয়ন বীণার ঝঙ্কারে অবিকল ভ্রমরীর রতি গুঞ্জন তুলতে পারেন। তিনি বীণা-যন্ত্রের জাদুকর। পাগলা হাতিও যে তাঁর বীণার ধ্বনি শুনে শান্ত হয়ে যায়, এমন অনেকেই দেখেছে।

কিন্তু পাগলা হাতির চেয়েও ভ্রমররা বুঝি বেশী জেদী। সারাদিন প্রখর গ্রীষ্মের পর স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় রাজা উদয়ন উদ্যানে বীণা বাজাতে বাজাতে ঘুরছেন। একটি ভ্রমরও উড়ে আসছে না তাঁর কাছে। ভ্রমররা সব গেল কোথায়। সন্ধ্যায় কীট-পতঙ্গ সব কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। উদয়ন সেইজন্য অতি ভোরে, মধ্যাহ্নেও এই পরীক্ষা করেছেন, তাতেও সার্থক হন নি। কিন্তু নিরুদ্যম হবার পাত্র নন উদয়ন, তিনি দিনের পর দিন ভ্রমর-ভ্রমরীদের চরিত্র ও ব্যবহার অনুধাবন করে যাচ্ছেন।

উদ্যানে রাজা উদয়ন একাকী ছিলেন, এই সময় একজন দৌবারিক এসে অভিবাদন করে জানালো যে উজ্জয়িনী রাজ্য থেকে একজন দূত এসেছে। সে সত্বর রাজা উদয়নের সাক্ষাৎ চায়।

উদয়নের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। এই অসময়ে দূতের আগমন! বিভিন্ন দেশ থেকে যে-সব দূত আসে, তারা তাদের বার্তা নিবেদন করে সকালবেলা রাজসভায়। সঙ্গীত চর্চা ও প্রমোদে প্রায়ই অধিক রাত্রি

BanglaBook.org

জাগরণ হয় বলে উদয়ন অনেকদিন নিয়মিত রাজসভায় বসেন না। রাজকার্য সামলাবার অধিকাংশ ভারই তাঁর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ন নিয়েছেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, মন্ত্রী কোথায়?

দৌবারিক বললো যে মন্ত্রী অদূরেই অপেক্ষা করেছেন। রাজা অনুমতি দিলে তিনি দূতকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

রাজা বললেন, দূতের যদি তেমন কিছু জরুরী কথা থাকেতবে মন্ত্রীর সঙ্গেই সেরে নিতে বলো। আমাকে শোনাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

তখন বিনা অনুমতিতেই মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রবেশ করলেন সেই উদ্যানে।

যৌগন্ধরায়ণের চেহারা মোটেই মন্ত্রীসুলভ নয়। তিনি যুবা বয়স্ক, রোগা-পাতলা চেহারা, মাথার চুল কুঞ্চিত, তাঁর চোখেমুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে। এইরকম প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ইচ্ছে করলে অন্যের সর্বনাশও করতে পারে, আবার বিপন্নকে বাঁচাতেও পারে।

যৌগন্ধরায়ন রাজা উদয়নের চেয়ে বয়েসে সামান্য বড়। তাঁর পিতা যোগন্ধরও উদয়নের পিতা সহস্রানীকের মন্ত্রী ছিলেন। উদয়ন সর্ব ব্যাপারেই যৌগন্ধরায়ণের ওপর নির্ভরশীল।

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বংশধর এই রাজা উদয়ন। তিনি যেমন রূপবান, তেমনই তাঁর গুণেরও অবধি নেই। তিনি বিদ্যাচর্চার অনুরাগী, সঙ্গীত-শিল্পে অসামান্য পারদর্শী এবং বিনয় ও দয়া তাঁর চরিত্রের ভূষণ। কিন্তু এই রকম মানুষ রাজা হিসেবে অপদার্থ হয়। তিনি যে এখনো বৎস রাজ্যের অধীশ্বর আছেন, সেটা তাঁর শত্রুদেরই কৃপায়।

বৎস রাজ্যের তিনদিকে তিনটি দুর্দান্ত চিতা বাঘ যে কোনো সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য উদ্যত হয়ে আছে। মগধের রাজা দর্শক, উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত এবং মালবের রাজা আরুণি। ভারত এখন

BanglaBook.org

শত শত খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত, এক রাজ্য অন্য রাজ্যকে গ্রাস করবার জন্য সব সময় লোলুপ। যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই আছে। যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ, শিল্পী-স্বভাবের রাজা উদয়নের বৎস রাজ্য যে এখনো টিঁকে আছে, তার কারণ এই রাজ্যের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে তার শত্রুরা এখনো মনস্থির করতে পারে নি। একজন কেউ গ্রাস করতে চাইলেই অন্য শত্রুরা হুংকার দিয়ে ওঠে।

এই তিন শত্রুর পরস্পরের মধ্যে সব সময়ে উত্তেজনা জাগিয়ে রাখছেন যৌগন্ধরায়ণ। এই রাজ্য এখনো পর্যন্ত রক্ষা পেয়ে আসছে তাঁরই কৌশলে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন কী বৃত্তান্ত মন্ত্রী? কিসের এত ব্যস্ততা? এই দুঃশীল দূতটি কি কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না?

মন্ত্রী বললেন, না। সে আমাদের আতিথ্য গ্রহণে অরাজী। তার কাজ সম্পন্ন করে সে আজই ফিরে যেতে চায়।

রাজা বললেন, এমন ব্যতিক্রমী এবং স্পর্ধিত দূতের কাছ থেকে কোনো বার্তা গ্রহণ করার স্পৃহা আমার নেই। তাকে ফিরে যেতে বলো! কিংবা তার বার্তা-লিপি কোথায়? তুমি নিজেই তা গ্রহণ করে ওকে বিদায় করছো না কেন?

মন্ত্রী বললেন, তাঁর কোনো বার্তা-লিপি নেই। সে যে বার্তা বহন করে এসেছে, তা সে স্বকণ্ঠে শুধু আপনার সম্মুখেই জানাবে বলেছে। এই দূত যে স্পর্ধিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মহারাজ, ক্ষমতার তেজ অতিরিক্ত হলেই স্পর্ধা আসে। উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত এখন মহা পরাক্রমশালী, সেইজন্যই লোকমুখে তাঁর আর এক নাম মহাসেন। ক্ষমতার দম্ভ দেখাবার জন্যই যে তিনি এই দূতকে পাঠিয়েছেন, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। আপনার পিতার আমল থেকেই রাজা প্রদ্যোতের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা। যাই হোক, ঐ দূত কী বলতে চায় তা আমাদের শোনাই উচিত।

BanglaBook.org

বিরক্ত মুখে রাজা উদয়ন জলাশয়ের পাশে শ্বেত পাথরের আসনে বসলেন। তারপর দূতকে ডেকে পাঠানো হলো।

সুসজ্জিত দূতটি এসে প্রথমে রাজা উদয়নকে সংক্ষিপ্ত অভিবাদন জানালো। তারপর রাজার দিকে না তাকিয়ে গ্রীবা উঁচু করে বললো, গৌরবময় উজ্জয়িনী রাজ্যের মহান নৃপতি মহাসেন প্রদ্যোত আমাকে আদেশ করেছেন, তুমি বৎস রাজের নিকট গমন করে আমার এই বার্তা তাঁকে প্রদান করো যে, আমার কন্যার গান্ধর্ববিদ্যা শিক্ষার জন্য একজন গৃহশিক্ষক আবশ্যক। শুনেছি মহাশয় সঙ্গীতকলায় নিপুণ। অতএব মহাশয় আমার গৃহে অবস্থান করে যদি আমার কন্যার সঙ্গীত শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, তবে আমি বিশেষ প্রীত হবো। আমার গৃহে আপনার সেবা-আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হবে না। আপনার সম্মতি এই দূতের কণ্ঠেই প্রেরণ করবেন।

ক্রোধে-অপমানে উদয়নের মুখ অরুণবর্ণ ধারণ করলো। উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, যৌগন্ধরায়ণ দ্রুত বাধা দিয়ে বললেন, মহারাজ, শান্ত হোন!

তারপর দৌবারিককে ডেকে মন্ত্রী বললেন, তুমি এই দূতকে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত ভোজ্য-পানীয় দিয়ে উত্তমরূপে সৎকার করবে। এঁর আরামের জন্য যা যা প্রয়োজন হয় সব দেবে। ইনি যে বার্তা এনেছেন তার উত্তর দেবার জন্য আমরা প্রস্তুত হলে আবার এঁকে ডেকে পাঠাবো। আর অমাত্য বসন্তককে যদি কাছাকাছি দেখতে পাও, তাহলে ডেকে নিয়ে এসো।

দূতকে নিয়ে দৌবারিক চলে গেলে যৌগন্ধরায়ণ বললেন, রাজা প্রদ্যোতের বার্তা শুনে আপনার কী প্রতিক্রিয়া হয় এবং উত্তেজিত হয়ে আপনি কী সব কথা বলেন, তা পর্যবেক্ষন এবং শোনার জন্যই দূতকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মহারাজ, এই অস্থির চিত্ততা আপনার শোভা পায় না।

BanglaBook.org

উদয়ন ব্যথিত স্বরে বললেন, এরকম অশোভন, কুৎসিত বার্তা প্রেরণের অর্থ কী? কোনো রাজাকে অপর কোনো রাজা গৃহ-শিক্ষক হবার প্রস্তাব করে? রাজা প্রদ্যোতের আসল অভিপ্রায় কী বলো তো?

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, অভিপ্রায় তো সুস্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে। আপনাকে অপমানিত, ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করা।

—কেন মানুষ এমনভাবে অন্যদের মনে আঘাত দিতে চায়? আমি তো অপরের সঙ্গে কখনো এমন ব্যবহার করি না!

—মহাসেনের আরও একটি উদ্দেশ্য আমাদের সমক্ষে আপনাকে হেয় করা। আপনাকে যে তিনি কত তুচ্ছ মনে করেন, তাও তিনি বুঝিয়ে দিলেন। তিনি আপনাকে বেতনভুক্ত গৃহশিক্ষকের তুল্য মনে করেন।

উদয়ন সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সৈন্য সাজাও! আমি স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করে ঐ দুরাত্মার নাসিকাচ্ছেদ করবো। চলো যৌগন্ধরায়ণ—

যৌগন্ধরায়ণ কোনো উৎসাহ না দেখিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন রাজার মুখের দিকে।

এখন দু'জনের মধ্যে রাজা ও মন্ত্রীর সম্পর্ক হলেও বাল্যকালে দু'জনে একসঙ্গে খেলাধূলা করেছেন, অশ্বারোহণ, সন্তরণ ও অস্ত্র চালনা শিক্ষা করেছেন। এমনকি দু'জনে জড়াজড়ি করে ভূমিতেও গড়িয়েছেন। তখন পরস্পরের তুমির সম্পর্ক ছিল। পরে একজন রাজা ও অন্যজন মন্ত্রী হবার পরও উদয়ন সেই সম্পর্কই রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লোক সমক্ষে রাজ সম্মান রক্ষার জন্য যৌগন্ধরায়ণ রাজাকে আপনিই বলেন। কিন্তু বিরলে সে নিয়ম সব সময় মানেন না।

যৌগন্ধরায়ণ ভৎর্সনা করে বললেন, অস্থির চিত্ত বালকের মতন কথা বলো না, উদয়ন! উজ্জয়িনী রাজের তুলনায় তোমার সৈন্যবাহিনী

BanglaBook.org

সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পাদ। এমন কি একা দ্বন্দ্বযুদ্ধে মহাসেনকে দমন করার মতন বাহুবলও তোমার নেই। তুমি অস্ত্রশিক্ষার চেয়ে বেশী মনোযোগ দিয়ে বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা করেছো, সে কথা তোমার মনে থাকে না কেন! তোমার অখ্যাতি বল্লরীর মতন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন তার কটু-কষায় কথার ফল তোমায় ভোগ করতেই হবে। বিলাস-ব্যসনে নিমজ্জিত রাজারা খাদে পতিত বন্য গাছের মতন, যে-কোনো শত্রুই তাকে পদাঘাত করতে পারে। মিথ্যে অহংকার না দেখিয়ে তুমি এখনো শক্ত হও, নিজেকে রাজপদের যোগ্য করে তোলো!

যৌগন্ধরায়ণের তিরস্কার মধ্যপথে থেমে গেল, কারণ এই সময় রাজ বিদূষক বসন্তক এসে উপস্থিত হলো। বসন্তকও এদের বাল্যবন্ধু, কিন্তু সে বড় লঘুচিত্ত। হৃদয়ের চেয়ে উদরের প্রতিই তার মনোযোগ বেশী।

বসন্তক এসে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার! আকাশে খুব মেঘ ঘনিয়েছে দেখছি, রাজা ও মন্ত্রীর মুখে তার ছায়া!

যৌগন্ধরায়ণ তখন উজ্জয়িনী রাজের দূতের মুখে শোনা বার্তাটি হুবহু বসন্তককে জানালেন।

বসন্তক তৎক্ষণাৎ আহ্লাদিত হয়ে বললো, বাঃ, এ তো অতি উত্তম কথা। এ তো বিবাহের প্রস্তাব!

যৌগন্ধরায়ণ ভ্রূকুঞ্চিত করতেই বসন্তক আবার বললো, এটা বুঝলে না বন্ধু, মহাসেনের একটি ডাগর, রূপবতী কন্যা আছে, তার জন্য পাত্র হিসেবে মহাসেন আমাদের উপযুক্ত, কুমারব্রতধারী, গুণবান রাজাকে মনোনয়ন করেছেন। মহাসেন রসিক, তাই সরাসরি প্রস্তাব না পাঠিয়ে একটু সান্ধ্য ভাষায় কথাটি বলেছেন।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, পঞ্চগব্যের শেষ উপাদানটিই তোমার মস্তিষ্কে বেশী আছে দেখছি। সূর্য বংশের কোনো রাজা কোনো দিন কন্যার বাড়িতে গেছে বিবাহ করতে? এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা অভিমন্যুর

BanglaBook.org

জননীকেও হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন অর্জুন। মহাসেন এসব জেনে-শুনেই এই নষ্ট কৌতুক করেছেন।

বসন্তক বললো, মন্ত্রীমশাই, প্রাচীন কালের অত নিয়ম কানুন এখন মানলে চলে না। উজ্জয়িনীতে রাজার শ্বশুরালয় হলে আমরাও ঘন ঘন সেখানে যেতে পারবো। উজ্জয়িনীর কন্যারাও যেমন মধুক্ষরা, আর সেখানকার মধুমাখা পিষ্টক, অহো, তার তুলনা নেই। কথায় বলে, উজ্জয়িনীর কন্যা মিঠে, যেমন মিঠে মধুর পিঠে।

উদয়ন বললেন, তুমি জানো, বসন্তক। বর্বর মহাসেনের কন্যাকে আমি কোনো মতেই বিবাহ করতে রাজি নই।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, মহারাজের আশা করি মনে আছে যে মগধের রাজা দর্শকও তাঁর কন্যার সঙ্গে আপনার বিবাহ দেবার আকাঙ্খা আভাসে জানিয়েছিলেন। মগধ রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর রূপ-গুণের খ্যাতি আছে। সে প্রস্তাবে আপনি কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি।

উদয়ন বললেন, আমি কখন বিবাহ করবো, কিংবা কোন্ কন্যাকে বিবাহ করবো, তা কি অপরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে?

মন্ত্রী বললেন, রাজাদের বিবাহ করতে হয় রাজনীতি মান্য করে। সম্প্রতি নর্তকী বিরচিকার প্রণয়ে আপনি মুগ্ধ হয়ে আছেন কিন্তু তাকে কোনো দিনই আমরা রানীর আসনে বসতে দেবো না। রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করে উপযুক্ত রাজবংশ থেকে আপনাকে রানী আনতে হবে। পরাক্রমশালী রাজা নিজের পছন্দ মতন যে কোনো দেশের রাজকন্যাকে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু দুর্বল রাজাকে চিন্তা করতে হয় সতর্কভাবে, কোন্ রাজকন্যাকে বিবাহ করলে সেই রাজ্যের মিত্রতা আপনার পক্ষে শুভ হবে।

উদয়ন ম্লান হেসে বললেন, তুমি আমাকে বারবার দুর্বল দুর্বল বলে গ্লানিতে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছো। আমার বিবাহেরও স্বাধীনতা নেই।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, আপনি গুণী সমাজে অতি উচ্চস্তরের শিল্পী

BanglaBook.org

হিসেবে সম্মানিত হবেন। কিন্তু ধারালো অস্ত্রের ব্যবহারকেই যারা ক্ষমতার চূড়ান্ত মনে করে তাদের কাছে তো আপনি সত্যিই দুর্বল। মানুষের যত ক্ষমতা বাড়ে, তত লোভ বাড়ে। এই সব ক্ষমতা-লোভীরা কখনো শিল্পীর সম্মান দিতে জানে না।

বসন্তক বললো, সে যাই হোক, মন্ত্রীমশাই, যখন দু' রাজ্য থেকেই প্রস্তাব এসেছে—তখন যে কোনো এক রাজকন্যার সঙ্গে আমাদের মহারাজের বিবাহের শীঘ্র ব্যবস্থা করে ফেল। কে বললো ক্ষমতা-লোভীরা গুণের সম্মান দেয় না। দুই রাজাই তো আমাদের মহারাজকে জামাতা হিসেবে উৎকৃষ্ট মনে করেছেন। যদিও তাঁরা দু'জনেই আমাদের শত্রু…

মন্ত্রী বললেন, তারা আমাদের রাজাকে পছন্দ করেছেন, না এই রাজ্যকে পছন্দ করেছেন, সেটা ভেবে দেখেছো? বৎস রাজ্যটি আয়তনে ছোট হলেও এখানকার জল সুমিষ্ট, ভূমি উর্বর, প্রজাগণ শান্তি প্রিয়। তাই এই রাজ্যের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির এত লোভ। দুই রাজাই তাঁদের কন্যার সঙ্গে আমাদের রাজার বিবাহ দিতে উদগ্রীব, কারণ তাঁরা জানেন, যিনি কন্যা দেবেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে এ রাজ্যের শাসক হবেন। মালবের রাজা আরুণির কোনো কন্যা নেই, তাই তিনি এমন প্রস্তাব দিতে পারেন নি।

বসন্তক বললেন, যুদ্ধ-বিগ্রহে যখন আমরা পারবো না, তখন যে কোনো এক রাজকন্যাকে বরণ করে সেই রাজ্যের মিত্রতা কামনা করাই তো আমাদের পক্ষে সঙ্গত, তাই না? মহাসেন বেশী শক্তিশালী, সুতরাং তাঁর কন্যাকেই….

মন্ত্রী বললেন, মহাসেন যেমন শক্তিশালী তেমনই চতুর। আমাদের রাজাকে তাঁর কন্যার গৃহশিক্ষক হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করে রাজা উদয়নকে সেই রাজ্যেই গৃহবন্দী থাকতে হবে।

BanglaBook.org

বসন্তক বললো, না, না, সে বড় লজ্জার কথা। ঘর জামাই হতে পারলে আমরা খুশী হই বটে। কোনো কাজ কর্মের দায় থাকে না। বসে বসে চর্বচোষ্য আহার করা যায়।...কিন্তু কোনো রাজার পক্ষে এমন মানায় না—

মন্ত্রী বললেন, তা ছাড়া মগধের রাজার কাছ থেকে আগেই প্রস্তাব এসেছিল, সেটা অগ্রাহ্য করলে—

উদয়ন ত্যক্ত হয়ে বললেন, যৌগন্ধ, থামো, থামো! এ আলোচনা আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে। আপাতত বিবাহে আমার একেবারেই মতি নেই। ভবিতব্যের দ্বার উন্মুক্ত থাকুক। দূত অপেক্ষা করছে, আমি প্রতি-বার্তা এখনি পাঠাতে চাই। সেই বার্তা আমি মনে মনে রচনা করেছি। শুনবে?

—বলুন।

—দূত গিয়ে বলুক, যোগ্য শিষ্য-শিষ্যা পেলে বৎসংরাজ উদয়ন কখনই তাদের গান্ধর্ববিদ্যা শিক্ষা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন না। উজ্জয়িনী-রাজকন্যার যদি সত্যই শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ থাকে তবে সেই রাজকন্যাকে সত্বর এখানে প্রেরণ করুন। আমার অতিথিশালায় স্থানাভাব নেই, সেখানে মহাসেনকন্যার স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো ত্রুটি হবে না। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি যথা সময়ে আবার ফিরে যাবেন।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, রাজা, আপনার এই বার্তা অতিশয় ভব্য, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বার্তা শুনলে রাজা মহাসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন। সাধারণ এক ছাত্রীর মতন উজ্জয়িনীর রাজকন্যা এসে থাকবেন এ রাজ্যের অতিথিশালায়?

বসন্তক বললো, এ যেন আমাদের মতন পরিবারের কোনো ছেলে মেয়েকে মস্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে!

উদয়ন তবু জোর দিয়ে বললেন, আমি এই বার্তাই পাঠাতে চাই। তুমি দূতকে ডাকো।

BanglaBook.org

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, বেশ, তাই হোক। কিন্তু মহারাজ, প্রবল শত্রুর রোষের জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে এখন।

উদয়ন বললেন, তোমায় বললাম না, মন্ত্রী, ভবিতব্যের দ্বার এখন উন্মুক্ত থাকুক।

॥ দুই ॥

দূর চলে যাবার পরদিন থেকেই যৌগন্ধরায়ণ বিপদের আশঙ্কা করছিলেন। কিন্তু বিপদটা ঠিক কোন দিক থেকে আসবে সেটাই তিনি বুঝতে পারছিলেন না। মহাসেন কি প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করে সসৈন্যে আক্রমণ করবেন? সেনাপতি রুমন্বান-এর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি জেনেছেন যে মহাসেনের বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোনো ক্ষমতাই বৎস-সেনা বাহিনীর নেই। সেনা বাহিনীকে সর্বদা পর রাজ্য জয়ের জন্য উন্মুখ করে না রাখলে তাদের বল স্পর্ধা প্রকাশ পায় না। রাজা উদয়নের সে রকম কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই।

কিন্তু মহাসেন আক্রমণ করবেন কোন্ অছিলায়? মগধ ও মালবের রাজারা কি তখন চুপ করে বসে থাকবেন? বুদ্ধি করে যৌগন্ধরায়ণ মগধের রাজা দর্শকের কাছে এক দূত পাঠিয়েছিলেন, দূত গিয়ে এই বার্তা জানালো যে রাজা উদয়ন শ্বাসশক্তি বৃদ্ধির জন্য কুম্ভক যোগ অভ্যাস করছেন, এই অবস্থায় আগামী এক বৎসর তাঁর বিবাহ চিন্তা নিষিদ্ধ। এক বৎসর পরে তিনি অবশ্যই বিবাহের কথা বিবেচনা করবেন।

অর্থাৎ মগধের রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাবটি জাগিয়ে রাখা হলো। রাজা দর্শক বুঝবেন যে তাঁর বাসনাকে অগ্রাহ্য করা হয় নি। যৌগন্ধরায়ণেরও মনের ইচ্ছা এই যে রাজা উদয়নকে যখন বিবাহ

BanglaBook.org

করতেই হবে, তখন মগধের রাজকন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করাই শ্রেয়। সম্মানে ও বংশ গরিমায় মগধ রাজবংশের স্থান উজ্জয়িনীর চেয়ে অনেক উঁচে। তা ছাড়া রাজা দর্শকের আর কোনো পুত্র সন্তান নেই, ঐ একটিই মাত্র কন্যা, সুতরাং একমাত্র জামাতাকে তিনি নিশ্চয়ই রাজ্য-চ্যুত করবেন না।

তবু, যৌগন্ধরায়ণের অগোচরে বিপদ এলো অন্য দিক থেকে।

বৎস রাজ্যের চতুর্দিকেই জঙ্গল। উদয়ন প্রায়ই জঙ্গলের নানান প্রান্তে শিকার করতে যান। তাঁর শিকারে অবশ্য তীর ধনুক বা তরবারি লাগে না। তিনি বংশীধ্বনি করে বা বীণা বাজিয়ে বনের হিংস্র পশুকে বশ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব অবিসম্বাদিত।

যদিও তাঁর দেহ রক্ষী হিসেবে একটি সশস্ত্র সৈন্যদল তাঁর সঙ্গে যায়। তবু রাজা উদয়ন নির্ভয়ে একাই বন্য পশুর সামনে এগিয়ে যান। বিশেষত বাজনা শুনিয়ে হাতিদের পোষ মানাতে তিনি খুবই দক্ষ। তাঁর সেনা বাহিনীর অনেকগুলি হস্তি তিনি এই ভাবে অরণ্য থেকে সংগ্রহ করেছেন।

এবারে শিকারে গিয়ে তিনি এক অরণ্যবাসী নিষাদের মুখে শুনলেন যে কয়েকদিন ধরে তারা গভীর বনে এমন একটি হাতিকে দেখছে, সে রকম হাতি তারা আগে কখনো দেখে নি। এই হাতিটির আয়তন ও উচ্চতা সাধারণ হাতিদের দ্বিগুণেরও বেশী। তার অতিকায় মাথাটি বনের সব গাছ ছাড়িয়ে যায়। হাতিটি কোনো যূথের সঙ্গে নেই, একাকী ঘুরছে।

উদয়ন কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

বন-যাত্রায় যৌগন্ধরায়ণ সঙ্গে আসতে পারেন না, কারণ তাঁকে রাজ-কার্য সামলাতে হয়। কিন্তু রাজ-বয়স্য বসন্তক সর্বদা রাজার সঙ্গে থাকে।

বসন্তক একথা শুনে বললো, এত বড় হাতি, স্বর্গ থেকে ঐরাবত নেমে এসেছে নাকি!

BanglaBook.org

উদয়ন সেই হাতিকে ধরবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

এরপর একাদিক্রমে তিনদিন ধরে চললো সেই হাতির অন্বেষণ।

বনবাসীদের মুখে, সেই হাতি সম্পর্কে আরও নানা কাহিনী শোনা যেতে লাগলো। এই বিশালকায় গজটি নাকি মূক, কারণ তাকে কেউ একবারও ডাকতে শোনে নি যূথভ্রষ্ট একাকী হাতি সচরাচর মদমত্ত হয়, ক্রুদ্ধভাবে বৃংহন করে। কিন্তু এর স্বভাব তার বিপরীত। কখনো কখনো একে দেখা গেলেও আবার যেন অদৃশ্য হয়ে যায় চোখের পলকে।

চতুর্থ দিনে হঠাৎ একবার সেই হাতির দেখা পেয়ে রাজা উদয়ন স্তম্ভিত হলেন। এর সম্পর্কে প্রচারিত কাহিনীগুলি তা হলে পুরো-পুরি অলীক নয়। এত বৃহৎ বন্যগজ সত্যিই তিনি আগে কখনো দেখেন নি। যেন ছোটখাটো একটি চলন্ত পাহাড়।

সেই হাতিকে সঙ্গীত দিয়ে বশ করবার জন্য জেদী হয়ে উঠলেন রাজা। তিনি দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতে লাগলেন তার সন্ধানে। তাঁর দেহরক্ষীরা ও বসন্তক অনেক পিছনে পড়ে রইলো, বস্তুত তিনি তাদের নিষেধই করলেন সঙ্গে আসার, কেন না বেশী লোক জন থাকলে সঙ্গীতের প্রভাব তেমন কাজ করে না।

রাজা উদয়ন একবারও সন্দেহ করলেন না যে স্বর্ণ মৃগের মতন তিনি এক মায়া হস্তির পশ্চাৎ ধাবন করছেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি যখন হাতিটির কাছাকাছি গিয়ে বীণার ঝঙ্কার তুললেন, তখন সেই হাতিটির উদরের দ্বার খুলে গেল, সেখান থেকে বেরিয়ে এলো একদল দুর্ধর্ষ বিদেশী সৈনিক! হাতিটি আসলে একটি যন্ত্র-খাঁচা, অতি সুকৌশলে সেটিকে হাতির মতন সাজানো হয়েছে।

রাজা উদয়ন বীণা ছেড়ে তরবারি তুলে ধরবারও সময় পেলেন না, তার আগেই তিনি বিদেশী সৈনিকদের হাতে বন্দী হলেন।

তারা ঝটিতি রাজার চোখ ও মুখ বেঁধে, তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে

BanglaBook.org

গভীর থেকে গভীরতর বনে এবং সীমান্তের ওপারে চলে গেল। বসন্তক বা উদয়নের সঙ্গীরা কিছু জানতেও পারলেন না।

জ্ঞান হবার পর রাজা উদয়ন টের পেলেন যে তিনি উজ্জয়িনীর কারাগারে বন্দী।

এর পর রাজা উদয়ন আশা করতে লাগলেন যে, যে কোনো সময় লৌহ কারার ওপাশে এসে দাঁড়াবেন উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত মহাসেন এবং অট্টহাস্য করে নিষ্ঠুর বাক্যবাণে তাঁর মর্ম বিদ্ধ করবেন।

কিন্তু সে রকম কিছুই হলো না। প্রদ্যোত মহাসেনের প্রক্রিয়াই অন্যরকম। তিনি অবহেলা দিয়ে আরও চরম আঘাত দিলেন। রাজা উদয়ন প্রতি মুহূর্তে ভাবছেন, এই বুঝি প্রদ্যোত আসবেন কিংবা রক্ষীরা শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাবে রাজ দরবারে। কিন্তু কেউ এলো না, কোনো লোক তাঁর সঙ্গে কথা বলে না, একজন শুধু মধ্যে মধ্যে এসে নিঃশব্দে কিছু খাদ্য পানীয় রেখে যায়।

মনোবেদনায়, হতাশায়, ক্লান্তিতে রাজা উদয়ন যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন। এই তাঁর নিয়তি! অন্য রাজ্যের কারাগারে অতি সাধারণ এক কয়েদীর মতন অবহেলিত জীবন যাপন! এর চেয়ে মহাসেন তাঁকে শূলে চড়ালো না কেন?

তিনদিন পর মধ্যরাত্রে রাজা উদয়ন ঘুমিয়ে ছিলেন, অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গেল তাঁর।

চতুর্দিকে নিপাট অন্ধকার, কারাগারের মধ্যে তিনি নিজের হাত-পাও দেখতে পাচ্ছেন না, এরই মধ্যে কোথা থেকে যেন একটা শব্দ তরঙ্গ ভেসে আসছে।

প্রথমে তাঁর মনে হলো দূরাগত কোনো ঝর্ণার শব্দ।

তারপর মনে হলো শত শত ভ্রমরীর গুঞ্জন।

একটু পরেই তাঁর সারা শরীরে শিহরন জাগলো। তিনি বুঝতে পারলেন, ঝর্ণাও নয়, ভ্রমরীর গুঞ্জনও নয়, বীণা ধ্বনি!

BanglaBook.org

কে এমন বীণা বাজায় ?

যন্ত্র-সঙ্গীতের জাদুকর রাজা উদয়ন যেন মন্ত্র মুগ্ধের মতন উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চিত্ত ভ্রমরের মতন আকুল হয়ে সেই অদেখা সুর স্রষ্টার সন্নিধানে ছুটে যেতে চাইলো। তিনি নিজে বীণার তারে ভ্রমরীর গুঞ্জন তুলে কাননের ভ্রমরদের আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সক্ষম হন নি, এখন তিনি বুঝলেন ভ্রমরীর আর্ত বিলাপ তাঁর হাতে এমন মর্মস্পর্শী ভাবে ফোটে নি।

তিনি কারাগারের লোহার শিক ধরে বাইরে দেখবার চেষ্টা করলেন। অনেক দূরে যেন ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

এবং সেই সুরের লতী লহরীও যেন ক্রমশই এগিয়ে আসছে কাছে।

তারপর সত্যই সেই আলো এবং সুর তাঁর কাছে এগিয়ে এলো।

রাজা দেখলেন সম্পূর্ণ শ্বেত বসনা তিন রমণী ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। এক জনের হাতে একটি প্রদীপ, আর যিনি মধ্যবর্তিনী তিনি বীণা বাজাচ্ছেন।

এবার রাজার মনে এলো মৃত্যু চেতনা। তিনি স্পষ্ট বোধ করলেন যে ইতিমধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাঁর সূক্ষ্ম আত্মা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে এবং মৃত্যুর তিন দূতী এসেছে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য। অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করলেন রাজা। মৃত্যু এত সুন্দর! সুরের প্রবাহে তাঁর আত্মা মিশে গিয়ে যাত্রা করবে স্বর্গের উদ্দেশে।

সেই তিন রমণী একেবারে তাঁর সামনে এসে থামলো। অতি সূক্ষ্ম বসনে তিন জনেরই মুখ ঢাকা। একজন চাবি দিয়ে কারাকক্ষের দ্বার খুলে দিল।

রাজা বললেন, আমি প্রস্তুত।

সেই তিন রমণী নতজানু হয়ে বসলো রাজার পায়ের কাছে। মধ্য-

BanglaBook.org

বর্তিনীটি তার হাতের বীণাটি রাজার পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে তাঁকে প্রণাম জানালো।

এবার রাজা বিস্মিত হলেন।

তবে কি তাঁর মৃত্যু হয় নি! মৃত্যু-দূতী তো এমন ভাবে প্রণাম জানায় না। তবে এই তিন রমণী কে?

রাজা আরও বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে তাঁর পায়ের কাছের বীণাটি তাঁরই নিজের। এই ঘোষবতী বীণার তুল্য বীণা আর নেই।

তবে কি এ সবই স্বপ্ন?

তিনি কারাগারের এক নগণ্য বন্দী, মধ্য রাত্রে তাঁর কাছে এমন রূপ লাবণ্যবতী তিন যুবতী আসবে কেন? প্রহরীরাই বা সব কোথায় গেল? স্বপ্নেই শুধু এমন সম্ভব।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কে?

তখন দু' পাশ থেকে দু'জন পিছু হটে গিয়ে একটু দূরে অপেক্ষারত রইলো। মধ্যের রমণীটি অতি মৃদু কণ্ঠে বললো, মহারাজ, আপনার বীণা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছি। আশা করি এই মহা মূল্যবান বস্তুটির কোনো খুঁত হয় নি।

রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে?

যুবতীটি মুখ নিচু করেই বললো, মহারাজ, আমি একজন সামান্যা নারী, আমার নাম বাসবদত্তা। আপনার বীণাটি গ্রহণ করলে আমি অনুগৃহীত হবো।

রাজা হাঁটু গেড়ে বসে বীণাটি তুলে নিলেন। এখানে কি এসব স্বপ্ন? এখনি সব কিছু আবার মিলিয়ে যাবে?

রাজা এক দৃষ্টিতে সেই কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি সামান্যা নারী···এই গভীর রাত্রে এখানে এসেছেন····প্রহরীরা কেউ নেই। এই বীণা আপনি অপূর্ব সুরে বাজাচ্ছিলেন। আমার ঘোষবতী তো সকলের হাতে বাজে না, সত্য করে বলুন তো, আপনি

BanglaBook.org

কি বাস্তব, না প্রহেলিকা ? আপনার বিবরণ কি শুধু স্বপ্নে ও কল্পনায় ?

রমণীটি বললো, মহারাজ, এ জীবনের কতটা বাস্তব আর কতটা স্বপ্ন তা আমি জানি না, বাস্তব আর কল্পনায় সীমারেখা কোথায় তাও আমি জানি না। তবে এই পৃথিবীর রৌদ্র-বাতাস-বৃষ্টি আমরা গায়ে মাখি, এগুলি সবই বাস্তব।

সত্যই স্বপ্ন কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য রাজা বললেন, এই ঘোষবতী আমি আপনাকে দিলাম। আপনার হাতেই এর যোগ্য সম্মান রক্ষিত হোক।

রমণীটি বললেন, না, না, মহারাজ····আমি কেন নেবো, এই ঘোষবতী আপনার প্রিয় তা বিশ্বের লোক জানে—আমি এর যোগ্য নই—।

রাজা বললেন, নিশ্চয়ই আপনি যোগ্য। আপনি যে অপরূপ সুরে এই বীণা বাজাচ্ছিলেন, তেমন আমিও পারি না।

রাজা জোর করে বীণাটি তুলে দিলেন সেই যুবতীর হাতে।

তখন অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি স্পর্শ হলো। নবনীতের মতন কোমল, চম্পকের মতন পেলব হলেও এই রমণীর অঙ্গুলি রক্ত মাংসের। এই প্রথম রাজা নিশ্চিন্ত হলেন যে তিনি স্বপ্ন দেখছেন না।

কিন্তু তাঁর বিস্ময়-বিহ্বলতা এখনো কাটে নি।

কে এই নারী! একি রাজপুত্রী? প্রদ্যোত মহাসেনের কন্যার নাম বাসবদত্তা না কী যেন! রাজপুত্রী ছাড়া কোনো সামান্যা নারীর পক্ষে এত রাতে এভাবে আসা সম্ভবও নয়, কিন্তু গর্বোদ্ধত রাজা প্রদ্যোতের কন্যা তাঁর মতন এক বন্দীর সঙ্গে এমন ভাবে সাক্ষাৎ করবেনই বা কেন?

ব্রীড়াবনতা বাসবদত্তা বললেন, মহারাজ যদি এই মহার্ঘ বীণা আমায় গ্রহণ করতে আদেশ করেন, তবে তা প্রত্যাখ্যান করার স্পর্ধা দেখানো আমার উচিত নয়। তবে আমারও একটি প্রার্থনা আছে, আপনি তা মানলে আমি কৃতার্থ হবো।

BanglaBook.org

—আমার কাছে আবার কী প্রার্থনা ?

—মহারাজ উদয়ন যদি আমায় শিষ্যা করে নিয়ে বীণা শিক্ষা দেন, তবে আমার জীবন ধন্য হবে।

রাজা উদয়ন চমকিত হলেন, তাঁর হৃদয় অভিমানে ভরে গেল। তবে তো এই বাসবদত্তা সত্যিই উজ্জয়িনীর রাজকন্যা।

তিনি বিকৃত স্বরে বললেন, মহাসেনের সাধ ছিল আমাকে তাঁর কন্যার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত রাখার। হীন কৌশলে আমায় বন্দী করে এনে কারাগারে নিক্ষেপ করে তিনি সেই সাধ মেটাতে চান। রাজনন্দিনী, আপনি শুনে রাখুন, মহাসেন ইচ্ছে করলে একটি একটি করে আমার হাতের আঙুল কেটে ফেলতে পারেন, কিন্তু এই রাজ্যে বসে আমার আঙুল কিছুতেই কোনো বীণার তার স্পর্শ করবে না।

বাসবদত্তা এবার তার মুখের স্বচ্ছ আবরণ উন্মোচন করলেন। তার দুই চক্ষু জলে ভরে গেল।

পদ্ম কোরকের মত সদ্য রক্তিমাভ দুই চক্ষু রাজা উদয়নের মুখের ওপর ন্যস্ত করে সে বললো, আপনাকে বলপূর্বক ধরে আনার ব্যাপারে আমার কোনো সম্মতি বা ইচ্ছা যে ছিল না একথা আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে। বরং আমার পিতাকে এ কার্য থেকে বিরত থাকবার জন্য আমি অনেক মিনতি করেছি। মহারাজ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কুমারী কন্যারা স্বাধীনা নয়, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরে রাজনীতির বদল হয় না।

—তবু প্রকৃতপক্ষে আমি বন্দী-গৃহশিক্ষকই হবো এখানে ?

—আমার সঙ্গীত শিক্ষার কথা বলে যদি আপনাকে আঘাত দিয়ে থাকি কিংবা আপনার সম্মানহানি করে থাকি, তবে আমায় মার্জনা করবেন। আমি অল্প-বুদ্ধি সামান্যা বালিকা, আমি না বুঝে ভুল করেছি। আপনার খ্যাতি এবং আমার সঙ্গীত-তৃষ্ণার জন্যই এই ভুল হয়েছে। আমার আর কিছু প্রার্থনা নেই।

BanglaBook.org

বাসবদত্তা উঠে দাঁড়াতেই রাজাও উঠলেন।

এক হাত উঁচু করে বললেন, রাজকন্যা, দাঁড়াও। আমার কাছে কেউ গান্ধর্ব-বিদ্যা শিক্ষা করতে চাইলে আমি প্রত্যাখ্যান করি না, এই আমার ধর্ম। কিন্তু আপনি কি আপনার পিতার সম্মতিক্রমে এখানে এসেছেন? আপনার গুরুজনদের অগোচরে গোপনে আপনাকে শিক্ষাদানও শোভন হয় না।

বাসবদত্তা বললো, আমার পিতার সম্মতি আমি নিই নি ঠিকই। তাঁকে জানালে তিনি হয়তো, আমাকে এমন সময়ে, এমন অবস্থায় আসতে দিতে রাজি হতেন না। তবে, মহারাজা আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাতন্ত্র-পরায়ণা নই, আমার জননীর অনুমতি নিয়েই আমি আপনাকে আপনার বীণা ফিরিয়ে দিতে এসেছিলাম। আপনার অপহরণকারীরা এই সুবিখ্যাত বীণাটি রাজ কোষাগারে গচ্ছিত করেছিল। বীণাটি ফিরে পেলে আপনার দুঃখের কিছুটা লাঘব হবে, এমনই মনে হয়েছিল আমার।

—রাজকন্যা, এই বীণা আপনার জন্যই শোভিত হোক। স্বয়ং বীণাবাদিনীর মতন আপনি গুণান্বিত হয়ে উঠুন।

এরপর প্রতি রাত্রেই বাসবদত্তা আসতে লাগলো রাজা উদয়নের কারাগারে। গভীর মনোনিবেশ সহকারে সে আয়ত্ত করতে লাগলো গান্ধর্ব-বিদ্যা।

সেই সময় প্রহরীরা সকলে অদৃশ্য হয়ে যায়। রাজকুমারীর দুই সহচরী শুধু বসে থাকে কক্ষের বাইরে, কিছুটা দূরে। এইভাবে রাত্রির এক প্রহর দুই প্রহর কাটে।

রাজা উদয়ন উজ্জয়িনীর রাজকুমারীর নিষ্ঠা ও তন্ময়তা দেখে তো মুগ্ধ হলেন বটেই, তার চেয়েও যেন তিনি বেশী বিস্মিত হলেন বাসবদত্তার অতি বিনীত ভাব এবং নম্র স্বভাব দেখে। বাসবদত্তাকে উগ্র স্বভাব মহাসেনের কন্যা বলে যেন চেনাই যায় না। অত বড় একটা রাজ্যের রাজকন্যা হয়েও বাসবদত্তার চরিত্রে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই।

BanglaBook.org

মহাসেন এই সময় অন্য এক রাজ্যের সঙ্গে হঠাৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়ায় উদয়ন ও বাসবদত্তার নৈশ সঙ্গীত চর্চার কোনো বিঘ্ন হলো না।

রাত্রি এবং নির্জনতা, এই দুটিই পঞ্চস্বরের খুব প্রিয়। এর পরে একই সঙ্গীত যদি দুই নারী-পুরুষের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়। তা হলে তো আর কোনো কথাই নেই। সুতরাং অচিরেই গুরু ও শিষ্যার মধ্যে গভীর প্রণয় জন্মালো।

এখন সঙ্গীত শিক্ষার মাঝে মাঝেই দু'জনে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে পরস্পরের প্রতি অপলক চেয়ে থাকে।

এইভাবে প্রায় দুই মাস কাটলো।

এদিকে বৎস রাজ্যের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই।

বসন্তকের কাছে রাজার অন্তর্হিত হবার কাহিনী শুনেই যৌগন্ধরায়ণ উজ্জয়িনী রাজ্যে একাধিক চর পাঠিয়ে দিলেন। এই চর মুখে তিনি রাজা উদয়নের বন্দীদশা এবং অপরাপর বৃত্তান্ত সবই জেনেছেন।

রাজা উদয়ন উজ্জয়িনীর সেনা বাহিনীর হাতে ধৃত, এই সংবাদ শুনে বৎস রাজ্যের সকল নাগরিক উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই কোমল ও শিল্প স্বভাবের রাজা তাদের খুবই প্রিয়। রাজভবনের সামনে এসে সমবেত হয়ে হাজার হাজার মানুষ উচ্চস্বরে জানাতে লাগলো যে এই অপমান তারা কিছুতেই সহ্য করবে না। এখনি যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক। উজ্জয়িনীর সেনা বাহিনী যতই শক্তিশালী হোক না কেন। বৎস রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক তাদের শেষ রক্ত বিন্দু বিসর্জন দিয়েও তারা তাদের প্রিয় নৃপতিকে মুক্ত করে আনবে।

যৌগন্ধরায়ণ প্রজাদের শান্ত করলেন।

তিনি জানেন, এই যুদ্ধে অনর্থক রক্তপাত হবে মাত্র। উজ্জয়িনীর সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করার সাধ্য বৎস রাজ্যের নেই। যুদ্ধের চিন্তা অতি অবান্তর।

তিনি নাগরিকদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি নিজে কয়েক

BanglaBook.org

পক্ষ কালের মধ্যেই রাজা উদয়নকে সসম্মানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন নিজের রাজ্যে।

সেনাপতি রুমন্বং-এর হাতে রাজ্য শাসনের ভার দিলেন যৌগন্ধরায়ণ। তারপর বসন্তককে সঙ্গে নিয়ে তিনি গোপনে উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করলেন।

যৌগন্ধরায়ণ ছদ্মবেশ ধারণে অতি নিপুণ। বহুরূপীর মতন যখন তখন তিনি রূপ পরিবর্তন করতে পারেন।

বসন্তককে তিনি সাজালেন এক হাস্যকর চেহারার উন্মাদ। তার কাজ হলো উজ্জয়িনীর পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। উন্মাদ চরিত্রে বসন্তক খুব সহজেই মানিয়ে নিল নিজেকে এবং নিজের কৃতিত্বে সে অবিলম্বেই রাজবাড়ির অন্দরমহলেও প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে গেল। এই উন্মাদের মুখে নানান কৌতুক কাহিনী পুরনারীরা খুব আগ্রহের সঙ্গে শোনে।

আর যৌগন্ধরায়ণ এক ভিন্‌দেশী ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে খুলে বসলেন এক পানশালা। দেশ বিদেশের নানারকম সুগন্ধী ও উত্তেজক সুরা পাওয়া যায় তার প্রতিষ্ঠানে। কিছুদিনের মধ্যেই বেশ জমে উঠলো তাঁর পশার।

পানশালায় স্বভাবতই মানুষের মুখ আলগা হয়। অনেক অনেক গুপ্ত কথাও ফাঁস করে দেয়। আবার পানশালায় অনেকেই আসে গোপন বার্তা বিনিময় করতে। তীক্ষ্ণধী যৌগন্ধরায়ণ এদের সকলের কথা শুনে উজ্জয়িনী রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে লাগলেন। বসন্তকও এনে দেয় রাজবাড়ির অন্দর মহলের খবর। অনেক রাজকর্মচারী এবং পশুশালার অধ্যক্ষরাও যৌগন্ধরায়ণের পানশালায় নিয়মিত আসে। তিনি ওদের অনেকের সঙ্গে দেখা করে নিলেন।

একসময় মহাসেন গেলেন অন্যরাজ্যে যুদ্ধ যাত্রায়। সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপালক। কনিষ্ঠ পুত্র পালকের হাতে রাজ্যের ভার।

মহাসেনের অনুপস্থিতিতে রাজ্যের সব রকম ব্যবস্থাই কিছুটা শিথিল।

যৌগন্ধরায়ণ বুঝলেন, এই উপযুক্ত সময়।

আচম্বিতে এক মধ্যরাত্রে রাজা উদয়ন তাঁর কারাগারের সামনে দেখতে পেলেন যৌগন্ধরায়ণকে।

বিনা ভূমিকায় যৌগন্ধরায়ণ বললেন, মহারাজ চলুন, প্রত্যাবর্তনের পথ অতি প্রশস্ত।

আবার বক্ষে ঘোর লাগলো রাজা উদয়নের।

এও কি সম্ভব যে এই ঘোর শত্রুপুরীতে যৌগন্ধরায়ণ একা এসে উপস্থিত? আবাল্য সুহৃদ যৌগন্ধরায়ণ অদ্ভুতকর্মা ঠিকই, কিন্তু তার পক্ষেও এই অসাধ্য সাধন কী প্রকারে সম্ভব? সে কি মায়াবিদ্যা জানে।

বিস্ময় ও অবিশ্বাস কাটাতে রাজার কিছুটা সময় লাগলো। তারপর তিনি বললেন, যৌগন্ধ তুমি! তুমি কী করে···আমি কিছুই বুঝতে পারছি না····আমি কিছুই বিশ্বাস করতে পারছি না···

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, সব কিছু ব্যাখ্যা করে বলার সময় এখন নেই। কারাগার থেকে বেরুবার পথ এখন বাধা মুক্ত, বাইরে বাহন অপেক্ষমান, আপনি দেরি করবেন না। শীঘ্র চলুন!

—কোথায় যাবো?

আপনার রাজধানী কৌশাম্বীতে। কেন বিলম্ব করছেন, মহারাজ?

—এও কি সম্ভব যে তুমি সত্যিই এসেছো আমায় উদ্ধার করতে? এখান থেকে বেরুতে গেলেই আমি ফের বন্দী হবো না? উজ্জয়িনী রাজ্যের প্রহরীরা কি এতই অপদার্থ?

—আপনার পুনরায় ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে কি আমি আপনাকে এমন ভাবে চলে আসতে বলতুম। সব বাধা আমি নির্মূল করেছি, কিন্তু সময় অতি মূল্যবান, আপনি আর দেরি করবেন না। এখুনি আসুন।

BanglaBook.org

কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে যৌগন্ধরায়ণ হাত বাড়ালেন।

তবু ইতস্তত করতে লাগলেন রাজা উদয়ন।

রজনীর মধ্যযামের আর কয়েক পল মাত্র বাকি। ঠিক এই সময় বাসবদত্তা আসে। রাজা উদয়ন প্রকৃত পক্ষে বাসবদত্তার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। এই সময়ে, বাসবদত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে তিনি চলে যাবেন কী করে।

শুধু দেখা নয়, বাসবদত্তাকে পরিত্যাগ করে যাওয়াও যে তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

উদাসীন কণ্ঠে রাজা উদয়ন বললেন, তুমি ফিরে যাও, যৌগন্ধ, আমার যাওয়া হবে না।

এবার কঠোর স্বরে এবং মন্ত্রীত্বের খোলস ছেড়ে বন্ধুর কণ্ঠে যৌগন্ধরায়ণ বললেন, অবোধের মতন কথা বলো না, উদয়ন! বর্ষণের সময় যেমন বিদ্যুৎপ্রভা বেশী উজ্জ্বল হয়, তেমনই এই দুর্দশার সময়ে তোমার তেজ প্রজ্বলিত হবে, আমি এমন আশা করেছিলাম। তোমার জন্য অস্ত্র এনেছি, নাও, এই তরবারি হাতে তুলে নাও, তারপর দেখি আমাদের দু'জনকে কে রুখতে পারে।

—আমি যাবো না, যৌগন্ধ।

—কেন?

—তার কারণ আছে। সে কারণ আমি তোমায় জানাতে পারবো না।

—আমি সবই জানি। বাসবদত্তা! তুমি বাসবদত্তাকে ছেড়ে যেতে চাও না।

—তুমি সবই জানো....

—শোনো, উদয়ন, তোমার সম্মুখে দুটি মাত্র পথ খোলা আছে, এক তুমি বাসবদত্তার করুণা প্রত্যাশী হয়ে এ রাজ্যের গৃহ কিঙ্কর হয়ে থাকবে, অথবা এই মোহ বর্জন করে পুনরায় নিজ রাজ্যের অধীশ্বর হবে।

BanglaBook.org

রাজা উদয়ন এগিয়ে এসে যৌগন্ধরায়ণের দু'হাত ধরে ব্যাকুল ভাবে বললেন, যৌগন্ধ আমি আর রাজা হতে চাই না। রাজমুকুট আমার মস্তকে বড় গুরুভার বলে বোধ হয়···বৎস রাজ্য তুমি নাও, আজ থেকে বৎস রাজ্যের উত্তরাধিকার তোমাকে দিলাম। আমার চেয়ে তুমি অনেক উত্তম রূপে রাজ্য পরিচালনা করতে পারবে!

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যৌগন্ধরায়ণ ধিক্কার দিয়ে বললেন, উদয়ন, তোমাকে আমি মূর্খ বলতে বাধ্য। তুমি যা চাও, তা সবই বিফল হবে। তুমি কি ভাবছো, তুমি এ রাজ্যে থাকলে কোনদিন বাসবদত্তাকে পাবে? অহঙ্কারী রাজ্য প্রদ্যোত কোনদিন তোমার মতন এক মহিমাচ্যুত ব্যক্তির কাছে নিজের কন্যাকে সমর্পণ করবেন না। বরং তোমার প্রাণহানিরই গুরুতর সম্ভাবনা, রাজাদের কল্পনা ক্লৈব্য কিংবা বৈরাগ্য মানায় না। তুমি স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগী হলেও তোমার পরবর্তী উত্তরাধিকারী যতক্ষণ না তোমায় হত্যা করবে, ততক্ষণ সে স্বস্তি পাবে না। যদি তুমি কোন দিন ফিরে আসো, কিংবা তোমার বংশধররা কেউ সিংহাসন দাবি করে, সেই জন্য সে তোমাকে সবংশে নিধন করবে। আমি রাজা হলেও হয়তো সেইরকমই করতান। সুতরাং, অবসাদ দূর করে তুমি নিজের রাজ্যে ফিরে চলো।

—আমি রাজ্য চাই না, আমি সুখ চাই।

—রাজ্য না পেলে তুমি সুখও পাবে না। তুমি রাজবংশে জন্মেছো, এই তোমার অভিশাপ।

এই সময় মধ্যযাম সূচিত হলো এবং সখীদের সঙ্গে নিয়ে বাসবদত্তা এগিয়ে আসতে লাগলো কারাগারের দিকে।

প্রণয়ী যুগলকে উচ্ছ্বাস বিনিময়ের জন্য অযথা সময় না দিয়ে যৌগন্ধরায়ণ রাজাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বাসবদত্তাকে সম্বোধন করে বললেন, দেবী, আমি রাজা উদয়নের সেবক এবং সচিব, আমাদের

BanglaBook.org

রাজাকে এই হীন দশা থেকে উদ্ধার করতে এসেছি। প্রতিটি মুহূর্ত এখন অমূল্য, আপনি অনুমতি দিন, আমরা যাই।

বিস্ফারিত চক্ষে নির্বাক হয়ে রইলো বাসবদত্তা।

রাজা উদয়ন এগিয়ে এসে ব্যাকুল ভাবে বললেন, আমি যেতে চাই না। বাসবদত্তা, তোমাকে ছেড়ে আমার কোথাও থাকার উপায় নেই।

হাত দিয়ে রাজাকে বাধা দিয়ে যৌগন্ধরায়ণ আবার বললেন, আমার আর একটি প্রস্তাব আছে। আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন। আপনাকে এখনি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ আগেই বলেছি, এখন প্রতিটি মুহূর্তই অমূল্য। দেরি হলে আমাদের সকলের প্রাণ যেতে পারে।

কিঞ্চিৎমাত্র দ্বিধা না করে বাসবদত্তা বললেন, আমি যাবো। রাজা উদয়ন বললেন, তুমি কী বলছো, যৌগন্ধ এ কখনো হতে পারে? রাজা প্রদ্যোতের কন্যাকে আমি তস্করের মতন হরণ করবো…

যৌগন্ধরায়ণ তীব্র স্বরে বললেন, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বংশধরের মুখে এরকম কথা শোভা পায় না। আপনার তেজ ও বীর্যের শুল্ক দিয়ে এই রমণীরত্নকে আপনি জয় করলেই ইনি আপনার ওপর অশেষ প্রীত থাকবেন। চলুন মহারাজ—

তলোয়ার তুলে যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে বললেন, দেবী, অগ্রে থাকবো আমি, আপনি থাকবেন মাঝখানে এবং পশ্চাতে পশ্চাতে রাজা আপনাকে রক্ষা করতে করতে আসবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রাণ না যায়, ততক্ষণ আপনারা চলার গতি থামাবেন না। যদি দৈবাৎ আমি নিহত হই, তখন রাজার কথা মতন চালিত হবেন। বাইরের উদ্যানের মধ্যে ঝরোকার পাশে রাজসখা বসন্তক দ্রুতগামী রথ সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। জয় শঙ্কর—

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই যৌগন্ধরায়ণ রাজকর্মচারীদের মধ্যে বিনা মূল্যে অঢেল সুরা বিতরণ করেছেন। সেই সুরার মধ্যে এক প্রকার আরক মিশ্রিত ছিল। যার প্রভাবে ঐ সুরাপায়ীরা এখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

BanglaBook.org

যে-কয়েকজন রক্ষী বাইরের দ্বারে জাগ্রত ছিল, যৌগন্ধরায়ণের পরাক্রমের মুখে তারা দাঁড়াতেই পারলো না। রাজা উদয়নও তরবারি চালনায় একেবারে অপটু নন, তা ছাড়া বাসবদত্তাকে রক্ষা করতে হবে বলে তিনি আরও বেশী ক্ষীপ্র হয়ে উঠলেন, কোনো বাধাই তাঁর কাছে দুর্ভেদ্য রইলো না।

বসন্তক উদগ্রীব ভাবে অপেক্ষা করছিল, ঝরোকার পাশে এই তিনজন এসে পৌঁছাতেই সে ওঁদের উঠিয়ে নিয়ে ছুটিয়ে দিল রথ।

রাজকুমার পালক কিছুটা বিলম্বে এই রোমহর্ষক সংবাদ পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এবং রক্ষী ও সেনাবাহিনীর প্রধানদের নিশ্চেতন অথবা ঘুম কাতর দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন আরও বেশী। কোনোক্রমে একটি রক্ষীদল সাজিয়ে তিনি যতক্ষণে ওঁদের পশ্চাৎধাবন শুরু করলেন, ততক্ষণে পলাতকরা গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেছে।

॥ তিন ॥

বৎস রাজ্যের মধ্যে লাবাণক একটি অতি প্রসিদ্ধ স্থান। ছোট ছোট গিরি ও কানন পরিবেষ্টিত এই ক্ষুদ্র জনপথটি যেন একটি প্রমোদ উদ্যান।

এখানে রয়েছে বৎস রাজের গ্রীষ্মবিলাস। প্রায় তিন মাস কাল যাবৎ রাজা উদয়ন নবোঢ়া পত্নী বাসবদত্তাকে নিয়ে এখানে অবস্থান করছেন।

সম্প্রতি রাজধানী কৌশাম্বী থেকে মহামন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ এবং সেনাপতি রুমন্বংও এখানে এসেছেন। গুরুতর রাজকার্য বিষয়ে রাজার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য। কিন্তু তিনদিন পার হয়ে গেল, রাজা উদয়নের সঙ্গে ওঁদের দু'জনের দেখা হয় নি।

BanglaBook.org

রাজা উদয়নের কঠোর নির্দেশ, তিনি যতক্ষণ রাজ্ঞী বাসবদত্তার সঙ্গে থাকবেন, ততক্ষণ কোনো শাস্ত্রী বা দৌবারিক কোনো ক্রমেই রাজার কাছে যেতে পারবে না।

নিশ্চিত দিন রাত্রির অষ্টপ্রহরই রাজা উদয়ন থাকছেন বাসবদত্তার সন্নিধানে, কেন না, এই তিনদিনের মধ্যে তিনি তাঁর মন্ত্রী ও সেনাপতির আগমনের সংবাদই পেলেন না।

অতি গুরুতর কারণ না ঘটলে মন্ত্রী ও সেনাপতি যুগপৎ রাজধানী অরক্ষিত রেখে কেনই বা এখানে আসবেন। রাজ্য কী ভাবে চলছে সে সম্পর্কে রাজার কোনো চিন্তাই নেই।

এ রাজ্যে যৌগন্ধরায়ণকে কোনো প্রহরী আটকাবে না, তিনি সরাসরিই গিয়ে সাক্ষাৎ করতে পারেন রাজার সঙ্গে। কিন্তু যৌগন্ধ-রায়ণ তেমন ভাবে যেতে চান নি। রাজার নিষেধাজ্ঞায় যে ব্যতিক্রম হিসেবে তাঁর বা সেনাপতির উল্লেখ নেই, এতেই তিনি বিস্মিত হয়েছেন।

যৌগন্ধরায়ণ তাঁর উপস্থিতির কথা জানিয়ে রাজার কাছে একটি পত্র পাঠালেন।

রাজা উদয়ন উত্তর দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। তিনি লিখেছেন, বন্ধু তুমিই এই বৎস রাজ্যের প্রকৃত চালক, এর শুভ-অশুভ কেমন করে নির্ধারিত হবে, তা আমার চেয়ে তুমি ঢের ভালো জানো। প্রজাপতি যেমন সামান্যতম আগুনের আঁচ সহ্য করতে পারে না। আমিও এখন যে রসে নিমজ্জিত আছি, তাতে অন্য কোনো প্রকার চিন্তা আমার কাছে তেমনিই বিষবৎ।

স্পষ্ট বোঝা গেল, রাজা উদয়ন এখন যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে চান না।

যৌগন্ধরায়ণ সেনাপতি রুমণ্বৎ-কে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটি ছোট টিলার শিখরে নির্জন স্থানে বসলেন।

সদ্য সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তবে অন্ধকার এখনো মৃদু। পরিষ্কার

BanglaBook.org

আকাশ তারকা সমাকীর্ণ। নিচে দূরে দেখা যায় লাবাণক নগরীর গৃহগুলিতে একটি একটি করে জ্বলে উঠছে আলো। রাজার প্রমোদ ভবনে এখনো বাতি জ্বলে নি। আজ পঞ্চমী, একটু পরেই আকাশ জুড়ে জ্যোৎস্না উঠবে, সেই জন্যই রাজা বোধহয় কৃত্রিম আলো চান না।

লাবাণকের বিখ্যাত সুপবন এখন মন্দ মন্দ বইছে।

যৌগন্ধরায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, রুমন্বৎ রাজা আমায় কী পত্র লিখেছেন, তুমি দ্যাখো। রাজা চান, প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যের পরিচালক আমিই হই। তাহলে আর রাজার থাকার দরকার কী? এখন তাহলে রাজা উদয়নের শিরচ্ছেদ করাই উচিত, তাই নয়?

শিউরে উঠে রুমন্বৎ বললেন, এ আপনি কী বলছেন, মহামন্ত্রী?

—আজ থেকে আমি এ রাজ্যের রাজা হতে পারি। যদি তাই হয়, তাহলে নিষ্কণ্টকভাবে রাজ্য ভোগ করার জন্য পূর্বতন রাজাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়াই কর্তব্য। অপটু, অযোগ্য রাজার বেঁচে থাকার অধিকার নেই, হয় তাকে বহিঃশত্রুর হাতে প্রাণ দিতে হয়, অথবা গৃহশত্রু তাকে মারে। আমার প্রস্তাবে যদি তুমি সম্মত না হও, তাহলে তোমাকে সরিয়ে দেবার ক্ষমতাও যে আমার আছে, তা তুমি ভালো করেই জানো।

—মহামন্ত্রী, আপনি কী বলতে চাইছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এ ধরনের কথা তো আপনার মুখে কোনো দিনই শুনি নি।

—এ রাজ্যের এমন বিপদও তো আগে কখনো আসে নি?

—তা অবশ্য ঠিকই।

—সুতরাং আমি বলতে চাই, এখন এই রাজ্যের রাজা হবার ক্ষমতা এবং যোগ্যতা আমার আছে। ঠিক কি না? কিন্তু তা আমি হবো না। আমি উচ্চাভিলাষী নই। আমি ব্রাহ্মণ, রাজপদে আমার কোনো লোভ নেই। আমি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছি শুধু এইমাত্র কারণে

BanglaBook.org

যে পরলোকগত রাজা সহস্রানীক আমার পরলোকগত পিতা যুগন্ধরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গিয়েছিলেন, আমি যেন সব সময় রাজপুত্র উদয়নের পাশে থাকি। তা ছাড়া রাজা উদয়ন আমার বাল্য সুহৃদ সুতরাং রাজার শিরচ্ছেদ কিংবা তোমাকে ক্ষমতাচ্যুত করার সংকল্প আমার নেই। আমি শুধু তোমাকে জানিয়ে রাখলাম যে এরকম করার ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু আমি কোনোদিনও সে ক্ষমতার ব্যবহার করবো না। বুঝলে? এবার তুমি বলো, রাজ্যের বর্তমান সংকট মোচনের কী উপায়?

—রাজা যখন উদাসীন, তখন আপনাকেই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

—কোনো দেশের রাজা বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে থাকলে সে দেশের সেনাবাহিনী কখনো সত্যিকারের পরাক্রম দেখাতে পারে? তাদের মনোবলই থাকে না। এই স-সাগরা ভারতে তুমি দেখাও তো, যে রাজা নিজে অস্ত্রধারী হয়ে সেনাবাহিনীর পুরোভাগে থাকেন না, তেমন কোন্ রাজা নিজ রাজ্য রক্ষা করতে পারেন? এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা অর্জুন-পুত্র অভিমন্যু সমর ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন। আজ তাঁর বংশধর সমর-বিমুখ। তা হলে এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ কী বুঝতেই পারছো!

—কিন্তু যে-ভাবেই হোক, এ রাজ্যকে তো রক্ষা করতেই হবে।

—আজ রাজ্যের তিন দিকে শত্রু। মালবের উদ্ধত রাজা আরুণি হঠাৎ আক্রমণ করে আমাদের রাজ্যের খানিকটা অংশ অধিকার করে বসে আছে।

—তিনি ওখানেই থামবেন না, আরও এগিয়ে আসবেন।

—মগধের রাজা দর্শক দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, তাঁর কন্যার সঙ্গে আমাদের রাজার বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমরা তা অবজ্ঞা ও অবহেলা করে তাঁকে অপমানিত করেছি।

BanglaBook.org

—উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত মহাসেনও যে কোনো দিন এই রাজ্য আক্রমণ করতে পারেন।

—এখনো যে করেন নি, তার কারণ, অন্য এক রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে মহাসেন আহত হয়ে ফিরেছেন। সিংহের গুহা থেকে আমি তাঁর নন্দিনীকে হরণ করে এনেছি। এ অপমান তিনি কিছুতে সহ্য করবেন না। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেই তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এ রাজ্যের ওপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

আমার ধারণা বৎসরাজ্য তিন টুকরো হয়ে তিন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের করায়ত্ত হবে। যদি না আপনি কোনো উপায় বার করতে না পারেন।

—তুমি সেনাপতি, তোমার কথাতেই বোঝা যাচ্ছে যে অস্ত্রযুদ্ধে আমরা কোনোক্রমেই জয়ী হতে পারবো না। আমাদের জয়ী হতে হবে কূটনীতিতে। কিন্তু যে-নীতিই আমি প্রয়োগ করি না কেন, শিখণ্ডীর মতন রাজাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা প্রয়োজন। আমি সামান্য সচিব, আমি অপর কোনো রাজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে পারি না। কেউ আমার সঙ্গে কথাই বলবেন না। সেই জন্যই তো বলছিলাম, উদয়নের বদলে আমি এখন রাজা হলে অনেক সুবিধা হতো।

—সেরকম যদি মনে করেন, তা হলে কিছুদিনের জন্য রাজাকে বন্দী করে রেখে আপনিই সিংহাসনে বসুন।

—তারপর কিছুদিন বাদে যদি সব সংকট কেটে যায়, তখন আমি উদয়নকে আবার রাজ্য প্রত্যর্পণ করবো! নাগরিকেরা জানবে যে আমার দয়াতেই বন্দী রাজা উদয়ন আবার স্বরাজ্য ফিরে পেয়েছেন? প্রজারা তখন আমার নামে জয়ধ্বনি দেবে বটে কিন্তু রাজার নামে কী বলবে? ক্ষাত্রধর্মে এর চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়।

—তাহলে অন্য কী উপায়?

—রুমন্বৎ, আমি তোমার কাছ থেকেই উপায় জানতে চাইছি।

BanglaBook.org

—যে-কোনো উপায়ে রাজার এই বিলাসের ধ্যান ভাঙাতেই হবে।

—একে তুমি ধ্যান বলছো? মুনি-ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ করানো যায় রূপসী বারনারীদের সাহায্য নিয়ে, আর যিনি রূপসী নারী নিয়েই মগ্ন, তাঁর ভঙ্গ করানো যাবে কী প্রকারে?

—মহামন্ত্রী, আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

—আমিই বাসবদত্তাকে হরণ করে এনেছি। বিবাহের পর পুরুষের স্বভাবতই কিছু দায়িত্ববোধ আসে। বাসবদত্তার প্রতি রাজার তীব্র প্রণয় এই রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলময়ই হতে পারতো। আমি ভেবেছিলাম, বাসবদত্তাকে রক্ষা করবার জন্যই রাজা নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবেন, শত্রু দমনে মন দেবেন। শত্রুরা যদি এ রাজ্য ছিন্নভিন্ন করে দেয়, তবে বাসবদত্তাকে তিনি রাখবেন কোথায়? কী করে চলবে তাঁর সঙ্গীত ও প্রণয় সাধনা?

—আপনি এই কথাটাই রাজাকে বোঝাবার চেষ্টা করুন।

—চেষ্টা আমি কম করিনি। দেখা হলেই আমি উপদেশ দেবো, এই ভয়ে রাজা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই ভয় পান। তুমি বরং চেষ্টা করে ছাখো।

—আপনি ব্যর্থ হলে আমার যে-কোনো চেষ্টাই বৃথা।

যৌগন্ধরায়ণ একটু ক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখে মেঘছায়ার মতন বেদনার ছাপ পড়লো।

তিনি ধীরে ধীরে আপন মনে বললেন, আমি রাষ্ট্রনীতি এবং কূটনীতি নিয়ে সময় কাটাই বটে কিন্তু এক সময় রসশাস্ত্রও পড়েছি। কাব্য আমার প্রিয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি আর ছল-চাতুরির জগৎ থেকে সরে গিয়ে কাব্য আর সঙ্গীতের সুধা সাগরে যে ডুবে থাকতে পারে, সে অনেক বেশী সুখী, তার জীবন ধন্য। এই সুখ সকলের জন্য নয়। দরিদ্ররা এই সুখ যত সহজে পেতে পারে, ঐশ্বর্যরাজরা তা পারে না। যাদের ধন-দৌলত আছে, তাদের তা রক্ষা করার জন্যেই সর্বসময়

BanglaBook.org

ব্যস্ত থাকতে হয়, কাব্য তখন দূরে সরে যায়। তাহলে, যাঁকে সিংহাসন রক্ষা করতে হবে, তাঁকে সব সময় ঘিরে থাকে কঠোর বাস্তব। কাব্যের সূক্ষ্ম আত্মা সেখানে আসতে পারে না। তাই না রুমন্বৎ?

সেনাপতি বললেন, মহামন্ত্রী, আমি তো রসশাস্ত্র পাঠ করি নি। বাল্যকাল থেকেই অস্ত্রের ঝনঝনা শুনতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, কাব্য বা সঙ্গীত কোনোদিন আমার শ্রবণে পশে নি।

—বাসবদত্তা সোনার প্রতিমা। রূপের সঙ্গে গুণের এমন মিলন বড় দুর্লভ। রাজা উদয়ন ও রাণী বাসবদত্তা সত্যিই রাজজোটক। এমনটি বড় দেখা যায় না। তবু মনে হয়, এ রাজ্যের কল্যাণে বাসবদত্তাকে বলি দিতে হবে।

—আপনার এ কথাটা অতি কঠোর শোনালেও এতে সত্যের দীপ্তি আছে। রাজা উদয়ন এবং বৎস রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্য রাণী বাসবদত্তার অপসারণই প্রয়োজন।

—বাসবদত্তাকে নিয়ে রাজা উদয়ন কাব্য, সঙ্গীত ও প্রেমের মিশ্রণে যে এক অপূর্ব জীবন যাপন করে চলেছে, এর তুল্য আর কী আছে? এর চেয়ে মহাসুখ আর কিসে! তবু রাজা উদয়ন, তোমার এই সুখভোগের অধিকার নেই। তুমি রাজা, তাই তুমি হতভাগ্য। এক হিসেবে সব রাজারাই হতভাগ্য। হয় তাদের সব সময়েই রাজা সেজে থাকতে হয়, অথবা তাদের এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়। এই দুই ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। তরুণ বয়েসে যদি কোনো রাজা রাজত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েও চলে যায়, তবু তাকে গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়।

এর পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন যৌগন্ধরায়ণ। রুমন্বৎও কোনো কথা বললেন না। দু'জনে যেন একই চিন্তায় নিমগ্ন।

রাত্রি বেশ গভীর হয়ে এসেছে দেখে রুমন্বৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে মহামন্ত্রী, আপনি কী ঠিক করলেন?

BanglaBook.org

যৌগন্ধরায়ণ শুধু বললেন, দেখি।

দু'দিন পরেই এক সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটলো।

রাজা উদয়ন অনেকদিন পর সেদিন বেরিয়েছিলেন শিকার করতে। কাছাকাছি অরণ্যে কয়েকটি ভল্লুকের উপদ্রবের কথা শোনা গিয়েছিল। উদয়ন এর আগে তাঁর সঙ্গীত দিয়ে কোনো ভল্লুককে বশ করেন নি, তাই উৎসাহী হয়ে তিনি গেলেন সেই পরীক্ষায়।

তিনি যখন বেশ দূরে চলে গেছেন, সেই সময় লাবাণকে তার উদ্যান ভবনে আগুন লাগলো। অগ্নি সবচেয়ে বেশী লেলিহান হলো সেই অংশে, যেখানে বাসবদত্তা আছেন।

রুমন্বৎ এ সংবাদ শুনেই বুঝলেন, এ নিশ্চিত মহামন্ত্রীর কাজ। যৌগন্ধরায়ণ নিজের মুখে সেদিন বাসবদত্তাকে বলি দেবার কথা বলেছিলেন। তবু বাসবদত্তার জন্য তাঁর চিত্ত হায় হায় করে উঠলো।

প্রমোদ উদ্যানের দিকে ছুটে আসতে আসতে মধ্য পথেই আবার রুমন্বৎ-এর ভুল ভাঙলো। তিনি প্রতিহারীদের মুখে সংবাদ পেলেন যে অগ্নিতে এর মধ্যে সেই কাঠের প্রাসাদ একেবারে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। এবং বাসবদত্তাকে রক্ষা করবার জন্যে সবচেয়ে আগে সেই অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বয়ং মহামন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ। বাসবদত্তার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও অগ্নিতে সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন।

।। চার ।।

বলাই বাহুল্য বাসবদত্তার সত্যিই মৃত্যু হয় নি। কাহিনীর মধ্যপথে নায়িকার চিরতরে অন্তর্হিত হবার নিয়ম নেই।

এবং বেঁচে আছেন যৌগন্ধরায়ণও।

সম্প্রতি দেখা গেল, গভীর অরণ্যে এক সরোবরের তীরে অচেতন

বাসবদত্তাকে অতি সাবধানে ক্রোড় থেকে নামিয়ে কোমল ঘাসের ওপর শুইয়ে দিলেন যৌগন্ধরায়ণ।

যৌগন্ধরায়ণের বস্ত্র ছিন্নভিন্ন, দেহে এবং মুখে কালিমা। সরোবরে নেমে তিনি ভালোভাবে স্নান করলেন। তারপর উঠে এসে তিনি ছদ্মবেশ ধারণে নিমগ্ন হলেন। সঙ্গে একটি পুঁটুলিতে তিনি নানাবিধ বস্ত্র ও সরঞ্জামও এনেছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি গেরুয়া বসন পরিহিত এক জটাজুটধারী ব্রহ্মচারীতে পরিবর্তিত হলেন।

এবারে তিনি অঞ্জলিবদ্ধ করে জল এনে তিনি ছিটিয়ে দিতে লাগলেন বাসবদত্তার মুখে।

চক্ষু মেলে বাসবদত্তা প্রথমে দেখলেন একটি অপরিচিত মুখ, তারপয় কতগুলি বৃক্ষের শীর্ষ, তারপর আকাশ।

অপরিচিত পুরুষ দর্শনেই তার স্বম্বিৎ অতি দ্রুত ফিরে এলো। তিনি বললেন, কে?

ব্রহ্মচারীবেশী যৌগন্ধরায়ণ বললেন, হে কল্যাণী, তোমার কোনো ভয় নেই।

বাসবদত্তা উঠে বসে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে? আমি কোথায় ছিলাম? কোন্ উপায়ে এখানে এলাম?

—আপনি প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে বন্দিনী হয়ে ছিলেন। রক্ষা পেয়েছেন এক অলৌকিক উপায়ে, এক গন্ধর্ব আকাশ পথে আপনাকে উড়িয়ে এনে এখানে আমার আশ্রয়ে রেখে গেছেন। আমার কাছে আপনার কোনো ভয় নেই।

বাসবদত্তার সর্বাঙ্গ কম্পিত হতে লাগলো। আগুনের মধ্যে পড়ে সে যত না ভয় পেয়েছিল, তার চেয়েও বেশী ভয় যেন ধেয়ে এলো তার দিকে।

সে বললো, আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি, আপনি তো মহামন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ···আপনি এই ছদ্মবেশ ধরে এখানে আমাকে।

BanglaBook.org

যৌগন্ধরায়ণের ওষ্ঠে হাস্য ফুটে উঠলো।

তিনি বললেন, তোমার চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারবো না তা আমি জানতাম। আমি এ ছদ্মবেশ ধারণ করেছি অন্য কারণে।

—কোনো গন্ধর্ব আমাকে আকাশ পথে উদ্ধার করে এনেছে। এই অলীক কাহিনী আপনি আমাকে শোনালেন কেন? আপনি নিজেই কোনো হীন উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। কেন এনেছেন? আমার স্বামী কোথায়?

—হে তেজস্বিনী, কাহিনীটা আপনার পক্ষে একটু বেশী অলীকই হয়ে গেছে বটে। একথা ঠিক, আমিই তোমাকে অগ্নি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি গোপনে।

—কেন?

—বিশেষ উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই। সব খুলে বলছি, তার আগে তুমি স্নান সেরে শুদ্ধ বসন পরে এসো। আমি সব এনেছি।

—শঠ, প্রবঞ্চক, তুমি আমাকে আমার স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনেছো···কী তোমার গূঢ় অভিসন্ধি, এখনি আমাকে বলো—

যৌগন্ধরায়ণ এবার প্রশান্ত হাস্যে বললেন, অভিসন্ধি তো একটাই হতে পারে। আমি তোমার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে তোমাকে হরণ করে এনেছি। তোমার স্বামী তোমার অযোগ্য। তুমি আমার অঙ্কশায়িনী হয়ে ঢের বেশী সুখী ও সৌভাগ্যবতী হবে।

—মূঢ়, লোভী! পায়সান্নে মাছি পড়ার মতন তোমার বাক্য আমার শরীরকে দূষিত করে দিচ্ছে। তোমার এত স্পর্ধা। শীঘ্র বলো, আমার হৃদয়-বল্লভ সেই যশস্বী রাজা উদয়ন কোথায়?

—তাকে আমি ইতিমধ্যেই হত্যা করেছি। নিজের রাজ্য এবং রূপসী স্ত্রী, এ-দুটির কোনোটিই রক্ষা করবার ক্ষমতা ছিল না উদয়নের। তাই তাকে সরিয়ে দিয়ে আমি সেই দুটিরই অধিকারী হয়েছি।

BanglaBook.org

বাসবদত্তার দুই চক্ষু ফুঁড়ে জল এলো। একটুক্ষণ সে নীরবে মাটির দিকে চেয়ে তার নিয়তিকে ধিক্কার দিতে লাগলো।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, উদয়নের সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছে গোপনে, তোমার পিতা-মাতার অসম্মতিতে এবং বেশী লোকে তা জানে না। এবারে সাড়ম্বরে তোমার বিবাহ হবে আমার সঙ্গে, তুমি বৎস রাজ্যের রাণীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা হবে। আমি দিক্‌বিজয় করে তোমার জন্য নতুন নতুন দেশ উপঢৌকন নিয়ে আসবো। অয়ি, বরবর্ণিনী, একবার আমার দিকে মুখ তুলে চাও।

ক্রোধের চোটে বাসবদত্তার অশ্রু বাষ্প হয়ে উড়ে গেল। গ্রীবা উঁচু করে স্ফুরিতাধরা বাসবদত্তা বললেন, নরাধম, তোমার জন্মকে ধিক। তুমি বামন হয়ে চাঁদের পানে হাত বাড়িয়েছো। তুমি রাজা উদয়নের পাদ-নখকণারও যোগ্য নও!

—বাসবদত্তা, এখন আর এসব কথা বলে কী হবে। তোমার পূর্বজীবন তো শেষ হয়েই গেছে। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি সেই দিনই আমি পঞ্চশরে বিদ্ধ হয়েছি। এবার তুমি আমার হও। তুমি নতুন জীবন শুরু করো—

বাসবদত্তা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মৃত্যু মানুষের ইচ্ছাধীন। যাঁর জন্য আমি পিতা-মাতার গৃহ ছেড়ে এসেছি তিনি যদি এই পৃথিবী ছেড়ে গিয়ে থাকেন, তবে আমার আর এক দণ্ডও এ পৃথিবীতে থাকা উচিত নয়। বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ, তুমি নিজের মৃত্যুকূপ নিজেই খনন করো। আমি এই সরোবরে আত্ম বিসর্জন দিতে চললাম।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, বাসবদত্তা, দাঁড়াও। তোমাকে অনেক দুঃসময় ভোগ করতে হবে বটে, কিন্তু মৃত্যুর কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার স্বামী যদি বেঁচে থাকেন এবং তুমি তাকে যাতে আবার সসম্মানে ফিরে পাও, সেজন্য তুমি কিছু কষ্ট করতে রাজি আছো কি?

—তাঁর কাছে যাবার জন্যে আমি যে কোনো দুর্ভোগ সইতে পারি।

BanglaBook.org

—মনে করো, আমার মতন কোনো কুচক্রীর হাত থেকে তুমি স্বমহিমা অক্ষুন্ন রেখে মুক্তি পেয়ে গেলে এবং আবার তোমার হৃদয়েশ্বর উদয়নের মহিষী হিসেবে পরিগণিত হলে। তবে তার জন্য যদি তোমায় কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তাতে তুমি রাজি হবে?

—আমি যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত, এ তো জানাই কথা। কিন্তু আপনি হেঁয়ালির ভাষায় আবার কী বলতে শুরু করেছেন?

—এতক্ষণ আমি তোমায় যা বলেছি, তা তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য নয়, নিজেকে পরীক্ষা করবার জন্য। আমি যখন তোমার রূপ-যৌবন প্রার্থনা করেছি, তখন আমার কণ্ঠস্বর একবারও আবেগ কম্পিত হয়েছিল কি? এমন নির্জন স্থানে তোমার মতন রূপ-যৌবন সম্পন্না নারীকে পেলে অনেক পুরুষেরই মতিভ্রম হতে পারে। কিন্তু আমি নিজেকে পরীক্ষা করে দেখলুম, তোমার প্রতি আমার কোনো লালসা নেই। তুমি আমার সম্মানীয়া—

বাসবদত্তা এক দৃষ্টে যৌগন্ধরায়ণের দিকে চেয়ে তাঁর প্রকৃত মনোভাব বুঝবার চেষ্টা করলো। বিস্ময় ও অবিশ্বাস লেগে রইলো তার চোখে।

—তোমাকে এখানে নিয়ে আসার অর্থ সকলে একটাই বুঝবে। আমি রাজ্যলোভী, নর-লোলুপ এবং বিশ্বাসঘাতক। এখন এমনই হয় বা হয়েছে। স্নেহ, মমতা, বন্ধুত্ব এই সব সম্পর্কের ওপর মানুষের বিশ্বাস কমে গেছে। এমন সময় ছিল, যখন বন্ধুর জন্য বন্ধু কত স্বার্থত্যাগ করেছে, এমনকি প্রাণও দিয়েছে। রাজা উদয়ন আমার আবাল্য সুহৃদ, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি তার স্ত্রীকে হরণ করবো, এটাই সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য। কেউ আমার সেই আবাল্য সুহৃদের জীবন রক্ষা এবং তাঁর স্ত্রীর সম্মান রক্ষার জন্য আমি নিজের জীবনেরও ঝুঁকি নিতে পারি, এমন কথা বুঝি বিশ্বাস করা যায় না?

—মহামন্ত্রী, আপনার চতুরতার বিপুল খ্যাতি আছে। আপনার

BanglaBook.org

বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আপনি আগে যা বলেছিলেন তা-ই সত্য,না এখন যা বলছেন সে কথাই সত্য, তা আমি বুঝবো কী করে ?

—যেমন প্লাবনের সময় নদী ও প্রান্তর সব একাকার হয়ে যায়, আবার সুসময় এলে নদীর রূপ জেগে ওঠে, সেইরকমই এই দুর্দৈব কেটে গেলে তুমি মিথ্যার থেকে সত্যকে আলাদা করে চিনতে পারবে। আমি ব্রহ্মচারীর সাজ পরেছি। যদি কোনো রমণীর স্বামীকে হত্যা করে তাকে আমি বলপূর্বক ভোগ করতেই চাইবো, তাহলে আমার ব্রহ্মচারীর ভেক্ ধরবার দরকার কী ? দ্বিতীয়ত, এখন দু'এক দিন রাত তোমাকে আমার সাহচর্যে কাটাতে হবে। যদি মুহূর্তের জন্যও আমার দুর্বলতা প্রকাশ না পায়, যদি তোমাকে রমণী না ভেবে ভগিনীর মতন দেখি, তাহলেই বুঝতে পারবে আমার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই।

—আপনি স্পষ্ট করে বলুন, আমার স্বামীর কি হয়েছে, তিনি কোথায় ?

—তোমার স্বামী বেঁচে আছেন। সে সম্পর্কে কোনো চিন্তা করো না। তবে তাঁর নিজের এবং তাঁর রাজ্যের অনেক বিপদ ঘনিয়ে এসেছে বলেই তোমাকে কিছুদিন সরিয়ে রাখার প্রয়োজন হয়েছে। তুমি বলেছো, তোমার স্বামীর জন্য তুমি যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। আমি শপথ করছি, তোমার স্বামীর কাছে তোমাকে ঠিক একদিন ফিরিয়ে দেবো। তবে তোমাকে একটা শপথ করতেও হবে।

—কী বলুন ?

—যতই তোমার কষ্ট হোক, যতই তোমাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হোক, তবু নির্দিষ্ট সময়ের আগে তুমি কোনোক্রমেই অন্য কারুর কাছে নিজেকে রাজা উদয়নের পত্নী বাসবদত্তা হিসেবে পরিচয় দেবে না। তোমার স্বামীর মঙ্গলের জন্যই আমি এ কথা বলছি। নির্দিষ্ট সময় এলে আমি স্বয়ং তোমাকে জানাবো।

BanglaBook.org

—আমি শপথ করলুম।

—তবে যাও, স্নান করে তোমার বসন বদলে এসো, আজ থেকে তোমার নাম হলো অবান্তিকা।

এর পর পদব্রজে তাঁরা একটির পর একটি অরণ্য পার হতে লাগলেন। রাজপুত্রী বাসবদত্তার এমন কষ্ট সহ্য করার একেবারেই অভ্যেস নেই কিন্তু সে সব মুখ বুঁজে সহ্য করে চললো।

এক স্থানে রাত্রিবাস করতে হলো। যৌগন্ধরায়ণ শুষ্ক পত্র জড়ো করে শয্যা প্রস্তুত করে দিলেন বাসবদত্তার জন্য। একটু দূরে আগুন জ্বেলে তিনি সারা রাত্রি জেগে বসে রইলেন প্রহরায়। হিংস্র পশু কিংবা দস্যুর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটলো না। নির্বিঘ্নে রাত্রি প্রভাত হলো।

পরদিন সকালে কিছুদূর যাবার পরই তাঁরা মনুষ্য কণ্ঠের কোলাহল শুনতে পেলেন।

প্রথমে সেই শব্দ শুনে যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে নিয়ে আত্মগোপন করলেন একটি বড় বৃক্ষের আড়ালে। সেখান থেকে কিছুক্ষণ নজর রেখেই বুঝলেন, তাঁর যাত্রাপথের দিক নির্ভুল হয়েছে। তিনি অন্য রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

অরণ্যের মধ্যেই কোনো এক সময় তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন বৎস রাজ্যের সীমানা। এখন তাঁরা এসে পড়েছেন মগধে।

স্থানটি আসলে একটি তপোবন। ঋষিদের নিবাস। কিন্তু আজ সেই তপোবনের শান্তি ও নির্জনতা কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে কয়েকজন রাজপুরুষের আগমনে।

যৌগন্ধরায়ণ সেদিকে নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন।

রাজপুরুষেরা পরিবেশের মর্যাদা বোঝে না। তারা মনে করে তাদের ক্ষমতার দর্প নগরে আর অরণ্যে সমান। তাদের পদ-গৌরবের কাছে প্রজাসাধারণ যেমন বশ্যতা স্বীকার করে, সেইরকম আশ্রম-

BanglaBook.org

বাসীরাও তাদের মান্য করবে। তারা ভাবে কণ্ঠস্বর নিচু করা বুঝি দুর্বলতার লক্ষণ।

কিন্তু অরণ্যের বৃক্ষরাজি রাজপুরুষদের গ্রাহ্য করে না। বিশেষতঃ আশ্রমের গাছগুলি কোলাহল শুনতে অভ্যস্ত নয়, তারা দর্পিত পদশব্দ ও অস্ত্রের ঝনঝনা শুনে বিস্ময়ে সাধনা আন্দোলন বন্ধ করে রইলো।

আশ্রমবাসীরাও অনেকে বেরিয়ে এলেন কৌতূহলী হয়ে।

এই তপোবনটি প্রধানত মহিলাদের। উচ্চবংশের রমণীরা পরিণত বয়েসে সংসার পরিত্যাগ করে এখানে এসে আশ্রয় নেন।

এই তপোবনের প্রধানা এক বর্ষিয়সী তাপসী, তিনি কোনোদিন অরণ্য ছেড়ে জনপথে যান নি। এমনকি দেশের রাজাও কখনো কখনো তাঁর দর্শন লাভ এবং উপদেশ শোনার জন্য মাঝে মাঝে এখানে আসেন।

কিছুদিন হলো, মগধরাজ দর্শকের জননী এই আশ্রয়ে এসে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন।

অবশ্য এই আশ্রমে কিছু পুরুষ ঋষিও রয়েছেন। বস্তুত তপোবন-পরিবেশে স্ত্রী-পুরুষে কোনো ভেদ নেই।

রাজপুরুষ ও শান্ত্রীরা কৌতূহলী জনতাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, পথ ছাড়ো। পথ ছাড়ো।

এক শান্ত্রীর রুক্ষ হাতের স্পর্শ বাসবদত্তার গায়ে লাগলো।

কোমলাঙ্গী বাসবদত্তা পড়ে যেতে যেতে, নিজেকে সামলে নিল বটে, কিন্তু তার চক্ষে জল এসে গেল।

কোনদিন পায়ে হাঁটার অভ্যেস নেই, কিন্তু বাসবদত্তা পথের সব কষ্ট সয়েছে, পায়ে কাঁটা ফুটলেও সে শব্দ করে নি। এমনকি দিনের পর দিন উপবাসে থাকতেও তার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

কিন্তু কষ্ট সহ্য করার একটা মাত্রা আছে।

BanglaBook.org

রাজনন্দিনী বাসবদত্তা, আর যাই হোক, সাধারণ একজন শান্ত্রীর রুক্ষ স্পর্শ সহ্য করবে, এ কখনো সে কল্পনাও করতে পারে নি।

বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে সে বললো, মহামন্ত্রী, এ কোথায় নিয়ে এলেন আমাকে।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, চুপ, আমাকে আর মহামন্ত্রী বলে সম্বোধন করো না। তা হলে দু'জনেরই বিপদ হবে।

একটু থেমে তিনি বললেন, ভদ্রে, নিয়তি মানুষকে কোথায় না নিয়ে যায়? দ্রৌপদীকেও এক সময় তাঁর স্বামীদের আনা ভিক্ষান্ন দিয়ে আহার্য প্রস্তুত করতে হয়েছিল। মহামতি হরিশ্চন্দ্রের সাধ্বী পত্নী শৈব্যাকে একদিন হতে হয়েছিল সাধারণ দাসী। পুণ্যবতী শকুন্তলাকে তাঁর স্বামী বহুজন সমক্ষে ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক বলেছিলেন। তুমি ধৈর্য ধারণ করো। চক্রনেমির মতনই ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। এক সময় তুমি কত না স্বেচ্ছা সুখ ভোগ করেছো, তোমার স্বামীর অমঙ্গল কেটে যাবার পর সেই গৌরব তুমি আবার ফিরে পাবে।

বাসবদত্তাকে এই প্রকার সান্ত্বনা দিয়ে যৌগন্ধরায়ণ নিজে দু'এক পা এগিয়ে গেলেন। এবং অশোভন ব্যবহারকারী শান্ত্রীদের উদ্দেশ্যে রুদ্রকণ্ঠে বললেন, তোমরা কে? কোন্ অধিকারে এই তপোবন তোমাদের কদর্য পদস্পর্শে দূষিত করতে এসেছো?

একজন শান্ত্রী বললো, আরে, এই জটাওয়ালা লোকটির তো বড় তেজ দেখছি! বলে কি না আমরা কে?

সে যৌগন্ধরায়ণকে প্রহারে উদ্যত হলে তিনি তার বাহু ধরে ফেললেন। তারপর শ্লেষের সঙ্গে বললেন, এখানে আমার রক্তপাত ঘটলে তোমাদের রাজার এবং এ রাজ্যের অশেষ পাপ হবে, সেই থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে চাই।

আরও দু'একজন শান্ত্রী সেদিকে ধেয়ে আসছিল, এমন সময় রাজার মন্ত্রণাদাতা বৃদ্ধ কঞ্চুকী সেখানে উপস্থিত হয়ে শান্ত্রীদের বললো,

BanglaBook.org

আরে, আরে তোমরা করছো কি ? কাকুকে সরিয়ে দিও না। রাজার অপযশ হবে। রাজবংশের পাপ হবে। নগরের গ্লানিমুক্ত এই নির্মল তপস্বীদের ক্রোধের উদ্রেক না করে বরং এঁদের প্রসন্নতা ভিক্ষা করো।

কঞ্চুকীকে দেখে শান্ত্রীরা সংযত হলো।

কঞ্চুকী তখন ব্রহ্মচারীবেশী যৌগন্ধরায়ণকে প্রণাম জানিয়ে বললো, তপস্বিন, অপরাধ নেবেন না।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, রাজা দর্শক তপোবনেও সৈন্য-সামন্ত পাঠাতে শুরু করেছেন, তা তো জানতুম না। এ রাজ্যে তাহলে তো আর কোথাও শান্তি রইলো না।

কঞ্চুকী আবার বিনীতভাবে বললো, হে তপস্বিন, আপনার ক্রোধ সংবরণ করুন। এরা সৈন্য-সামন্ত নয়, সাধারণ প্রহরী মাত্র। রাজকন্যা পদ্মাবতী আজ তপোবন দর্শন করতে এসেছেন।

—মনে হচ্ছে রাজকন্যা এখানে এসে ধন্য হবার বদলে তিনি তাঁর দর্শন দান করে তপোবনকেই ধন্য করে দিতে চান ! তাঁর ফেরার সময় এখানকার একটাও পশু-পাখি জীবিত থাকলে হয় !

—আপনি এই মূর্খ প্রহরীদের ক্ষমা করুন। সেরকম কিছু ঘটবে না।

তারপর কঞ্চুকী হাত তুলে সকলের উদ্দেশ্যে বললো, আপনারা সকলে শুনুন ! মহারাজের জননী আশ্রমবাসিনী হয়ে আছেন। রাজকন্যা পদ্মাবতী এসেছেন সেই মহাদেবীকে দর্শন করতে। মহাদেবীর অনুমতি পেলে আজ রাজকন্যা এখানে রাত্রিবাস করে কাল মগধে ফিরে যাবেন। আপনারা যেমন ভাবে প্রতিদিনের কর্ম সাধন করেন, সেইরকম করুন। আপনাদের যজ্ঞের কাষ্ঠ, পুষ্প, তৃণ সংগ্রহে কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটে এরকম রাজকন্যার অভিপ্রায় নয়। পুণ্যশীলা রাজকন্যা পদ্মাবতী আপনাদের আশীর্বাদ চান।

রাজকন্যা পদ্মাবতীর কথায় বাসবদত্তাও কৌতূহলী হলো।

পদ্মাবতীর রূপের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়েছে। বাসবদত্তার নিজের ভাই পালকের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহের প্রস্তাব উঠেছিল একবার। মুহূর্তে উজ্জয়িনীর কথা, পিতা-মাতা ও ভাইদের কথা তার মনে পড়লো।

দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে পারলো না বাসবদত্তা।

যার জন্য সে তার পিতা-মাতা আত্মীয় পরিজনকে এক কথায় ছেড়ে আসতে পেরেছিল, আজ তাকেই ছেড়ে সে আবার কোন অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চলেছে।

পদ্মাবতীকে দেখার জন্য যৌগন্ধরায়ণের চোখ-মুখ যেন বেশী রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় তাঁর শরীর কাঁপছে। যেন এখনি একটা কিছু ঘটবে।

একটি দোলা থেকে পদ্মাবতী অবতরণ করবার পর বাসবদত্তা অস্ফুট কণ্ঠে বললো, ইনি এঁর খ্যাতির যোগ্যই বটে।

যৌগন্ধরায়ণ একবার পদ্মাবতী এবং একবার বাসবদত্তার দিকে চাইলেন। যেন তিনি দুজনকে মিলিয়ে নিচ্ছেন। কে কার চেয়ে বেশী রূপবতী তা বলা যায় না। পদ্মরাগ আর বৈদূর্যমণির মধ্যে কি তুলনা চলে? কিংবা মাধবীমঞ্জরীর সঙ্গে পদ্ম-কোরকের?

পদ্মাবতী দোলা থেকে নেমে সকলের উদ্দেশে যুক্ত করে প্রণাম জানালো।

প্রধানা তাপসী এসে বললেন, হে রাজপুত্রী, স্বাগত।

পদ্মাবতী বললো, আর্যে, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

তাপসী বললেন, চিরজিবিনী হও, বৎসে। এসো, তপোবন তো অতিথিদের নিজেরই গৃহ।

পদ্মাবতী বললো, আপনার এই সম্মানবাক্যে আমি আশ্বস্ত হলাম, ধন্য হলাম। আমাকে আপনার চরণে স্থান দিন।

BanglaBook.org

বাসবদত্তা মনে মনে বললো, এর রূপ যেমন, কথাও তেমনই সুমধুর। এঁর ব্যবহার এঁর বংশেরই যোগ্য।

প্রধানা তাপসী চিরকাল আশ্রমবাসিনী হলেও সুরসিকা। তিনি সহাস্যে বললেন সে কি বৎসে, তোমার এই নবীন বয়সে, তুমি এরই মধ্যে আমার চরণে ঠাঁই চাইছো কেন? না, না, না, তোমাকে তো এই তপোবনে স্থান দিতে পারি না। তোমার মতন এমন রূপ-গুণবতী রাজকন্যা যদি ব্রহ্মচারিণী হয়, তাহলে কত রাজপুত্রের সংসার ধর্ম বিফলে যাবে।

রাজকন্যা এই কথা শুনে লজ্জায় অবনতমুখী হলো।

তার সহচরী চেটি তাড়াতাড়ি বললো, না, না, আর্যে, ইনি ব্রহ্মচারিণী হবেন না। ইনি শুধু একদিনের জন্য থাকতে এসেছেন।

প্রধানা তাপসী বললেন, ও, তাই বলো, একদিনের জন্য। তা বেশ!

চেটি বললো, আমাদের কাল প্রত্যুষেই ফিরতে হবে। মহারাজ সেইরকমই বলে দিয়েছেন।

—কাল প্রত্যুষেই? এত ব্যস্ততাই বা কিসের জন্য? শীঘ্র রাজকন্যার স্বয়ম্বর আছে না কি? আমি রাজপুরীর খবর রাখি না। মনে হয়, এই রাজকন্যার এখনো বিবাহ হয়নি।

—শীঘ্রই হবে। উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত তাঁর পুত্রের জন্য দূত পাঠিয়েছেন।

—শুনে খুব প্রীত হলাম। এই রাজকন্যা দুই রাজ্যের যশ বর্ধন করবেন।

কঞ্চুকী বললো দুটিই মহাবংশ, এই দুই বংশের মিলন শুভ না হয়ে পারে না।

বাসবদত্তার মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

আপন মনে বাসবদত্তা বললো, তাহলে এই রাজপুত্রী আমার

BanglaBook.org

আত্মীয় হবেন। সেই জন্যই প্রথমে এঁকে দেখেই আমার মনে এঁর প্রতি একটা ভগ্নীভাব জেগেছিল।

একথা শুনে যৌগন্ধরায়ণ তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন বাসবদত্তার দিকে তাঁর মনের মধ্যে যে কী খেলা চলছে, তা বোঝবার উপায় নেই।

কঞ্চুকী আবার বললো, আমাদের রাজকন্যার মনোবাসনা এই যে, আশ্রমে প্রবেশ করবার আগে তিনি মুনি ও তপস্বীদের ইপ্সিত বস্তু দান করবেন।

প্রধানা তাপসী বললেন, বেশ তো!

কঞ্চুকী উচ্চস্বরে বললো, হে আশ্রমবাসী তপস্বীগণ, আপনারা অনুগ্রহ করে শুনুন। মাননীয়া মগধ রাজকন্যা আপনাদের যাঁর যা প্রয়োজন তা দান করতে চান। আপনারা বিনা দ্বিধায় এগিয়ে এসে বলুন। কলস, বস্ত্র, যজ্ঞের উপাদান, স্বর্ণখণ্ড, দীক্ষিত ব্যক্তিগণের গুরুকে দান করবার জন্য উপাচারসমূহ, কে কী চান বলুন! রাজকন্যার পক্ষে আপনাদের অদেয় কিছুই নেই। আসুন, আপনারা দান গ্রহণ করে রাজকন্যাকে ধন্য করুন।

কঞ্চুকী দু' তিনবার এইরূপ ঘোষণা করলো, কিন্তু একজন তাপসীও দান গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে এলেন না।

পদ্মাবতী প্রধানা তাপসীর দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে বললো, আর্যে, আশ্রমবাসীরা কি কোনো কারণে আমার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন।

প্রধানা তাপসী সকৌতুকে বললেন, না, না, তোমার প্রতি এঁরা রুষ্ট হবেন কেন? এখানকার কেউ তো রোষ-পরায়ণ নয়!

—তবে আমাকে অনুগ্রহ করতে পারেন এমন কি কেউ নেই? কেউ আমার দান গ্রহণ করতে চাইছেন না কেন?

—মনে হচ্ছে, কারুর কোনোকিছুরই প্রয়োজন নেই। অপ্রয়োজনে তো মুনিরা কিছুই সংগ্রহ করে না।

—দ্রব্য ছাড়াও তো অন্য কিছুর প্রার্থনা থাকতে পারে।

BanglaBook.org

—সেরকমও তো কারুর কিছু আছে বলে মনে হয় না।

এই সময় যৌগন্ধরায়ণ দ্রুত এসে এগিসে বললেন, রাজপুত্রী, আমি একজন প্রার্থী!

প্রধানা তাপসী যৌগন্ধরায়ণকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করলেন।

তারপর বললেন, ইনি নিশ্চয়ই কোনো আগন্তুক। কেননা, আমাদের এই তপোবনের অন্য সব তপস্বীই তো সন্তুষ্ট।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, হ্যাঁ, আমি আগন্তুক ঠিকই। তবে আগন্তুক কি প্রার্থী হতে পারে না!

প্রধানা তাপসী বললেন, নিশ্চয়ই পারে। প্রার্থীর কোনো পরিচয় লাগে না।

পদ্মাবতী বলসো, ভাগ্যবশত আমার তপোবনে আসা এঁর জন্য সার্থক হলো। হে মহাত্মন, আপনি কী চান বলুন।

—আমি যা চাইবো, তাই-ই আমাকে দিতে হবে!

—অবশ্যই।

—আমার অর্থ, বস্ত্র বা কোনোরূপ ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজন নেই। আমি ব্রহ্মচারী, আমার কোনোই অভাব নেই। তবু আমার একটি প্রার্থনা আছে। ঐ যে অবগুণ্ঠিতা রমণীটিকে দেখছেন, উনি আমার ভগিনী। সম্প্রতি উনি স্বামীসঙ্গহীনা। আমি দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করি, সেই কারণে সর্বক্ষণ এঁকে সঙ্গে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই জন্য আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি কিছুকালের জন্য এঁর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করুন।

রাজকন্যা পদ্মাবতী এই ব্রহ্মচারীর প্রার্থনার মূল উদ্দেশ্যটি বুঝতে না পেরে কঞ্চুকীর দিকে তাকালো।

কঞ্চুকী চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বললো, এর প্রার্থনা বেশ গুরুতর। অজ্ঞাত কুলশীলা কোনো নারীকে রাজবাড়িতে কি স্থান দেওয়া যায়? হে ব্রহ্মচারী, আপনি অন্য কিছু প্রার্থনা করুন।

BanglaBook.org

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, আমার প্রার্থনা উচ্চারিত হয়ে গেছে। আমার আর অন্য প্রার্থনা নেই।

কঞ্চুকী বললেন, এ প্রার্থনা রক্ষা করা অতি দুরূহ। অর্থ, তপস্যার পুণ্যফল এমনকি প্রাণ পর্যন্ত দান করা যায়। সব দানেই সুখ আছে। কিন্তু গচ্ছিত বস্তু রক্ষা করা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। সদা উৎকণ্ঠিত থাকতে হয়। তাছাড়া যথা সময়ে প্রত্যর্পণ কবতে পারা যাবে কি না, তার ঠিক কি? না, না, এতে আমি মত দিতে পারি না।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, বেশ! একটু আগে বললেন, যার যা খুশী চান। এখন সে কথা ফিরিয়ে নিচ্ছেন তাহলে! আমার প্রার্থনা আমি জানিয়েছি, এখন তা রাখা বা না-রাখা আপনাদের ধর্ম।

পদ্মা ব্যাকুল হয়ে বললেন, না, না, আপনি রাগ করে চলে যাবেন না। তাহলে আমি মহা-পাতকী হবো!

চেটি বললো, রাজপুত্রীর কথা কখনো মিথ্যে হতে পারে না। কঞ্চুকী, আপনি কি বলছেন?

কঞ্চুকী বললো, রাজপুত্রী ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে, তার আশঙ্কা না করেও এই ব্রাহ্মণের প্রার্থনা মানতে প্রস্তুত?

পদ্মাবতী বললেন, অবশ্যই।

কঞ্চুকী বললো, সত্যবাদিনী রাজপুত্রীর উপযুক্ত কাজই হয়েছে। ভদ্রে, তবে তাই হোক। হে ব্রাহ্মণ, মগধের রাজকন্যা আপনার ভগিনীর প্রতিপালনে সম্মতা হয়েছেন। আপনার ভগিনীকে এখন এঁর হাতে সমর্পণ করুন।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, রাজকন্যার জয় হোক, তিনি চিরজীবিনী হোন! আমি যথা সময়ে এসে আমার ভগিনীকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

যৌগন্ধরায়ণ যে এমন একটি প্রস্তাব করবেন, তা মুহূর্তকাল আগেও বাসবদত্তাকে বুঝতে দেন নি।

BanglaBook.org

বাসবদত্তা বিস্মিত হলেও ব্যাপারটি খুব অপছন্দ করলেন না।

বরং তার মনে হলো যে, মহামন্ত্রীর সঙ্গে বনে বনে ঘোরার চেয়ে এ অনেক ভালোই হলো। তাছাড়া আরও একটা উৎসাহের কারণ এই যে, মগধ রাজার গৃহে আশ্রয় নিলে সে অলক্ষ্যে থেকেও তার ভাইয়ের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহ দর্শন করতে পারবে।

বাসবদত্তাকে কাছে আনার পর প্রধানা তাপসী তার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দেখলেন।

তারপর বললেন, এ তো দেখছি খুব শুভলক্ষণ সম্পন্না এক কন্যা? এর মুখশ্রী দেখে একেও কোনো রাজকন্যা বলে বোধহয়।

চেটি বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন আর্যে। এঁকে দেখে মনে হচ্ছে ইনি কোনো রাজপরিবার থেকেই এসেছেন।

পদ্মাবতী বললেন, খুব ভালো হলো। আজ থেকে ইনি আত্মীয়ার মতন আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

বাসবদত্তা নীরব।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, রাজকন্যা পদ্মাবতীর দয়ায় আমি অনুগৃহীত হলাম। আমার ভগিনী আবন্তিকাকে আপনার হাতে সমর্পণ করে এখন আমি নিশ্চিন্তে যথা ইচ্ছা যেতে পারি।

যৌগন্ধরায়ণ গমনে উদ্যত হলে বাসবদত্তা চঞ্চল হলো। সে হাত তুলে নিষেধ করলো।

প্রধানা তাপসী বললেন, ব্রহ্মচারী, আপনি এ স্থান ত্যাগ করার আগে বোধহয় আপনার ভগিনী আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। আপনিও এঁকে কিছু উপদেশ দিয়ে নির্ভয়ে থাকতে বলুন।

যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে বললেন, কোনো চিন্তা করো না। আমি অনেক ভেবে চিন্তেই এই ব্যবস্থা করেছি।

বাসবদত্তা কোনোক্রমে উদ্গত অশ্রু রোধ করে বললো, শুধু একটা কথা আমাকে জানিয়ে যান।

Banglabook.org

—কী ?

—আমার স্বামী কি জানেন যে আমি বেঁচে আছি ?

—না। তোমার আশ্রয়ে একাধিক কঙ্কাল পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কে আমি কে তুমি তা বোঝবার উপায় নেই। উদয়নের চক্ষে তুমি তো মৃত বটেই, তোমার মৃত্যুকে বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য আমাকেও মরতে হয়েছে।

—কেন এমন করলেন ?

—বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাকে এমন করতে হয়েছে। এবং তা তোমার স্বামীর মঙ্গলের জন্যই। তবে তোমাকে আমি কথা দিয়েছি, কোনো এক সময় তোমার সৌভাগ্যবান স্বামীর সঙ্গে তোমার মিলন হবেই। তুমিও তোমার কথা রেখো। শপথের কথা যেন মনে থাকে!

॥ পাঁচ ॥

যৌগন্ধরায়ণ বিদায় নেবার পর পদ্মাবতী এবং তার সখীরা পরম সমাদরে বাসবদত্তাকে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করলো।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আবেগ বিপর্যয়ে বাসবদত্তা কোনো কথাই বলতে পারলো না। সকলের নানা প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলো। পদ্মাবতী তা দেখে সকলকে বললেন, থাক থাক, আজ থাক, পরে আমরা এঁর কাছ থেকে সব কথা শুনবো। আর যদি ইনি কিছু জানাতে না চান, তাহলেও এঁকে বিরক্ত করবার দরকার নেই। অকস্মাৎ স্বজন-পরিজন থেকে বিচ্যুত হলে যে কী রকম মনের অবস্থা হয়, তা তো আমরা কেউ জানি না।

BanglaBook.org

বাসবদত্তা যতবার ভাবছে নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক হবে, ততবারই বেশী করে চোখে জল আসছে।

আসলে তার এই নিয়তি-বিড়ম্বনার তো কোনো প্রস্তুতি ছিল না। উজ্জয়িনী ত্যাগ করার পর কয়েকটি মাস সে যে আনন্দ লহরীর মধ্যে ছিল তার কোনো তুলনা হয় না। তার শরীর এবং মন—এই দুইয়েরই যেন নবজন্ম ঘটেছিল।

অকস্মাৎ সরোবরের নীল পদ্মকে সমূলে তুলে এনে কেউ জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে যেমন হয়, বাসবদত্তার অবস্থাও সেই রকমই হয়েছে।

বাসবদত্তার মনোবেদনা আরও বর্ধিত হলো আর একজন ব্রহ্মচারীর আগমনের কারণে।

এই ব্রহ্মচারী অনেক দূরের পথ হেঁটে এসেছেন, ইনি ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত।

সেইজন্য রাজকন্যা পদ্মাবতী স্বয়ং সেই অতিথি সংকারের ভার নিলেন। আসন পেতে তার সামনে ফল-মূল-পায়সান্ন সাজিয়ে দেওয়া হলো।

ব্রহ্মচারীটি এসেছেন লাবাণক থেকে।

তিনি দ্রুত সমস্ত ভোজ্য বস্তুর প্রতি সুবিচার করে যখন তৃপ্তির উদ্গার ছাড়লেন, তখন পদ্মাবতীর সখীরা প্রশ্ন করলেন, এবার আপনি লাবাণকের সংবাদ বলুন।

লাবাণকে কয়েকদিন আগে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে, সে কাহিনী এর মধ্যেই লোকমুখে ছড়িয়েছে।

ব্রহ্মচারী বললেন, সে বড় সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড।

চেটি প্রশ্ন করলো, শুনেছি, একজন রাজকন্যার নাকি মৃত্যু হয়েছে সেখানে।

ব্রহ্মচারী বললো, রাজকন্যা কেন, তিনি বৎস রাজ্যের মহারানী।

BanglaBook.org

আমি কখনো তাঁকে চোখে দেখিনি বটে, কিন্তু বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছি, তিনি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

—কেমন করে এমন হলো?

—তা জানি না। তবে বলে না, নিয়তি কারুর বাধ্য নয়। শুধু তো সেই রানী নয়, বৎস রাজ্যের যে ইন্দ্রপতন হয়ে গেছে। সেখানকার মহা গুণবান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, রানীকে রক্ষা করবার জন্য সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণ দিয়েছেন। বৎস রাজ্যের যে এখন কী দশা হবে কে জানে!

—রাজা তখন কোথায় ছিলেন?

—রাজা কী কুক্ষণেই না গিয়েছিলেন ভল্লুক শিকার করতে। যখন ফিরে এলেন, তখন দেখলেন, অভ্র পুষ্পের মতন তাঁর সমস্ত সুখ স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গেছে। তখন রাজা

—বলুন, বলুন।

তখন রাজাও হা বাসবদত্তা, কোথায় বাসবদত্তা বলে লম্ফ দিয়ে পড়লেন সেই অগ্নির মধ্যে।

বাসবদত্তা অন্তরালে দাঁড়িয়ে শুনছিলো ব্রহ্মচারীর কথা। শেষ বাক্যটি শুনে সে আর নিজেকে দমন করতে পারলো না। সে আর্তস্বরে 'না' বলে উঠলো!

সকলে মুখ ফিরিয়ে দেখলো বাসবদত্তার দিকে।

পদ্মাবতী কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে, সখী?

কম্পিত শরীরে, নিজেকে কোনোক্রমে সংযত করে বাসবদত্তা বললো, সেই গুণবান রাজা, সেই মহান শিল্পী, দেশ বিদেশে কে না তার খ্যাতির গৌরবের কথা জানে····তিনি····তিনি বেঁচে আছেন তো?

পদ্মাবতী বললো, রাজা উদয়নের কুশল জানবার জন্য আমারও মন উতলা হয়েছে। তিনি তো বিশেষ এক দেশের রাজা মাত্র নন।

BanglaBook.org

আমাদের এই নতুন সখী ঠিকই বলেছেন, তিনি একজন শিল্পী, তাঁর কিছু হলে সমগ্র মানব সমাজেরই ক্ষতি।

চেটিকে সে বললো, এই ব্রহ্মচারীকে শীঘ্র জিজ্ঞেস করো, অগ্নিতে ঝাঁপ দেবার পর রাজা উদয়নের কী হলো ?

ব্রহ্মচারী বললো, উদয়ন আগুনে লম্ফ প্রদান করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেনাপতি ও অন্যান্য মন্ত্রীরা তাঁকে ধরে ফেলেন। তিনি সামান্য আহত হয়েছেন, আর বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি।

—তিনি এখন সুস্থ আছেন তো ?

—তাঁকে আগুন থেকে ছিনিয়ে আনবার পরও তিনি তাঁর মৃতা রানীর অলঙ্কারগুলি হাতে নিয়ে রোদন করতে করতে চেতনা হারিয়ে ফেললেন। সেই অবস্থায় একদিন কেটে গেল।

—তারপর ?

—জ্ঞান ফিরে আসার পরও তিনি সেই ভস্মাচ্ছন্ন প্রাসাদের সামনে ধূলায় লুটিয়ে অনবরত বাসবদত্তার নাম করে বিলাপ করতে লাগলেন। কোনো রাজা তো দূরের কথা কোন চক্রবাকীর বিরহেও কোনো চক্রবাককে এরকম বিরহ-কাতর দেখা যায় না। পৃথিবীর আর কোন্ রাজা তাঁর পত্নীর শোকে এমন কাতর হয়েছেন, তা জানি না। রাজার মুখে শুধু এক কথা—হায় প্রিয়ে, হায় প্রিয় শিষ্যে···। স্বামী যে পত্নীকে এই চক্ষে দেখেন সেই পত্নী নিজের মরণেও ধন্য। আমি রাজাকে শেষ অবস্থায় দেখে এসেছি।

বাসবদত্তার কান্নার শব্দে সবাই আবার ফিরে তাকালো।

অন্যের দৃষ্টি থেকে নিজেকে লুকোবার জন্য বাসবদত্তা দ্রুত চলে গেল এক কুটিরের আড়ালে।

পদ্মাবতী বললো, এঁর মন কত কোমল !

চেটি বললো, ইনি এমনভাবে কেঁদে উঠলেন···

পদ্মাবতী বললো, পরের জন্য অনুকম্পায় যার চোখে জল

BanglaBook.org

আসে, সে কত মহৎ বলো তো। এমন একজনের সাহচর্য আমি পাবো, ভাবতেই আমার আনন্দ হচ্ছে। সেই ব্রহ্মচারী এঁকে রেখে গিয়ে আমার মহা উপকার করেছে।

। ছয় ।

একদিন তপোবনে কাটিয়ে রাজকন্যা পদ্মাবতী সখীদের নিয়ে ফিরে এলো রাজধানী রাজগৃহে।

বাসবদত্তাকে সে অন্দরমহলে নিজের শয়নকক্ষের পাশেই একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে স্থান দিতে চেয়েছিল, কিন্তু বাসবদত্তা নিজেই তার বাসগৃহ হিসেবে বেছে নিয়েছে উদ্যানের একটি কুটির।

সেটি কুটির বটে, কিন্তু নেহাৎ সামান্য নয়, পাথরে নির্মিত এবং নানা প্রকার লতায় আচ্ছাদিত। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল পদ্মাবতীর বিশ্রাম ভবন। এই উদ্যানটিও রাজকন্যার নিজস্ব। এখানে কোনো পুরুষ মানুষ আসে না।

বাসবদত্তা স্বেচ্ছায় এই বাগানের ফুলগাছগুলির পরিচর্যার ভার নিল নিজে।

কয়েকদিনেই পদ্মাবতী লক্ষ্য করলো যে তার এই নতুন সখীটির স্বভাব অতি মধুর, তার সমস্ত কাজের মধ্যেই একটা শিল্পের বিন্যাস আছে। একটি একটি করে ফুল সাজিয়ে যে কত রকম ছবি আঁকতে পারে। রাজকন্যার জন্য সে নতুন রকমের মালা গেঁথে দেয়।

বাসবদত্তার নাম এখন আবন্তিকা। ওকে ছাড়া পদ্মাবতীর যেন আর একদণ্ডও চলে না। অধিক সময় আবন্তিকার সাহচর্য পাবার জন্য পদ্মাবতীও এখন প্রায় সব সময়েই উদ্যানে এসে বসে থাকে।

আবন্তিকার গমনভঙ্গি এবং কথা বলার ধরনে যে শালীনতা এবং

BanglaBook.org

আভিজাত্য ফুটে ওঠে, তা দেখে পদ্মাবতীর দৃঢ় ধারণা হয়, এই নারী নিশ্চয়ই কোনো উচ্চ বংশজাত।

কিন্তু কোনো উচ্চ বংশজাত কন্যা একজন সাধারণ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পথে পথে ঘুরবে কেন ?

আবন্তিকাকে অনেক প্রশ্ন করেও এর কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। সে শুধু বলে, আমি উজ্জয়িনীর এক সাধারণ নারী। এর বেশী আর আমার কিছু বলার নেই। আমার স্বামীর পরিচয় দেবার নিষেধ আছে।

তাই শুনে পদ্মাবতী বলে, যদি উজ্জয়িনীর সাধারণ মেয়েদেরই তোমার মতন রূপ আর গুণ হয়, তাহলে না জানি সে দেশের রাজকন্যা কেমন।

আবন্তিকার আর একটি বিচিত্র স্বভাব এই যে, সে কখনই কোনো পুরুষ মানুষের সামনে উপস্থিত হতে চায় না। এমনকি একদিন পদ্মাবতীর পিতা মহারাজ দর্শক এই উদ্যানে এসে পড়েছিলেন, তাঁকে দূর থেকে দেখেই আবন্তিকা নিজের ঘরে আত্মগোপন করেছিল।

পদ্মাবতী অবশ্য আবন্তিকার পূর্ব কাহিনী জানার জন্য বেশী পীড়াপিড়ি করে না। শুধু তার মনে হয়, আহা, এমন রূপ-গুণ-লাবণ্যবতী নারীর জীবনে কেন এত দুঃখ! কেন তাকে নিজের গৃহ-বাসের সুখ আর স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতে হলো। যাতে আবন্তিকার আর কোনোভাবে দুঃখ বর্ধিত না হয়, সেজন্য সে সমস্ত পরিচারিকাদের নির্দেশ দিয়েছে যেন এঁর সঙ্গে তার নিজের মতন সমান ব্যবহার করা হয়।

ক্রমে ক্রমে বাসবদত্তাও বেশ সহজ হয়ে এলো। সে পদ্মাবতীর সঙ্গে সঙ্গে বাগানে কন্দুক নিয়ে খেলে, স্নান করবার সময় সে পুষ্করিণীতে নেমে পদ্মাবতীকে সন্তরণ শেখায়। সে পদ্মাবতীকে নতুন ছাঁদের মালা গাঁথতে কিংবা ছবি আঁকতেও সাহায্য করে। পদ্মাবতীর প্রতি তার

BanglaBook.org

বিশেষ যত্নের একটি কারণ এই যে, একদিন তো এই পদ্মাবতী তারই ভ্রাতৃবধূ হবে।

কয়েকমাস কেটে গেল, তবু পদ্মাবতীর বিবাহের কোনো উদ্যোগ নেই দেখে বাসবদত্তার বিস্ময় জাগে। এই বিলম্বের তো কোনো হেতু নেই। মগধ ও অবন্তী রাজ্যের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক তো সকলেরই কাম্য!

অকস্মাৎ উদ্বেগে বাসবদত্তার বুক কেঁপে ওঠে। তবে কি তার পিতা মহাসেন এখনও অসুস্থ? তাঁর গুরুতর কিছু হয় নি তো? পিতার মনে আঘাত দিয়ে সে চলে এসেছিল……

একদিন বাগানে ছুটে ছুটে খেলার পর পদ্মাবতী শ্রান্ত হয়ে বসেছে একটি পাথরের আসনে, বিন্দু বিন্দু স্বেদে তার মুখখানি ঠিক যেন চন্দনের ফোঁটায় সজ্জিত, সায়াহ্নের রক্তিম আলো এসে পড়েছে তার গুচ্ছ গুচ্ছ চুলে, বড় অপরূপ দেখাচ্ছে তাকে।

বাসবদত্তা মুগ্ধভাবে চেয়ে রইলো পদ্মাবতীর দিকে।

পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলো, সখী, অমন একদৃষ্টে আমার মুখের পানে চেয়ে কী দেখছো?

বাসবদত্তা বললো, দেখছি, আমাদের রাজকন্যা কি অপূর্ব রূপসী!

পদ্মাবতী বললো, সখী, তুমি আমায় সুন্দর বললে আমি লজ্জা পাই। আমি তো তোমার চেয়ে সুন্দর নই!

বাসবদত্তা বললো, কী যে বলেন, রাজকন্যা, তার ঠিক নেই!

পদ্মাবতী চেটিকে ডেকে বললো, আচ্ছা, সখী, তুই বল্ তো, আমাদের দু'জনের মধ্যে কে বেশী সুন্দর?

এরকম অবস্থায় সহসা মতামত জানানো যায় না। একটু ইতস্তত করে চেটি বললো, আবন্তিকার মুখশ্রীও খুব সুন্দর বটে, কিন্তু রাজকন্যা, আপনার এখন রমণীয় কন্যাকাল, এই সময় মেয়েদের মুখে অনেক বেশী ঔজ্জ্বল্য থাকে। বিবাহের পর সেটা ক্রমে ক্রমে চলে যায়।

BanglaBook.org

বাসবদত্তা কৌতুক করে বললো, আমাদের রাজকন্যার কন্যাকাল আর বেশীদিন নেই মনে হয়। আমি যেন আজ ওঁকে নব-বধূ রূপে দেখতে পাচ্ছি!

চেটি বললো, তা যা বলেছেন। প্রকৃতি যেন নিজেই রাজকন্যাকে সাজিয়ে দিয়েছেন।

বাসবদত্তা বললো, ভাবী মহাসেন পুত্রবধূ হিসেবে রাজকন্যাকে আজ সত্যিই ভারী মানিয়েছে।

পদ্মাবতী হঠাৎ রূঢ়স্বরে বলে উঠলো, না।

তারপরই আসন ছেড়ে উঠে দ্রুত কুঞ্জের আড়ালে চলে গেল।

বাসবদত্তা অবাক হয়ে চেটির মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হলো?

চেটি ম্লানভাবে জবাব দিল, কী জানি। কিছুদিন ধরেই এমন দেখছি। বিবাহের প্রসঙ্গ তুললেই রাজকন্যা এমন চটে যান।

স্বয়ং মহারানীও তাঁর কন্যার মনের ভাব বুঝতে পারছেন না।

—কেন, মহাসেন-এর পুত্র পালকের সঙ্গে আমাদের রাজকন্যার বিবাহ নির্দিষ্ট হয়ে যায় নি।

—তা হলে আর বুঝছেন কি। সে বিবাহ বুঝি হলো না আর। আবন্তিকে, রাজকন্যা আপনাকে খুব ভালোবাসেন। আপনি একটু চেষ্টা করে দেখুন না। রাজকন্যার মনের ভাব বুঝতে পারেন কি না।

পদ্মাবতী যে কুঞ্জের আড়ালে রয়েছে, বাসবদত্তা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেদিকে। গিয়ে দেখলো, পদ্মাবতী নি:শব্দে অশ্রু বিসর্জন করছে।

সেদিন আর কোনো কথা হলো না বটে, কিন্তু দু'তিনদিন বাদে পদ্মাবতী তার মনের কথা জানালো বাসবদত্তাকে।

মহাসেনের পুত্র পালককে পদ্মাবতীর পছন্দ নয়। পালক অত্যন্ত জেদী ও ক্রোধী স্বভাবের যুবা। তার নিষ্ঠুরতার কয়েকটি কাহিনীও

BanglaBook.org

লোক মুখে প্রচারিত হয়েছে। পালক একজন নিপুণ যোদ্ধা বটে, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে দয়া-মায়া বড় কম। এমন মানুষকে পদ্মাবতী নিজের পতি হিসেবে চায় না।

তাছাড়া পদ্মাবতীর পিতা মগধরাজ দর্শকও এই বিবাহের ব্যাপারে ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহিত নন্। পালকের একজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছে। সুতরাং পালকের সঙ্গে বিবাহ হলে পদ্মাবতী রাজরানী হতে পারবে না। জ্যোতিষীর গণনায় পদ্মাবতীর রাজরানী হবারই কথা।

তার চেয়েও বড় কথা, পদ্মাবতী অনেকদিন থেকেই বৎস দেশের রাজা উদয়নকে মনে মনে স্বামী হিসেবে বরণ করে রেখেছে।

বাসবদত্তার সামনে যেন প্রচণ্ড রবে এক বজ্রপাত হলো। কিছু-ক্ষণের জন্য জগৎ সংসার অন্ধকার দেখলো সে! এ কী কথা সে শুনলো? তাও কিনা তার এমন ভালোবাসার পাত্রীর মুখ থেকে! নিয়তির এ কী ক্রুর খেলা!

কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বাসবদত্তা বললো, কিন্তু··· কিন্তু···রাজকন্যা····আপনি জানেন না···যে····কিছুকাল আগে রাজা উদয়ন গোপনে একজনকে বিবাহ করেছেন?

পদ্মাবতী বললো, জানি! সেই কন্যার নাম ছিল বাসবদত্তা তাও জানি! আমি সেই কন্যার সৌভাগ্যে ঈর্ষা করিনি। যখন শুনেছিলাম, আমার আরাধ্য দেবতা উদয়ন আমার পিতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে উজ্জয়িনী থেকে বাসবদত্তাকে হরণ করে এনেছেন, তখন ভেবেছিলাম, এই রকমই বুঝি দেবতাদের অভিপ্রায়। তখন আমি দুঃখ পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু মেনেও নিয়েছি। কিন্তু সে অভাগিনীর ললাটে অত সুখ সইলো না। আমার দীর্ঘশ্বাসের অগ্নি যে তাকে দগ্ধ করে নি, এ তুমি নিশ্চিত জেনো!

বাসবদত্তা কোনো কথা বলতে পারলো না। মুখ লুকিয়ে রইলো।

BanglaBook.org

পদ্মাবতী আবার বললো, যদি তিনি বাসবদত্তাকে নিয়ে সুখে থাকতেন, আমিও তবে দূর থেকেই তাঁকে বন্দনা করে সুখী থাকতাম। কিন্তু এখন তিনি সন্তাপে কাতর, তাঁর হৃদয় শূন্য, সেইজন্যই এখন আমি তাঁর পাশে গিয়ে স্থান করবার জন্য উতলা হয়েছি। তিনি কবি, তিনি কলাবিৎ, তিনি দয়ালু, এমন মানুষকে কি শুধু বিরহ শোকানলে দগ্ধ হতে দেওয়া যায়? এখনই তো তাঁর বেশী করে শান্তির প্রলেপ প্রয়োজন। আমি কি তা দিতে পারি না?

বাসবদত্তার হঠাৎ একবার ইচ্ছে হলো চিৎকার করে বলে উঠতে, তুই কে রে, সর্বনাশিনী, তুই আমার জীবনসর্বস্বকে কেড়ে নিতে চাস?

পরমুহূর্তেই তার মনে হলো, ছি, ছি, এ কথা কি বলা যায়।

পদ্মাবতীর তো প্রকৃতপক্ষে কোনো দোষ নেই, যে কোনো মন্দ অভিসন্ধি নিয়েও এ সব কথা বলছে না। সে সরলা বালিকা, দূর থেকে উদয়নের গুণে মুগ্ধ এবং সে যে সত্যিই বিশ্বাস করে যে বাসবদত্তার মৃত্যু হয়েছে।

—না, তার মৃত্যু হয় নি! এই যে আমিই সেই বাসবদত্তা।

এমন একটা আর্ত নিবেদন বাসবদত্তার বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইলেও সে নিজেকে দমন করলো অতিকষ্টে। যৌগন্ধরায়ণের কাছে সে শপথ করেছে। কেন এই শপথ? কী মূল্য আছে এরকম শপথের? যৌগন্ধরায়ণও শপথ করেছে যে সে শেষ পর্যন্ত বাসবদত্তাকে ফিরিয়ে দেবে তার স্বামীর কাছে। এর মধ্যেই কি তাকে অবিশ্বাস করা যায়।

অতএব এখন তার মুখ বুজে থাকাই ভালো।

পদ্মাবতীকে ক্রন্দন করতে দেখে সে তার সান্ত্বনার হাত রাখলো পদ্মাবতীর পিঠে।

বাসবদত্তাকে তার প্রতি সহানুভূতিশীলা মনে করে এরপর থেকে প্রতিদিনই পদ্মাবতী তার কাছে উজাড় করে দিতে লাগলো তার মনোবেদনা। পদ্মাবতীর মুখ থেকে বাসবদত্তা শুনতে লাগলো রাজা

BanglaBook.org

উদয়নের হাজার রকম গুণপনার পরিচয় আর স্তুতি। বাসবদত্তাও প্রতি কথায় সায় দিয়ে যায় আবার ক্ষণে ক্ষণে তার বক্ষ মুচড়ে ওঠে।

পদ্মাবতীর কথায় যা ঝরে পড়ছে, তা হলো বাসবদত্তার স্বামীকে তার নিজের স্বামী হিসেবে পাওয়ার ব্যাকুলতা।

এরই মধ্যে লোক পরম্পরায় একদিন শোনা গেল যে বৎস দেশের রাজা উদয়ন সসৈন্যে এসে তাঁবু ফেলেছেন মগধের সীমান্তে। সে সংবাদ পেয়ে রাজা দর্শকও খুব উত্তেজিত।

দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধ বুঝি এবার আসন্ন।

॥ সাত ॥

এদিকে রাজা উদয়ন বাসবদত্তার জন্য শোক করার বেশী দিন সময় পান নি।

তাঁর অবস্থা-দৌর্বল্য, বিশেষত মহামন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মালবের রাজা আরুণি লোভে একেবারে দুর্দাম হয়ে উঠেছিলেন।

বৎসরাজ্য গ্রাস করার এই তো সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যুদ্ধে। বন্যার জলের মতন তাঁর বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার সাধ্য ছিল না বৎস দেশের সেনা-শক্তির।

প্রিয়তমা বাসবদত্তার তুলনায় এ রাজ্যও উদয়নের কাছে তুচ্ছ। কিন্তু রাজা আরুণির এরকম অভিযানের কথা শুনে এবারে উদয়নের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হলো অন্যরকম।

রাজারা সুযোগ পেলেই অপর রাজ্য গ্রাস করে, এ কথা ঠিক। তা বলে এরকম অশিষ্ট উপায়ে? কিছুদিন উদয়নকে বিরলে কাঁদতেও

BanglaBook.org

দেবে না। এই অবস্থাতেও সে উদয়নকে বন্যপশুর মত তাড়না করতে চায়?

শোকের বদলে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন উদয়ন।

বিশেষত তাঁর মনে পড়লো যৌগন্ধরায়ণের কথা।

যৌগন্ধরায়ণ এই দেশকে রক্ষা করবার জন্য কতবার, কতরকম উপায়ে তাঁকে উত্তেজিত করতে চেয়েছে। বস্তুত, যৌগন্ধরায়ণ সব ব্যাপারে এতই দক্ষ যে, সে ছিল বলেই তার ওপরে সব ভার দিয়ে উদয়ন নিশ্চিন্ত থাকতে পেরেছেন। আজ যৌগন্ধরায়ণ নেই। তা বলে কি তার প্রিয় এই দেশকে উৎসন্নে যেতে দেওয়া চলে?

যৌগন্ধরায়ণের মৃত্যুতে বাসবদত্তার মৃত্যুর চেয়ে কম শোক পাননি উদয়ন। আসলে, ত্নটিই এমন বিপুল শোক যে কোনটা কম কোনটা বেশী, তা পরিমাপ করা যায় না। তাছাড়া পুরুষের জন্য শোক বুকের মধ্যে চাপা থাকে, প্রিয়তমার জন্য শোক কোনো বন্ধন মানে না।

যৌগন্ধরায়ণের স্মৃতির প্রতি পূর্ব সম্মানজ্ঞাপনের জন্যই যেন উদয়ন অশ্রু মুছে তলোয়ার ধরলেন।

উদয়নের সেরকম পরাক্রম আগে কেউ কখনো দেখে নি। সেনাবাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে নিজের জীবন তুচ্ছ করে তিনি সমর শুরু করলেন। আরুণির অগ্রগতি রুদ্ধ হলো।

এমনকি উদয়নের সঙ্গে একবার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বীতায় শেষ পর্যন্ত আরুণি পশ্চাৎ অপসরণ করে প্রাণ বাঁচালেন।

কিন্তু শুধু রাজার ব্যক্তিগত বীরত্বে যুদ্ধ জয়ের দিন আর নেই। কোথায় সেই অর্জুন-কর্ণ, কোথায় বা সেই মেঘনাদ-লক্ষ্মণ। এখন যুদ্ধে জয়-পরাজয় হয় সৈন্য সংখ্যায় আর নতুন নতুন অস্ত্রে।

অনেকদিনের অবহেলায় বৎস রাজ্যের সেনাবাহিনী বিশৃঙ্খল ও হীনবল হয়ে পড়েছে। নতুন অস্ত্রও মজুত করা হয় নি। রাজা আরুণি আরও অধিক সংখ্যক সৈন্য এনে দ্বিগুণ উদ্যমে চাপ সৃষ্টি করলেন।

BanglaBook.org

সেই চাপে বৎস-সেনা-বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে গেল। মালব-সেনারা পঙ্গপালের মতন ধেয়ে এসে অধিকার করে নিতে লাগলো একটার পর একটা জনপদ।

উদয়ন পিছু হটতে বাধ্য হলেন। তবুও, রাজধানী সুরক্ষিত রেখে মালব-সেনাদের চোখে ধূলো দেবার জন্য তিনি নিজে সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে চলে এলেন মগধের সীমান্তের দিকে।

সেখানে তাঁবু ফেলার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে এই কৌশলটির মধ্যে একটি মারাত্মক ভুল রয়ে গেছে।

সেদিন রাজার সঙ্গে অনেক রাত্রি পর্যন্ত পরামর্শ করবার পর সেনাপতি রুমন্বৎ নিজের শিবিরে এসে শয্যা গ্রহণ করেছেন। যদিও মাথায় তাঁর রাজ্যের দুশ্চিন্তা, তবু ঘুম এসে গেল দ্রুত।

হঠাৎ এক সময় তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন ধীর, গম্ভীর স্বরে তাঁকে ডাকছে।

রুমন্বৎ চোখ মেলেই আঁতকে উঠলেন।

তিনি দেখতে পেলেন একটি ভয়ংকর মুখ, ঠিক সম্পূর্ণ মুখও নয়, কারণ দুটি জ্বলন্ত চক্ষু ও খড়্গ-নাসিকা বাদে আর সব কিছুই দাড়ি গোঁফে ঢাকা।

সৈনিকের অভ্যেস অনুযায়ী রুমন্বৎ তৎক্ষণাৎ পাশ থেকে তরবারি তুলে নিয়ে কোষমুক্ত করতে যেতেই সেই কণ্ঠস্বর তাঁকে আবার বললো, চঞ্চল হয়ো না, রুমন্বৎ অযথা অস্ত্রমোচনের প্রয়োজন নেই।

সেই কণ্ঠস্বর খানিকটা পরিচিত মনে হলেও রুমন্বৎ ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না।

তিনি বললেন, তুমি কে?

—আমি তোমার নিয়তি।

এবার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট চিনতে পেরেছেন রুমন্বৎ। এতো নির্ভুল যৌগন্ধরায়ণ।

BanglaBook.org

কুমন্বৎ-এর তবুও ধারণা হলো, যৌগন্ধরায়ণের প্রেত এসে উপস্থিত হয়েছে তাঁর কাছে।

প্রেত হোক আর যাই হোক, তরবারিই তাঁর একমাত্র ভরসা বলে কুমন্বৎ আবার অস্ত্র তুলতে যেতেই একটি কঠিন হাত তাঁকে বাধা দিল।

ব্রহ্মচারীবেশী যৌগন্ধরায়ণ বললেন, উঠে বসো, কুমন্বৎ, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কুমন্বৎ-এর তখন প্রায় বাক্ রুদ্ধ হবার মতন অবস্থা। তিনি কেবল বলতে লাগলেন, আপনি···আপনি···মহামন্ত্রী আপনি···

—ভেবেছিলে বুঝি যে আমি শেষ হয়ে গেছি, এখন তোমরা অনায়াসে এই দেশ ও তার জনসাধারণকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিতে পারো।

—আপনি বেঁচে আছেন?

—তবে কি ভাবছো, আমার প্রেতাত্মা এসে কথা বলছে তোমার সঙ্গে? উপকথায় কিংবা ঠাকুমা-দিদিমার গল্পে ছাড়া আর কোথাও প্রেতাত্মার অস্তিত্ব আছে?

কিন্তু আপনার দগ্ধাবশিষ্ট কঙ্কাল আমরা দেখেছি।

—কঙ্কাল দেখেছো, কিন্তু তা আমার না কার, তা কি রাজবৈদ্যকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছো? যাই যোক, ওসব কথা থাক তুমি নিজে অবিলম্বে কঙ্কালে পরিণত হবে কি না, সে কথা কিছু ভেবেছো? মগধ রাজ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। কাল প্রাতেই তোমরা আক্রান্ত হবে। তোমার সামনে শত্রু, পিছনে শত্রু, কোন্ সেনাপতি নিজের দেশকে এমন অবস্থায় নিয়ে যায়?

—আমরা তো ভেবেছি, মগধরাজ দর্শক মালবের রাজা আরুণিকে আক্রমণ করবেন। আমরা এক শত্রু দিয়ে অন্য শত্রুর উৎখাত করবো।

····চমৎকার! এর নাম বুঝি কূটনীতি? তোমরা মগধের সীমান্তে ঘাঁটি গেড়ছো, তোমাদের ছেড়ে দিয়ে দর্শক যাবেন আরুণির

BanglaBook.org

সঙ্গে লড়াই করতে। কেন, আমাদের রাজা উদয়ন কি মগধের জামাতা নাকি?

—তাহলে আমাদের আর অন্য কী উপায় ছিল বলুন?

—এক শত্রুর বিরুদ্ধে অন্য শত্রুকে নিযুক্ত করতে হলে আগে ওদের দু'জনের যে-কোনো একজনের সঙ্গে মিত্রতা করতে হয়। সে চেষ্টা করেছো?

—মহামন্ত্রী, রাষ্ট্রনীতি আপনি ভালো বোঝেন, আপনার অভাবে আমরা এসব সিদ্ধান্ত কী করে নেবো বলুন? রাজা এখন সর্বদা উত্তেজিত হয়ে আছেন, তাঁর মস্তিষ্ক স্থির নয়—

—রাষ্ট্রনীতি সবাই বোঝে না ঠিকই, কিন্তু আত্মরক্ষার নীতি তো সবাইকেই জানতে হয়। তোমরা যে নীতি নিয়েছো, এতো আত্ম-হত্যার পথ।

—আপনি এসে পড়েছেন, আর আমাদের চিন্তা নেই।

—না, আমি এসে পড়িনি। আমি অবিলম্বে চলে যাবো।

—আপনি চলে যাবেন?

—হ্যাঁ। সব কথা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার সময় নেই। শোনো, কাল প্রত্যুষেই মগধের রাজা দর্শকের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাবে।

—সে কথা মহার এবং আমি দু'জনেই চিন্তা করেছি। কিন্তু সন্ধির শর্ত কী হবে?

—তোমাদের দিক থেকে কোন শর্তই থাকতে পারে না। দুর্বলের আবার শর্ত কী? শর্ত দেবেন মগধের রাজা—

—তিনি যদি আমাদের রাজ্য গ্রাস করে নিতে চান?

—তা তো চাইতেই পারেন। তিনি আমাদের রাজাকে বন্দী করে বাজীকরের ক্রীড়নকের মতন পথে পথে ঘুরিয়ে দেখাতে পারেন। তোমার সাধ্য আছে তা আটকাবার? কিন্তু রাজা দর্শক আরুণির মতন নীচমনা নন, তিনি মহৎ, উদারচেতা। তোমরা যদি আগে থেকে

BanglaBook.org

সন্ধির প্রস্তাব পাঠাও তিনি তা মান্য করতে পারেন। তিনি একটাই শর্ত দেবেন, আমি তা জানি।

—কী সেই শর্ত ?

—তা আগে থেকে তোমার জানবার দরকার নেই। তুমি জানলেই রাজা জানবেন, তখন শুরু হবে জটিল জল্পনা, সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হবে। সেই জন্যই বলছি, যদি নিদারুণ অপমানজনক না হয়, তাহলে মগধ রাজার শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি ক'রো। এ বিষয়ে আমাদের রাজাকে রাজি করাবার ভার তোমার ওপর। জানো তো, নারীগণের বর্ণনা হয় রূপ দিয়ে আর পুরুষের বর্ণনা হয় তার পরাক্রমে। বিশ্ব-সমক্ষে রাজা উদয়নকে একবার তাঁর শৌর্য প্রকাশ করতেই হবে।

—আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

—শুধু চেষ্টা নয়, তোমাকে পারতেই হবে। আর, আমি যে এসেছিলাম, একথা সম্পূর্ণ গোপন রেখো। কোনো ক্রমেই যেন এ সংবাদ রাজার কানে না যায়।

—আপনি এখনি চলে যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—মহামন্ত্রী, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি ?

—বলো।

—বৎস রাজ্যের এতবড় সংকটের সময়েও আপনি স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে থাকছেন। এ আপনার কী ধরনের কৌতুক ? আপনার এই ব্যবহারের কারণ আমার একেবারেই বোধগম্য হচ্ছে না।

—যদি বলি এর বিশেষ প্রয়োজন আছে ?

—তবু একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ? আপনি দেশপ্রেমী, অথচ কোন্ দেশপ্রেমী দেশের বিপদের সময় দূরে লুকিয়ে থাকেন ? এ কি আপনার কোনো খেলা ?

—যদি বলি আত্মগোপন করেই আমি দেশের বেশী উপকার করছি ?

BanglaBook.org

—এটাও আমার কাছে হেঁয়ালি বোধ হচ্ছে। আমি সকল কথা বুঝি।

—রুমণ্বং, এ রাজ্যের সবচেয়ে বেশী বিপদের আশঙ্কা ছিল কোন দিক দিয়ে? আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কে? কোন মহাবীর রাজাকে অপমানিত করে তাঁর কন্যাকে আমরা কেড়ে এনেছি? উজ্জয়িনীর সেই প্রদ্যুম্ন-মহাসেন কেন এতদিন চুপ করে আছেন, তা ভেবে দেখেছো কি?

—তিনি অসুস্থ।

—তিনি আহত হয়েছিলেন বটে কিন্তু অশক্ত হয়ে যান নি। তা ছাড়া তাঁর গোপালক ও পালক নামে অতিশয় রণকুশল দুই পুত্র আছে। তাঁদের সেনাপতিত্বে উজ্জয়িনীর সুবিশাল সেনাবাহিনী কবেই তো এই বৎসরাজ্য ছারখার করে দিতে পারতো। তবু কেন তাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছেন বলো তো?

—আপনিই বলুন।

—আমার জন্য।

—আপনার জন্য?

—হ্যাঁ! আমি এখন উজ্জয়িনীর রাজগুরু। আমার গণনাশক্তি ও ভবিষ্যদ্‌বাণীর যথার্থতা দেখে সেখানে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং রাজা, বিশেষত রাজেন্দ্রাণী অঙ্গারবতী আমার পরামর্শ ছাড়া এক পাও চলেন না। আমিই তাঁদের বৎসরাজ্য আক্রমণ করা থেকে বিরত রেখেছি।

এ কি সত্য হতে পারে?

—রুমণ্বং, মিথ্যার বেশাতি করে তারাই, যাদের মেরুদণ্ড নেই। তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলে কৃতিত্ব নেবার কোনো প্রয়োজন আমি দেখি না। যাই হোক, এখন বিস্তারিতভাবে সব বুঝিয়ে বলার সময় নেই। আমি অপসৃত হচ্ছি। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তুমি মগধে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

BanglaBook.org

রুমণ্বংকে তখনও বিস্ময়-বশীভূত অবস্থায় রেখে যৌগন্ধরায়ণ চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু শিবির থেকে বেরুতে গিয়েও আবার ফিরে এলেন তিনি।

রুমণ্বং-এর কাঁধে হাত রেখে দুঃখময় কণ্ঠে বললেন, সেনাপতি, আমরা খুব বড় রকমের ঝুঁকি নিয়েছি। যদি শেষ পর্যন্ত সার্থক না হতে পারি, তা হলে আবার অন্তত এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আর কোনো অধিকার থাকবে না। না, না, না, এমন কথা চিন্তা করার দরকার নেই। সফল হতেই হবে আমাদের। আশা করি, অতি শীঘ্রই আবার সুসময়ে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

॥ আট ॥

বাসবদত্তা উদ্যানে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় রাজকন্যার সখী চেটি ছুটতে ছুটতে এসে বললো, ওগো, আবন্তিকে, সুখবর শুনেছো? আজ যে আমাদের পরম আনন্দের দিন। আমি যেন আর আমার শরীরে এই আনন্দ ধরে রাখতে পারছি না।

বাসবদত্তা মন্থরভাবে মুখ তুলে বললো, কী হলো? কী সুখবর?

চেটি বললো, আমার নৃত্য করতে ইচ্ছে করছে। এসো, দু'জনে মিলে একটু নাচি।

—কী হয়েছে, আগে বলো না।

—আমাদের সৌভাগ্যবতী রাজকন্যার যে আজ বিয়ে।

—বিয়ে? আজই? কার সঙ্গে? সকালে উঠে প্রথমে যার মুখ দেখবেন, তার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দেবেন, রাজা এরকম প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন নাকি?

BanglaBook.org

—ওগো, না গো না। তবে আর সৌভাগ্যবতী বলছি কেন? রাজকন্যা মনে মনে যাকে বরণ করেছিলেন, তাকেই পেলেন পতি হিসেবে। রাজা উদয়ন এসেছেন বিয়ে করতে।

বাসবদত্তা প্রস্তর মূর্তির মতন স্থাণু হয়ে গেল। বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হলো, পাখিদের কাকলি, কুসুমের সুবাস কিছুই আর রইলো না। এমনকি আকাশ থেকে সূর্যদেবও অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

উৎফুল্ল চেটি বললো, কী এ-খবর শুনে তোমারও আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে না?

সে বাসবদত্তার একটি হাত ধরলো। সেই হাত পাষাণের মতন ভারী।

—কী হলো, তোমার আবন্তিকে? কথা বলছো না কেন?

অতিকষ্টে দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বাসবদত্তা বললো, রাজা উদয়ন···· বিয়ে করতে এসেছেন?···তবে যে শুনেছিলাম, তিনি তাঁর পত্নীর শোকে কাতর···

—তা কাতর ছিলেন তো বটেই···অমন যুবতী স্ত্রী····কিন্তু রাজাদের কি বেশীদিন উদাসীন থাকলে চলে? মহৎ ব্যক্তিদের হৃদয় শাস্ত্র জ্ঞানে উন্নত, তাই তাঁদের হৃদয় প্রকৃতিস্থ হতে দেরি হয় না।

—তিনি নিজে এসেছেন বিয়ে করতে?

—সেটাই কত ভালো হলো বলো তো? রাজা উদয়ন যখন কুমার ছিলেন, তখনই আমাদের রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। তখন কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নি। আমাদের রাজার খুবই বংশ-অভিমান, তিনি নিজে থেকে আর কোনো-দিনই প্রস্তাব পাঠাতেন না। আমাদের রাজকন্যাকে চিরকুমারী হয়ে থাকতে হতো।

অবুঝের মতন বাসবদত্তা আবার বললো, রাজা উদয়ন··· নিজে থেকে এসেছেন বিয়ে করতে?

BanglaBook.org

চেটি বললো, তুমি কী যে বলো, আবন্তিকে! সত্যি সত্যি কি রাজা উদয়ন বিয়ে-পাগলার মতন ছুটে এসেছেন নাকি? তিনি এসেছিলেন অন্য রাজকার্যে, কথায় কথায় বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলো আর কি! গতকাল শুনেছিলাম, রাজা উদয়নের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে ....তাই শুনে রাজকন্যা পদ্মাবতী তো কেঁদে আকুল...আর আজ শুনলাম সেই উদয়নই আমাদের রাজ্যের জামাতা হতে চলেছেন। দৈবের কী বিচিত্র খেলা...

—দৈবের...কী বিচিত্র খেলা....

—তুমি এত নিস্তেজ হয়ে আছো কেন, আবন্তিকে। এখন আমাদের অনেক কাজ! একদিনে বিয়ের সব ব্যবস্থা করা—

—আজই কেন বিয়ে? এত ব্যবস্থা কিসের?

—বাঃ, পরশুই তো রাজা উদয়ন আবার যুদ্ধে চলে যাবেন। আজ বিয়ে, তারপর শুধু কালকের দিনটা তিনি এখানে কাটাবেন, তাঁর রাজ্য শত্রু-আক্রান্ত, এখন যে তাঁর স্থির হয়ে বসে থাকার সময় নেই। আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে জানো? রাজা উদয়ন এসেছিলেন আমাদের রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে। তখন আমাদের কঞ্চুকী মহারাজ দর্শককে পরামর্শ দিলেন যে, বৎসরাজ উদয়ন যদি পদ্মাবতীকে বিবাহ করে এ রাজ্যের জামাতা হন, তাহলে আমাদের সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে তিনি শত্রু-জয় করতে পারেন।

—সন্ধির শর্ত বিবাহ?

—বিয়েই তো সবচেয়ে ভালো সন্ধি গো! তাই না? রাজা উদয়ন এই শর্তে রাজি হলেও তিনি নিজেও শর্ত দিয়েছেন। তিনি বিয়ে করবেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে বিজয়ী না হয়ে তিনি আর এই রাজ্যে ফিরবেন না।

—তবু....অর্জুনের বংশধর এসেছেন অন্য রাজ্যে বিবাহ করতে।

ওসব পুরোনো কথা ছাড়ো তো? ওরকম চুরি ডাকাতি করে

BanglaBook.org

বিয়ে এখনকার দিনে চলে না। আমাদের রাজকন্যার বিয়ে হবে, আর আমরা আমোদ-আহ্লাদ করতে পারবো না?

বাসবদত্তা বিষম ক্লান্ত আর অবসন্ন বোধ করলো। আস্তে আস্তে সে বসে পড়লো ঘাসের ওপর।

—ও কি হলো? অমন বসে পড়লে কেন? আবন্তিকে? তোমায় অবসন্ন দেখাচ্ছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম···

—আজ সূর্যের তাপ বড় প্রখর, হঠাৎ বোধহয় আঁচ লেগেছে কপালে।

—ও মা, কোথায় আজ রোদের আঁচ? আজ যে আকাশে রেশমি ওড়নার মতন নরম নরম মেঘ ভাসছে। বাতাস বইছে ফুরফুরে, আজ আমাদের রাজকন্যার বিয়ে বলেই দিনটি এমন সুন্দর সেজেছে—

—তবে বুঝি আমায় কোনো ভ্রমর দংশন করেছে।

—সে কি? কখন এমন হলো? কোথায় হুল ফুটিয়েছে, দেখি?

—না, না, এমন কিছু না। আমি বরং আমার কুটিরে একটু বিশ্রাম করি। তারপরই সব ঠিক হয়ে যাবে···

—তাহলে এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও, এর পর অনেক কাজ আছে। তোমাকেই কিন্তু রাজকন্যাকে সাজিয়ে দিতে হবে।

চেটি চলে গেলেও কুটিরে গেল না বাসবদত্তা, শুয়ে পড়লো সেখানেই, নরম-সবুজ ঘাসের গালিচায়।

মৃদু বাতাসে কাঁপতে লাগলো তার চোখের পল্লব, কিন্তু বাসবদত্তার দৃষ্টি স্থির।

বাসবদত্তা দেখছে আকাশ। এমনভাবে উন্মুক্ত স্থানে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশকে অন্য রকম ভাবে দেখা যায়। বাসবদত্তার মনে হয়, সে কত সামান্য, সে কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। এই বিশাল বিশ্বসংসারের তুলনায় তার একার সুখ বা দুঃখ কত তুচ্ছ। এই এই মুহূর্তে সে এই

BanglaBook.org

পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে গেলেই বা কার কী ক্ষতি। আকাশ থেকে কোনো দূত এসে তাকে নিয়ে যেতে পারে না?

ঘাসের ওপর হাত বুলিয়ে সে ভাবলো, এমন কি কোনো উপায় নেই, যাতে সে ভূগর্ভে মিলিয়ে যেতে পারে? কেউ তার অনুসন্ধান করবে না। কেউ তার কথা জানবে না।

কিংবা সরোবরের জল? বাসবদত্তার মনে হ'লো, সে যেন তক্ষুনি সত্যি সত্যি গভীর জলে তলিয়ে যাচ্ছে।

কিংবা আগুন? তার পাশে যেন তক্ষুনি জ্বলে উঠলো লেলিহান অগ্নি।

কতক্ষণ সে এরকম ভাবের ঘোরে ছিল তার ঠিক নেই। এক সময় একটি সুমিষ্ট স্বর তাকে ডাকলো সখী।

সে মুখ ফিরিয়ে দেখলো এক অপরূপ সুন্দর মুখ। চক্ষু দুটি যেন আকাশের নীলিমায় দুই মুক্ত বিহঙ্গ। রক্তকমল বর্ণের ওষ্ঠাধর।

পদ্মাবতীকে যেন চিনতেই পারলো না বাসবদত্তা।

পদ্মাবতী আবার ডাকলো, সখী! তুমি এমন তৃণ শয্যায় কেন? আজ আমার এত সুখের দিন...

বাসবদত্তা ভাবলো, কোনোক্রমে এখনই পদ্মাবতীর প্রাণ হরণ করা যায় না? পদ্মাবতীকে হত্যা করে যদি তার মৃতদেহটা নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে বাসবদত্তাই নববধূর সাজে সেজে আজ বিবাহসভায়....

পরক্ষণেই তার মনে হলো, না, না, এমন চিন্তা করাও পাপ। এ বালিকার তো কোনো দোষ নেই। এ তো জেনেশুনে তার পতিকে কেড়ে নিচ্ছে না। এ তো সত্যিই জানে যে রাজা উদয়নের প্রথমা পত্নী মৃতা।

বাসবদত্তা উঠে বসলো।

BanglaBook.org

পদ্মাবতী বললো, সখী আবন্তিকে, আজ যে আমার এত আনন্দ, এ সবই তোমার জন্য।

গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বাসবদত্তা বললো, আমার জন্য? সে কি!

পদ্মাবতী নতজানু হয়ে বাসবদত্তার মুখোমুখি বসে বললো, হ্যাঁ সখী, সবই তোমার জন্য। তুমি আসবার পর থেকেই আমার সৌভাগ্য ফিরে এসেছে। আমি অতি পুলকের সঙ্গে প্রতিটি দিন কাটিয়েছি। আজ যে আমি আমার পরম বল্লভকে পেতে চলেছি, সেও যেন তোমারই জন্য।

বাসবদত্তা আবার বললো, আমার জন্য?

তার ক্ষীণ সন্দেহ হলো, এ মেয়েটি কি অন্য কিছু জানে? এ কি জানে তার পরিচয়?

যেন বাসবদত্তার মনের কথাটিই পাঠ করে পদ্মাবতী বললো, তুমি কে তা আমি আজও জানি না। তুমি কোনোদিন তোমার পূর্ব পরিচয় জানাও নি। তবে তোমার ভ্রাতা সেই ব্রহ্মচারী ধন্য, যিনি তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন। তুমি সর্বদা আমার সুখ পরিবর্ধন করেছো, তুমি আমায় নৃত্য-গীত-কলা শিক্ষা দিয়ে আমাকে আমার গুণবান পতির যোগ্য করে তুলেছো। তোমার মনে কিছুমাত্র পরশ্রী-কাতরতা নেই, তোমার মতন এমন পবিত্র স্বভাবা নারী আমি আর দেখি নি।

বাসবদত্তার অন্তরাত্মা চিৎকার করে এর প্রতিবাদ জানাতে চাইলেও সে নীরব রইলো।

পদ্মাবতী আবার বললো, আবন্তিকে, তোমাকে আমি একটি মিনতি জানাতে এসেছি, তুমি আজ আমায় নিজের হাতে সাজিয়ে দেবে, আর বিবাহ সভায় তুমি আমার কাছাকাছি থাকবে।

বাসবদত্তা ত্রস্তে বলে উঠলো, না, না, না, না।

BanglaBook.org

আহত বিস্ময়ে পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমায় সাজিয়ে দেবে না?

—বিবাহের মতন শুভকাজে আমায় থাকতে নেই। শুধু এয়োস্ত্রীরাই বিবাহের আয়োজনে অংশ নিতে হয়।

—তুমি এয়োস্ত্রী নও? তুমি কি বিধবা?

—যার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট, সে তো বিধবার চেয়েও দুর্ভাগিনী। রাজকন্যা, আমি দূরে থেকেই আপনার মঙ্গল কামনা করবো।

প্রস্ফুটিত কুসুমের মতন পদ্মাবতীর নির্মল আননে বেদনার ছায়া পড়লো।

একটুক্ষণ হেঁটমুখে বসে থেকে পদ্মাবতী বললো, তুমি আমার মালাও গেঁথে দেবে না? আমার বড় সাধ ছিল, নাথের সঙ্গে আমি যে মাল্য বিনিময় করবো, সে মালা তুমি গেঁথে দেবে।

দীর্ঘশ্বাস দমন করে বাসবদত্তা বললো, সে মালা আমাকেই গাঁথতে হবে?

—তোমার মতন মালা আর কে গাঁথতে পারে? আমার জননী বললেন, সুচরিতা আবন্তিকাকে বলো। তোমার জন্য অমলিন মালিকা গেঁথে দিতে। অমন সুন্দর মালা সে গাঁথে, তা দেখে তোমার পতি প্রীত হবেন।

এই সময় চেটি তুই সাজি ভর্তি ফুল এনে বললো, এ কি রাজকন্যা, আপনি এখনো এখানে বসে গল্প করছেন? এদিকে যে চতুর্দিকে আপনার খোঁজাখুঁজি পড়ে গেছে।

—কেন?

—বাঃ, সব ব্যবস্থা যে প্রস্তুত। বরের স্নান হয়ে যাবে এখুনি, তার আগে আপনার গাত্র-হরিদ্রা সম্পন্ন করতে হবে না।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি। তার আগে তুই আবন্তিকাকে মালার কথা বুঝিয়ে দে।

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, এই যে, রাণীমা বললেন, বেশ ভাল করে দুটি মালা গাঁথবে, তা তোমাকে আর কি বলবো, তুমি তো ভালোই জানো, তোমার হাতে সব ফুলই যেন পারিজাত হয়ে যায়। হ্যাঁ, যা বলছিলুম, দুটি মালা গাঁথবে, একটির নাম চিরআয়ুষ্মতী মালা, আর একটি সপত্নীসংহার।

বাসবদত্তা চমকে উঠে বললো সপত্নীসংহার? কেন, সেটা কেন?

—বাঃ, সপত্নীসংহার মালা গাঁথতে হয়, সে নিয়ম জানো না?

—কিন্তু রাজকন্যার তো সপত্নী নেই। রাজা উদয়নের আগের স্ত্রী তো…

—হ্যাঁ, শুনেছি বটে যে রাজার প্রথমা পত্নী বেঁচে নেই। কিন্তু বলা তো যায় না রাজ-রাজাদের মতিগতি, তিনি যদি আবার বিয়ে করেন—

পদ্মাবতী চেটির দিকে ভ্রূভঙ্গি করতেই চেটি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললো না, না, সে কথা বলছি না, আমাদের রাজকন্যাকে ছেড়ে রাজা অবশ্য অন্য কারুর দিকে মন দেবেন, তা হতেই পারে না। তবু নিয়মরক্ষার জন্য…।

পদ্মাবতী ও চেটি চলে যাবার পর বাসবদত্তা সেই ফুলের সাজির সামনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো।

এ কি স্বপ্ন, না সত্যিই বাস্তবে এমন হতে চলেছে? আজ তার স্বামী আসছেন অন্য এক কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য, আর সেই বিবাহের জন্য মালা গাঁথতে হবে বাসবদত্তাকেই?

এমন কৌতুকের চিন্তা করা বুঝি একমাত্র নিয়তির পক্ষেই সম্ভব।

যৌগন্ধরায়ণ যে বলেছিল, স্বামীর সঙ্গে বাসবদত্তার মিলন আবার হবেই? কোথায় গেল সেই শপথ? তার স্বামী তো আর একটু পরেই অন্যের হয়ে যাবেন। তবে কি সেই ব্রাহ্মণ বাসবদত্তাকে মিথ্যে স্তোকবাক্য দিয়েছিল?

BanglaBook.org

এমন যদি হয় যে যৌগন্ধরায়ণের কোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে? তা বলেও কি বাসবদত্তাকে তার শপথ রক্ষা করতে হবে?

বাসবদত্তার মর্ম্মমূল পর্যন্ত ব্যথায় অবশ হয়ে গেল। যদি একজন কেউ থাকতো, যার সঙ্গে পরামর্শ করা যায়। বাসবদত্তার কেউ নেই।

অনেক ভেবেও বাসবদত্তা যৌগন্ধরায়ণকে অবিশ্বাস করতে পারলো না। ইচ্ছে করলে তো সে বাসবদত্তার চরম ক্ষতি করতে পারতো আগে, তা সে করেনি। সুতরাং এখনো তাকে সন্দেহ করা যায় না। তা ছাড়া আকস্মিক দুর্ঘটনায় পড়বার মতন মানুষ নন যৌগন্ধরায়ণ। বাসবদত্তার মনে হলো, কোনো বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে কাছাকাছিই কোথাও লুক্কায়িত আছে, যথাসময়ে সহসা প্রকটিত হবে।

এমনও তো হতে পারে যে এখনো, যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়ে যৌগন্ধরায়ণ এ বিবাহ বন্ধ করে দেবে।

বাসবদত্তা মালা গাঁথতে বসলো।

বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো ফুলের ওপর। চোখের জলে ধোওয়া ফুল আর মলিন হতে পারে না।

একটি মালা গড়া হলো প্রথমে।

সেটিকে চোখের সামনে তুলে ধরে বাসবদত্তা বললো, মালা, তোকে দেখে কি তিনি চিনতে পারবেন? একবারও কি তাঁর মনে পড়বে অন্য একজনের কথা? কিংবা, তাকে তিনি একেবারেই ভুলে গেছেন, না রে?

প্রাণে ধরে সপত্নীসংহার মালা গাঁথতে পারলো না বাসবদত্তা। দ্বিতীয়টিও সে চিরায়ুষ্মতী মালাই গাঁথলো।

সেটিতে ওষ্ঠ স্পর্শ করে বাসবদত্তা বললো, তুই যখন তাঁর বক্ষে দুলবি, তখন আমার এই স্পর্শও লাগবে তাঁর বুকে। তিনি জানবেন না, তিনি কিছুই বলবেন না, আমার যা হয় হোক, তিনি সুখে থাকুন।

একটু পরেই চেটি এসে নিয়ে গেল মালা দু'খানি।

BanglaBook.org

তারপর অন্দরমহলে শোনা গেল শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি। যজ্ঞের আগুনের ধূম উড়ে আসতে লাগলো কাননের দিকে। সেই ধূমে বাসবদত্তার চক্ষু দিয়ে ধারাবর্ষণ হতে লাগলো।

যৌগন্ধরায়ণের আকস্মিক আবির্ভাবের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না।

রাজা উদয়নের সঙ্গে মগধ রাজপুত্রী পদ্মাবতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল নির্বিঘ্নভাবে।

॥ নয় ॥

পরদিন সকালেই পদ্মাবতী এসেছে বাসবদত্তার সঙ্গে দেখা করতে।

জীবনের এই পরম স্মরণীয় রাত্রিটির কথা কি একা একা বুকের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়। খুব প্রিয় সখীকে গোপনে বলতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু গল্প বেশীদূর এগোলো না। বাসবদত্তা সবেমাত্র কুটিরের বাইরে এসে পদ্মাবতীকে সম্ভাষণ জানিয়েছে, এমন সময় দেখা গেল যে বিদূষক বসন্তককে নিয়ে স্বয়ং রাজা উদয়ন এদিকেই আসছেন।

লজ্জায় অরুণবর্ণ হয়ে গেল পদ্মাবতীর মুখ। এ উদ্যান যে শুধু রমনীদের জন্য, সে কথা কেউ বলে দেয়নি রাজা উদয়নকে।

বাসবদত্তাও পলকমাত্র দেখলো রাজাকে, তারপরই প্রবল ঝড়ে বেতসলতার মতন কেঁপে উঠলো সে। কোনোক্রমে বললো, রাজপুত্রী, আপনি ওঁদের অন্যদিকে নিয়ে যান, আমি কক্ষের মধ্যে চলে যাচ্ছি।

একটুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো পদ্মাবতী। তারপর রাজা উদয়ন কিংবা বসন্তক তাকে দেখবার আগেই সে ছুটে ঢুকে পড়লো বাসবদত্তার কুটিরে।

BanglaBook.org

বাসবদত্তা বিবর্ণমুখে দেয়ালের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। এত কাল পরে রাজা উদয়নকে দেখে তার বুকের মধ্যে দামামা ধ্বনির মতন কিছু বাজছে। পাশে কেউ দাঁড়ালে বুঝি সেই শব্দ শুনতে পাবে।

পদ্মাবতীকে দেখে সে ধরা গলায় বললো, এ কী, রাজকন্যা আপনিও চলে এলেন যে?

—আমার লজ্জা করছে।

—সে কি? উনি নিশ্চয়ই আপনাকেই খুঁজতে এসেছেন। আজই উনি যুদ্ধে চলে যাবেন, বেশী সময় হাতে নেই···সেজন্য এক দণ্ডও আপনাকে চোখের আড়াল করতে চান না···আপনিই বা ওঁকে ছেড়ে থাকবেন কেন?

—তা বলে এই দিনের বেলায় ··এরকম উন্মুক্ত জায়গায়···

—তাতে তো কোনো দোষ নেই···এই উদ্যান আপনার নিজস্ব।

—সঙ্গে রয়েছে আর একজন পুরুষ।

—রাজাদের সঙ্গে ওরকম একজন বয়স্য থাকেই। উনি আপনাকে দেখলেই চলে যাবেন।

—না, না, আবন্তিকে, এ আমি পারবো না···একদিনেই আমি লাজলজ্জা বিসর্জন দেবো কী করে····আমি বরং তোমার কাছেই একটু বসি।

বাসবদত্তা বলতে চাইলো, কিন্তু আমি যে এখন একটুক্ষণ একা থাকতে চাই····।

কিন্তু সে কথা না প্রকাশ করে সে বললো, আপনি রাজকন্যা···শুধু রাজকন্যা নন্, আজ থেকে আপনি বৎস রাজ্যের রানীও বটে, আপনার কি আমার মতন এক দরিদ্রার কুটিরে বসে থাকা মানায়?

পদ্মাবতী বললো, অমন কথা বলো না, আবন্তিকে। তুমি দরিদ্রও নও, তুমি সামান্যও নও। আমার কাছে তোমার কতখানি মূল্য তা

BanglaBook.org

তুমি জানো। তা ছাড়া আমি এখন ওঁদের চোখের আড়াল দিয়ে রাজবাড়িতে যাই কী করে?

এমনই গ্রহের ফের, রাজা উদয়ন বসন্তকের সঙ্গে এসে বসলেন সেই কুটিরের ঠিক পাশেরই শিলাসনে। তাঁদের প্রত্যেকটি কথা ঘরের ভেতর থেকে শোনা যেতে লাগল।

রাজা উদয়নের কণ্ঠস্বর শুনে তুই নারী ভিন্ন কারণে কম্পিত হতে লাগলো অন্তরে। তবু একটু শব্দও যাতে বোধের অগম্য না হয়, সেই জন্য নিঃশব্দে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে রইলো তু'জনে।

রাজা ডাকলেন, বসন্তক।

বসন্তক বললো, চমকে উঠেছিলুম মহারাজ। এমন পুরোনো স্বরে ডাকলেন। অনেকদিন তো এমন ভাবে আপনার পাশে বসা হয় নি। মনে হলো যেন লাবাণকেই আছি। এ জায়গাটায় বসে আপনার লাবাণকের কথা মনে পড়ছে না মহারাজ।

উদয়ন বললেন, কেন, লাবাণকের কথা মনে পড়বে কেন?

—এই সুন্দর কানন, দূরে পাহাড়ের কোলে স্নিগ্ধ বনরাজি, এ অনেকটা আমাদের ওখানকার দৃশ্যের মতন নয়? দেখুন মহারাজ, আকাশে ঐ দলবদ্ধ সারসশ্রেণী, ঠিক যেন বনদেবতার প্রসারিত তুই বাহু।

—আমি ওদেরই দেখছি। কী নির্মল আনন্দময় ওদের খেলা। কখনো এক শ্রেণীবদ্ধ, কখনো প্রসারিত। এই ওপরে উঠে যাচ্ছে, আবার কোন্ খেয়ালে নেমে আসছে নিচে। কুমারী বালিকার উদরের মতন মসৃণ এই আকাশ, ঐ মরালশ্রেণী যেন পুষ্পমালার মতন তাকে জড়াতে চায়।

—হুঁ। আমি তবে এখন যাই, মহারাজ?

—কেন, কোথায় যাবে?

—আকাশ দর্শনেও যখন আপনার কোনো কুমারী কন্যার কথা

BanglaBook.org

মনে পড়ছে, তখন আমার আর বে-রসিকের মতন পাশে বসে থাকা কেন ?

—আরে না, না, বসো, বসো, এতো উপমা মাত্র।

—না, মহারাজ, এখানকার আদর-আপ্যায়নের চোটে আমার উদরের কিঞ্চিৎ গোলোযোগ ঘটেছে। আমি খাদ্য রসিক বটে, কিন্তু চৌষট্টি প্রকার ব্যঞ্জনে সমান মনোযোগ দিতে গিয়েই এই বিপত্তি।

—যথা সময়ে তা বুঝতে পারো না ? বসো, আমাকে এখানে একা ফেলে চলে যেও না।

—আপনাকে নিশ্চিত বেশীক্ষণ একা বসে থাকতে হবে না। আশা করি দেবী বাসবদত্তা শীঘ্রই এদিকে আসবেন।

—কী বললে ?

—ওহো হো, আমার বিষম ভুল হয়ে গেছে। দেবী পদ্মাবতীর বদলে আমি বাসবদত্তার নাম বলে ফেলেছি।

—এমন ভুল আর কখনো করো না, বিদূষক।

—আমায় ক্ষমা করুন, মহারাজ। প্রথম থেকেই লাবাণকের কথা মনে পড়ছিল বলেই আমার এমন বিস্মরণ হয়েছে।

—এমন বিস্মরণ তোমার যোগ্য নয়। মন ঠিক করো। তুমি বরং আমায় কোনো প্রাচীন কাহিনী শোনাও।

—তাই ভালো। শুনুন, তবে মহারাজ। ব্রহ্মদত্ত নামের এক নগরে বারানসী নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি...

—কী বলছো তুমি বসন্তক। ব্রহ্মদত্ত নগরে বারানসী নামে রাজা ....না, বারানসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা।

—ও, তাই তো। আবার ভুল করেছি।

—তোমার কী হয়েছে বলো তো ?

—কী হয়েছে তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

—থাক্ তোমায় আর কাহিনী শোনাতে হবে না।

—যথা আজ্ঞা। তা হলে, তার বদলে, মহারাজ, আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো ?

—বলো।

—ভয়ে না নির্ভয়ে বলবো, মহারাজ ?

—আমার কাছে আবার তোমার ভয় কী ? আমি তো জানি, আমি তোমায় মৃত্যুদণ্ড দিলেও তুমি হাসতে হাসতে মরে গিয়ে আমায় অক্ষ করবে !

—আমি যা প্রশ্ন করবো, তার ঠিক উত্তর দেবেন তো, মহারাজ ?

—কেন দেবো না ? তোমার এমন কী প্রশ্ন থাকতে পারে, যার উত্তর দানে আমি পরাঙ্মুখ হবো ?

—তবে বলুন, মহারাজ, দেবী বাসবদত্তা এবং দেবী পদ্মাবতী, এই দু'জনের মধ্যে কে আপনার বেশী প্রিয় ?

—বসন্তক !

—আপনি ক্রোধান্বিত হচ্ছেন মহারাজ ? কিন্তু এই যে বললেন—

—তোমার স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মহারাজ, আপনার কাছ থেকে আমি আগেই অভয় পেয়েছি···

এদিকে কুটিরের মধ্যে উৎকর্ণ দুই নারী এই সময় পরস্পরের দিকে তাকালো।

হেমন্তকালীন বৃক্ষের পাতার মতন পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করলো পদ্মাবতীর মুখমণ্ডল। বাসবদত্তা দুই হাতে শ্রবণেন্দ্রিয় চেপে ধরে অধীরা হয়ে বললো, না, না, এমনভাবে আড়াল থেকে অপরের কথা শোনা পাপ !

পদ্মাবতী অদ্ভুত কণ্ঠে বললো, চুপ করো। শব্দ করো না ! আমাকে শেষ পর্যন্ত শুনতে দাও।

BanglaBook.org

বাইরে, রাজা উদয়ন কঠোর স্বরে বসন্তককে বললেন, তোমার এ প্রশ্নের আমি উত্তর দেবো না।

বসন্তক বললো, কিন্তু মহারাজ, আপনি সত্যবদ্ধ। এখানে তো আর কেউ নেই, তবু শুধু শুধু আপনি মনের কথা গোপন করে কেন সত্য নষ্ট করবেন।

কুটিরের মধ্যে পদ্মাবতী অস্ফুট স্বরে বললো, রাজার নীরবতায় মধ্যেই তো উত্তর নিহিত আছে, মূর্খ বসন্তক তা বুঝতে পারছে না।

বাসবদত্তা নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতন স্থির হয়ে আছে।

উদয়ন বললেন, এ প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য তোমার এমন প্রবল কৌতূহল কেন, বসন্তক ?

—কেন তা জানি না, মহারাজ। তবে কৌতূহল সত্যিই প্রবল। আজ ঘুম ভাঙার পর থেকেই বারবার মনে পড়ছে এ কথা।

—তবে শোনো। রাজকুমারী পদ্মাবতীর রূপ ও গুণের সীমানা নেই। তিনি আমার খুবই আদরনীয়া, তবু বাসবদত্তায় আবদ্ধ আমার হৃদয়কে তিনি হরণ করতে পারেন নি। বাসবদত্তা এখনো আমার মন-প্রাণ জুড়ে রয়েছে।

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, রাজার এই রকম স্বীকারোক্তি শুনেও স্বামীবিচ্যুতা বাসবদত্তার আনন্দের চেয়ে লজ্জাই বেশী হলো। পদ্মাবতীর জন্য মমতায় উদ্বেল হয়ে উঠলো তার বক্ষ। সদ্য বিবাহ হয়েছে পদ্মাবতীর। সে যদি পতির মুখ থেকে অন্য নারীর কথা শোনে। তবে সে কী ভাবে নিজের দুঃখ দমন করবে। বাসবদত্তার নিজেরই যদি এমন অবস্থা হতো ?

বাসবদত্তার খুবই ইচ্ছে হলো পদ্মাবতীকে সান্ত্বনা জানাতে, কিন্তু কোনোরূপ সান্ত্বনার ভাষা তার মনে এলো না।

পদ্মাবতী কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে স্থির নেত্রে চেয়ে রয়েছে

BanglaBook.org

দেয়ালের দিকে। সেই দেয়াল যেন দর্পণ, সেখানে পদ্মাবতী দেখছে নিজেকে।

রাজা উদয়ন বিদূষককে প্রশ্ন করলেন, বসন্তক, এবার বলো তো, পূর্বের বাসবদত্তা আর বর্তমানের পদ্মাবতীর মধ্যে কে তোমার বেশী প্রিয় ?

বসন্তক বললো, এ আবার কী প্রশ্ন, মহারাজ ! তাঁরা দু'জনেই আমার সমান সম্মানের পাত্রী।

—মূর্খ ! আমার কাছ থেকে কৌশলে জেনে নিয়ে এখন নিজে চুপ করে থাকতে চাও !

—মহারাজ, আমি তো প্রতিশ্রুতি দিই নি !

—তাহলে আমি তোমার মেরুদণ্ড ভঙ্গ করে উত্তর জেনে নেবো।

—তবে শুনুন, মহারাজ ! দেবী বাসবদত্তা ছিলেন আমাদের সকলেরই নয়নমণি। আর দেবী পদ্মাবতীও যেমন রূপসী তেমনই গুণবতী, তাঁর ব্যবহারে বিন্দুমাত্র অহংকার নেই। দু'জনকেই বলা যায় অতুলনীয়া। কিন্তু বাসবদত্তার একটি মহৎ গুণ ছিল, তিনি আমার মতন একজন অকিঞ্চিৎকর মানুষের জন্যও রৌপ্য পাত্রে অত্যুত্তম খাদ্য সম্ভার সাজিয়ে এনে বলতেন, কই, আর্য বসন্তক কোথায় গেলেন ? সেই অতি আপন ব্যবহার, সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর...তা কি কোন দিন ভুলতে পারবো....

—বসন্তক, তুমি সত্যিই বাসবদত্তাকে খুব প্রীতি করতে ? তোমার চোখে জল।

—ও কিছু না মহারাজ...

—বাসবদত্তা তোমাকে আবার দেখলে কত না খুশী হতেন ?

—তাঁকে আবার দেখলে আমি তাঁর চেয়েও সহস্রগুণ খুশী হতাম.... কিন্তু হায়, করাল কাল তাঁকে নিয়ে গেছে...

—করাল কাল ! বসন্তক, এই তো কিছুদিন আগে এক নিষাদ

BanglaBook.org

আমাকে ভগ্ন অবস্থায় ঘোষবতী বীণা এনে দিল। সে বনের পথে কুড়িয়ে পেয়েছে। অলৌকিক গুণসম্পন্ন ঐ বীণা আমি বাসবদত্তাকে উপহার দিয়েছিলাম। আমি জানি, সে জীবিত থাকলে কিছুতেই ঐ বীণা হাতছাড়া করতো না। এখনো যদি কোথাও ভ্রমর গুঞ্জন শুনি…

—মহারাজ, মহারাজ, ওকি করছেন? আমি সামান্য বিদূষক, আমি যা খুশী করতে পারি। কিন্তু আপনি রাজা, এ রাজ্যের জামাতা। আপনি এখানে বসে অশ্রু বিসর্জন করলে…

—কেন তুমি আমায় বাসবদত্তার কথা মনে করিয়ে দিলে?

—আত্মসংবরণ করুন, মহারাজ। কেউ যদি এই অবস্থায় আপনাকে দেখে ফেলে!

—দেখুক! বয়স্য, আমার অবস্থা তুমি বুঝতে পারছো না? গভীর অনুরাগ ত্যাগ করা অতি কঠিন, বারবার স্মরণ করলে যে দুঃখ শতগুণ হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় বুদ্ধি চায় অশ্রু বিসর্জন করে ঋণ মুক্ত হতে। একমাত্র তখনই বর্ষণশেষের আকাশের মতো প্রসন্নতা লাভ করতে পারি।

—তবু, আপনি…ঐ দেখুন মহারাজ, কে যেন এদিকে আসছে…

রাজকুমারী পদ্মাবতীর অনুসন্ধান করতে করতে চেটি তখন সেদিকেই আসছিল। একেবারে সম্মুখে উপস্থিত হয়ে অশ্রু সজল রাজা উদয়নকে দেখে সে সবিস্ময়ে বললো, এ কী?

বসন্তক সঙ্গে সঙ্গে বললো, কাশ ফুলের রেণু বাতাসে উড়ে এসে পড়েছে, তাই মহারাজের চক্ষু জলে ভেসে যাচ্ছে। ভদ্রে, মুখ ধোবার জল কোথায় পাওয়া যাবে বলুন তো?

চেটি শশব্যস্ত হয়ে বললো, সে কি, আপনারা এমন রৌদ্রের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে বসে আছেন? চলুন, চলুন, আমি আপনাদের বিশ্রাম-গৃহে নিয়ে যাচ্ছি।

BanglaBook.org

বসন্তক বললেন, না, না, এ স্থান অতি মনোরম। আমাদের রাজা এখানে বসে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করছেন।

চেটি বললো, আর কাশ ফুলের রেণু চক্ষে এসে পড়ায় তিনি অশ্রু-জলে ভাসছেন। না, না, রানীমা শুনলে কী বলবেন। আপনারা অনুগ্রহ করে বিশ্রামগৃহে আসুন।

চেটীর পিড়াপিড়িতে অগত্যা রাজা উদয়ন ও বসন্তককে যেতেই হলো তার সঙ্গে।

বাসবদত্তা দেখলো পদ্মাবতী ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। যেন এখুনি মূর্ছিতা হয়ে পড়বে।

এই অবস্থায় কী করা যায়, তা বাসবদত্তা কিছুই বুঝতে পারলো না।

পদ্মাবতী তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, তুমি এরকম মানুষ কখনো দেখেছো? এরকম রাজা···

বাসবদত্তা বললো, ভদ্রে, তবু তো এ আপনার সৌভাগ্য যে উনি যার কথা বললেন····

মধ্যপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে পদ্মাবতী আবার বললো, বিবাহের পরদিন····এখনো আমার শরীরে পতির ঘ্রাণ লেগে আছে।

বাসবদত্তা আন্তরিক মিনতিমাখা কণ্ঠে বললো, তবু····ভেবে দেখুন, উনি যার কথা বললেন, সে মৃতা, তাঁর প্রতি আপনার অসূয়া থাকায় কোনো কারণ নেই। এ তো শুধু মাত্র স্মৃতি····

বিস্ময়ে ভুরু তুলে পদ্মাবতী বললে, অসূয়া? আমি কাকে অসূয়া করবো? উনি যার কথা বললেন, সেই বাসবদত্তাকে আমি দেখিনি, তবে তিনি ধন্যা। মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকতে পারে ক'জন? তাঁর কথা থাক! আমি বলছি আমার স্বামীর কথা···

তিনি স্মৃতি নিয়ে একটু উতলা হয়েছিলেন শুধু....আবার ভুলে যাবেন···

BanglaBook.org

—কক্ষনো না! আমি ওঁকে ভুলতে দেবো না!

—আপনি কি বলছেন, রাজকুমারী!

—আজ গর্বে আমার বুক ভরে যাচ্ছে। নারীত্বের কত বড় সম্মান দিলেন আজ আমার প্রভু! আবন্তিকে, তুমি বোধ করি রাজ-রাজড়া-দের স্বভাবচরিত্র ঠিক মতন জানো না। নারীদের তো এঁরা খেলার বস্তু বলে মনে করেন। মধুপ যেমন ফুলে ফুলে বিহার করে, এঁরাও তেমনই এক নারীকে ছেড়ে অন্য নারীতে উপগত হন। ভোগ সম্পন্ন বলে এক একটি নারীকে এঁরা অপবিত্র বস্ত্রের মতন পরিত্যাগ করেন। আর মনে স্থান দেন না। তুমি তো নিজের কানেই শুনলে যে বৎস দেশের রাজা এক মৃত নারীকে স্মরণ করে বিলাপ ও রোদন করলেন। কতখানি সম্মান তিনি দিলেন সেই নারীকে।

—তা আপনি ঠিকই বলছেন।

—সমস্ত নারী জাতির সম্মান দিয়েছেন তিনি, এ জন্য আমি গর্বিতা হবো না! তোমার গর্ব হয় নি? বলো!

—হ্যাঁ, আমারও গর্ব হয়েছে বটে!

—তোমার শরীর কাঁপছে কেন আবন্তিকে।

—কী জানি, রাজকুমারী, কেন যেন খুব দুর্বল হয়ে পড়ছি।.... আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করবো আপনাকে?

—বলো?

—আপনার স্বামীর মুখে সপত্নীর প্রশংসা শুনে আপনার একটুও ঈর্ষা হলো না? যদি সেই বাসবদত্তা বেঁচে আজ থাকতেন...

একটু চুপ করে দুটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো পদ্মাবতী।

তারপর বললো, সেই রমণী যদি বেঁচে থাকতো, তাহলে আমি নিশ্চয়ই ঈর্ষায় জ্বলে উঠতুম। আমি তো সাধারণ মানবী, দেবী তো নই! দেবীরাও অন্য দেবীদের হিংসা করে। যদি আমার সপত্নী বেঁচে থাকতো, তাহলে আমার স্বামীর মুখে তার সম্পর্কে এত উচ্ছ্বাস-

BanglaBook.org

পূর্ণ কথা শুনলে আমি কী করতুম, তা জানি না। হয়তো আমার এই আঙুলগুলো বাজপাখির চঞ্চুর মতন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতো, আমি তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বক্ষ ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতুম।

—না, না, রাজকুমারী, এ আপনাকে মানায় না।

—সত্যি সত্যি কি এরকম করতুম? মনে মনে এরকম ভাব হতো বটে, কিন্তু মনের ক্ষোভ ও ক্রোধ মনেই চেপে রেখে চুপ করে থাকতুম। সেই মহীয়সী নারীর মৃত্যু হয়েছে, ভালোই হয়েছে, সেইজন্যই তাকে শ্রদ্ধা করতে পারছি।

বাসবদত্তার মুখ যাতে দেখা না যায়, সেইজন্য সে অকস্মাৎ পায়ে কোন কাঁটা ফোটার ছল করে মুখ নিচু করলো।

দু'জন পরিচারিকা এসে ডেকে নিয়ে গেল পদ্মাবতীকে।

উৎসবের পরদিন নির্জনতা বড় বেশী হয়। আজ রাজপুরীতে যেন কোনো শব্দ নেই। এত বেলাতেও অনেকেই বোধহয় ঘুমিয়ে আছে।

বাসবদত্তাও শুয়ে পড়লো। সে আজ আর কুটির থেকে কোনো-ক্রমেই বার হতে চায় না। শুধু রাজা বা বসন্তক নন। বৎস রাজ্যের আরও অনেকে রয়েছেন আজ রাজপুরীতে। যে কেউ তাকে দেখলেই চিনতে পারবে।

এতক্ষণ পর অবরুদ্ধ অশ্রু বাসবদত্তার দুই চক্ষু দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো প্রবলভাবে। রাজা উদয়ন একটু আগে বাসবদত্তাকে স্মরণ করে ক্রন্দন করেছেন। আর বাসবদত্তা কাঁদবে না? অবশ্য, যত কান্নাই তার আসুক, তাতেও তার ঋণমুক্তি হবে না।

বাসবদত্তার মনে পড়লো যৌগন্ধরায়ণের কথা। কোথায় গেল সে? এই অদ্ভুত অবস্থায় বাসবদত্তাকে রেখে কোথায় সে লুকিয়ে রইলো? মহামন্ত্রী বলেছিল, বৎস রাজ্য এবং রাজা উদয়নকে রক্ষা করার জন্যই সে এই ছল অবলম্বন করেছে। কিন্তু রাজা ও রাজ্যকে রক্ষা করার নামে সে কি বাসবদত্তাকে বলি দিতে চায়? তাই তো

BanglaBook.org

হলো। এর পর আর কি কোনোদিন সে রাজার কাছে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে?

ভাগ্যচক্রে আজ সে সপত্নীর দাসী।

বাসবদত্তাকে নিয়ে নিয়তির কৌতুক করার আরও বাকি ছিল। একটু পরেই আর একটি খেলা শুরু হলো।

একবার চেটি এসে শুনিয়ে গেল, রাজকুমারী পদ্মাবতী হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছেন, তিনি শয্যা গ্রহণ করেছেন।

বাসবদত্তা ভাবলো, এ অসুস্থতা আসলে মনোবেদনা। নারী জাতির সম্মানে গর্বিতা হলেও পদ্মাবতীর মনে ঈর্ষার কাঁটা বিঁধেছে ঠিকই। সেটা তিনি ভুলতে পারছেন না। এ সময় বাসবদত্তার ওখানে না যাওয়াই ভালো। যদি ভুল করেও মুখ দিয়ে অন্য কোনো রকম কথা বেরিয়ে যায়।

বস্তুত এবার তাকে এই রাজ্য ত্যাগ করতে হবে! যৌগন্ধরায়ণ আসুক বা না আসুক, বাসবদত্তার পক্ষে আর পদ্মাবতীর সাহচর্যে থাকা সম্ভব নয়। যৌগন্ধরায়ণ না এলে বাসবদত্তাকে একাই বেরিয়ে পড়তে হবে। পাহাড়ে বা অরণ্যে আশ্রয় নেবে সে।

যৌগন্ধরায়ণের শপথ যদি মিথ্যে হয়, তা হলে বাসবদত্তার অভিশাপে পরকালেও সে শান্তি পাবে না।

আবার রাজকন্যার এক সহচরী এসে খবর দিল যে পদ্মাবতী নিরালায় একা শুয়ে আছেন, তাঁর নিদারুণ শিরঃপীড়া হয়েছে অন্য কারুর সঙ্গ তাঁর পছন্দ নয়। তিনি শুধু আবন্তিকার সঙ্গে কথা বলতে চান।

এবার না গিয়ে উপায় নেই।

বাসবদত্তা সহচরীকে বললো, তুমি গিয়ে জানাও যে আমি এখুনি আসছি।

ভালো করে মুখ ধুয়ে অশ্রুরেখা মুছে ফেললো বাসবদত্তা। বেশবাস ঠিক করলো। তারপর বেরুলো তার কুটির থেকে।

BanglaBook.org

পদ্মাবতী কখনো একা থাকতে চাইলে মাধবীকুঞ্জে গিয়ে শুয়ে থাকে। লতাকুঞ্জে ঘেরা সেই স্থানটি আধো অন্ধকার, নিরালা, শীতল ও সুগন্ধময়।

মাধবীকুঞ্জে প্রবেশ করে বাসবদত্তা দেখলো, পাষাণ বেদীর ওপর একটি সূক্ষ্ম রেশমী চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করে পদ্মাবতী শুয়ে আছে। দেখে মনে হয় ঘুমন্ত।

সরল মনে বাসবদত্তা শিয়রের কাছে এসে নিঃশব্দে বসে তার কোমল হাত রাখলো পদ্মাবতীর মাথায়।

তখন সেই শয়ান মূর্তি অস্ফুট স্বরে বললো, বাসবদত্তা!

বাসবদত্তার পায়ের নিচে যেন প্রবল শব্দে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। তার বুকের মধ্যেও সেই একই রকম কম্পন।

এ তো পদ্মাবতী নয়, এ যে রাজা উদয়ন!

অতি কাতর স্বরে ঘুমন্ত রাজা উদয়ন আবার বললেন, বাসবদত্তা! কেন আমায় ছেড়ে গেলে!

রেশমী চাদরের তলা থেকে একটি পুরু খালি হাত বেরিয়ে এসে কী যেন খুঁজতে লাগলো শূন্যতার মধ্যে।

বাসবদত্তা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু চলে যেতে পারছে না। তার যেন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। তার অসম্ভব ভয় করছে, অথচ এত কাছ থেকে তার হৃদয়েশ্বরকে একটু ভাল করে দেখার লোভও সে সম্বরণ করতে পারছে না।

সেই হাতখানি বাতাসকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগলো আর ঘুমন্ত ওষ্ঠ বললো: তোমার সেই মেঘচ্ছায়ার মতন চুল · ঘোষবতীকে তুমি বক্ষে চেপে ধরে···সেই ভ্রমর গুঞ্জন···দেখা দাও···দেখা দাও····

আর আত্মসম্বরণ করতে পারলো না বাসবদত্তা। সেই ব্যাকুল হাতখানির ওপর নিজের একটি হাত রেখে অনুচ্চ কম্পিত কণ্ঠে বললো, সেই ভ্রমর গুঞ্জন ধ্বনি···

BanglaBook.org

রাজা উদয়ন বললেন, আমি জানি, তুমি আছো....আকাশে বাতাসে, প্রতিটি নিশ্বাসে টের পাই···বাসবদত্তা, এ কি স্বপ্ন না মায়া? তুমি কত দূরে···

বহুদিন পর প্রিয়তমকে স্পর্শ করে বাসবদত্তার শরীরে সমুদ্রের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে, আবার লোকলজ্জার ভয়েও সে স্থির থাকতে পারছে না।

যদি কেউ এসে পড়ে? সে রাজকন্যার সখী মাত্র, রাজকন্যার স্বামীর কাছে সে এমন নিরালায়....বাইরে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল না?

বাসবদত্তা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল।

নিদ্রাপ্লুত রাজা আবার বললো, তুমি কি রাগ করেছো? এক নর্তকীর সঙ্গে আমার····সে তো অনেক কাল আগে ··তুমি তুলনা-হীনা....

বাসবদত্তা ত্রস্তে বললো, ও কথা বলবেন না—

উদয়ন বললেন, তুমি আমার প্রিয় শিষ্যা····তুমি চলে গেছ, আর আমি বীণা স্পর্শ করি না....

এবার সত্যিই যেন বাইরে কার পদশব্দ।

বাসবদত্তার মুখখানি রক্তহীন হয়ে গেল। এখুনি কেউ এসে দেখবে, সে নির্লজ্জার মতন···।

মাধবীকুঞ্জ থেকে নিষ্ক্রমণের আর একটি দ্বার আছে। সেদিকে ছুটে যেতে গিয়েও বাসবদত্তা থমকে গেল। রাজা উদয়নের হাতখানি শয্যার বাইরে ঝুলে আছে। বড় করুণ, বড় শূন্য দেখাচ্ছে সেই হাত-টিকে। খুব যত্নে সেই হাতখানি তুলে সে রাজার বুকের ওপর রাখলো।

তারপর চোখের নিমেষে অন্তর্হিতা হয়ে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলো বসন্তক।

BanglaBook.org

সে বেশ জোরে জোরে বললো, মহারাজ উঠুন। শীঘ্র উঠুন। আর সময় নেই।

রাজা উদয়ন চোখ মেললেন। সামনে বসন্তককে দেখে খুবই বিস্মিত হলেন তিনি।

—তুমি? সে কোথায়?

—কে মহারাজ?

—সে। বাসবদত্তা স্বয়ং।

—আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন?

—না, না, স্বপ্ন নয়···আমি তাকে স্পর্শ করলাম, আমি তার কণ্ঠস্বর শুনলাম····

—মহারাজ, তা কখনো সম্ভব? যিনি বায়ুভূতা হয়ে গেছেন, তাঁর কণ্ঠস্বর থাকে না, স্পর্শেরও ক্ষমতা থাকে না।

—মূর্খ। এখনো এখানকার বাতাসে ভাসছে তার উপস্থিতির সৌরভ। তুমি টের পাচ্ছো না?

—না, মহারাজ, আমি কী করে পাবো। বিরহীদের অনুভূতি অনেক তীক্ষ্ণ হয়। তাদের কল্পনা যত উদ্দাম, তেমন তো সাধারণ মানুষের হয় না।

—আমি সত্যিই স্বপ্ন দেখছিলাম! স্বপ্ন এত তীব্র হয়! ঐ ছাখো, ছাখো বসন্তক, এখনো আমার বাহুতে রোমাঞ্চ হচ্ছে।

—স্বপ্নই আপনার কাছে সত্য হয়ে উঠেছে। অসম্ভবকেও আপনার সম্ভব মনে হচ্ছে। কিন্তু মহারাজ···

—কথা বলো না। আমাকে এখন কিছুক্ষণ নীরবে সেই স্বপ্নের কথা আবার ভাবতে দাও।

—কিন্তু মহারাজ, সে সময় যে এখন নেই। ক্ষমা করবেন আমাকে। একটা নিদারুণ দুঃসংবাদ এসেছে।

—কী?

BanglaBook.org

—রাজা আরুণি আমাদের রাজধানী কৌশাম্বী অবরোধ করেছে। আপনি বিবাহ ব্যাপারে মেতে আছেন মনে করে সেই সুযোগে....

রাজা উদয়ন উঠে বসলেন। তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল, তিনি সক্রোধে বললেন, রুমন্বৎ কোথায়? তাকে খবর দাও, আমি এখুনি যুদ্ধযাত্রা করবো।

—সেটাই হবে আপনার যোগ্য কাজ মহারাজ।

আর মোটেই বিলম্ব করলেন না উদয়ন। পদ্মাবতীর কাছ থেকে অতি সংক্ষেপে বিদায় গ্রহণ করে তিনি সসৈন্যে এগিয়ে গেলেন রণক্ষেত্রে।

॥ দশ ॥

পদ্মাবতীকে ছেড়ে যাওয়া হলো না বাসবদত্তার।

পদ্মাবতীর অবস্থা চোখে দেখা যায় না। শোকে-দুঃখে সে যেন প্রস্তরীভূতা হয়ে গেছে। কারুর সঙ্গে পারতপক্ষে কথা চায় না। তার আহারে রুচি নেই। বেশবাসে মন নেই। তার দুই চক্ষু দিয়ে অবিরাম দরদর ধারে শুধু জল ঝরে।

বহু প্রার্থনায়, বহু প্রতীক্ষায় সে গুণবান রাজা উদয়নকে স্বামী রূপে পেয়েছে। কিন্তু এ কী রকম পাওয়া? পতির সঙ্গে তার ভালো করে পরিচয় পর্যন্ত হলো না। আর কোনোদিন সে প্রাণবল্লভের দর্শন পাবে কি না, তারও ঠিক নেই। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরা না-ফেরা সম্পূর্ণ দৈবের ওপর নির্ভরশীল। মালবের রাজা আরুণি যেমন রণদুর্মদ, সেরকমই কূটকৌশলী।

রাজা উদয়ন সম্পর্কে বাসবদত্তার ঐ একই রকম দুশ্চিন্তা থাকলেও

BanglaBook.org

সে অতটা ভেঙে পড়ে নি। তার প্রথম কারণ বোধহয় এই যে, সে এর মধ্যেই এত দুঃখের মধ্য দিয়ে এসেছে বলে দুঃখ সম্পর্কে তার অনুভূতি অনেক অবশ হয়ে গেছে। তা ছাড়া এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে সে এখনো তেমন নৈরাশ্যবাদী নয়। সে জানে যে রাজা উদয়ন সাধারণত যুদ্ধ-বিমুখ হলেও কাপুরুষ নন, তাঁর যে হাত বীণা বাজাতে পারে, সেই হাত তরবারি চালাতেও যথেষ্ট পারঙ্গম। এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহের সূত্রে তিনি এবারে মগধের বিপুল সেনা-বাহিনীর সাহায্য পেয়েছেন।

পদ্মাবতী এখন বাসবদত্তার সপত্নী হলেও এই শোকসন্তপ্তা রমণীটির প্রতি বাসবদত্তা কিছুতেই বিরাগ পোষণ করতে পারে না। বরং মমতায় তার মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। পদ্মাবতীর দুঃখ দেখে সে নিজের দুঃখ অনেকটা ভুলে যায়। আহা, সে তো তবু তার স্বামীকে কয়েকটি মাস কাছাকাছি পেয়েছিল, আর এ পেয়েছে মাত্র একটি দিন।

যুদ্ধ সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী সংবাদ আসে মাঝে মাঝে। কখনো শোনা যায় আরুণি কৌশাম্বী দখল করে ফেলেছে।

বাসবদত্তা মাঝে মাঝে পদ্মাবতীর পাশে গিয়ে বসে থাকে।

অন্য সহচরীদের দিকে মুখ তুলে তাকায়ও না পদ্মাবতী, তবে বাসবদত্তাকে দেখলে সে তার স্কন্ধে মাথা রেখে কাঁদে। সান্ত্বনার ভাষা নেই বাসবদত্তার। সে নীরবে পদ্মাবতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

এরপর একদিন সত্যিকারের সুসংবাদ এলো। রাজা উদয়নের সঙ্গে সম্মুখ দ্বৈরথে আরুণি পরাজয় বরণ করার পর ক্ষোভে লজ্জায় আত্মঘাতী হয়েছেন। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে তাঁর সেনাবাহিনী।

দু'দিন পরেই মালব রাজ্য সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করলো বৎস রাজ্যের কাছে। দয়ালু রাজা উদয়ন মালব রাজ্য গ্রাস করতে চান না, তিনি আরুণির নাবালক পুত্রের হাতে মালবের রাজ-মুকুট তুলে দিয়েছেন।

BanglaBook.org

আবার হাসি ফুটলো পদ্মাবতীর মুখে। রাজগৃহের নাগরিকদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হলো। আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল রাজপুরীতে।

এবারে প্রতীক্ষা। রাজা উদয়ন কবে এখানে ফিরে আসবেন।

কিন্তু উদয়ন এলেন না। তার বদলে তাঁর কাছ থেকে এলো এক দূত। সেই দূত জানালো যে, যুদ্ধে রাজা উদয়ন একটু আহত হয়েছেন। উদ্বেগের কিছু নেই, আঘাত অতি সামান্য, তবে রাজবৈদ্যের নির্দেশে তাঁর কিছুদিন চলাফেরা করা নিষেধ। সেইজন্য তিনি লাবাণকে বিশ্রাম নিচ্ছেন। রাজপুত্রী পদ্মাবতী, যিনি এখন নিষ্কণ্টক বৎস রাজ্যেরও রানী, তাঁর আসন সেখানে খালি পড়ে আছে। রাজা উদয়নও রানী পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ পাবার জন্য উন্মুখ।

রাজা দর্শক দূতের এই বার্তা তাঁর কন্যাকে জানাতেই পদ্মাবতী বললো, আমি লাবাণকে যাবো।

সেইরকমই ব্যবস্থা হলো। মগধের রাজকন্যা যাবেন বৎস রাজ্যে তার জন্য প্রচুর সমারোহ ও জাঁক-জমকের সঙ্গে সাজানো হলো একটি বাহিনী।

যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যাকালে নিরালায় বাসবদত্তা দেখা করতে এলো পদ্মাবতীর সঙ্গে।

বাসবদত্তা মনঃস্থির করে ফেলেছে। সে আর তার দুর্ভাগ্যের বোঝা বৎস রাজ্য পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাবে না। আজও যৌগন্ধরায়ণের কোনো সন্ধান নেই। ঝড় থেমে গেছে, আকাশ নির্মল, বাতাস স্নিগ্ধ, তবু সুসময়ের পাখিটি ফিরে এলো না। বৎস রাজ্য বিপদ-মুক্ত, রাজা উদয়ন নিঃশত্রু, তবু কেন দেখা দিচ্ছে না যৌগন্ধরায়ণ? নিশ্চয়ই অতি বুদ্ধি দেখাতে গিয়ে সে মৃত্যু বরণ করেছে। আর সেই সঙ্গে সে বাসবদত্তাকেও নিক্ষেপ করে গেছে চির দুর্ভাগ্যের তিমিরে।

BanglaBook.org

এখন আর নির্লজ্জার মতন রাজা উদয়নের কাছে গিয়ে তার আত্মপরিচয় দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এখন এই বিপুল বিশ্বে হারিয়ে যাওয়াই বাসবদত্তার একমাত্র নিয়তি।

পদ্মাবতী কাননে বসে একদৃষ্টে দেখছিল আকাশের চাঁদকে। তার মুখের মধুর আবেশ দেখলেই বোঝা যায়, ঐ চাঁদের মধ্যে সে দেখতে পাচ্ছে তার ঈপ্সিত কোনো মানুষকে।

বাসবদত্তা তার কাছে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকলো, দেবী।

ঈষৎ চমকিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে পদ্মাবতী বললো, কে? ও, আবন্তিকা! এসো। বসো। তোমার সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছো তো? কাল প্রাতেই আমরা রওনা হবো।

বাসবদত্তা বললো, না, রাজকুমারী, আমি আপনার কাছে মুক্তি চাইতে এসেছি।

—মুক্তি?

—আপনার দয়া ও প্রশ্রয়ে আমি ধন্য হয়েছি। এতদিন আপনার সান্নিধ্যে আমি মহাসুখে কাল যাপন করেছি। এবার আমার বিদায় নেবার সময় এসেছে।

—তুমি বিদায় নিয়ে কোথায় যাবে?

—আমি বৎস রাজ্যে যেতে চাই না। আপনি যাচ্ছেন স্বামী সন্নিধানে, সেখানে আপনার সহচরীর তো প্রয়োজন হবে না। কুমারী অবস্থাতেই সহচরী পরিবৃতা হয়ে থাকতে ভালো লাগে।

—সে অন্য কথা। কিন্তু আমায় ত্যাগ করে তুমি কোথায় যেতে চাও?

—আমার জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার এখন সুখের সময়, এখন আর অন্য কিছুর চিন্তায় নিজেকে ভারাক্রান্ত করবেন না। আমার একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

পদ্মাবতীর মুখে দেখা গেল বিরক্তির ভ্রূকুঞ্চন। সে গ্রীবা উঁচু করে

BanglaBook.org

বললো, আবন্তিকে, আমার তো মনে হচ্ছে তুমি আমার সুখে বিঘ্ন ঘটাতেই এসেছো। এই সময় এমন কথা তোমার মুখে? তুমি কোথাও চলে যাবে…তারপর আগামীকালই যদি সেই ব্রহ্মচারী এসে বলেন যে, কোথায় আমার ভগ্নী? তোমাকে আশ্রয় দেবার জন্য আমি সেই ব্রহ্মচারীর কাছে দায়বদ্ধ নই?

—সেই ব্রহ্মচারী আর আসবেন না।

—আসবেন না? তুমি কী করে জানলে? আমি কিছু জানতে পারলুম না, আর তুমি এই কাননের মধ্যে কুটির নিবাসিনী হয়ে সে কথা জেনে গেলে?

—দেবী, আপনাকে আবার অনুরোধ করছি, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।

—সামান্য ব্যাপার? আবন্তিকে, কী তোমার মনের উদ্দেশ্য খুলে বলো তো? তুমি আমায় বিপদে ফেলতে চাও? তপস্বী ব্রহ্মচারীদের উগ্র মেজাজের কথা কে না জানে? দুর্বাশার অভিশাপে শকুন্তলার জীবনে কী মহা অনর্থ নেমে এসেছিল, তুমি জানো না? এক ব্রহ্মচারী তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন, তিনি ফিরে আসবার পর তাঁর কাছে তোমাকে যদি প্রত্যর্পণ করতে না পারি, তিনি আমাকে নিদারুণ অভিশাপ দেবেন! আমার সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে!

বাসবদত্তা মনে মনে বললো, ওহে আদরের দুলালী, তুমি বুঝবে কী করে আমার মনের অবস্থা! আমিও এক সময় বৎস রাজ্যের রাজেন্দ্রাণী ছিলাম। এখন সেই বৎস রাজ্যে কি আমি যেতে পারি তোমার সঙ্গে তোমার দাসী হয়ে?

বাসবদত্তাকে চুপ করে থাকতে দেখে পদ্মাবতী আবার বললো, যাও, প্রস্তুত হয়ে নাও, কাল সকালেই তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে!

BanglaBook.org

বাসবদত্তা মিনতি করে বললো, দেবী, তা হলে আমাকে এখানেই থাকার অনুমতি দিন, আমায় বৎস রাজ্যে নিয়ে যাবেন না!

পদ্মাবতী এবার রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বললো, তোমার গূঢ় উদ্দেশ্যটি কী, খুলে বলো তো! গচ্ছিত বস্তুর সংরক্ষণের দায়িত্ব যে কত সুকঠোর, তা এতদিনে বুঝতে পারলাম! এতকাল তোমার সৎ গুণ ও সুন্দর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু অকস্মাৎ এ কী তোমার পরিবর্তন। আমি এখানে যখন থাকবো না, তখন তোমার চরিত্র রক্ষার দায়িত্ব কে নেবে? তোমার কি পদস্খলন হয়েছে? আবন্তিকে, সত্যি করে বলো, এখানে তোমার কোনো উপপতি আছে?

—না, না, রাজকন্যা অমন কথা বলবেন না। এ কথা শ্রবণেও পাপ।

—তবে! কেন, তুমি এখানে থেকে যেতে চাইছো। শোনো, বৎস রাজ্যে তোমায় যেতেই হবে! তুমি যদি স্বেচ্ছায় না যাও, তা হলে তোমায় বন্দিনী করে নিয়ে যাবো! ব্রহ্মচারীর কাছে আমি সত্যবদ্ধ, সে কথা আমি রাখবোই!

বাসবদত্তা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সে স্থানটি অন্ধকার। তাই তার অশ্রুবর্ষণ দেখতে পেল না পদ্মাবতী।

এ দিকে রাজা উদয়ন যুদ্ধে আহতও হননি, পদ্মাবতীকে আনয়ন করবার জন্য কোনো ও পাঠাননি। রহস্যময় দূতটি কোথা থেকে এসেছে এবং কেন সে ঐ বার্তা জানিয়ে গেছে, তা কেউ জানে না। রাজা উদয়ন তো এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

যুদ্ধ জয় করার পর উল্লাসের বদলে তিনি বরং বিষাদে নিমজ্জিত হয়েছেন।

হত্যা ও রক্তের দৃশ্য তাঁর সহ্য হয় না। বিশেষত তাঁর চোখের সামনেই আরুণি নিজহস্তে নিজের মুণ্ডু কেটে ফেলেছিল, সে বীভৎস দৃশ্য বারবার তাঁর চোখে ভেসে আসছে। রাজ্যলোভের এই পরিণতি!

BanglaBook.org

আর একটি কথাও অনবরত মনে পড়ছে উদয়নের।

রাজ্যরক্ষার জন্যই তিনি মগধ রাজকন্যাকে বিবাহ করেছেন। বাসবদত্তার মৃত্যু না হলে তিনি কোনোক্রমেই দ্বিতীয় বিবাহে সম্মত হতেন না। অর্থাৎ প্রকারান্তরে, বাসবদত্তার প্রাণের বিনিময়েই তিনি রক্ষা করলেন এই বৎস রাজ্য। সামান্য এই রাজ্যের তুলনায় বাসবদত্তার জীবনের মূল্য কি অনেক বেশী নয়।

রাজকুমারী পদ্মাবতীর অহংকারশূন্য সরল ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। পদ্মাবতীর মতন নারীকে কোনোক্রমেই অবহেলা করা সম্ভব নয়। বিশেষত সে এখন তাঁর ধর্মপত্নী। পদ্মাবতীর প্রতি তিনি অবিচার করেছেন একটু, বরং স্বল্প সময় কাটিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গে। এখন পদ্মাবতীর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করবার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে আছেন।

সেই জন্যও তিনি এক বিচিত্র মনোবেদনা অনুভব করছেন। পদ্মাবতীর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে, সেই বরবর্ণিনী রমণীর প্রতি তিনি ক্রমে আসক্ত হবেন। রাজ্যে কোনো অশান্তি নেই। সুতরাং নবোঢ়া পত্নীকে নিয়ে বিলাসে ডুব দিলেও তো দোষের কিছু নেই। অর্থাৎ, তখন বাসবদত্তাকে ভুলে যেতে হবে। পদ্মাবতীর সামনে আর বাসবদত্তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা শোভন নয়। এখন যেমন রাজা উদয়ন একা থাকলেই বাসবদত্তার স্মৃতি নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকেন, তখন আর তা পারবেন না। বাসবদত্তা হারিয়ে যাবে চিরতরে।

সেই জন্যই, পদ্মাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার আগে তিনি কয়েকদিন সময় নিচ্ছিলেন মনকে শান্ত করবার জন্য।

কিন্তু মন শান্ত হবার নয়।

কয়েকদিন ধরে বড় বেশি করে মনে পড়ছে বাসবদত্তার কথা। ঘোষবতী বীণাটি হাতে নিলে আর তিনি নিজেকে সামলাতে পারেন না। এই বীণা বাসবদত্তার উরুদ্বয় স্পর্শ করে বক্ষে লেগে থাকতো।

BanglaBook.org

এই ঘোষবতী তার কত আদর পেয়েছে।

নিজের কক্ষের নির্জনে রাজা উদয়ন প্রায় উন্মাদের মতন চিৎকার করে উঠলেন, ঘোষবতী! ঘোষবতী! বলো, সে কোথায় চলে গেল! একদিন তাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, আর সে স্বপ্নেও ফিরে এলো না?

দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, হে আদর্শ, তুমি কতবার বাসবদত্তাকে দেখেছো, একবার তার প্রতিবিম্ব দেখাও! একবার দেখাও।

বসন্তক একবার কাছাকাছি এসে রাজার এই প্রকার বিলাপ শুনে বড়ই বেদনা বোধ করলো। রাজা এ কী করছেন! আর কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে নবোঢ়া পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে, এখন রাজার কি এমন চিত্তদৌর্বল্য শোভা পায়?

বসন্তক রাজাকে সান্ত্বনা দিতে এলে উদয়ন বললেন, আমি জানি, বসন্তক, তুমি যা বলছো তা ঠিকই। আমার এখনও উন্মাদ-দশা হয়নি। সর্বগুণান্বিত পদ্মাবতীকে আমি অবহেলা করতে পারি না, তাঁর তো কোনো দোষ নেই। তাঁর প্রতি আমার মনে প্রবল প্রীতির ভাবই জন্মেছে। তা বলে বাসবদত্তাকে কি আমার মনোরাজ্য থেকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারি? সেই জন্যই আমি এই নির্জনে তাঁকে আমার শোকের অর্ঘ নিবেদন করছি।

কিন্তু এই শোক বেশিদিন চললো না।

সেনাপতি রুমন্বৎ এসে অদ্ভুত দুটি বার্তা জানালো রাজা উদয়নকে।

মগধ এবং উজ্জয়িনী এই দুই সীমান্ত দিয়েই দুটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রবেশ করেছে বৎস রাজ্যে। আক্রমণ ভেবে বৎস রাজ্যের সৈন্যরা বাধা দিতে গিয়ে দেখেছে, দুটি বাহিনীতেই রয়েছে প্রহরীবেষ্টিত নারীদের শিবিকা। তাঁরা রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন।

রাজা উদয়ন প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি আরও

BanglaBook.org

বিস্মিত হলেন, যখন পরবর্তী সংবাদে জানলেন যে মগধের বাহিনীটির কেন্দ্রে আছে তাঁর পত্নী পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী নিজে থেকেই বৎস রাজ্যে চলে আসছে? উদয়নেরই তো কথা ছিল মগধে ফিরে যাওয়ার। এখন বৎস রাজ্যের রানী এই পদ্মাবতী, সে কিনা এখানে আসছে বিনা আমন্ত্রণে, বিনা অভ্যর্থনায়?

অর্থাৎ কতখানি উতলা হয়ে আছে পদ্মাবতী, স্বামীর অদর্শনে সে কতখানি যাতনা বোধ করছে, যার জন্য সে স্বয়ং ছুটে না এসে আর পারলো না! পদ্মাবতীর জন্য সহমর্মিতায় রাজার মন আর্দ্র হয়ে গেল।

কিন্তু উজ্জয়িনী থেকে কোন্ রমণী আসছে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ রত্ন বাসবদত্তাকে তিনি হরণ করে এনেছিলেন। তারপর থেকে উজ্জয়িনীর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে পারেননি। সেখান থেকে এখন আর কে আসতে পারে তাঁর কাছে? রাজপ্রহরীবেষ্টিতা যখন, তখন নিশ্চয়ই আসছে সেখানকার রাজার কাছ থেকেই।

এক অজানা আশঙ্কায় তিনি বিচলিত বোধ করলেন।

যাই হোক, মগধের বাহিনীটিই সন্নিকটে এসে পড়েছে শুনে রাজা উদয়ন স্বয়ং সেদিকে এগিয়ে গেলেন পদ্মাবতীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। প্রজাসাধারণ যাতে মনে করে যে রাজা নিজেই এ দেশের নতুন রানীকে বরণ করে নিয়ে আসছেন।

লাবাণকে প্রবেশ করবার আগেই পদ্মাবতীর শিবিকার সামনে উপস্থিত হলেন রাজা উদয়ন। আবেগকম্পিতা পদ্মাবতীর হাত ধরে তুলে নিলেন নিজের রথে। মৃদুকণ্ঠে তাকে বললেন, হে কল্যাণী, আজ থেকে তুমি আমার হৃদয়ের এবং এই রাজ্যের অধীশ্বরী হও!

লাবাণকের উৎসুক নারী-পুরুষগণ পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে নতুন রানীর উদ্দেশ্যে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলো।

পদ্মাবতীকে প্রথমেই প্রমোদভবনে না নিয়ে গিয়ে রাজা এসে

BanglaBook.org

থামলেন তাঁর সভাগৃহের সামনে। বিশিষ্ট রাজপুরুষদের সামনে তিনি পদ্মাবতীকে নিয়ে সিংহাসনে বসবেন। এ দেশের রানী হিসেবে পদ্মাবতী বন্দিতা হবেন।

অনুষ্ঠানের মধ্যপথেই প্রতিহারী এসে ঘোষণা করলো যে উজ্জয়িনী থেকে মহারাজ মহাসেনের দূত হিসেবে তাঁর কঞ্চুকী এবং মহিষী অঙ্গারবতীর কাছ থেকে তাঁর দূত হিসেবে বাসবদত্তার ধাত্রী বসুন্ধরা দ্বারে উপস্থিত। তাঁরা রাজা উদয়নের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

উদয়ন বিষাদ ও শঙ্কামিশ্রিত নয়নে তাকালেন পদ্মাবতীর দিকে। ওরা কি আর একটু পরে আসতে পারতো না? পদ্মাবতীর সামনেই ওরা কী বলবে কে জানে।

অথচ মহামান্য মহাসেনের দূতকে প্রতীক্ষা করতেও বলা যায় না।

পদ্মাবতী যেন রাজার মনোভাব বুঝতে পেরেই বললো, প্রভু, বাসবদত্তার স্বজন তো আমারও স্বজন। আমি তাঁদের কুশল সংবাদ জানতে চাই।

যা হয় হোক, এই রকম স্থির করে রাজা প্রতিহারীকে বললেন ওঁদের সসম্মানে নিয়ে এসো।

কঞ্চুকী ও বসুন্ধরা এসে দাঁড়ালো রাজার সিংহাসনের সামনে।

প্রথমে রাজ প্রতিনিধি হিসেবে কঞ্চুকী বললেন, হে বৎস রাজা, আপনার সাম্প্রতিক সময় বিজয়ের জন্য আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। অবসন্ন বা শক্তিহীন রাজা পৃথিবীর কলঙ্কস্বরূপ। আপনি যে অমিত পরাক্রমে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছেন, তা আপনার বংশেরই যোগ্য কাজ হয়েছে। আপনি অবন্তী-উজ্জয়িনীর জামাতা, মহারাজ মহাসেনের চক্ষে তাঁর পুত্রেরা যেমন, আপনিও সে-রকম। সেইজন্য আপনার বিজয়ে তিনি পুত্রগর্বে গর্বিত হবার মতনই সুখ পেয়েছেন।

এই প্রশংসাবাক্য শুনেও রাজা উদয়ন একটুও আশ্বস্ত হলেন না, তিনি অধীর হয়ে পরবর্তী বার্তার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

কঞ্চুকী আবার বললেন, মহাসেন অনুরোধ করেছেন···

রাজা উদয়ন চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না, না, অনুরোধ নয়, আদেশ। আগে বলুন, আমার পিতৃবৎ রাজা মহাসেন এবং রাজমাতা অঙ্গারবতীর সর্বাঙ্গীণ কুশল তো? তারপর বলুন, মহারাজ আমার প্রতি কী আদেশ করেছেন।

কঞ্চুকী প্রসন্নমুখে বললেন, বৈদেহীপুত্রের যোগ্য আচরণই করলেন। এখন আপনি আসনে বসেই আমার বাকি কথা শুনুন। হ্যাঁ, আমাদের মহারাজ ও মহারানী কুশলেই আছেন। এবং তাঁরা কন্যা জামাতাকে দেখবার জন্য অতি উৎসুক। যত শীঘ্র সম্ভব আপনি সস্ত্রীক উজ্জয়িনীতে আসুন। আর দুই দিন পরেই শুক্লা দ্বাদশী, যাত্রার পক্ষে অতি শুভ সময়।

বৃদ্ধ কঞ্চুকীর মিষ্টি বচন নয়, রাজা উদয়ন যেন বজ্রের নির্ঘোষ শুনছেন। উজ্জয়িনীতে কন্যা-জামাতার নিমন্ত্রণ? এঁরা কি জানেন না বাসবদত্তার মৃত্যু-সংবাদ?

কিন্তু এখন আর সত্য গোপন করার পথ নেই।

দণ্ডায়মান অবস্থাতেই রাজা উদয়ন দীনকণ্ঠে বললেন, আমি অবিবেকী। আমি শঠ প্রতারকের মত উজ্জয়িনী থেকে একদিন মহাসেন-কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে এনেছিলাম। তবু যে তিনি আজ আমায় পুত্রস্নেহে স্মরণ করেছেন, সে তাঁর মহানুভবতারই চরম পরিচয়। পৃথিবীর রাজগণের উত্থান ও পতনের যিনি প্রভু, সেই মহাসেন দয়া করেছেন বলেই আমি আরুণির সঙ্গে সমরে বিজয়ী হয়েছি। তবু, হে প্রজ্ঞ কঞ্চুকী, আপনি শুনুন, আমি সেই মহাভাগের দয়ার মর্যাদা রাখতে পারিনি। তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন, তবু আমি অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছি। নিরালা প্রান্তরে স্বর্ণ কলস শিয়রে রেখে কোনো পথিক

BanglaBook.org

নিদ্রিত হয়ে পড়লে তার যে দশা হয়, আমারও তাই হয়েছে। আমি বাসবদত্তাকে হারিয়েছি। এ সংবাদ জানলে আমার প্রতি মহাসেনের সব স্নেহ অন্তর্হিত হবে। তিনি ন্যায্য কারণেই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন।

কঞ্চুকী বললেন, রাজা, এ সংবাদ আমরা পূর্বাহ্ণেই জানি।

উদয়ন বললেন, এখন মহাসেন আমাকে যা শাস্তি দেবেন, আমি মাথা পেতে নেবো। যদি তিনি আমার এ রাজ্য চান····

—মহারাজ, বাসবদত্তার তুলনায় এ রাজ্য তো অতি সামান্য। মহাসেন তা চাইবেন কেন। শুনুন, বৎসরাজ—

—কঞ্চুকী, আমার সহধর্মিণী পদ্মাবতীকে নিয়ে আমি পথের ভিখারী হতেও প্রস্তুত আছি।

—আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন, রাজা। মৃত্যুকে কে রোধ করতে পারে? রজ্জু ছিন্ন হলে ঘট তো ভেঙে পড়বেই। সংসার আর অরণ্য, এই দুইয়ের এই তো সমান ধর্ম, একদিকে ছেদন, অন্যদিকে উদ্ভব চলতে থাকে! বাসবদত্তার মৃত্যু হলেও আপনার অনুকম্পায় তিনি বেঁচে আছেন।

কঞ্চুকী এবার ধাত্রী বসুন্ধরার দিকে ফিরে বললেন, আমার বার্তা তো জানানো হয়ে গেছে, এবার তোমার বার্তা বলো।

বসুন্ধরা বললেন, আমায় মনে আছে, রাজা।

উদয়ন কাতরভাবে বললেন, আপনাকে মনে থাকবে না? কারাগারে যখন আমি বন্দী ছিলাম, আপনি কতবার বাসবদত্তার সঙ্গে এসেছেন, আমাদের গোপনীয়তা আপনার মমতা দিয়ে সযত্নে রক্ষা করেছেন। কিন্তু শিশু যেমন পারিজাত পুষ্পের মর্ম বোঝে না, আমিও সেইরূপ অবহেলায় সেই স্বর্গপুষ্পকে হারিয়েছি। হায়, না জানি, জননী অঙ্গারবতী কত সন্তাপ পেয়েছেন।

বসুন্ধরা বললেন, হে রাজন, বাসবদত্তার জন্য আমাদের সকলেরই

BanglaBook.org

প্রাণ কাঁদে। জননী অঙ্গারবতী আপনার প্রতি অত্যধিক অপত্য ভাব-হেতু সেই শোক কিছুটা দমন করতে পেরেছেন। তাঁর চোখে আপনি তাঁর অন্য দুই পুত্র পালক ও গোপালকের মতনই।

—সেই করুণাময়ীর মর্মে আমি এমন শেল বিঁধিয়ে দিয়েছি, আমি নরাধম!

—রাজন্, আমি জননী অঙ্গারবতীর কাছ থেকে এই বার্তা নিয়ে এসেছি যে, তিনি সস্ত্রীক আপনাকে একবার দেখতে চান। আপনি যেমন তাঁর পুত্রবৎ, সেইরূপ পদ্মাবতীও তাঁর কন্যাস্বরূপা। আপনাদের দু'জনকে তিনি নিজ কন্যা-জামাতার মতন বরণ করবেন।

—এমন মহানুভবতাও সম্ভব? আমি তস্করের মতন তাঁর কন্যাকে হরণ করেছি, অগ্নি সাক্ষী করে বিবাহ পর্যন্ত করিনি সেখানে, বীণা শিক্ষার ছলে তাকে দিয়েছি আমার প্রণয়....অত্যধিক চঞ্চলতাহেতু এখানে আসার পরও ক্ষমা প্রার্থনা করে পত্র দিইনি, আর তিনি এখনো আমাকে দেখতে চান! আমার দ্বিতীয় পত্নীকে বাসবদত্তার সহোদরা জ্ঞানে বরণ করবেন!

ধাত্রী বসুন্ধরা এবার বস্ত্রের অভ্যন্তর থেকে একটি ক্ষুদ্র পেটিকা বার করে বললেন, রাজন্, আপনি বাসবদত্তাকে হরণ করার পর মহাসেন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন প্রথমে। জননী অঙ্গারবতীই অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর ক্রোধ প্রশমন করেছেন। জননী অঙ্গারবতী অনেক আগেই মনে মনে তাঁর কন্যাকে আপনার হাতে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর সম্মতিতে বাসবদত্তার পক্ষে কারাগারে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়েছিল। এবার এই পেটিকাটি দেখুন।

—কী আছে এর মধ্যে?

—দুটি আলেখ্য। আপনারা উজ্জয়িনী ছেড়ে চলে আসার পর জননী অঙ্গারবতী আপনার ও বাসবদত্তার এই চিত্রফলক দুটি অঙ্কিত

BanglaBook.org

করিয়ে বিবাহকর্ম সম্পন্ন করিয়ে দিলেন। বাসবদত্তার এই চিত্রফলকটি তিনি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

পদ্মাবতী এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিল। বাসবদত্তার চিত্রের কথা শুনে সে উৎসুক হলো। সর্বজন বন্দিতা বাসবদত্তার রূপ সে একবার দর্শন করতে চায়।

ঝুঁকে এসে আলেখ্যটি দেখেই পদ্মাবতী চরম বিস্ময়ে বলে উঠলো, এ কী!

রাজা বললেন, হ্যাঁ, এ-ই বাসবদত্তার অবিকল আলেখ্য। কিন্তু এই চিত্র দেখে তোমার ভাবান্তর হচ্ছে কেন?

পদ্মাবতী বললো, এমন সাদৃশ্য! এ তো—

পদ্মাবতীর কথা শেষ হলো না, তার আগেই দ্বারদেশে প্রবল হুংকারে কেউ একজন বলে উঠলো, জয় হোক! উদীয়মান নতুন চন্দ্রের ন্যায় বর্ণযুক্ত বলরামের দুই বাহু তোমাদের রক্ষা করুক।

সকলে চেয়ে দেখলো জটাজূটধারী রুদ্র ভৈরবের মতন এক সন্ন্যাসী এগিয়ে আসছেন রাজার দিকে।

সকলে উঠে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীকে সম্মান জানালো।

পদ্মাবতী চিনতে পারলো, এই তো সেই ব্রহ্মচারী। যিনি একদা তপোবনে আবন্তিকাকে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন তার কাছে।

সন্ন্যাসী রাজার জয় উচ্চারণ করে বললেন, হে রাজন, আপনার মহিষীর সঙ্গে আমার কিছু গূঢ় কথা আছে। সে জন্য আমি ওঁর সঙ্গে একটু অন্তরালে যেতে চাই।

সন্ন্যাসীমাত্রই সম্মানযোগ্য হলেও এই অচেনা সন্ন্যাসীর এরকম অদ্ভুত প্রস্তাবে রাজা অপ্রসন্ন হলেন।

উজ্জয়িনীর কঞ্চুকী এবং ধাত্রী সেই সন্ন্যাসীকে দেখে সসম্ভ্রমে বললো, এ কি, রাজগুরু, আপনি এখানে?

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, ইনি আপনাদের রাজগুরু?

BanglaBook.org

তাঁদের কাছ থেকে সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে রাজার সংশয় কেটে গেল। উজ্জয়িনীর রাজগুরু তাঁরও মহামান্য।

সন্ন্যাসী পদ্মাবতীকে অন্য একটি কক্ষে নিয়ে গিয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন, হে সৌভাগ্যবতী, তোমার মঙ্গল হোক। আমি যথাসময়ে এসেছি।

পদ্মাবতী একটুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলেন না। তার সারা শরীর কম্পিত হচ্ছে।

সন্ন্যাসী আবার বললো, আমি আপনাকে দায়মুক্ত করতে করতে এসেছি। আজ আমার ভগিনীকে নিয়ে আমি চলে যাবো।

পদ্মাবতী মুখ তুলে কাতরভাবে বললো, আপনি তপস্বী···পুণ্যবান ব্রহ্মচারী, আপনি আমার সঙ্গে এরকম ছলচাতুরি করলেন কেন? আপনি যাঁকে আমার কাছে গচ্ছিতা রেখে গিয়েছিলেন সে আপনার ভগিনী নয়, সে বাসবদত্তা!

ব্রহ্মচারী বললেন, সে আমার ভগিনী বটে, বাসবদত্তাও বটে। তবে লোকচক্ষে বাসবদত্তা মৃতা, সে যেমন আবন্তিকা সেজে আছে, সেই পরিচয়েই সে আমার সঙ্গে চলে যাবে। কেউ তার কথা জানবে না।

—কিন্তু আমি তো তার কথা জানি! আমি জানবো, সে বেঁচে আছে। বাসবদত্তার আলেখ্য দেখে আমার সহচরীরা সকলে জানবে।

—কিন্তু কেউ আর তার সন্ধান পাবে না কোনো দিন।

—ব্রহ্মচারী, আপনার এই ছলনার অর্থ কী? বাসবদত্তা বেঁচে থাকতেও কেন তার মৃত্যুর কথা রটনা করলেন? তিনিই তা মেনে নিলেন কেন? মহাসেন-কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গে আমি সামান্য সহচরীর মতন ব্যবহার করেছি, তিনি দীনবেশে কুটিরে থেকেছেন....। তিনি জীবিত আছেন জানলে আমি কিছুতেই····ছি ছি, আমায় কেন এমন বিবেকানলে দগ্ধ করালেন আপনি।

BanglaBook.org

—রাজপুত্রী। আপনার বিবেকানলে দগ্ধ হবার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি এতদিন বাসবদত্তাকে আশ্রয় দিয়ে আমার মহা উপকার করেছেন। আমি তার সামান্য প্রতিদান দিতে চাই। এটা নিন্।

সন্ন্যাসী একটি অতি ক্ষুদ্র তামার কৌটো এগিয়ে দিলেন পদ্মাবতীর দিকে।

—এতে কী আছে?

—বিষ। অতি তীব্র বিষ। আবন্তিকাকে বিদায় দেবার আগে আপনি তাকে কিছু খাদ্যদ্রব্য খেতে দিন। তাতে মিশিয়ে দিন এই বিষ। তারপর আমি আবন্তিকাকে নিয়ে যাবো, পথেই তার মৃত্যু হবে। সে এবারে সত্য সত্যই হারিয়ে যাবে চিরতরে। আপনি নিশ্চিন্ত হবেন যে, সত্যিই আপনার কোনো সপত্নী নেই।

—আমি···তাঁকে বিষ দেবো?

—হ্যাঁ। এটাই একমাত্র পথ।

—আমি সেই নিরপরাধ, কোমল স্বভাবের নারীকে বিষ দেবো? আপনি আমায় এত নীচ ভাবছেন? আমি এত পাপিষ্ঠা!

বিষের পাত্রটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পদ্মাবতী তীক্ষ্ণস্বরে বললো, সত্য করে বলুন তো আপনি কে? আপনি ব্রহ্মচারী না কোনো দুরাচার!

যৌগন্ধরায়ণ হাসিমুখে বললেন, আমি ব্রহ্মচারীও নই, দুরাচারও নই। আমি এ রাজ্যের মহামন্ত্রী। বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য এই বেশ ধরেছি এবং কিছু কিছু মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। পরে সব কথা আপনাকে খুলে বলবো।

পদ্মাবতী বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলো যৌগন্ধরায়ণের দিকে।

যৌগন্ধরায়ণের মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যেন এক দীর্ঘ, বিপদসঙ্কুল, দুর্গম যাত্রাপথের উপান্তে এসে পৌঁচেছেন তিনি।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, রাজপুত্রী, আপনি যে বিষ দেবেন না, তা

BanglaBook.org

আমি জানতাম। এবার তা হলে আপনার হৃদয়ে যে অমৃত আছে, বাসবদত্তাকে তার কিছুটা ভাগ দিন। সে অনেক দুঃখ সয়েছে।

পদ্মাবতী বললো, আমি এখনো কিছুই বুঝতে পারছি না। সর্বগুণান্বিতা বাসবদত্তার এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে? আপনি কেন তাঁকে আমারই আশ্রয়ে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন?

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, সব কথা এখুনি বিস্তারিত করে বলার সময় নেই। ক্রমে সবই জানতে পারবেন। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, এই প্রকারই বোধহয় নিয়তির বাসনা ছিল। এতে আপনাদের দু'জনেরই মঙ্গল হবে। বাসবদত্তাকে আপনার কাছে রেখে গিয়েছিলুম দুটি কারণে। বাসবদত্তা যে এতদিন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, তাতেও তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কেউ কোনো সন্দেহ প্রকাশ করতে পারবে না। কারণ, আপনি স্বয়ং তার সাক্ষী। দ্বিতীয়ত, বাসবদত্তাকে অকস্মাৎ একদিন আপনার সপত্নী রূপে দেখলে তার প্রতি আপনার বিরাগ বা ঈর্ষা জাগতে পারতো। কিন্তু এতদিন মেলামেশায় আপনি তাঁর কোমল-মধুর স্বভাবের পরিচয় পেয়েছেন, তিনিও আপনার গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। আপনাদের আগেই সৌহার্দ্য হয়ে গেছে।

পদ্মাবতী বললো, যদি সপত্নীরূপে কারুকে পেতেই হয়, তবে বাসবদত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কেউ হতেই পারে না।

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, রাজপুত্রী, আপনি নিজে বাসবদত্তার হাত ধরে রাজার কাছে নিয়ে যান। আমি এখনই বাসবদত্তার সম্মুখীন হতে লজ্জা বোধ করছি। আশা করি, তিনি শেষ পর্যন্ত আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি আরও কিছুদিন রাজকর্ম থেকেও দূরে থাকতে চাই। রাজনীতি অতি কুটিল ও হৃদয়হীন ব্যাপার। গত বাৎসরিক-কাল নানা কূট-কৌশল অবলম্বন করতে করতে আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন বারাণসীতে গিয়ে কাব্য ও শিল্পচর্চায় নিমগ্ন হয়ে হৃদয়ের শুশ্রূষা করবো।

BanglaBook.org

সেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে যৌগন্ধরায়ণ রাজার সঙ্গেও আর সাক্ষাৎ করলেন না। অন্য দ্বার দিয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন।

॥ বারো ॥

উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদের এক উচ্চ অলিন্দে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে বাসবদত্তা আর পদ্মাবতী। সূর্যদেব সদ্য অস্তাচলে চলেছেন, সমস্ত নিসর্গ জুড়ে লাল আভা।

পদ্মাবতী বললো, দিদি, সত্যি করে বলো তো, রাজা তোমাকে না আমাকে বেশী ভালবাসেন?

বাসবদত্তা কৌতুক হাস্যে বললো, তোমাকেই, তাতে আর সন্দেহ কী! তুমি নতুন, পুরুষ মানুষদের সব সময় নতুনের প্রতিই বেশী আকর্ষণ থাকে।

পদ্মাবতী বললো, মোটেই নয়! রাজা তোমার প্রেমেই এখনো বিভোর হয়ে আছেন। তুমিই ওঁর ধ্যান-জ্ঞান।

—কী করে বুঝলে?

—রাজা যখন আমার কক্ষে আসেন, তখন সর্বক্ষণই শুধু তোমার কথা বলেন। তোমার কত গুণ, তার তুলনায় তো আমি কিছুই না।

—ও হরি, তুমি বুঝি পুরুষদের এই কৌশলটা জানো না? উনি আমার কক্ষে যখন আসেন, তখন আবার তোমার কথাই প্রতিনিয়ত বলেন। পদ্মাবতীর চক্ষুদুটি কত সুন্দর, পদ্মাবতীর কণ্ঠস্বর কেমন কোকিল-নিন্দিত····

—সত্যি?

BanglaBook.org

—সত্যি না কি মিথ্যে বলছি? এ হলে কামকলার একটা অঙ্গ। এইভাবে আমাদের দু'জনকেই উত্তেজিত করে রাখা। আমি তো বুঝি, তাই আমি হাসি। তুমি রাগ করো নাকি?

—সত্যি কথা বলবো, এক এক সময় একটু একটু হিংসে হতো তোমার ওপর! এখন তো বুঝে গেলুম, আর বোকার মতন হিংসে করবো না! দিদি, আর একটা কথা। রাজা বলেছেন, তোমার আর আমার দুটি আলাদা মহল করে দেবেন। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হবে না, তাতে ভবিষ্যতে গোলও বাধবে না! কিন্তু আমার যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে খুবই ইচ্ছে করে!

—আমারও করে।

—তা হলে?

রাজা যখন বলেছেন, তখন সে বিধান তো মেনে নিতেই হবে। তবে, আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করবো। রাজা যখন পুরীর মধ্যে থাকবেন, তখন আমরা যে যার মহলে লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকবো। আর রাজা যেই রাজকার্যে বাইরে যাবেন, অমনি আমরা চলে আসবো কাছাকাছি।

—তুমি আমায় বীণা বাজনা শোনাবে।

—আর তুমি শোনাবে তোমার সঙ্গীত। আর অনেক আকাশ-পাতাল গল্পও হবে।

—আমি আর একটা জিনিস ঠিক করেছি, দিদি। রাজা যদি আমার মহলে একদিনের বেশী দু'দিন থাকতে চান, অমনি আমি তাঁকে তোমার মহলে ঠেলে পাঠাবো!

—দেখো, বোন, শেষ পর্যন্ত এই কথাটা মনে থাকবে তো!

—নিশ্চয়ই থাকবে! আর একটা কথা। তুমি বললে, নতুনের প্রতিই পুরুষদের বেশী আকর্ষণ। আমরা দু'জনেই একদিন পুরানো হয়ে যাবো। তখন যদি—

BanglaBook.org

—তখন যদি কী ?

—রাজা আবার নতুন কারুকে আনতে চান ?

—যাঃ !

—তুমি মানতে চাইছো না, দিদি ? রাজাদের পক্ষে এ আর এমন কি আশ্চর্য কথা। আমার চোদ্দজন বিমাতা আছেন।

—আমার পিতার রানীর সংখ্যা সতেরো !

—তবে ?

—শোনো, বোন, আমরা আগে থেকেই যুক্তি করে রাখি। আমাদের রাজার যদি আবার কোনো রাজকন্যার দিকে মন যায়, তা হলে সে রকম কথা ঘুণাক্ষরে কানে আসামাত্রই আমরা কী করবো জানো ? আমরা তখন আর রাজার বিধান মানবো না। দু'জনেই একসঙ্গে ছুটে গিয়ে দুই চক্ষু চেপে ধরবো রাজার, আর পৃষ্ঠদেশে গুম্ গুম্ করে কিল মারবো দু'জনে, কেমন ?

দুই সখী হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো। যেন বসন্ত বাতাসে দুলছে দুটি মল্লিকা ফুল।

——

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ফিরে আসা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

রবিবার ছাড়া প্রতিটি সকাল একেবারে ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। বাড়িতে ঘড়ির সংখ্যা একুশটি, জ্ঞানব্রতর খুব ঘড়ির শখ। দেশবিদেশে যখনই বেড়াতে যান, বিভিন্ন আকৃতির একটি করে ঘড়ি সংগ্রহ করে আনেন। এগুলো তো চাবিও দেন তিনি নিজের হাতে।

এ ছাড়া ডাইনিং হলে আছে একটি বড় দেওয়াল ঘড়ি। এটা জ্ঞানব্রতর বাবার আমলের। এখনো বেশ চলে, দু'এক বছর অন্তর অন্তর অয়েলিং করতে হয় শুধু। টক্ টক্ টক্ টক্ করে সেটিতে প্রতি মুহূর্তের শব্দ হয়। জানিয়ে দেয় যে সময় চলে যাচ্ছে। ঘণ্টা বাজবার একটা খর-র-র খর-র-র আওয়াজ ওঠে, সেই আওয়াজ শুনলেই রান্না ঘরে কান খাড়া করে রতন। ডেকচিতে গরম জল চাপানোই থাকে, ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সে এসে বলবে, বাথরুমে স্নানের জল দেবো?

বারো মাসই গরম জলে স্নান করা অভ্যেস জ্ঞানব্রতর।

ন'টা পর্যন্ত বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে তিনি বিভিন্ন খবরের কাগজ পড়েন, রতন এসে গরম জলের কথা বললেই স্নানের ঘরে চলে যান।

সাড়ে ন'টায় খাওয়ার টেবিলে। দশটায় ড্রাইভার গাড়ি বারান্দার নীচে গাড়ি বার করে তৈরী থাকে।

স্মরণকালের মধ্যে কোনো দিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

সুজাতা নিজের হাতে কিছু রান্না করে না বটে, কিন্তু খাবার পরিবেশন করে নিজের হাতে। রতন সব কিছু সাজিয়ে রেখে যায় টেবিলের ওপরে।

খাবার টেবিলে এই আধঘণ্টা সময়ই যা সুজাতার জ্ঞানব্রতর সঙ্গে কথাবার্তা হয় সকালে।

জ্ঞানব্রত ওঠেন খুব ভোরে। সুজাতার ঘুম ভাঙতে ভাঙতে প্রায় ন'টা বেজে যায়। জেগে উঠেই কোনো রকমে হুটোপাটি করে মুখ চোখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে ছুটে আসে খাবার টেবিলে। সুজাতা না আসা পর্যন্ত খালি প্লেট সামনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকেন জ্ঞানব্রত। সুজাতা এসেই বিভিন্ন পাত্রের ঢাকনা খুলে বলে, আজ, কী কী করেছে দেখি? এঁচোড়ের তরকারি, চিংড়ি মাছের মালাইকারি....পনির দিয়ে পালং শাক করেনি? রতন, রতন!

ছেলে পড়ে দার্জিলিং-এর কনভেন্ট স্কুলে, মেয়ে উজ্জয়িনীর স্বভাব-টাও অনেকটা মায়ের মতন। কলেজে যাবার ঠিক আধঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠেই হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয়। এজন্য মেয়েকে কোনদিন শাসন করেন নি জ্ঞানব্রত, কারণ স্কুলে প্রতিটি পরীক্ষায় সে ফার্স্ট হয়েছে, পঞ্চম স্থান পেয়েছে স্কুল ফাইনালে। ও রাত জেগে পড়ে। উজ্জয়িনীর জন্ম হয়েছিল ফ্রান্সে, তাই বোধ হয় ফরাসীদের মতন ওর রাত জাগার অভ্যেস।

জ্ঞানব্রতকে খাবার দিয়ে সুজাতা সেই সঙ্গে নিজে চা খায়। সুজাতার বয়স এখন ঠিক চল্লিশ, কিন্তু শুধু সাজপোষাকের গুণেই নয়, তার শরীরটা এখনো এমন তাজা যে তার বয়েস তিরিশ বললে কেউ চট করে অবিশ্বাস করবে না। সপ্তদশী উজ্জয়িনী যে সুজাতার মেয়ে তা অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না, ভাবে বুঝি দুই বোন।

সুজাতার চেয়ে ঠিক দশ বছরের বড় জ্ঞানব্রত, পুরুষ মানুষের পক্ষে এ বয়স কিছুই নয়। শরীরটা তাঁর ভাঙতে শুরু করেছে। মাথায় কাঁচার চেয়ে পাকা চুলই বেশী, চামড়ায় নেই মসৃণতা, চোখের দু'পাশে কালের পায়ের ছাপ। সার্থকতা তাঁর শরীর থেকে মূল্য আদায় করে নিয়েছে।

চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালো সুজাতা। জ্ঞানব্রত তিন মাস আগে সিগারেট-চুরুট-পাইপ একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন, সুজাতা ওসব কিছু চিন্তাই করে না।

সকালের প্রথম সিগারেটটিতে পরিতৃপ্তির সঙ্গে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সুজাতা জিজ্ঞাসা করলো :

—তুমি আজ কখন গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে পারবে ?

জ্ঞানব্রত বললো, তোমার কখন চাই বলো ?

—সাড়ে এগারোটায় ।

—তার মানে সাড়ে বারোটা তো ?

সুজাতা হাসলো।

জ্ঞানব্রতর যেন প্রতি মুহূর্তে ঘড়ির হিসেব, সুজাতা তার ঠিক উল্টো। বাড়ী থেকে যদি সাড়ে এগারোটায় বেরুবে ভাবে তো, কিছুতেই সে বারোটার আগে তৈরী হতে পারে না। জীবনে একটা সিনেমাও বোধ হয় সে শুরু থেকে দেখতে পারে নি।

—কোথায় যাবে ?

—আমাদের মহিলা সমিতির একটা মিটিং আছে।

—ঠিক আছে, সাড়ে এগারোটাতেই গাড়ি আসবে।

—চুমকি এই রবিবার ওর বন্ধুদের সাথে পিকনিকে যেতে চায়। তোমাকে কিছু বলেছে ?

—তোমাকে বলাই তো যথেষ্ট। কোথায় যাবে ?

—ব্যাণ্ডেল।

জায়গাটার নাম শুনতে পেলেন না জ্ঞানব্রত, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।

ঠিক এই সময়েই তিনি শুনতে পেলেন গানটা।

যোধপুর পার্কে একবারে আনোয়ার শা রোডের ওপরে মাত্র দু'বছর আগে তৈরী করেছেন এই নতুন বাড়ী। সামনে বড় রাস্তা,

BanglaBook.org

তার উল্টোদিকেই একটা পার্ক, সুতরাং সামনের দিকটা কোনদিন রুদ্ধ হবে না। সাত কাঠা জমি, সামনে খানিকটা বাগান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দোতলায় চারখানা ঘর, নীচে চারখানা। নিচ তলাটা পুরোই ভাড়া দেওয়া হয়েছে চেক কনস্যুলেটের ফার্স্ট সেক্রেটারীকে। দুটি গ্যারাজ।

যখন এই বাড়ী বানান জ্ঞানব্রত তখন ডান পাশের তিন কাঠার জমিটাও কিনতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মালিকানা নিয়ে কি যেন গণ্ডগোল ছিল। হঠাৎ এই ছ'মাস আগে সেখানে একটা তিনতলা বাড়ী উঠে গেছে। অনেক লোকজন, বেশ গোলমাল হয় ও বাড়ীতে। বিভিন্ন তলায় একই সঙ্গে রেডিও রেকর্ড প্লেয়ার চলে। এইসব আওয়াজে জ্ঞানব্রত একটু বিরক্ত হন, কিন্তু কিছু করবার উপায় নেই।

সেই রকমই, ও বাড়ির রেডিওতে একটা গান বাজছে। সেদিকে হঠাৎ মন আটকে গেল জ্ঞানব্রতর।

…শহরে ষোলজন বোম্বেটে;
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে।
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি,
চোরেরও সে শিরোমণি
নালিশ করিব আমি, কোনখানে কার নিকটে।
পাঁচজনা ধনী ছিল,
তারা সব ফতুর…হলো

গানটা শুনতে শুনতে জ্ঞানব্রতর মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়লো। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—ও কি, তুমি পুডিংটা খেলে না?

হতই সাহেব মানুষ হন জ্ঞানব্রত, অফিস থেকে দুপুরে তিনি কোথাও লাঞ্চ খেতে যান না। দোকানের খাবার তাঁর একেবারে পছন্দ নয়। ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার তিনি। সেখানে মাঝে মাঝে

BanglaBook.org

যান সাঁতার কাটতে। তারপর দু'এক পেগ মদ্যপান করেন। কিন্তু কোনো খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করেন না।

সকালবেলা বাড়ীর রান্না তিনি খেয়ে যান তৃপ্তির সঙ্গে। আজ বিমর্ষভাবে বললেন, পুডিং? না, থাক, খেতে ইচ্ছে করছে না।

—হঠাৎ তুমি কেমন গম্ভীর হয়ে গেলে?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। কোনো কথা বলছো না। শরীর ঠিক আছে তো?

—শরীর? হ্যাঁ, শরীর ভালো আছে।

উঠে বাথরুমে চলে গেলেন তিনি। আয়নার দিকে চেয়ে তার মনে হলো, চুল কাটা দরকার। প্রত্যেক মাসের শেষ রবিবার তার চুল কাটার দিন। আজ মাসের মোটে অর্ধেক। এর মধ্যে চুল বেশী বড় মনে হচ্ছে কেন।

জ্ঞানব্রতর বাবার ছিল মাথা ভর্তি টাক। সবাই বলতো জ্ঞানব্রতরও চুল থাকবে না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল, এখনও চুল একটুও পাতলা হয় নি।

বাবাকে অবশ্য খুব ভালো মনে নেই জ্ঞানব্রতর। তিনি যখন মারা যান তখন জ্ঞানব্রতর বয়স এগারো।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে হাতের ঘড়িটা দেখলেন। দশটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। এখন তিনি খয়ের ছাড়া একটি পান খাবেন। তারপর গলায় টাই বাঁধবেন। সিগারেট চুরুট ছেড়ে দেবার পর এই পান খাবার অভ্যেসটা হয়েছে।

নিজের ঘরে যেতে বাঁ পাশে মেয়ের ঘর পড়ে। দরজাটা খোলা, সারা বিছানা তছনছ করে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে উজ্জয়িনী। মায়ের চেয়েও বেশী রূপসী হয়েছে, ঠিক যেন এক ঘুমন্ত রাজকন্যা। একটুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন জ্ঞানব্রত। দেখতে দেখতে

Banglabook.org

এত বড় হয়ে গেল? আর কিছুদিন পরেই কোনো পর-পুরুষের হাতে ওকে সঁপে দিতে হবে।

ছেলে শুভব্রতর বয়স চৌদ্দ, বছরে মাত্র তিনমাস দেখা হয় তার সঙ্গে।

সুজাতার গালে একটা অন্যমনস্ক চুমু দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ধীরভাবে নামতে লাগলেন তিনি।

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে দরজা খুলে তটস্থভাবে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার।

গাড়ি একেবারে চকমকে তকতকে না থাকলেই বিরক্ত হন জ্ঞানব্রত। আজ সেদিকে নজর দিলেন না, উঠে বসলেন।

প্রথমে যেতে হবে বেহালার কারখানায়। কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লাগে। এই সময়টুকু তিনি ঘুমিয়ে নেন। গাড়িতে ওঠা মাত্র চোখ বুজে আসে।

আজ ঘুম এলো না।

নিজেই তিনি একটু বাদে অবাক হয়ে ভাবলেন, আমার মন খারাপ লাগছে কেন। কোন কারণ নেই তো! শরীরও খারাপ নয়। তাহলে?

এর পরেই মনে এলো সেই গানের কথাগুলো:

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে

করিয়ে পাগলপারা নিল...

তারপর?

বাকি কথা আর মনে পড়ছে না। সুরটা অবশ্য ঘুরছে মাথার মধ্যে।

এ গানের মানে কী?

জ্ঞানব্রত খুব যে একটা গান-বাজনার ভক্ত তা নয়। তার বাড়িতে বিলিতি রেকর্ডই বাজে বেশী। বড় জোর দু'চারটে রবীন্দ্র সঙ্গীত। এ গান তো মনে হচ্ছে দেহতত্ত্ব বা ঐ ধরণের, এ সব গান কে শুনবে?

BanglaBook.org

রেডিও আছে, কিন্তু কক্ষনো খোলা হয় না। জ্ঞানব্রত শেষ রেডিও শুনেছেন ইলেকশনের খবর শোনার জন্যে। নিয়মিত রেডিও শোনে মধ্যবিত্তরা।

কারখানার গেটের কাছে যখন গাড়ি এসেছে, তখন জ্ঞানব্রতর মনে পড়লো, নিল তারা সব লুটে। শহরে ষোলজন বোম্বেটে—করিয়ে পাগল পারা নিল তারা সব লুটে···।

জ্ঞানব্রত এই গানটা যেন আগে কখনো শুনেছেন।

কবে, কোথায়?

কারখানার দেখাশুনোর ভার তাঁর ভাগ্নে শেখরের ওপর। জ্ঞানব্রত এ কারখানা নিয়ে মাথা ঘামান না, শিগগিরই মাদ্রাজে আর একটি কারখানা খুলবেন, সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন। তবু রোজ একবার করে এখানে আসেন। শেখর কিছু ফিছু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, জ্ঞানব্রত সেই সব রিপোর্টের ওপর এক নজর চোখ বুলিয়ে হ্যাঁ কিংবা না বলে দেন।

একুশ বছর আট মাস বয়েস পর্যন্ত জ্ঞানব্রত ছিলেন এক অতি সাধারণ রিফিউজি ছোকরা। পড়াশুনোয় ভালোই ছিলেন, কিন্তু শৈশবে পিতৃহীন বলে মামার বাড়িতে মানুষ, টিউশনি করে নিজের খরচ চালাতে হতো।

মামাদের অবস্থা ভালো ছিল না। জ্ঞানব্রতর মা ছিলেন তার ভাইদের বাড়ীতে বিনি-মাইনের রাঁধুনি।

টুথপেস্টের ছিপির মধ্যে যে একটা ছোট্ট গোল শোলার চাক্তি থাকে, সেই দিয়ে ব্যবসা শুরু। ঐ ছোট্ট জিনিসটাও খুব জরুরী, ওটা থাকে বলেই টিউব থেকে টুথপেস্ট বেরিয়ে আসে না। অত ছোট্ট জিনিস কোন টুথপেস্ট কোম্পানি নিজে বানায় না, বাইরে থেকে কেনে।

মূলধন ছিল মাত্র দেড়শ টাকা। একটা পাঞ্চিং মেশিন আর কিছু

BanglaBook.org

কাঁচা মাল। কারুকে না জানিয়ে জ্ঞানব্রত শুরু করেছিলেন এই কারবার, পুরোটা লোকসান গেলেও তো তার নিজের দেড়শো টাকাই যাবে।

এখন তিনি একটি প্রখ্যাত মার্কিন টুথপেষ্ট কোম্পানীর সঙ্গে কোলাবোরেশনে এদেশে তৃতীয় টুথপেষ্ট কারখানা খুলছেন। মামাদের উপকারের ঋণ শোধ করে দিয়েছেন তিনি, প্রত্যেক মামাকে নিয়েছেন কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডে, ছু'জন মামাতো ভাইকে বিলেতে পড়িয়ে এনেছেন। শুধু তাঁর মা-ই কোন সুখভোগ করে যেতে পারলেন না। সবেমাত্র এই বেহালার কারখানাটা লীজ নেওয়া হয়েছে, সেই সময় মারা গেলেন মা।

অফিস ঘরে বসে কাগজপত্র দেখছেন জ্ঞানব্রত, হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন—শেখর, তুই এই গানটা জানিস? শহরে ষোলজন বোম্বেটে। করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে····

শেখর একেবারে অবাক।

তার মামা অত্যন্ত রাশভারি মানুষ। কাজের মধ্যে কোনো রকম ছ্যাবলামি করবেন তিনি, এ তো কল্পনাই করা যায় না। এ কি একটা বিদঘুটে গানের কথা জিজ্ঞেস করছেন!

—গান? এটা কী গান?

জ্ঞানব্রত হাসলেন।

পুরনো অভ্যেস মতই বাঁ হাতের ছুটি আঙুল কাঁচি করে ধরলেন মুখের সামনে, যেন সেখানে রয়েছে অদৃশ্য সিগারেট।

—হঠাৎ এই গানটা শুনলাম রেডিওতে। তারপর অনবরত এটা মাথার মধ্যে ঘুরছে।

—রেডিওতে শুনলেন? কখন?

—আজই খেতে বসে···

নতুন নামকরা শিল্পপতি এবং সদা ব্যস্ত জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী সকাল

BanglaBook.org

বেলা খাবার টেবিলে বসে রেডিওতে পল্লীগীতি শুনেছেন—এ দৃশ্যও শেখরের পক্ষে কল্পনা করা দুষ্কর। পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসা রেডিওর গান নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?

—মনে হচ্ছে যেন এই গানটা আমি আগে কোথাও শুনেছি। কোথায় শুনলাম বল তো?

—আমি তো এরকম গান কক্ষনো শুনি নি।

—তোর বাড়িতে ফোন কর তো?

—বাড়িতে?

—হ্যাঁ, তোর মাকে একবার ডাক।

দুই দিদি জ্ঞানব্রতর। বড় দিদি থাকেন ভূপালে। শেখরের মা ছোড়দি। ছেলেবেলায় খুব সুন্দর গান করতেন। তারপর যা হয় অধিকাংশ বাঙালী মেয়েদের। বিয়ের পর গান বাজনার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে যায়।

—ছোড়দি, আমি গেনু বলছি।

বয়েসে বড় দিদি হলেও প্রতিমা তাঁর এই ছোট ভাইকে একটু সমীহ করেন। জীবনে এতখানি উন্নতি করেছে সে, তাঁর ছেলেকে বিরাট চাকরি দিয়েছে। এক সময় গেনু বলে ডাকলেও এখন বলেন জ্ঞান।

—কী রে, কী হয়েছে?

—ছোড়দি, তুমি তো এক সময় অনেক গান করতে। তুমি এই গানটা জানো? শহরে ষোলোজন বোম্বেটে....

—না তো!

—ভালো করে ভেবে দেখো, কখনো শোনো নি?

—না। হঠাৎ এই কথা জিজ্ঞেস করছিস যে?

—এই গানটা আমার মাথায় গেঁথে গেছে, কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। আগে শুনেছি মনে হচ্ছে, খুব সম্ভবত ছেলেবেলায়।

BanglaBook.org

—সুজাতা কেমন আছে ?

—ভালো আছে। তোমাকে সুরটা শোনাবো ? তা হলে হয়তো তোমার মনে পড়তে পারে।

অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য ! আরও একজন কর্মচারী এই সময় ঘরে ঢুকেছে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্কাণ্ডালাইজড, শেখরের সেই অবস্থা। গোল্ডেন স্টার টুথপেষ্ট কোম্পানির একান্নভাগ শেয়ারের মালিক জ্ঞানব্রত অফিস ঘরে বসে অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ে টেলিফোনে পল্লীগীতির সুর শোনাচ্ছেন দিদিকে। মাথাটা খারাপ হয়ে যায় নি তো ? ঘড়ির কাঁটা ধরে এই লোকের জীবন চলে।

প্রতিমা টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে ঠিক বুঝতে পারছেন না, এই সময় তাঁর কি বলা উচিত। তাঁর ঝোঁক ছিল নজরুল ও অতুল প্রসাদের গানে ; সেও কতকাল আগের কথা। এ গান তো তিনি শোনেন নি কখনো। তবু গুরুত্বপূর্ণ ছোট ভাইকে খুশী করবার জন্য তিনি আমতা আমতা করে বললেন :

—হ্যাঁ, কেমন যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

—এর পরের কথাগুলো জানো ?

—না। খুশীকে অনেকদিন দেখিনি। একদিন আসতে বলিস না আমাদের এখানে।

উজ্জয়িনীর ডাক নাম খুশী। সে তার মাসীদের ভক্ত, পিসীর বাড়ীতে যেতে চায় না।

—আচ্ছা বলবো। তা হলে গানটা তুমি জান না। তোমার কাছে থেকে শুনি নি।

—রাস্তার ভিখিরিরা অনেক সময় এইরকম গান গায়।

টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়েই অভ্যেস মতন ঘড়ি দেখলেন জ্ঞানব্রত। ঠিক সাড়ে এগারোটা বাজে। সুজাতাকে গাড়িটা পাঠাবার কথা ছিল।

BanglaBook.org

এরকম ভুল তার কখনো হয় না।

সুজাতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বিলেতে, সেই প্রথমবার জ্ঞানব্রত ও দেশে গিয়েছিলেন। এখন বছরে দু'বার তিনবার তাঁকে বিলেত-আমেরিকায় যেতে হয়। সুজাতা তখন ওখানে পড়াশুনা করছে। আলাপের তৃতীয় দিনেই জ্ঞানব্রত বুঝেছিলেন, এই মেয়েটিকে না পেলে তাঁর চলবে না। প্রথম যৌবনেই ব্যবসা শুরু করে তার মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন জ্ঞানব্রত, কোনো মেয়ের দিকে তাকাবার সময় পান নি, সুজাতাকে দেখেই তার মনে হয়েছিল যদি বিয়ে করতে হয় তা হলে একেই, নইলে আর কারুকে নয়।

সেবার বিলেতে থাকার কথা ছিল তিন সপ্তাহ, থেকে গেলেন দু'মাস।

কেনসিংটনের একটা সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে জ্ঞানব্রত দুম করে সুজাতাকে বলেছিলেন, আপনি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি থাকেন, তা হলে কাল আমি আসবো, নইলে আজই আমাদের শেষ দেখা।

সুজাতা বলেছিল, কিন্তু আর পাঁচ মাস বাদে যে আমার পরীক্ষা।

—আমি এখানেই বিয়েটা সেরে দেশে ফিরে যাবো। আপনি পরীক্ষা টরিক্ষা দিয়ে তারপর ফিরবেন।

—কেন, আমি দেশে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না?

—না।

—এত অধৈর্য কেন আপনি?

—আমি চলে গেলেই আমার চেয়ে যোগ্য কেউ আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলতে পারে।

সুজাতা হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার ধারণা ছিল, যারা প্রেমে পড়ে বিয়ে করে, তারা পরস্পরকে তুমি বলে। এ রকম গুরু-গম্ভীর ভাষায় কেউ যে কখনো বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তা আমি জন্মে ভাবি নি।

BanglaBook.org

আসলে জ্ঞানব্রত লাজুক। ব্যবসায়ীদের জগতে তিনি গম্ভীর মানুষ বলে পরিচিত, সেটা লাজুকতারই একটা দিক। সুজাতাকে বিয়ের দিন পর্যন্ত 'আপনি'র বদলে তুমি বলতে বাধো বাধো ঠেকেছে।

তক্ষুণি নিজের গাড়িটা সুজাতাকে পাঠিয়ে দিয়ে কারখানার একটা গাড়ি নিয়ে তিনি চলে এলেন ষ্টীফেন কোর্টে তাঁর অফিসে।

বিকেল পর্যন্ত সেই গানটা তার সঙ্গ ছাড়লো না। যতই কাজে মন দেবার চেষ্টা করেন, সেই গানটা তাঁর মাথায় ঘুরে ফিরে আসে। এখন তার মনে বদ্ধমূল জন্মে গেছে যে এই গানটা তিনি পুরো শুনেছেন তো নিশ্চয়ই, শুধু তাই নয়, পুরো গানটাই তিনি জানতেন। কিন্তু কার কাছে যে শুনেছেন তা কিছুতেই মনে পড়ছে না।

অফিস ঘরে সংলগ্ন তাঁর নিজস্ব বাথরুম। বিকেলে সেখানে ঢুকে তিনি দিব্যি গুন গুনিয়ে গাইতে লাগলেন গানটা :

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে ?

করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে।

তারপর ? তারপর ?

জ্ঞানব্রত অনুভব করলেন এই গানটার বাকি কথাগুলো না জানতে পারলে তাঁর জীবনে আর সুখ আসবে না। রাত্তিরে ঘুমোতেও পারবেন না তিনি।

কিন্তু এ গান কী করে উদ্ধার করা যাবে ? সকালবেলা কোন্ এক অখ্যাত গায়ক রেডিওতে গেয়েছে এই গান। কে তা শুনেছে বা মনে রেখেছে ? অন্তত জ্ঞানব্রত যে জগতে ঘোরাফেরা করেন সেখানকার কেউ শুনবে না এই গান।

ফোন তুলে জ্ঞানব্রত চাইলেন আর সি চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নাম্বার।

—রশীদ সাহেব ? আমি জ্ঞানব্রত চৌধুরী বলছি। টোকিও থেকে কবে ফিরলেন ?

—এই তো পরশু। আপনার জন্য একটা ঘড়ি এনেছি। আমার গরীবখানায় কবে আসবেন বলুন ? নেক্সট সানডে ?

—না, ঐ রবিবার আমি থাকবো না, পরে হবে একদিন। আপনাকে অন্য একটা দরকারে ফোন করছি। আপনার বাড়ির পার্টিতে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, কলকাতা রেডিও ষ্টেশনের নতুন ষ্টেশান ডিরেকটার, কি যেন নাম ভদ্রলোকের ?

—এই রে, নাম তো জানিনা আমিও। কেন, খুব দরকার ?

—আপনার বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন, আপনি তার নাম জানেন না ?

—আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমার ওয়াইফ ওনার ওয়াইফের খুব বন্ধু। এক সঙ্গে পড়তেন কলেজে। সেইজন্য আপনার ভাবীই নেমন্তন্ন করেছিলেন ওদের দু'জনকে। নামটা বলেছিলেন বটে, এখন ভুলে গেছি।

—আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে নামটা জানা যায় না ?

—কেন যাবে না ? হঠাৎ রেডিওর ষ্টেশন ডিরেকটারকে আপনার কী দরকার পড়লো ? পাবলিসিটি দেবেন ?

—না, না, সে সব কিছু নয়, অন্য একটা দরকার।

দশ মিনিট বাদে রশীদ সাহেব জানিয়ে দিলেন যে রেডিও ষ্টেশনের ঐ পরিচালকটির নাম পি সি বড়ুয়া।

এবার জ্ঞানব্রত চাইলেন রেডিও ষ্টেশন।

—আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রশীদ সাহেবের বাড়ির পার্টিতে, মনে করতে পারছেন তো ?

—নিশ্চয়ই। গোল্ডেন স্টার টুথপেষ্ট তো ? আমেরিকাতে আমি যখন পড়াশুনো করতুম, তখন থেকেই ঐ টুথপেষ্ট ব্যবহার করি।

—আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকার ছিল।

—বলুন।

BanglaBook.org

ঠিক মুহূর্তে সামলে গেলেন জ্ঞানব্রত। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি! তাঁর পক্ষে রেডিওর ষ্টেশন ডিরেক্টরকে টেলিফোন করে হঠাৎ একটা পল্লীগীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা একেবারেই চলে না। মাষ্ট নট ডান।

—আপনি আজ সন্ধেবেলা কি ব্যস্ত আছেন? ক্যালকাটা ক্লাবে একবার আসতে পারবেন?

—ক'টার সময়?

—এই ধরুন সাড়ে সাতটা-আটটা?

—আচ্ছা আসবো। এই ধরুন এইটস। আপনি কোথায়…

—আমি ওপরের বার রুমে থাকবো।

—ঠিক আছে দেখা হবে। আমার স্ত্রী সেদিন বলছিলেন, আপনার স্ত্রীর হাসিটি একেবারে গোল্ডেন স্টার স্মাইল। হাঃ হাঃ হাঃ।

জ্ঞানব্রত চিন্তা করে দেখলেন আজ সারা দিনে তিনি প্রায় কিছুই কাজ করেন নি। কী একটা সামান্য গান তাঁকে একেবারে পাগলা করে তুলেছে। আজই এর একটা হেস্ত নেস্ত করে পুরো ব্যাপারটা মন থেকে একেবারে চুকিয়ে ফেলা দরকার।

ঐ বোম্বেটে শব্দটা। জ্ঞানব্রতর যেন মনে হচ্ছে এই গানেই তিনি প্রথম বোম্বেটে শব্দটা প্রথম শোনেন। শহরে ষোলোজন বোম্বেটে…এ লাইনটার নিশ্চয়ই অন্য কোন মানে আছে। পুরো গানটা শুনলেই তা বোঝা যাবে।

সুজাতাকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলেন, আজ তাঁর ফিরতে দেরি হবে।

রেডিওর ষ্টেশন ডিরেক্টর ক্যালকাটা ক্লাবে আসবেন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। মাঝখানে অনেকটা সময়। জ্ঞানব্রত সাধারণত ছ'টার পর অফিসে থাকেন না। এক একজন লোক দিন রাতের বেশীর ভাগ সময়ই অফিসে কাটাতে ভালোবাসে। খুব বেশী

BanglaBook.org

কাজের চাপ থাকলে জ্ঞানব্রত ফাইল পত্র বাড়িতে নিয়ে যান কিংবা ম্যানেজারদের বাড়িতে ডাকেন। তার বাড়িতে এ জন্য দু'খানা আলাদা ঘর আছে।

সন্ধ্যের সময় অফিসের বদলে বাড়িতে বসে কাজ করার একটাই কারণ, খুব বেশীক্ষণ স্যুট টাই মোজা জুতো পায় থাকা পছন্দ করেন না তিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে এই সব ধড়া-চুড়ো ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবী আর চটি পরলেই স্বস্তি।

আজ আর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা হবে না। এখন বাড়ি ফিরে আবার ক্যালকাটা ক্লাবে আসা একটা ঝক্কির ব্যাপার। জ্ঞানব্রত এখন বেশ লজ্জা পাচ্ছেন। কেন পি. সি বড়ুয়াকে ডাকতে গেলেন। কি বলবেন তিনি ওঁকে? হঠাৎ এরকম ছেলেমানুষী কেন বা চাপলো কে জানে।

চেয়ার ছেড়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন জ্ঞানব্রত। সাত তলায় ওপরের এই ঘর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ঐতো কাছেই রেডিও স্টেশন। তিনি ইচ্ছে করলেই ওখানে গিয়ে দেখা করতে পারতেন বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে। কিংবা ওঁকে বলতে পারতেন, অফিস থেকে ফেরার পথে টুক করে দু'মিনিট থেমে যাবেন এখানে। কিন্তু সেটা রীতি নয়। অল্প পরিচিত হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তিদের ক্লাবে ডাকাই নিয়ম।

ডালহাউসি স্কোয়ারের চার পাশ এখন লোকে লোকারণ্য। ওপর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে, বুঝি কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেঁধে গেছে। সে সব কিছুই নয়, অফিস ছুটির সময় এ রকম ভিড়ই হয়।

অন্য দিনের মত ঠিক ছ'টার সময় বেরোলেন জ্ঞানব্রত।

সুজাতা বিকেলের দিকে আবার গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। না দিলেও অসুবিধে ছিল না। অফিসের অন্য যে-কোন একটা গাড়ি

BanglaBook.org

নিতে পারতেন। ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়ালো। ভেতরে উঠে বসে তিনি বললেন, ইডেন গার্ডেনের দিকে চলো।

শিক্ষিত ড্রাইভার কখনো বিস্ময় প্রকাশ করে না।

সন্ধ্যের সময় বড়বাবু ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খেতে যাবেন, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবু সে কোনো কথা না বলে সেদিকেই গাড়ি ঘোরালো।

এক্ষুণি ক্যালকাটা ক্লাবে যেতে চান না জ্ঞানব্রত। সেখানে চেনা শুনো অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। এই সময় যারা যায়, তারা মদ খেতেই যায়। তাদের পাল্লায় পড়লে তাঁকেও মদের গ্লাস নিয়ে বসতে হবে। কিন্তু তাঁর মদ খাওয়ার প্রতি বিশেষ ঝোঁক নেই, মাঝে মাঝে দু'তিন পেগ খান বটে। খুব একটা উপভোগ করেন না।

পি, সি বড়ুয়াকে তিনি বার-রুমে আসতে বললেন কেন? খেতে বসলে তো ড্রিংক না নেওয়ার কোনো মানে হয় না। কিছু না ভেবেই তখন বলেছেন। এখন বুঝলেন একটা কারণও আছে। রশীদ সাহেবের বাড়ির পার্টিতে তিনি পি, সি বড়ুয়াকে ঘন ঘন স্কচ নিতে দেখেছিলেন।

ইডেন গার্ডেনের পশ্চিম গেটটার সামনে গাড়িটা থেমে গেল। জ্ঞানব্রতকে অন্যমনস্ক দেখে ড্রাইভার শুধু বললো, স্যার—

সময় কাটাবার জন্য ইডেন গার্ডেনে তিনি ঘুরে বেড়াবেন? সেটা হাস্যকর। ওখানে অল্প বয়েসী ছেলে মেয়েরা যায়। অন্তত পঁচিশ বছরের মধ্যে জ্ঞানব্রত ইডেন গার্ডেনের এই দিকটায় সন্ধ্যেবেলা একবারও আসেনি। ক্রিকেটের সময় দুপুরে আসতেন বটে, তাও সারা দিনের পুরো খেলা কোনোবারই দেখা হয়নি।

তার চেয়ে গঙ্গার ধারে খানিকক্ষণ হেঁটে বেড়ালে হয়। শীতের বেলা, এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জ্ঞানব্রতর মনে পড়লো অনেকদিন তিনি কোনো নদী দেখেন নি।

ড্রাইভারকে বললেন তুমি এখানে থাকো। আমি আসছি।

BanglaBook.org

স্ট্যাণ্ডের কাছটায় যে এমন সুন্দর সব ফুলের গন্ধ আর এরকম বাঁধানো রাস্তা হয়েছে জ্ঞানব্রত জানতেনই না। অনেকেই এখানে বেড়াতে আসে। এমন কি তার বয়সী লোকও রয়েছে।

আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে জ্ঞানব্রত আপন মনে গুন গুন করে সেই গানটা গাইতে লাগলেন :

শহরে ষোলোজন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা
সব লুটে....

এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবলেন, আমার কি মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেল? এ কী গান আমি গাইছি? এ গানটা সারা দিন আমার মাথায় গেঁথে আছে কেন? এর মধ্যে কী যাদু আছে? ট্রেনের ভিখিরি কিংবা বাউল-টাউলরা এরকম গান গায়, এর সঙ্গে গোল্ডেন ষ্টার টুথ পেষ্ট কোম্পানীর মালিকের কী সম্পর্ক।

একটু বিরক্তি মুখে তিনি গঙ্গার দিকে মুখ করে একটা গাছতলায় দাঁড়ালেন।

বড় বড় কয়েকটা জাহাজ আলোকমালায় সাজানো। ছোট ছোট অনেকগুলো নৌকা মোচার খোলার মতন দুলছে, এই মাত্র একটা ষ্টীমার জলে ঢেউ তুলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দে ডেকে চলে গেল। এই গানটার সঙ্গে জ্ঞানব্রতর ছেলেবেলার কোন যোগ আছে নিশ্চয়ই। জ্ঞানব্রতর খুব ভালো মনে পড়ে না ছেলেবেলার কথা। চৌদ্দ বছর তিন মাস বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। তারপর থেকে সব স্মৃতিই খুব স্পষ্ট, কিন্তু বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন তার আগের দিনগুলো যেন হারিয়ে গেছে একেবারে। অথচ সেই সবই ছিল সুখের দিন। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে তাঁদের সংসারটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল একেবারে।

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় জ্ঞানব্রতর গাড়ি থামলো ক্যালকাটা ক্লাবের সামনে।

এখনো তাঁর অন্যমনস্ক ভাবটা যায়নি। কোনো দিকে না তাকিয়ে উঠে যাচ্ছিলেন দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে, হঠাৎ প্রায় মুখোমুখি একজন দাঁড়িয়ে সোল্লাসে বললো, হ্যাল্লো জি। বি। সিয়িং ইউ আফটার আ লং টাইম। একা যে?

জ্ঞানব্রত মুখ তুলে একটি বেশ দীর্ঘকায় মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিকে দেখলেন। তার পাশে এক ছিপছিপে চেহারার তরুণী মেয়ে। পুরুষটিকে চেনেন জ্ঞানব্রত, কনসালটেন্সি ফার্ম আছে। জ্ঞানব্রত ব্যবসা শুরু করার পর গোড়ার দিকে কিছুদিন এর সাহায্য নিয়েছিলেন, এখন বিশেষ যোগাযোগ নেই, তবে তিনি শুনতে পান বাজারে এর অনেক টাকা ধার।

জ্ঞানব্রত ফিকে হাসির সঙ্গে বললেন, কী খবর, পি, সি?

—খবর তো অনেক। আমরা চলে যাচ্ছিলুম....চলুন তাহলে আপনার সঙ্গে আর একটু বসি। জি. বি, আপনি খানিকটা রিডিউস করেছেন মনে হচ্ছে। ইউ লুক ইয়াং।

উঁচু মহলে কেউ কারুর নাম ধরে ডাকে না। নামের ইংরাজী দু'টি আদ্যক্ষর বলাই রেওয়াজ। জি. বি, পি. সি, আর. এন, পি. কে। যেন মানুষ নয়, কোনো গুপ্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, পি. সি নামের লোকটি এরই মধ্যে বেশ খানিকটা নেশা করেছে। ওর সঙ্গে টেবিলে বসে কথা বলার একটুও ইচ্ছে নেই তাঁর। কিন্তু লোকটি নিজেই নিজেকে নেমন্তন্ন করেছে।

জ্ঞানব্রত বললেন, আমার সঙ্গে একজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

অকারণেই হা হা করে হেসে উঠে পি. সি বললো, কোনো গোপন ব্যাপার? কোনো পরস্ত্রী? আমরা সেখানে থাকলে অপরাধ হবে?

তারপর হঠাৎ মনে-পড়া ভঙ্গিতে পি. সি তার পাশের মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, আলাপ করিয়ে দিই, মীট মাই কাজিন,

এলা। এই মেয়েটির নাম এলা···ইয়ে—মানে—কী যেন পদবী তোমার, কিছুতেই মনে থাকে না।

মেয়েটি বললো, মুখার্জী। এলা মুখার্জী।

পি. সি. নামের লোকটি তার এমনই কাজিনকে সঙ্গে এনেছে, যার পদবীও সে জানে না। আজকাল এরকম কাজে মিথ্যে কথা বলার দরকার হয় না। ঐ পি. সি. যে-কোনো মেয়ের সঙ্গেই ক্যালকাটা ক্লাবে এসে থাক না কেন, তাতে জ্ঞানব্রতর কি আসে যায়?

তলা থেকে আরও লোক আসছে, এই সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। জ্ঞানব্রত ওপরে উঠতে শুরু করতেই পি. সি. আর এলা মুখার্জী এলো সঙ্গে সঙ্গে।

কোণের একটা টেবিলে বসবার পর পি. সি. জ্ঞানব্রতকে বললো, আই উইল হ্যাভ ওয়ান স্কচ অন ইউ। এলা কী খাবে আপনি জিজ্ঞেস করুন। ইউ ক্যান অফার হার হোয়াট এভার ইউ লাইক।

এলা বললো, সে আগে জিন আর লাইম খেয়েছে, এখনও তা-ই খাবে।

বয়কে ডেকে মৃদুকণ্ঠে হুইস্কি, জিন এবং নিজের জন্য মিনারাল ওয়াটার অর্ডার দিলেন জ্ঞানব্রত।

এলার কাঁধে আলগা হাত রেখে পি. সি, বললো, জানো তো এলা, এই জি, বি, নাও আ ভেরি বীগ্ ম্যান—কিন্তু এক সময় ছিল, আমার কাছে আসতে হতো, আমি ব্যাঙ্ক লোন পাইয়ে দিয়েছি। জি, বি, দিই নি? ঠিক বলছি।

পি, সি'র উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। এক সময় সে জ্ঞানব্রতর উপকার করেছে। এখন তার প্রতিদান চায়। দু'চার পেগ স্কচ্ খাওয়াবে, এ আর এমন কী! কিন্তু এরকম প্রতিদান যে সে অনেকবার নিয়েছে, তা এলা জানে না।

জ্ঞানব্রত কৃপণ নন্, পি, সি-কে খাওয়াতে তাঁর আপত্তি নেই।

BanglaBook.org

তা ছাড়া এই সব খরচই যাবে তাঁর এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট থেকে। কিন্তু তিনি জানেন, একবার নেশা হয়ে গেলে, পি, সি, আর থামতেই চাইবে না।

এলা মেয়েটি খুবই সুশ্রী। মুখে বুদ্ধির আভা আছে। পি, সি'র সঙ্গে তার বয়সের অনেক তফাৎ, অন্তত তিরিশ বছর তো হবেই। এইসব মেয়েকে মদ্যপানের সঙ্গিনী হিসেবে পি, সি, জোগাড় করে কী ভাবে? আর এই সব মেয়েরাই বা আসে কেন?

এলা নিজের হাতব্যাগ থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বার করলো। দু'টিই বেশ দামী। তারপর জ্ঞানব্রতর দিকে তাকিয়ে একটু লাজুকভাবে জিজ্ঞেস করলো, আমি আপনার সামনে সিগারেট খেতে পারি?

জ্ঞানব্রত অবাক না হয়ে পারলেন না। তাঁর সামনে মদ খেতে পারে, অথচ সিগারেট ধরাতে লজ্জা, এ আবার কী ধরনের মেয়ে?

জ্ঞানব্রত কিছু বলবার আগেই পি, সি, বলে উঠলো, আরে খাও, খাও! জি, বি, কিছু মনে করবে না। বছরে দু'তিনবার লণ্ডন আমেরিকা যায়। এলা বললো, না আমি ওকে আগে থেকেই চিনি কিনা!

—আপনি আমাকে চেনেন!

—আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন? পি, সি, আবার মাঝখানে বলে উঠলো ওকে 'আপনি' বলার কী আছে? জি, বি, ইজ আর সো ফরমাল...

জ্ঞানব্রতর মনে হলো, এখানে এখন পি, সি, না থাকলেই ভালো হতো। এলা নামের এই মেয়েটির সঙ্গে তাঁর কথা বলতে ভালো লাগতো। এক একটি মেয়ে থাকে, যাদের মুখের দিকে তাকালেই ভালো লাগে, এলা সেই রকম।

—তুমি আমায় আগে থেকে চেনো?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, একবার দেখেছি। আপনি তো উজ্জয়িনীর বাবা। উজ্জয়িনীর সঙ্গে আমি ব্রেবোর্ণে পড়েছি এক বচর। তখন একবার আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলাব।

জ্ঞানব্রত স্পষ্ট টের পেলেন, তাঁর শরীরটায় ঝনঝন শব্দ হলো। এই মেয়েটি তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনীর সহপাঠিনী? পি, সি'র মতন একজন সন্দেহজনক চরিত্রের লোকের সঙ্গে ঘোরে। তার সামনে বসে মদ খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে তাঁর মেয়ের বান্ধবী, উজ্জয়িনীর কত বয়েস? কয়েক মাস আগেই ওর কুড়ি বছরের জন্মদিন গেল না? এই মেয়েটির বয়সও তা হলে কুড়ি একুশ। তবে কি উজ্জয়িনীও অন্য কোথাও অন্য কারুও সঙ্গে এইভাবে···না না তা হতেই পারে না!

দু'এক মুহূর্ত আগে জ্ঞানব্রত ছিলেন পুরুষ মানুষ, এখন হয়ে গেলেন বাবা। তাঁর মেয়ের সম্পর্কে দুশ্চিন্তা হতে লাগলো, উজ্জয়িনী অনেক স্বাধীন হয়ে গেছে, যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়·· জ্ঞানব্রত তেমন খবর রাখতে পারেন না।

এলা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললো, উজ্জয়িনী এখন এম, এ পড়বে না? আমি আর এম, এ-টা পড়লুম না।

তৎক্ষণাৎ সস্তা রসিকতার সুরে পি, সি বললো, তার বদলে প্রেমে পড়ে গেলে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

জ্ঞানব্রত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন। এলার দিকে তিনি আর তাকাতেও পারছেন না।

এলা বললো, কলেজে আমরা একবার 'তাসের দেশ' করেছিলুম, উজ্জয়িনী হরতনী সেজেছিল, আপনি দেখতে গিয়েছিলেন?

জ্ঞানব্রত দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

—আমি হরতনীর গান গেয়েছিলুম পেছন থেকে।

পি, সি, বললো, খুব ভালো গান গায়। জি, বি'র অবশ্য গানটান শোনার সময় নেই,, মেকিং মানি অল দা টাইম—

গান কথাটা শোনামাত্র জ্ঞানব্রতর আবার মনে পড়লো সেই লাইনগুলো—শহরে ষোলোজন বোম্বেটে—করিয়ে পাগলপারা—নিল তারা সব লুটে—

পি, সি, বললো, বাংলা সিনেমায়, রেডিওতে আজকাল যা বাজে বাজে গান হয়, সেই তুলনায় এলা···শি ইজ আ ওয়াণ্ডার....এমন চমৎকার গলা ?

—চুপ করো। তুমি বড় বাড়িয়ে বলছো।

জ্ঞানব্রত মুখ তুলে তাকালে। এলা তুমি বলে কথা বলে পি,সি'র সঙ্গে। এলা মেয়েটির পশ্চাৎপটটা তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাসও তাঁর নেই।

পি, সি'র গেলাস খালি হয়ে গেছে। বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই সে বললো, হ্যাঁ দাও, আর একটা।

এলা আর নিতে চাইলো না। সে বললো, আমি এবার উঠবো। তা ছাড়া উনি কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন, আমরা শুধু শুধু ডিসটাব করছি ওঁকে—

এক্ষেত্রে ভদ্রতা করে জ্ঞানব্রতর বলা উচিত, না, না, সে রকম কোনো ব্যাপার নয় ইত্যাদি। কিন্তু সে সুযোগও তিনি পেলেন না, তার আগেই পি, সি, বলে উঠলো, আরে যাঃ। জি, বি-কে কি আমি আজ থেকে চিনি ? কতকালের সম্পর্ক! সার্টেইনলি হি ওন্ট মাইণ্ড.... তোমার মত একজন সুন্দরী মেয়েকে দেখেও বিরক্ত হবে, কী, জি, বি, ?

জ্ঞানব্রত বললেন, মাই প্লেজার।

পরের গেলাসে তু'চুমুক দিয়েই পি, সি, বললো, আমি একটু আসছি। তারপর সে বেরিয়ে গেল।

এবার জ্ঞানব্রত আর এলা মুখোমুখি। জ্ঞানব্রত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

—আপনাকে দেখলে কিন্তু বোঝা যায় না।

BanglaBook.org

জ্ঞানব্রত একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ?

—আপনার মাথায় এত চুল, একটাও পাকেনি।

—ও, বয়স!

—এখনো খুব ইয়াং আছেন!

এলার হাসিটা দেখে আরও চমকে উঠলেন জ্ঞানব্রত। কম বয়েসী মেয়েদের সঙ্গে তেমন মেলামেশার অভ্যেস না থাকলেও এ হাসি দেখলে চিনতে ভুল হয় না। প্রশ্রয়ের হাসি। পি, সি'র অনুপস্থিতিতে এলা তাঁকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছে। তার নিজের সমবয়েসী একটি মেয়ে....

জি ই সি কোম্পানীর চৌধুরী এই সময় বার-রুমে ঢুকে জ্ঞানব্রতকে দেখে কথা বলবার জন্য এগিয়ে এসে থমকে গেলেন হঠাৎ। তারপর দ্রুত চলে গেলেন উনি। এরকম ভর সন্ধ্যেবেলা ক্যালকাটা ক্লাবে কোনো যুবতী মেয়েকে নিয়ে মদের টেবিলে বসে থাকবেন জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী, এ রকম যেন কেউ কল্পনাই করতে পারে না।

জ্ঞানব্রত মনে মনে একটু হাসলেন। চৌধুরী বোধহয় ভাবলেন, হঠ্যাৎ রাতারাতি তার চরিত্র পালটে গেছে।

কী মুস্কিল, পি, সি আসছে না কেন? বাথরুম করতে এত দেরী হয়? নিশ্চয়ই আর কারুর সঙ্গে গল্পে মেতে গেছে।

কতক্ষণ আর চুপচাপ বসে থাকা যায়, তাই জ্ঞানব্রত কথার কথা হিসেবে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় থাকো?

—গোল পার্কে। ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে।

—হোস্টেলে? তুমি চাকরী করো?

—করতাম। এখন করি না।

পর মুহূর্তেই এলা ঝরঝর করে হেসে বললো ভয় নেই, আপনার কাছে চাকরি চাইবো না। আমার গান বাজনা নিয়ে থাকার ইচ্ছে। আপনি গান ভালবাসেন না?

BanglaBook.org

—খুব যে ভালোবাসি কিংবা বুঝি, তা বলতে পারি না। তবে মাঝে মাঝে শুনি।

—সামনের সপ্তাহ থেকে যে হাফেজ আলীর নামে কনফারেন্স হচ্ছে, তাতে যাবেন? আমি যেতে পারি আপনার সঙ্গে।

একটু গম্ভীর হয়ে জ্ঞানব্রত বললেন, সামনের সপ্তাহে আমার কলকাতায় থাকা হবে না। বোম্বে যেতেই হবে।

—বাবা। আপনারা সব সময় এত ব্যস্ত!

—তুমি কী গান করো? পল্লীগীতি কিংবা পুরানো বাংলাগান জানো।

—ফোক সঙ্‌? না ওসব আমি করি না····আমি নজরুল-অতুল প্রসাদের গান···রবীন্দ্র সঙ্গীতও শিখেছি। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের এত আর্টিষ্ট যে চান্স পাওয়া যায় না।

এবার রেডিও ষ্টেশনের বড়ুয়া দরজা দিয়ে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। জ্ঞানব্রত হাত তুললেন।

বড়ুয়া এলার দিকেই তাকাতে তাকাতে এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসলেন। বড়ুয়া ও জ্ঞানব্রত প্রায় সমবয়েসীই মনে হয়, মাথার চুলে কিছু পাক ধরেছে। কিন্তু জ্ঞানব্রতর তুলনায় বড়ুয়া অনেকটা ছট-ফটে ধরনের মানুষ। এদের আদি বাড়ি চট্টগ্রামে, তবে এখন নিজেকে অসমীয়া বলে পরিচয় দেন।

পাক্কা সাহেবের মতন স্যুট-টাই পরা বড়ুয়ার। বসেই কোটের দু'পকেট থাবড়াতে থাবড়াতে বললেন, আই অ্যাম স্লাইটলি লেট—আটটা দশ—এই যাঃ! সিগারেট আনতে ভুলে গেলাম!

টেবিলের ওপর এলার সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার পড়ে আছে। বড়ুয়া ধরেই নিলেন সেগুলো জ্ঞানব্রতর। তিনি সেদিকে অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়াতেই জ্ঞানব্রত বললেন, আমি সিগারেট আনিয়ে দিচ্ছি, আপনার কী ব্র্যাণ্ড?

এলা বললো, নিন না!

BanglaBook.org

এবার আলাপ করিয়ে দিতে হয়। জ্ঞানব্রত বললেন, ইনি মিস এলা মুখার্জী, গান করেন, আর ইনি এন, সি, বড়ুয়া কলকাতা রেডিওর···

বড়ুয়ার চোখে বেশ খানিকটা কৌতূহল ফুটে উঠলো। তিনি একবার এলার মুখের দিকে একবার জ্ঞানব্রতর দিকে তাকাতে লাগলেন। ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না।

এরকম অদ্ভুত অবস্থায় জ্ঞানব্রত কখনো পড়েন নি। ঝোঁকের মাথায় বড়ুয়াকে তিনি এখানে ডেকেছিলেন। বড়ুয়া নিশ্চয়ই একটা কিছু কারণ জানতে চাইবেন। অন্তত মনে মনে। কিন্তু কী কারণ দেখাবেন জ্ঞানব্রত? যা বলতে চান তাও এখন বলা যাবে না। এলাকে নিয়ে তিনি বসে আছেন। এলা গান গায়। বড়ুয়া হয়তো ভাববেন এই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যই তাঁকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মেয়েটিকে যে জ্ঞানব্রত পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেও চিনতেন না। তা কি বিশ্বাস করবেন?

এরপরই এসে পড়লো পি, সি।

জ্ঞানব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বলা হবে না, কোন কথাই বলা হবে না আজ। অনাবশ্যক অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছেন।

তাঁর ইচ্ছে হলো, কারুকে কিছু না বলে হঠাৎ এখান থেকে উঠে চলে যেতে।

সে রাতে জ্ঞানব্রত বাড়ি ফিরলেন এগারোটারও পর এবং বেশ মাতাল অবস্থায়। এটা একটা অভিনব ঘটনা।

সুজাতা অবাক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিলিত শিক্ষা অনুযায়ী মুখে সে ভাব ফোটালো না। কোনো এক ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিকের লেখায় সুজাতা পড়েছিল যে, যারা প্রকৃত লেডী, তারা কোন কিছুতেই চট্ করে অবাক হয় না।

কেন দেরী হলো, কাদের সঙ্গে ছিল এসব কিছুই জিজ্ঞেস করলো না সুজাতা। শুধু জানতে চাইলো, তুমি কি রাত্রে আর কিছু খাবে?

জ্ঞানব্রতর চক্ষু দুটি লাল, চুল এলোমেলো, টাইয়ের গিট আলগা। সারা মুখে একটা জ্বলজ্বলে ভাব। মাথা নেড়ে বললেন, না।

স্বামী স্ত্রীর একই শয়ন কক্ষ বটে কিন্তু আলাদা দু'টি খাট। ঘরটি বেশ বড়। খাট দু'টি দু'দিকের দেওয়ালে পাতা। এই ব্যবস্থা এই জন্য যে সুজাতা অনেক রাত জেগে উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে। জ্ঞানব্রত ঘুমিয়ে পড়েন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় এবং চোখে আলো তাঁর সহ্য হয় না। সুজাতার খাটের সঙ্গে একটা ছোট্ট আলো লাগানো আছে বই পড়বার জন্য।

সুজাতা বললো তুমি অ্যাসপিরিন বা অ্যান্টাসিড জাতীয় কিছু ওষুধ খাবে?

জ্ঞানব্রত প্রথমে দু'দিকে ঘাড় নাড়লেন। তারপর এক মুখ হেসে শিশুর মতন আবদারের গলায় বললেন, একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। দেবে?

এতেও বিস্মিত ভাব দেখালেন না সুজাতা।

আজ এরকম পরপর নিয়মের ব্যতিক্রম করছেন জ্ঞানব্রত।

এক সময় তাঁর মুখে সিগারেট কিংবা চুরুট সব সময় লেগে থাকতো। সাত মাস আগে একদিন বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার অবশ্য অনেক পরীক্ষা করেও হার্টের কোনো রোগ ধরতে পারেন নি। তবে সাবধান হওয়া ভালো। সিগারেট চুরুট এসব ছাড়া দরকার।

সিগারেটের অভ্যেস ছাড়া পৃথিবীর বহু লোকের পক্ষে খুব শক্ত হলেও জ্ঞানব্রতর কাছে কিছুই না। সেই দিনই চুরুটের বাক্স ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাস্তায়, তারপর থেকে এই সাত মাসের মধ্যে একবারও ভুলেও ধূমপানের ইচ্ছে প্রকাশ করেন নি। তাঁর যেমন কথা, তেমন কাজ।

এক সময় মুখে দুটো সিগারেট এক সঙ্গে নিয়ে লাইটার দিয়ে

Banglabook.org

ধরিয়ে জ্ঞানব্রত তার একটা দিতেন সুজাতাকে। বিয়ের পর কিছুদিন রাত জেগে গল্প করার সময় দুজনে পাশাপাশি বসে এক প্যাকেট সিগারেট উড়িয়ে দিতেন।

সুজাতা সিগারেটের অভ্যেস ছাড়তে পারে নি।

স্বামীর দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আই থিংক, ইউ বেটার নট।

—খাই না একটা!

আগেকার মতন আর এক সঙ্গে দুটো সিগারেট জ্বালালেন না জ্ঞানব্রত। শুধু নিজেরটা ধরিয়ে বললেন, আজ একটা বড় মজার ব্যাপার হয়েছে। একটা গানের কটা লাইন এমন মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে যে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। এমন কি এতখানি মদ গিলে ফেললুম, তাও যাচ্ছে না!

—কী গান?

একটা হেঁচকি উঠতেই প্রথমে মুখে হাতচাপা দিয়ে জ্ঞানব্রত বললেন, সরি। তারপর উঁ উঁ করে করে সুর ভেঁজে গেয়ে উঠলেন:

শহরে ষোলোজন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে—
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি,
চোরেরও সে শিরোমণি…

এমনিতেই জ্ঞানব্রতর গলায় খুব একটা সুর নেই, মাতাল অবস্থায় তার গলাটা আরও মজার শোনাচ্ছে।

সুজাতা হেসে ফেলে বললো, বাঃ বেশ গানটা তো।

—পরের লাইনগুলো মনে পড়ছে না।

—এটা কার গান?

—কী জানি! আমি কি গান বাজনার কোনো খবর রাখি? তবু এই একটা অদ্ভুত গান যে কেন মাথায় ঢুকে গেল…

BanglaBook.org

—এবার শুয়ে পড়ো, ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

জ্ঞানব্রত ধড়াচুড়ো ছেড়ে রাত্রের শোবার পোশাক পরতে লাগলেন। যথেষ্টই নেশা হয়েছে। মাঝে মাঝে তাঁর পা কেঁপে যাচ্ছে।

—আচ্ছা সুজাতা তুমি এই গানটা আগে কখনো শুনেছো?

—না।

অথচ আমার মন বলে আমি আগে এটা অনেকবার শুনেছি। তা কী করে সম্ভব?

সুজাতার খাটের ওপর একটা বই অর্ধেক উল্টোনো। বেলজিয়ান লেখক জর্জ সিমেনো'র সে নিদারুণ ভক্ত। গোয়েন্দা উপন্যাসের অর্ধেকটা যার পড়া হয়েছে, তার কেন সেই সময় একটা আজেবাজে গান সম্পর্কে আলোচনা শুনতে ভালো লাগবে?

—তুমি শুয়ে পড়ো, আমি আসছি। সুজাতা চলে গেল বাথরুমে।

টুথপেষ্ট কোম্পানি মালিকের স্ত্রী বলেই নয়, রাত্রে শোবার আগে দাঁত ব্রাস করা সুজাতার ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেস। টুথপেষ্ট কোম্পানির মালিক স্বয়ং অবশ্য রাত্রে দাঁত মাজেন না। শুধু তাই নয়, দাঁত মাজার পর টুথ পেষ্টের গন্ধমাখা মুখে চুমু খেতেও তাঁর ভালো লাগে না। সুজাতা তার স্বামীর ভাবভঙ্গি দেখে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে আজ আর তাঁর চুমু খাওয়ার কোনো বাসনা নেই।

সুজাতা ফিরে এসে দেখলো জ্ঞানব্রত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন জানলার কাছে।

—প্রায় বারোটা বাজলো, তুমি ঘুমোবে না?

—হ্যাঁ, এবার শুচ্ছি। অনেক দিন কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় নি। চলো এবার কোনো গ্রামে বেড়াতে যাই। যাবে?

—তুমি যে বলেছিলে সামনের দু' তিন মাসে তোমার খুব বেশী কাজ? হায়দ্রাবাদে একটা ফ্যাকট্রি খোলা হবে···

—হ্যাঁ, কাজ আছে তো বটেই···কিন্তু মন টানছে এমন

BanglaBook.org

কোথাও যাই, যেখানে সবুজ গাছপালা আছে, একটা বেশ নির্জন নদী।

সুজাতার কাছে গ্রাম মানে ট্রেনের দু'ধারের দৃশ্য। শান্তিনিকেতনের চেয়ে কোনো ছোট জায়গায় সে জীবনে থাকে নি। সাদা টালি বসানো বাথরুম যেখানে নেই, সে সব জায়গা সুজাতার পক্ষে বাসযোগ্যই নয়। সুজাতার রূপ এবং সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যেই এই ভাবটা রয়েছে যে, এই পৃথিবীতে সে অবিমিশ্র সুখ ভোগের জন্যই এসেছে।

কেনই বা সুখ ভোগ করবে না। একটাই তো জীবন ?

—তুমি যদি সময় করতে পারো, চলো তা হলে একবার শান্তিনিকেতন থেকে ঘুরে আসি। চুমকিও বলছিল....

—আগেরবার শান্তিনিকেতন গিয়ে তোমার ভালো লাগে নি।

—যা গরম ছিল সেবার। টুরিষ্ট লজের যে ঘরটা আমাদের দিয়েছিল, এয়ারকুলারটা কোন কাজ করছিল না।

—হা-হা-হা-হা।

জ্ঞানব্রত কাছে এগিয়ে এসে সুজাতাকে জড়িয়ে ধরলেন। সুজাতা মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতেই তিনি বললেন, না, না, ভয় নেই, চুমু খাবো না, তুমি কি সুন্দর, সুজাতা! তুমি স্বর্গের মানুষ। এই পৃথিবীর নও ; গুড নাইট!

নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লেও তক্ষুণি ঘুম এলো না জ্ঞানব্রতর। ক্যালকাটা ক্লাবের সন্ধ্যেটার কথা মনে পড়তে লাগলো। এলা নামের মেয়েটি কী অদ্ভুত! তার মেয়ের প্রায় সমান। চুমকির সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছে। সেই মেয়ে ক্যালকাটা ক্লাবে গিয়ে মদ খায় শুধু না, স্পষ্ট তাকে সিডিউস করার চেষ্টা করেছে। চকচকে স্থির দৃষ্টি মেলে ঠোঁটটা কাঁপাচ্ছিল।

এলার ব্যাপারটা সুজাতাকে বলা হয়নি বলে জ্ঞানব্রত একটু অপরাধীবোধ করছেন। স্ত্রীর কাছে কোন কিছু লুকানো তাঁর স্বভাব

BanglaBook.org

নয়। তাঁর কোনো গোপন জীবন নেই : থাক, পরে বললেও চলবে।

মাঝরাতে ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসলেন জ্ঞানব্রত : তিনি একটা স্বপ্ন দেখছিলেন। এখনো স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। তারপর ভালো করে চোখ মেলে দেখলেন সুজাতার খাটে তখনও আলো জ্বলছে, আর কয়েক পৃষ্ঠা বাকি বইটার। সুজাতা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।

জ্ঞানব্রত বললেন, লালন ফকির?

শব্দ শুনে এদিকে তাকিয়ে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার উঠলে যে, জল খাবে?

জ্ঞানব্রত বললেন, এবার মনে পড়েছে। ওটা লালন ফকিরের গান।

এবার সুজাতা অবাক না হয়ে পারলো না। সামান্য একটু ভুরু তুলে বললো, তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঐ গানটার কথা ভাবছো?

—হ্যাঁ, একটি স্বপ্ন দেখলুম—ছেলেবেলায় এই গানটা আমি প্রায়ই শুনতুম এক বুড়োর মুখে····আমি জানি এটা লালন ফকিরের গান···

সুজাতা অনেকগুলো বছর বিদেশে কাটিয়েছে। বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে তার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই। তবে ফ্যাসান অনুযায়ী সে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে উপযুক্ত আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি ফিল্ম দেখে। লালন ফকিরের নামও সে শোনে নি। কখনো কোথাও শুনে থাকলেও তার মনে ঐ নাম কোনো রেখাপাত করে না।

কোনো কথা না বলে সুজাতা অপেক্ষা করে রইলো। হলোই বা একটা বিদঘুটে, গেঁয়ো গান লালন ফকির নামে কোনো একজনের লেখা বা সুর দেওয়া, কিন্তু তাই নিয়ে মাঝ রাতে ঘুম ছেড়ে আলোচনা করতে হবে? এটা তো ঠিক স্বাভাবিক ব্যবহার নয়। জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জি তো কখনো এরকম করেন না।

BanglaBook.org

—আমি বাজি ফেলে বলতে পারি এটা লালন ফকিরের গান।

—তুমি কার সঙ্গে বাজি ধরতে চাইছো ?

এতক্ষণে পুরোপুরি ঘোর কাটলো। সত্যিই তো, তিনি প্রায় পাগলের মতন ব্যবহার করছেন।

উঃ হোঃ! তোমায় ডিষ্টার্ব করলুম। কত রাত হলো, তুমি এখনো ঘুমোও নি ?

—আমি আর তিন চার পাতা শেষ করবো।

আর আধ ঘণ্টা পরে একই ঘরের দুটি খাটে দুজন নারী পুরুষ দু'রকম দু'টি স্বপ্ন দেখলো। একজন প্যারিসের মমাত অঞ্চলের, যেখানে ইন্সপেক্টর মেইগ্রে এই মাত্র এক কোটিপতি বাউণ্ডুলেকে স্ত্রী হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার করলেন। আর একজন দেখলো বাংলার এক অতি সাধারণ পাড়াগাঁয়ের। সেখানে দু'তিনটি শিশু লুকোচুরি খেলছে এক আম-বাগানে।

পরদিন সকালে ঠিক সেই ছটাতেই ঘুম ভাঙলো জ্ঞানব্রতর। রুটিন মেলানো প্রত্যেকটি কাজ করে যেতে লাগলো। তবু মনের মধ্যে একটা অস্থির অস্থির ভাব। খেতে বসবার আগে সাতটি টেলিফোন এবং তিনজন দর্শন প্রার্থীর সঙ্গে কাজের কথা বলতে হলো তাঁকে তবু সেই ছটপটানি গেল না।

খাবার টেবিলে সুজাতা ঘুম ভেঙে উঠেই ছুটে এলো যথারীতি। উজ্জয়িনীও আজ এই সময় ব্রেক ফাষ্ট খেতে টেবিলে এসে বসেছে। মেয়েকে আজ একটু বেশী করে লক্ষ্য করতে লাগলেন জ্ঞানব্রত।

এই উজ্জয়িনীরই সহপাঠিনী এলা। উজ্জয়িনী বলেছে রবিবারে ব্যাণ্ডেলে পিকনিক করতে যাবে বন্ধুদের সঙ্গে। সত্যি ব্যাণ্ডেলে যাবে, না কোনো হোটেলে গিয়ে মদ খাবে, পুরুষ মানুষ সম্পর্কে ওর কি এর মধ্যেই অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে ? না,না, সব মেয়ে এক রকম হতে পারে না।

—তুই এলা নামে কারুকে চিনিস?

মা আর মেয়ে দু'জনেই অবাক হলো। সুজাতার মুখে অবশ্য তার কোনো রেশ নেই, কিন্তু উজ্জয়িনী তো এখনো ঠিক লেডী হয় নি, তাই সে বেশ চমকে গেল। তার বাবার মুখ থেকে এই ধরনের প্রশ্ন সে এই প্রথম শুনলো।

—এলা? কোন এলা?

—সরকার না চ্যাটার্জী কী যেন বললো পদবীটা ঠিক মনে নেই। তোর সঙ্গে ব্রেবোর্ণে কোন এক বছর পড়েছে।

—এলা কে? না তো। ঐ নামে তো কাউকে মনে করতে পারছি না। ভালো নাম কী?

—এটাই নিশ্চয়ই ভালো নাম, আমাকে শুধু ডাক নাম বলবে কেন? বললো যে একবার নাকি আমাদের এ বাড়ীতেও এসেছে?

—তুমি তাকে কোথায় দেখলে?

—ক্যালকাটা ক্লাবে···আমার একজন চেনা লোকের কাজিন হয় বললো। আমাকে আগে দেখেছে, তোর খুব চেনা।

আমাকে—ও, এলা। হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি, মোটে এক বছর পড়েছিল, তারপর তো অনেকদিন আর দেখি নি।

—তোরা ব্যাণ্ডেল যাচ্ছিস এই রোববার?

—হ্যাঁ। বাবা, তোমার গাড়িটা দেবে সেদিন?

—ক'জন যাবি? একটা ষ্টেশন ওয়াগন নিতে পারিস।

—আমরা ছ'জন। অ্যামবাসডরেই হয়ে যাবে।

—ড্রাইভার চাই? না, তোর বন্ধুদেরই কেউ চালাবে?

সুজাতা বললো, না, না, ওরা বড্ড জোরে চালায়······জ্ঞান সিং থাকুক ওদের সঙ্গে···

উজ্জয়িনী একবার তাকালো মায়ের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, মা! তুমি কেমন আস্তে গাড়ি চালাও?

BanglaBook.org

একথা ঠিক সুজাতার হাতে ষ্টিয়ারিং পড়লে আর রক্ষা নেই। ইউরোপের ট্রাফিক আর কলকাতার ট্রাফিক যে এক নয়, সে কথা তার মনে থাকে না। দু'বার ছোট-খাটো অ্যাকসিডেণ্ট করেছে, তবু সুজাতা কম স্পীডে গাড়ি চালাতে পারে না।

সুজাতা বললো, আমি তো ঐজন্যই এখন গাড়ি চালানো ছেড়ে দিয়েছি।

জ্ঞানব্রত বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করলেন। নিজের মেয়ে সম্পর্কে তিনি মিথ্যে সন্দেহ করছিলেন। চুমকির মুখটা কত সরল, মোটেই ও এলার মত নয়। বাড়ির গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুদের সঙ্গে নির্দোষ পিকনিকে।

কারখানা থেকে অফিসে আসবার পর তিনি রেডিও ষ্টেশনে ফোন করলেন। মিঃ বড়ুয়া, আমি জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী। আজ আবার আপনাকে একটু ডিসটার্ব করছি।

মিঃ চ্যাটার্জী? বলুন, বলুন লাষ্ট ইভনিং ওয়াজ ওয়াণ্ডারফুল। খুব জমেছিল ঐ মেয়েটি আজ সকালে দেখা করতে এসেছিল আমার কাছে।

—কোন মেয়েটি!

—ঐ যে এলা সরকার রেডিওতে চান্স চায়—আপনার রেফারেন্সে এসেছে যখন, একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে।

জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী মাঝপথে বাধা দিতে গেলেও বড়ুয়া সাহেব থামলেন না।

—জানেনই তো মিঃ চ্যাটার্জী আমাদের এখানে কিছুকিছু ফর্মালিটি তো আছেই, আমি নিজে গানটান খুব একটা বুঝি না, ওকে একবার অডিশান দিতে হবে—আমাদের একটা মিউজিক বোর্ড আছে —তবে হয়ে যাবে, ওর ঠিক হয়ে যাবে, দেখলেই বোঝা যায় ট্যালেণ্টেড, আপনি নিশ্চিত থাকুন, এজন্য আর ফোন করবার দরকার ছিল না।

BanglaBook.org

জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী বলতে চাইলেন যে তিনি এলা নামের ঐ মেয়েটিকে মোটেই পাঠান নি। এবং তার জন্য ফোনও করছেন না। মেয়েটা দারুন কেরিয়ারিষ্ট তো! কালকের আলাপের সুযোগ নিয়ে আজ সকলেই বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করেছে!

কিন্তু এসব কথা তিনি টেলিফোনে বললেন না। এলা মেয়েটিকে তিনি পাঠান নি ঠিকই। তবে ঐ মেয়েটি যদি এইভাবে রেডিওতে গান গাইবার সুযোগ পায় তাতে তিনি বাধাই বা দেবেন কেন? যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন ও যা পারে করুক।

—মিঃ বড়ুয়া, আমি ফোন করছি আরও একটা কারণে....কাল সন্ধ্যেবেলা এই কথাটা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো ভেবেই—শেষ পর্যন্ত আর বলাই হলো না—হয়তো আপনি মনে করবেন খুবই পিকিউ-লিয়ার রিকোয়েষ্ট।

—কী ব্যাপার? আপনি এত হেজিটেট করছেন কেন?

—এটা আমার বাতিকও বলতে পারেন। কাল সকাল দশটা আন্দাজ, না ঠিক দশটাই হবে। একজন একটা পল্লীগীতি গাইছিল। সেই গায়কের নামটা আমি জানতে চাই। বেতার জগতে নাম ছাপা নেই, আমি এক কপি বেতার জগত কিনে দেখলুম আজ।

—কোন চ্যানেলে।

—মানে।

—শর্ট ওয়েভে? বিবিধ ভারতী?

—তা জানি না। ইন ফ্যাক্ট রেডিও বাজছিল পাশের বাড়িতে ...গানের লাইনগুলো ছিল এই রকম:

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে
করিয়ে পাগল পারা...

গানটি শুনে বড়ুয়া সাহেবও যে রীতিমত অবাক হয়েছেন, তা টেলিফোনের এ পাশ থেকেও বোঝা যায়। তিনি তিনবার জিজ্ঞেস

BanglaBook.org

করলেন কী গান? বোম্বাই? বোম্বাই শহরে। দাঁড়ান, দাঁড়ান, লিখে নিই।

তারপর তিনি বললেন, এই গানের গায়কের নাম আপনি জানতে চান?

—হ্যাঁ। সম্ভব হলেও তার বাড়ির ঠিকানাও।

…নো প্রবলেম। আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনাকে রিং ব্যাক করে জানিয়ে দিচ্ছি।

এ দেশে যাদের নামের সঙ্গে সাহেব যুক্ত থাকে, তারা অন্তত একটা ব্যাপারে সাহেবদের মতন নন। তাঁদের পনেরো মিনিট মানে দেড় ঘণ্টা। দেড় ঘণ্টা বাদে বড়ুয়া সাহেব ফোন করে জানালেন যে ঐ গানের গায়ক একজন আনকোরা নতুন শিল্পী, তার নাম শশীকান্ত দাস। ঠিকানাটা এই…।

ঠিকানাটা কাগজে লিখতে লিখতে জ্ঞানব্রত জিজ্ঞেস করলেন, এই জায়গাটা কোথায়?

বড়ুয়া সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, তা কী করে জানবো বলুন, উনিতো কখনো আমাকে ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নি। কী ব্যাপার বলুন তো, আপনি এই লোকটিকে নিয়ে কী করবেন?

—ওর কাছ থেকে গানটা শিখবো। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

বড়ুয়াকে আর কোনো কথা না বলতে দিয়ে জ্ঞানব্রত ফোন রেখে দিলেন।

আজ সারা পৃথিবীতে তাঁর যত কাজই থাক, তবু একবার এই শশীকান্ত দাসের সঙ্গে তাকে দেখা করতেই হবে।

রেডিও ষ্টেশনের পি, সি, বড়ুয়া যে ঠিকানাটি দিয়েছিলেন, সেই বাড়িটি খুঁজে বার করতে খুব বেশী অসুবিধে হলো না। বাগবাজারের কাছে একটা গলির মধ্যে মেসবাড়ি। এটা যে মেসবাড়ি, তা দরজা

BanglaBook.org

দিয়ে ভেতরে এক পা বাড়ালেই টের পাওয়া যায়। এইসব বাড়িতেই একটা উগ্র পুরুষ পুরুষ গন্ধ থাকে।

অনেক কালের বাড়ি, সিঁড়িগুলো ক্ষয়ে যাওয়া, রেলিং নড়বড়ে। দোতলার বারান্দায় একটা তারে নানান রঙের লুঙ্গি শুকোচ্ছে।

জ্ঞানব্রত এসেছেন সন্ধ্যেবেলা, কিন্তু এখনো এ বাড়ির বাসিন্দারা সবাই ফিরে আসে নি। চুপচাপ, খালি খালি ভাব, সদর দরজাটা হাট করে খোলা, একতলাতে একজনও লোক নেই। জ্ঞানব্রত একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে।

মাঝপথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো। লোকটির গায়ের রং মিশমিশে কালো, রোগা-লম্বাটে চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। লোকটি পরে আছে শুধু একটা গামছা।

তাকে এই মেসের কোনো ভৃত্য বা রান্নার ঠাকুর মনে করে জ্ঞানব্রত জিজ্ঞেস করলো, ওহে, শশীকান্ত দাস কোন ঘরে থাকেন, বলতে পারো?

লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে গভীর বিস্ময়ে তাকালো জ্ঞানব্রতর দিকে।

তারপর আমতা আমতা করে বললো; আজ্ঞে···আমিই শশীকান্ত····।

জ্ঞানব্রত একটু হাসলেন। তিনি এমন কিছু অন্যায় করেন নি। এই ঘটনার আরও অনেক ক্লাসিক উদাহরণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে খালি গায়ে দেখে একজন আগন্তুক জিজ্ঞেস করেছিল, ওহে, বঙ্কিমবাবু বাড়ি আছেন কি না বলতে পারেন? বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল সম্পর্কেও এ রকম গল্প আছে। তবু বঙ্কিমবাবু ছিলেন সুপুরুষ। বিদ্যাসাগর বা মাইকেলের তুলনায় এই লোকটিকে বেশ সুদর্শনই বলতে হবে। গায়ের রং কালো হলেও ছিপছিপে মেদবর্জিত শরীর।

BanglaBook.org

ভাল করে মেকাপ দিয়ে, মাথায় একটা পালকের মুকুট পরিয়ে দিলে অনায়াসেই যাত্রাদলের কেষ্ট ঠাকুর সাজানো যায়।

জ্ঞানব্রত বললেন, ও আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

লোকটির বিস্ময়ের ঘোর এখনোও কাটেনি। জ্ঞানব্রতর চেহারায়, ব্যক্তিত্বে ও পোষাকে বেশ একটা সম্ভ্রান্ত ব্যাপার আছে। এই রকম মানুষ সচরাচর শশীকান্ত দাসের মতন লোকের কাছে যেচে দেখা করতে আসে না।

শশীকান্ত বললো, আজ্ঞে আমি তো আপনাকে স্যার ঠিক চিনতে পারলাম না.... !

জ্ঞানব্রত বললেন, আগে তো আলাপ হয় নি, চিনবেন কী করে? আপনার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে।

দরকারের কথা শুনে শশীকান্ত আরও বিভ্রান্ত। তার বুকের মধ্যে একই সঙ্গে দারুন বিপদের ভয় কিংবা দারুন কোনো সুসংবাদের আনন্দের জোয়ার-ভাটা চলছে।

—আমার সঙ্গে স্যার আপনার দরকার...বলুন স্যার।

জ্ঞানব্রতর হাব ভাব খুব বেশী সাহেবী ধরনের। বছরে দু'তিনবার তাঁকে ইউরোপ-আমেরিকা যেতে হয়। তিনি লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে রাখেন, কখনো একটু কাশতে হলে মুখের সামনে হাত চাপা দেন। প্রকাশ্যে কোনোদিন তিনি হাই তোলেন নি কিংবা হেঁচে ফেলেন নি! খাওয়ার পর ঢেকুর তোলা তার কাছে অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা।

সেই রকমই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কাজের কথা বলাও তাঁর পক্ষে একটা চরম অভদ্রতার ব্যাপার।

—আপন ঘর কোনটা?

—ঐ যে স্যার, সিঁড়িব ডানপাশেই সাত নম্বর।

BanglaBook.org

—আপনি আমায় মিনিট দশেক সময় দিলে আপনার ঘরে বসে একটু কথা বলতুম।

—নিশ্চয়ই স্যার, চলুন স্যার।

শশীকান্তর সঙ্গে সিঁড়ির দু'তিন ধাপ ওঠার পর জ্ঞানব্রত আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি স্নান করতে যাচ্ছিলেন?

হ্যাঁ স্যার! সকালে জল পাওয়া যায় না, সবাই অফিস যায়, দশটার মধ্যেই চৌবাচ্চা খালি....তাই আমি বিকেলেই....

—ঠিক আছে। আপনি স্নান করে আসুন, আমার তাড়া নেই। আমি আপনার ঘরে অপেক্ষা করছি।

—না, না, স্যার, আমি পরে চান করবো। একদিন চান না করলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু জ্ঞানব্রতর পক্ষে গামছা-পরা খালি গায়ে একজন লোকের দিকে সামনাসামনি তাকিয়ে কথা বলা সম্ভব নয়। তাঁর রুচিতে বাঁধে।

এবার তিনি বেশ জোর দিয়ে বললেন, না, এখনি আগে স্নান সেরে আসুন!

শশীকান্ত তবু ওপরে উঠে এসে সাত নম্বর ঘরের তালা খুলে, দরজাটা হাট করে বললে, আপনি ভেতরে বসুন তবে, স্যার, আমি দু'মিনিটের মধ্যে চান করে আসছি।

লোকটি বুদ্ধি করে এবার একটি লুঙ্গি ও জামা সঙ্গে নিয়ে গেল।

শশীকান্তর ব্যবহারে এর মধ্যেই জ্ঞানব্রত একটু ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ও একজন গায়ক, একজন শিল্পী, ও কেন একজন অচেনা লোকের সঙ্গে এমন স্যার স্যার বলে কথা বলবে: সব শিল্পীরই আত্মাভিমান থাকা উচিত।

ঘরখানা স্যাঁতসেতে, অন্ধকার। এরকম ঘরে জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী বহুদিন ঢোকেন নি। এরকম অস্বাস্থ্যকর ঘরেও মানুষ দিব্যি বেঁচে

Banglabook.org

থাকে তাই না? তারাও হাসে, স্ফূর্তি করে এবং ভবিষ্যৎ কালে মানুষদের জন্ম দেয়!

ঘরের মধ্যে পাশাপাশি তিনটি খাট, তার মধ্যে দুটি খাটের বিছানা গোটানো। অন্য বিছানাটি পাতাই রয়েছে। তার চাদরটা তেল চটচটে। সম্ভবত ঐ বিছানাটা শশীকান্তর। দেওয়ালে দুটি ক্যালেণ্ডার ছাড়া ঘরে আর কোনো আসবাব নেই। অন্ধকারটা একটু চক্ষে সইতে জ্ঞানব্রত দেখতে পেলেন, দুদিকের দেয়ালে দুটি আলনাও রয়েছে, তাতে জামা-কাপড় ডাঁই করা।

একটি বিছানা গুটানো খাটে জ্ঞানব্রত বসলেন অতি সন্তর্পণে। সারা ঘর জুড়ে রয়েছে বিশ্রী গন্ধ, অনেকটা পচা চামড়াব গন্ধের মতন। এক পায়ের ওপর আর এক পা তুলে জ্ঞানব্রত পায়ের ডগাটি নাড়তে লাগলেন।

সিগারেটের তৃষ্ণাটা এই সময় তীব্র হয়ে ফিরে এলো। একা কোথাও বসে কারুর জন্য অপেক্ষা করায় সিগারেটের অভাবটা বেশী অনুভব করা যায়।

দু'মিনিট না হোক, প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো শশীকান্ত। হুড়ুস-ধাড়ুস করে গায়ে জল ঢেলেই সে ছুটে এসেছে। ভিজে চুল ঝুলছে মুখের চার পাশে।

—আপনি চা খাবেন, স্যার?

জ্ঞানব্রত প্রথমে বললেন, না, তার পর একটু থেমে বললেন, আপনি আগে চুল আঁচড়ে নিন।

জ্ঞানব্রত ঠিক হুকুম করতে না চাইলেও তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধেও তাঁর গলায় সেইরকম একটা সুর ফুঠে ওঠে। প্রত্যেক দিন অনেকগুলি মানুষ তাঁর আদেশ মেনে কাজ করে। সেই জন্যই জ্ঞানব্রতর এইভাবে কথা বলা অভ্যেস হয়ে গেছে।

শশীকান্ত একটা খাটের তলায় উঁকি দিয়ে টেনে আনলো

BanglaBook.org

একটা কাঠের আয়না চিরুনী। তা দিয়ে ঝটাপট চুল আঁচড়ে ফেললো।

শশীকান্ত একটা সবুজ লুঙ্গির ওপর পরেছে একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী। এ রকম রঙের অসামঞ্জস্যে জ্ঞানব্রতর চক্ষুকে পীড়া দেয়। তবু তিনি মুখে পাতলা হাসি ফুটিয়ে রেখেছেন।

—আপনি রেডিওতে গান করেন?

—হ্যাঁ স্যার। আপনি কি রেকর্ড কোম্পানি থেকে এসেছেন?

—না। আমার সঙ্গে ওসবের কোন সম্পর্ক নেই। একদিন রেডিওতে আপনার একটা গান শুনে....ই'য়ে আমার...।

জ্ঞানব্রত ঠিক শব্দটি খুঁজে পেলেন না। বস্তুত দিনের অধিকাংশ সময়ই তাঁকে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। বাংলা কথার মধ্যেও মিশে যায়—ইংরেজি পরপর দু'তিনটে টানা বাংলা বাক্য বলার অভ্যেস তাঁর নেই।

—তিনি সংক্ষেপে বললেন, ভালো লেগেছিল।

—কোন গানটা স্যার!

—শহরে ষোলজন বোম্বেটে...করিয়ে পাগলপারা....

—ও, ওখানা বড় ভালো গান স্যার। সকলেরই ভালো লাগে।

—লালন ফকিরের, তাই না?

—ঠিক ধরেছেন, স্যার! তবে লালন ফকিরের গানে কপিরাইট নাই। রেডিও'র লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল...।

জ্ঞানব্রত একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেললেন।

তারপর পকেট থেকে একটা ছোট বাক্স বার করে খুললেন। সেটির মধ্যে রয়েছে একটি নতুন হাতঘড়ি।

বাক্সটি শশীকান্ত দিকে এগিয়ে দিয়ে জ্ঞানব্রত অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, আপনার গান শুনে আমার ভালো লেগেছিল সেইজন্য সামান্য একটি উপহার এনেছি। আপনি নিলে আমি খুব খুশী হবো।

BanglaBook.org

শশীকান্ত নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না যেন! রেডিওতে একখানা গান শুনে কেউ এসব দামি জিনিস উপহার দিতে পারে? রেডিওতে তো সবাই বিনা পয়সায় গান শোনে। পুরো একদিনের প্রোগ্রামের জন্য রেডিও থেকে সে পায় পঞ্চাশ টাকা মাত্র। আর এই ভদ্রলোক একখানা গান শুনে দিচ্ছেন একটা ঘড়ি। এর দাম পাঁচশো না হাজার কে জানে।

—এটা সত্যিই আমায় দিচ্ছেন স্যার?

—আপনার জন্যই এটা এনেছি।

বস্তুত এটাও জ্ঞানব্রতর সাহেবী ব্যবহারেই একটা অঙ্গ। এদেশের লোক অন্য লোকের সময়ের দাম দিতে জানে না। যখন তখন অন্যের বাড়ীতে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে গিয়ে তাদের সময় নষ্ট করতে কারুর বাধে না। কিন্তু নিজের গরজে কারুর কাজে গেলে তার বিনিময়ে কিছু দেওয়া উচিত। জ্ঞানব্রত তো নিজের গরজেই এসেছেন।

শশীকান্ত মুগ্ধভাবে ঘড়িটি দেখছে। সেদিক থেকে তার চোখ ফেরাতে পারছে না। বোঝাই যায় সে কখনো নিজস্ব হাতঘড়ি হাতে পরার সুযোগ পায় নি।

—আমার একটা উপকার করবেন?

চমকে উঠে শশীকান্ত বললো, কী বলুন, স্যার?

—সেদিন রেডিওতে আপনার ঐ গানটা আমার পুরোপুরি শোনা হয় নি। যতটা শুনেছিলাম তাও মনে নেই। ঐ গানটি আমাকে আর একবার গেয়ে শোনাবেন?

—এখন শুনবেন, স্যার, এখানে মিউজিক টিউজিক কিছু নেই, রেডিও ষ্টেশানে ওদের সব ব্যবস্থা থাকে। আচ্ছা। আমি খালি গলাতেই শোনাতে পারি অবশ্য—

হঠাৎ জ্ঞানব্রতর মনে হলো, মেসের এই গুমোট-অন্ধকার ঘরে বসে

BanglaBook.org

ঐ গানটা শুনলে তাঁর ভালো লাগবে না। বরং আরো ভালো লাগাটা কেটে যাবে।

তিনি হাত তুলে বললেন, থাক। এখন থাক। এক কাজ করলে হয় বরং···একদিন আমার বাড়ীতে গিয়ে ঐ গানটা গাইবেন। তাহলে টেপে তুলে রাখতে পারি। যাবেন আমার বাড়িতে?

শশীকান্ত তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গিয়ে বললো, নিশ্চয়ই যাবো, স্যার। কোথায় আপনার বাড়ি? কবে যাবো?

কোটের পকেট থেকে জ্ঞানব্রত নিজের একটা কার্ড বার করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই যে, এতে সব লেখা আছে।

যদি শশীকান্ত ইংরেজি না পড়তে পারে, সেইজন্য তিনি মুখেও নির্দেশ দিয়ে দিলেন তার বাড়ির অবস্থান সম্পর্কে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কাল থেকে এই রবিবারের মধ্যে যে কোন দিন সন্ধ্যেবেলা আসতে পারেন। সাতটার পর থেকে আমি বাড়িতে থাকবো।

—কালই যাবো, স্যার।

—আপনি এ গান কার কাছ থেকে শিখেছেন?

—কুষ্টিয়ায় যখন ছিলাম, তখন বাবন্ সাঁইয়ের কাছ থেকে শিখেছিলাম। বাবন্ সাঁই অনেক গান শিখিয়েছেন আমায়। তিনি খোদ লালন ফকিরের শিষ্যের শিষ্য।

—কুষ্টিয়া?

—হ্যাঁ স্যার। সেখানেই আমার বাড়ি।

—এখানে এসেছেন কবে?

—এসেছি তো স্যার দুই বৎসর আগে। তারপর স্রোতের শ্যাওলার মতন ভেসে বেড়াচ্ছি। কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই। এখানে এই ঘরে পরেশ রায় থাকেন। তিনি আমাদের গ্রামের লোক, তিনি দয়া করে কিছুদিনের জন্য আমায় থাকতে দিয়েছেন। তা অন্য যে

BanglaBook.org

একজন আছেন তিনি পছন্দ করেন না আমায়। তিনি একঘরে তিনজন থাকা নিয়ে ম্যানেজারের কাছে কমপ্লেন করেছেন।

—আপনার বাড়ির অন্য লোকজন কোথায়?

—আমার মা বাবা কেউ নেই, স্যার। আর দুচার মাস পরে আমি নিজেই একখানা ঘর ভাড়া করতে পারবো মনে হয়। রেডিও আর্টিষ্ট হবার পর দু'চার জায়গায় ফাংশানে চান্স পাই, স্যার। পঁচাত্তর টাকা করে দেয়।

—কুষ্টিয়ার কোন গ্রামে ছিল আপনার বাড়ি?

—কুমারখালী। আপনি কুমারখালী গ্রামের নাম শুনেছেন, স্যার? কুমারখালীতে থানাও আছে—।

যেন একটা বিদ্যুৎ চমকালো জ্ঞানব্রতর মাথার মধ্যে। তাঁর মনে পড়ে যায় তাঁর দাদামশাইয়ের মুখখানা। লম্বা চেহারা, সারা মুখে দাড়ি। সম্রাট শাহজাহানের মতন পেছনে দুটি হাত দিয়ে পায়চারি করতেন লম্বা টানা বারান্দায় আর মুখে প্রায় সব সময়ই থাকতো গুন-গুন গান। গান বাজনার দারুন ভক্ত ছিলেন তিনি। সেই দাদা-মশাইয়ের মুখেই জ্ঞানব্রত এই গানটা শুনেছেন অতি শৈশবে। ক'দিন ধরে সেই কথাটাই মনে করতে পারছিলেন না।

হ্যাঁ, একথাও মনে পড়ছে যে দাদা মশাইয়ের কাছে প্রায়ই একজন ফকির এসে গান শোনাতেন। দু'জনে বন্ধুত্ব ছিল খুব। সেই ফকিরই কি বাবন্ সাঁই।

জ্ঞানব্রত অনেকটা আপন মনেই বললেন কী আশ্চর্য যোগাযোগ? ঐ কুষ্টিয়ায় কুমারখালীতে আমিও থাকতাম।

—আপনার বাড়ি কুমারখালীতে, স্যার? কোন বাড়ি?

—আমাদের নিজেদের বাড়ি নয়, মামার বাড়ি, সেখানেই আমি বেশী থেকেছি। আমার দাদামশাই ছিলেন সত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার, বাড়ুজ্যেদের বাড়ি। খুব নামকরা বাড়ি—।

জ্ঞানব্রত সেখানে ছিলেন মাত্র ন' বছর বয়েস পর্যন্ত। সেই সময় দাদামশাই মারা যান। তারপর এগারো বছর বয়েসে পিতৃবিয়োগ। তারপর থেকে অনেকগুলি দুঃখ কষ্টের বছরের কথা স্পষ্ট মনে আছে জ্ঞানব্রতর, কিন্তু তার আগের কথা কিছুই মনে পড়ে না। অথচ সেই সময়টা ছিল কত সুখের।

অনেকের তো দু'তিন বছর বয়সের কথাও কিছু কিছু মনে থাকে। অথচ জ্ঞানব্রতর শৈশবটা নিশ্চিহ্ন। শুধু একটা গান, সেই সময় শোনা একটা গান এতদিন পরে ফিরে এলো।

জ্ঞানব্রত সেই ধরনের মানুষ নন যে তিনি এক সময় কুষ্টিয়ায় ছিলেন বলেই আর একজন কুষ্টিয়ার লোককে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরবেন আনন্দে। ওরকম দেশোয়ালি প্রীতি তাঁর নেই। বস্তুত পূর্ব বাংলা সম্পর্কে তীব্র কোনো নস্টালজিয়াও তিনি বোধ করেন না। মানুষ বাঁচে বর্তমান দিয়ে, হঠাৎ জ্ঞানব্রত শশীকান্তকে বললেন, আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।

শশীকান্ত আবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

—আপনার বাক্স-বিছানা নিয়ে চলুন আমার সঙ্গে। আপনার থাকবার জায়গার অসুবিধে বলছিলেন, আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন।

—আপনার বাড়িতে থাকবো, স্যার?

—হ্যাঁ।

—আজই?

—তাতে অসুবিধে কি আছে?

—পরেশদাকে কিছু বলে যাবো না?

—ওকে চিঠি দিয়ে যান। পরে আর একদিন এসে সব বুঝিয়ে

BanglaBook.org

বলবেন। আমার বাড়ীতে অনেক জায়গা আছে। আপনার অসুবিধে হবে না।

—না, না আমার আর কী অসুবিধে, আমি যেখানে সেখানে থাকতে পারি…কিন্তু, সত্যি বলব স্যার? কেমন কেমন সব লাগছে। মনে হচ্ছে যেন রূপকথা। আপনি এসে আমায় একটা ঘড়ি দিলেন তারপর বললেন, আপনার বাড়িতে থাকতে দেবেন এও কি সম্ভব।

জ্ঞানব্রত এবার বেশ জোরে জোরে হাসলেন।

তারপর বললেন, আপনাদের এই গলির মোড়ে আমার গাড়ি আছে। আমি সেখানে অপেক্ষা করছি। আপনি তৈরি হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন।

শশীকান্তকে আর কিছু বলতে না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন জ্ঞানব্রত।

নিজের বাড়িতে এসে শশীকান্তকে নিয়ে সরাসরি উঠে এলেন দোতলায়।

এখানে একটি গেষ্ট রুম সারা বছর সাজানোই থাকে। অতি নিকট আত্মীয় কেউ এলেই তবে তাঁকে রাখা হয় এই দোতলার ঘরে। এ ছাড়া একতলায় আরও দুটি ঘর আছে।

শশীকান্তকে ঘর এবং সংলগ্ন বাথরুম দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন জ্ঞানব্রত, এই সময় সুজাতা এসে সেখানে দাঁড়ালো। যতই অবাক হোক মুখে তার কোনো চিহ্ন ফোটাবে না সুজাতা, তবু মনে মনে সে ভাবছে, হঠাৎ কী হলো মানুষটার? গত কয়েকদিন ধরে যে-রকম ব্যবহার করছে। তা কিছুতেই তার চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। এই রকম একটা কাঠের মিস্ত্রী টাইপের লোককে ধরে এনে দোতলার ঘরে রাখতে চায়।

জ্ঞানব্রত স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, সুজাতা, ইনি একজন শিল্পী,

BanglaBook.org

এর নাম শশীকান্ত দাস, আজ থেকে ইনি আমাদের এখানে থাকবেন। দেখো, যেন এর কোন অযত্ন না হয়।

শশীকান্ত এগিয়ে এসে সুজাতার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই 'সুজাতা' 'আরে' বলে দু'তিন পা পিছিয়ে গেল।

জ্ঞানব্রত বললেন, উজ্জয়িনী কোথায়? ওর সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দিতে চাই।

পরদিনই জ্ঞানব্রত চলে গেলেন মাদ্রাজে।

বাড়িতে যে কী একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে গেলেন, তা জ্ঞানব্রত খেয়ালও করলেন না। কয়েকটা দিন তিনি একটু পাগলামিতে মেতে ছিলেন; কিন্তু কোম্পানীর নানান কাজ তাঁকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডাকছে।

মাদ্রাজ থেকে দিল্লী, সেখান থেকে উলটে আবার বাঙ্গালোর, তারপর বোম্বাই। অর্থাৎ সাতদিনে প্রায় পাঁচ হাজার মাইল ওড়াউড়ি করতে হলো জ্ঞানব্রতকে।

এদিকে বাড়িতে এক অদ্ভুত অতিথি।

প্রথম গোলমাল শুরু হলো সকাল আটটায়।

সুজাতা কোনদিনই ন'টার আগে জাগে না। এখন স্বামী কলকাতায় নেই, এখন তো আরও বেলা পর্যন্ত ঘুমানো যায়। কাল রাতে সুজাতা স্লিপিং পিল খেয়ে শুয়েছে। তবু আটটার সময়েই তার ঘরের দরজায় দুম দুম ধাক্কা।

বেশ কিছুক্ষণ পর ঘুম-জড়িত চোখে দরজা খুলে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার?

সুজাতার শিক্ষা-দীক্ষা এমনই যে, সে কোনো কারণে বিরক্ত হলেও প্রথমেই ঝি-চাকরের ওপর ধমকে ওঠে না, কিংবা বাড়িতে ডাকাত পড়া অথবা আগুন লাগার মতন বিচলিত হয়ে ওঠে না যখন তখন।

সারদা এ বাড়ির বাসনপত্র মাজে, ঘর ঝাড় দেয়। সে প্রায়

BanglaBook.org

চোখ কপালে তুলে বললো, ও দিদিমণি। ও ঘরের বিছানায় কে একটা ডাকাতের মতন লোক ঘুমিয়ে আছে? কী সাংঘাতিক কথা! শিগগির পুলিশে খবর দাও!

মাথায় ঘুমের নেশা, সুজাতার আগের রাত্রির কথা স্পষ্ট মনে পড়লো না। সারদা আঙুল তুলে গেষ্ট রুমটা দেখাল। সেখানে একজন লোক ঘুমিয়ে আছে! কে!

—বাবু কোথায়?

—বাবু তো ভোরবেলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তখন সুজাতার মনে পড়লো, জ্ঞানব্রতর আজ সকাল ছ'টা দশের ফ্লাইট ধরার কথা। নিশ্চয়ই পাঁচটার মধ্যে গেছে। এসব দিনে জ্ঞানব্রত কখনো স্ত্রীকে ডাকেন না।

কিন্তু গেষ্ট রুমে কে শুয়ে থাকবে?

—রতন কোথায়?

—রতন দুধ আনতে গেছে, এখনো আসে নি।

এ বাড়ির কাজের লোকরা রাত্তিরে সবাই নিচে থাকে। সিঁড়ির মাঝখানে একটা লোহার গেট থাকে। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয় রাত্রে। রোজ ভোরে জ্ঞানব্রত সেই গেট খুলে দেন। তিনি কলকাতার বাইরে থাকলে এই সারদা এসে রাত্রে শুয়ে থাকে দোতলার বারান্দায়।

পাতলা নাইটি পরে থাকে সুজাতা। ঘরের মধ্যে ফিরে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আবার বাইরে বেরুলেন। তারপর গেষ্ট রুমের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালেন। এবার সব মনে পড়ে গেছে। সেই রাধাকান্ত না শশীকান্ত কী যেন, সেই লোকটি নিশ্চয়ই। জ্ঞানব্রত যাকে কাল রাত্রে সঙ্গে করে এনেছিলেন।

সুজাতা হেসে জিজ্ঞেস করলো, কালো মতন একটা লম্বা লোক তো? সারদা বললো, হ্যাঁ গো দিদিমণি। দেখলে ভয় করে।

BanglaBook.org

—ভয়ের কিছু নেই। বাবুর চেনা লোক। জেগে উঠলে চা দিস।

সুজাতা আবার ফিরে গেল নিজের বিছানায়।

যাদের জীবনে কোনো ঘটনা ঘটে না, তারা প্রায়ই কোনো রোমহর্ষক ঘটনা সম্পর্কে ভাবতে ভালোবাসে।

সারদা ধরেই নিয়েছিল যে, কোনো হুমদো চেহারার চোর এ বাড়িতে ঢুকে পড়ে; তারপর মনের ভুলে ঘুমিয়ে আছে। দরজা বন্ধ করে ওকে আটকে সবাই মিলে চেঁচিয়ে, পুলিশ ডেকে বেশ একখানা জমাট ব্যাপার হবে। সে সব কিছুই হলো না। এ রকম উট্‌কো চেহারার লোক বাবুর চেনা। বাবুদের বিছানায় শোবে? সারদার স্বামীও তো এর চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল, সে কোনদিন বাবুদের গদীতে শোওয়ার কথা কল্পনাও করে নি।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সারদা এবার নির্ভয়ে অতিথি ঘরে ঢুকল। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, মুখে মেচেতার দাগ, তবু সারদাকে দেখলে কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের গিন্নী হিসেবে অনেকের মনে হতে পারে। বেশ পরিষ্কার একটি সাদা শাড়ী পরা। এ বাড়ির দাস-দাসীরা ফিটফাট পরিচ্ছন্ন থাকবে, এই সুজাতার নির্দেশ। ওদের জামা-কাপড় কিনে দিতে সুজাতার কোনো কার্পণ্য নেই।

শশীকান্ত অঘোরে ঘুমুচ্ছে। খাটের বাইরে বেরিয়ে আছে তার একটা পা। তার শোয়ার ভঙ্গিতেও গ্রাম্যতা আছে।

অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমোতে পারে নি। ঘুমোনো সহজ না কি? তার জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তনে সে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। নরম বিছানায় শুয়ে শুয়েও উত্তেজনায় তার শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কী হয়ে গেল ব্যাপারটা! এসব স্বপ্ন নয় তো? মাঝে মাঝে উঠে উঠে সে হাত ঘড়িটা দেখছিল। এই ঘড়িটাও সত্যি, তার নিজস্ব ঘড়ি। ঠিক যেন সোনা দিয়ে তৈরি।

BanglaBook.org

শেষ রাতে সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সারদা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশী জোরে ঘর ঝাঁট দিতে লাগলো। তাতেও লোকটার ঘুম ভাঙ্গলো না দেখে সে জিনিসপত্র সরাতে লাগলো খটাখট শব্দে। এক সময় শশীকান্ত চোখ মেলে তাকাতেই সারদা ঘুরিয়ে নিল নিজের মুখটা। একটাও কথা বললো না সে লোকটার সঙ্গে। শুধু, সে যে লোকটিকে পছন্দ করে নি, এটাই বুঝিয়ে দিতে চায়।

শশীকান্তও সারদার সঙ্গে কথা বলার সাহস পেল না।

সুজাতার ভাঙ্গা ঘুম আর জোড়া লাগে নি। আরও কিছুক্ষণ বিছানায় ছটফট করার পর ডাকলেন, রতন। রতন!

রতন ততক্ষণে দুধ নিয়ে ফিরে এসেছে। চায়ের জলও চাপানো আছে। রতন! সুজাতা ডাকা মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা নিয়ে আসতে হয়। খুব পাতলা চা দু'তিন কাপ খায় সুজাতা।

রতন চায়ের ট্রে এনে সাজিয়ে দিল সুজাতার বেড-সাইড টেবিলে।

—ঐ যিনি গেষ্ট রুমে আছেন, তাঁকে চা দিয়েছিস্?

—না।

—উনি জেগেছেন?

—হ্যাঁ।

—তা হলে চা দিস নি কেন?

—ও চা খায় কিনা তাতো আমি জানিনা।

সুজাতা হাসলো। রতনের মুখখানা গোঁজ হয়ে আছে। রতনের মনের ভাব বুঝতে সুজাতার একটুও অসুবিধে হয় না।

রতনের চেহারা ও পোশাক ঐ লোকটির থেকে অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। ঐ রকম একটি লোককে ডেকে এনে বাবুদের বিছানায় শোওয়ানো হবে, এটা সে পছন্দ করবে কেন? এ রকম লোককে সেবা করতেও সে অরাজী।

BanglaBook.org

—ওকে জিজ্ঞেস কর। উনি যদি চা না খান, তা হলে এক কাপ দুধ দে। উনি খুব ভালো গান করেন।

—আজ দুপুরেও এখানে খাবে?

—খাবেন তো নিশ্চয়ই। উনি এখানে বেশ কয়েকদিন থাকবেন। তোদের বাবু তাই তো বলে গেছেন।

এবার সুজাতা স্নানের ঘরে ঢুকবে। এরপর অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্য সারা পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

শশীকান্ত ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে আছে উবু হয়ে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। ঘর থেকে বেরুতে সে ভয় পাচ্ছে। জ্ঞানব্রত বাবু তাকে এ ঘরে থাকতে বলেছেন। এ ঘরের বাইরে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করা কি উচিত তার পক্ষে?

রতন কিছু জিজ্ঞেস না করেই এক কাপ চা রেখে গেছে তার সামনে। গরম গরম চা-টা শেষ করে ফেললো শশীকান্ত। এর আগে একবার সে বাথরুমটা দেখে এসেছে। বাথরুমে কমোড। শশীকান্ত জানে না ও জিনিস কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। ওঃ কি ঝামেলার মধ্যে তাকে ফেললেন ঐ জ্ঞানব্রত বাবু।

এর পরের বিপত্তিটা হলো অন্য রকম।

উজ্জয়িনী কাল নাইট শোতে সিনেমায় গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। ফিরেছে প্রায় রাত বারোটায়। সুতরাং সে শশীকান্তকে দেখেনি।

দশটা আন্দাজ ঘুম থেকে উঠেই উজ্জয়িনী গেল বাথরুমে। টুথব্রাশ হাতে নিয়ে দেখলো, টুথপেষ্ট নেই।

টুথ পেষ্ট কোম্পানীর মালিকের বাড়ীতেও কখনো টুথ পেষ্ট না থাকা বিচিত্র কিছু নয়। যে জিনিস ইচ্ছে করলেই বিনেপয়সায় শত শত পাওয়া যায়, সেই জিনিসের কথা মনেই থাকে না।

এমনও হয়েছে, সকালবেলায় বাথ-রুমে টুথ পেষ্ট না পেয়ে রতনকে পাঠিয়ে দোকান থেকে টুথ পেষ্টের নতুন টিউব কিনে আনতে

BanglaBook.org

হয়েছে। রতন অতশত বোঝে না। সে এনেছে অন্য কোম্পানীর টুথ পেষ্ট। তখন সেটা ফেরত পাঠানো হলো। কিন্তু পাড়ার দোকানে গোল্ডেন ষ্টার টুথ পেষ্ট নেই। ফলে বাধ্য হয়েই অন্য টুথ পেষ্ট ব্যবহার করতে হতো।

জ্ঞানব্রত দৈবাৎ নিজের বাড়ীতে সেই অন্য কোম্পানীর টুথ পেষ্টের টিউব দেখে ফেলেছিলেন। তিনি ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করেন নি।

বাথরুমের বন্ধ দরজার আড়াল থেকে দু'বার চেঁচিয়ে ডাকল, মা, মা।

কিন্তু সুজাতা নিজেই এখন বাথরুমে বন্দী। সে এখন মেয়ের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না।

উজ্জয়িনীর স্বভাব অত্যন্ত ছটফটে। কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য তার নেই। সব জিনিস তার এক্ষুণি, এক্ষুণি চাই।

তার মনে পড়লো। গেষ্ট রুমের সঙ্গের বাথরুমে এক সেট জিনিস সব সময় রাখা থাকে। ওখান থেকে টুথ পেষ্ট ধার করা যায়।

হাতে ব্রাশটা নিয়ে রাত-পোশাক পরা অবস্থাতেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে উজ্জয়িনী ছুটে গেল গেষ্ট রুমে।

মায়ের কাছ থেকে এইটুকু অন্তত: শিক্ষা পেয়েছে উজ্জয়িনী যে সে হঠাৎ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে না, সহজে ভয়ও পায় না।

বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ লুঙ্গি পরা, খালি গায়ের একজন কালো, লম্বা লোক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

আড়ষ্টভাবে থমকে গেল উজ্জয়িনী।

বাঘকে বশ করবার জন্য যেমন তার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে থাকতে হয়; সেই রকমভাবে চেয়ে উজ্জয়িনী জিজ্ঞেস করলো, তুমি —তুমি কে?

তার চেয়েও বেশী আড়ষ্টভাবে শশীকান্ত বললো, আজ্ঞে, আমার নাম শশীকান্ত দাস—

BanglaBook.org

—তুমি এখানে কী করছো ?

—আজ্ঞে, জ্ঞানব্রতবাবু আমাকে এখানে থাকতে বলেছেন।

—এখানে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি নিজে কাল রাতে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন....আমি নিজে থেকে আসতে চাই নি, তিনিই জোর করে বললেন।

উজ্জয়িনী শশীকান্তর আপাদমস্তক আর একবার দেখলো। কিছুতেই এর কথা বিশ্বাস করা যায় না। তার বাবা এই রকম একটা লোককে...রতন রতন বলে ডাকতে ডাকতে উজ্জয়িনী বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। তারপর রতনের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

সারাদিন ধরে শশীকান্তর সঙ্গে কথা বলবার জন্য কেউ এলোনা।

উজ্জয়িনী চলে গেল কলেজে। একটু পরে সুজাতাও চলে গেল মহিলা সমিতির এক মিটিং-এ। সুজাতার খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঠিক নেই। এক একদিন দুপুরে কিছু খাওয়াই হয় না। শরীর থেকে অন্ততঃ দশ পাউণ্ড ওজন খসিয়ে ফেলতে সে বদ্ধপরিকর।

রতন দুপুরের খাবার দিয়ে গেল শশীকান্তর ঘরেই।

চীনে মাটির প্লেটে ভাত, তারই মধ্যে ডাল, আলু ভাজা। আর একটি বাটিতে মাংস।

ঐ টুকুনি ভাত, শশীকান্ত তিন গেরাসে খেয়ে নিতে পারে। বস্তুতঃ ভাত ছাড়া তার আর কোনো প্রিয় খাদ্য নেই। শুধু একটু ডাল পেলেই সে পুরো এক সের চালের ভাত খেয়ে ফেলতে পারে।

সেই ভাতটুকু শেষ করে শশীকান্ত থালা চাটতে লাগলো। রতনের আর পাত্তা নেই।

মেস বাড়ির ঠাকুরও জিজ্ঞেস করে আর ভাত লাগবে ? আর এ বাড়ির কেউ তা জিজ্ঞেস করলো না ? এ কী রকম বাড়ি! গতকাল

BanglaBook.org

রাতে জ্ঞানব্রত নিজের সঙ্গেই শশীকান্তকে নিয়ে বসে ছিলেন খাবার টেবিলে। রাতে ছিল রুটি। শশীকান্ত রুটি পছন্দ করে না। তাছাড়া প্রথম দিন সে লজ্জায় বেশী খায় নি। কিন্তু প্রত্যেক দিন এরকম সিকি পেটা খেয়ে থাকতে হলেই হয়েছে আর কি! তা হলে কাজ নেই তার নরম গদীর বিছানায়।

সারাদিন শশীকান্ত চুপচাপ শুয়ে রইলো সেই ঘরে।

রাতে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে ফেললো সে।

রতন খাবার নিয়ে আসতেই সে বলে উঠলো, আমি রুটি খাই না। ভাত নেই?

রতন বললো, এ বাড়িতে রাত্রিতে ভাত হয় না।

শশীকান্ত তাতেও দমে না গিয়ে,বললো, বেশ! কিন্তু ও কয়খানি রুটিতে আমার পেট ভরবে না। আরও রুটি লাগবে।

খাবারের প্লেট নামিয়ে রেখে রতন ফিরে গেল। ফিরে এলো আরও প্রায় দশ বারোখানা রুটি নিয়ে।

ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেসা করলো, এতে হবে?

শশীকান্ত ঘাড় নাড়লো।

তারপর মুখ তুলে, খাতির করা গলায় জিজ্ঞেস করলো—দাদার নাম কী?

খুবই অবজ্ঞার সুরে সে বললো, রতনকুমার দাস।

উৎসাহিত হয়ে শশীকান্ত বললো, আপনিও দাস। আমিও দাস। আমার নাম শশীকান্ত দাস। কুষ্টিয়ায় বাড়ি।

এতেও বরফ গললো না। আর কোনো উত্তর না দিয়ে রতন চলে গেল। যেন সে বুঝিয়ে দিতে চায়, তার দাস আর শশীকান্তর দাস এক নয়। বাংলাদেশের লোক। তাই ধরণ ধারণ এরকম।

প্রায় এই রকম ভাবেই সাতটা দিন কাটলো।

নির্জনতায় অতিষ্ঠ হয়ে সপ্তম রাত্রিতে মরীয়া হয়ে গিয়ে শশীকান্ত

BanglaBook.org

ধরলো গান। বেশ উঁচু গলায়। সেই গানটা, 'শহরে ষোলোজন বোম্বেটে—

তখন উজ্জয়িনীর ঘরে রেকর্ড-প্লেয়ারে বাজছে ইংরেজি বাজনা।

অষ্টম দিন দুপুরে দমদম এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছুলেন জ্ঞানব্রত।

আগে থেকে খবর দেওয়া আছে। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে বাইরে। সঙ্গে একটা ছোট ব্যাগ ছাড়া মালপত্রের ঝঞ্ঝাট নেই।

জ্ঞানব্রত দ্রুত বেরিয়ে আসছেন বাইরে, হঠাৎ একটি সুন্দরী তরুণী মেয়ে কোথা থেকে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালো।

এক গাল হেসে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, আমায় চিনতে পারছেন?

মুখে একটানা ভ্রমণের ক্লান্তি, হাতে একটা ভারি ব্রীফকেস, জ্ঞানব্রত চাইছিলেন কোনোক্রমে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে গলার টাই ও জামার বোতাম খুলে ফেলতে।

সামনে মেয়েটিকে দেখে তাকে থমকে দাঁড়াতেই হলো।

মেয়েটি সারা মুখে ঝলমলে হাসি ফুটিয়ে বললো, নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে গেছেন? আমি কে বলুন তো?

এই কয়েকটা দিন বাইরে বাইরে ঘুরে সম্পূর্ণ অন্যরকম মানুষজনের মধ্যে থাকতে হয়েছে। জ্ঞানব্রত বাংলাতে কথা বলারও কোনো সুযোগ পান নি। হঠাৎ কলকাতায় পা দেবার পর মুহূর্তেই কেউ এরকম পরীক্ষায় ফেললে তিনি পারবেন কেন?

মেয়েটিকে চেনা লাগছে ঠিকই।

জ্ঞানব্রত দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। মেয়েটি বেশ রূপসী, সঙ্গে কেউ নেই, এয়ারপোর্টে একা, তবে কি কোনো এয়ার হোস্টেস? কিন্তু এয়ার হোস্টেসদের পোশাকের মধ্যে কী রকম যেন নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার থাকে, সেটা দেখলে বোঝা যায়। এর পোশাক সে রকম নয়। বেশ একটা চড়া রঙের লাল শাড়ী পরে আছে।

BanglaBook.org

মেয়েটি জ্ঞানব্রতর চোখে চোখ রেখে প্রতীক্ষা করছে বলে তিনি বললেন, হ্যাঁ চিনতে পারবো না কেন ?

—আমার নাম বলুন তো ?

নামটা তো মনে নেই বটেই, এমনকি কোথায় যে দেখেছেন মেয়েটিকে, তাও মনে করতে পারছেন না জ্ঞানব্রত।

—এর মধ্যেই ভুলে গেলেন ? এই তো মাত্র দশ বারো দিন আগে দেখা হয়েছিল।

—কোথায় ?

—ক্যালকাটা ক্লাবে। আপনার এক বন্ধু আলাপ করিয়ে দিলেন, কতক্ষণ আপনার টেবিলে বসলাম।

—এলা ?

—যাক, চিনতে পেরেছেন তাহলে।

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, কেন মেয়েটিকে তিনি ঠিক প্লেস করতে পারছিলেন না। এ রকম একটি সুশ্রী মেয়েকে মাত্র কয়েকদিন আগেই দেখে তাঁর ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেদিন মেয়েটি জিন খেয়ে নেশা করেছিল বলে তার চোখ দুটি ছিল কাঁচের মতন। আর প্রায় সর্বক্ষণই দেখেছিলেন বসে থাকা অবস্থায়। আজ একে দেখছেন একেবারে ভিন্ন পরিবেশে। বিভিন্ন রকম চুল বাঁধবার কায়দাতেও মেয়েদের মুখ অনেকখানি বদলে যায়।

—জানেন, আজ ট্যাক্সি স্ট্রাইক ?

বিমান যাত্রীদের কাছে এ সংবাদ বেশ একটা বড় সমস্যা বটে, কিন্তু জ্ঞানব্রতের মনে কোনো দাগ কাটলো না। কলকাতা শহরে তাঁর ট্যাক্সি চড়ার কোনো অবকাশ হয় না। তাঁর জন্য নিশ্চয়ই গাড়ি অপেক্ষা করছে বাইরে।

—তুমি কোথাও যাচ্ছো, না আসছো ?

এলা আবার হেসে ফেললো। তারপর ছেলেমানুষদের মতন

BanglaBook.org

দুষ্টুমীর সুরে বললো, আমি কোথাও যাচ্ছিও না, আসছিও না।

জ্ঞানব্রত ব্রীফকেসটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিলেন।

—আমি একজনকে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম।

—ও।

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো হলো। চলুন একটু কফি খাবেন? সেদিন আপনি আমাকে অনেক খাইয়ে দিলেন আজ আমি আপনাকে খাওয়াবো।

একটু ইতস্ততঃ করে জ্ঞানব্রত বললেন, ঠিক কফি খাবার ইচ্ছে এখন আমার নেই, বাড়ি ফেরার একটু তাড়া আছে, ওটা না হয় আর একদিন হবে।

—আপনার গাড়ি আছে নিশ্চয়ই? আমি কিন্তু লিফ্‌ট নেবো।

—খুব ভালো কথা।

—আসবার সময় কী কাণ্ড! আমার এক দিদি আজ আগরতলায় গেল। সঙ্গে অনেক মালপত্র, এদিকে ট্যাক্সি বন্ধ....শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে একটা শেয়ারের গাড়িতে....

টার্মিনালের বাইরে এসে জ্ঞানব্রত স্থির হয়ে দাঁড়ালেন এক জায়গায়। গাড়ি তাঁকে খুঁজতে হবে না। গাড়ির ড্রাইভারই তাঁকে খুঁজে বার করবে।

—কোথায় আপনার গাড়ি? কত নম্বর?

—ব্যস্ত হবার কিছু নেই, গাড়ী আসবে এখানে।

—জানেন, আপনি আমার একটা দারুণ উপকার করেছেন?

জ্ঞানব্রত রীতিমতন অবাক হয়ে বললেন, আমি! আমি আপনার কী উপকার করেছি? মাত্র একদিন দেখা।

—চলুন, গাড়িতে যেতে যেতে বলছি।

ঠিক এই সময় একজন কেউ ডাকলেন, জ্ঞানদা! জ্ঞানদা!

BanglaBook.org

জ্ঞানব্রত মুখ ফিরিয়ে দেখলেন বাবুল আমেদ হন্তদন্ত হয়ে আসছে এই দিকে। দু'হাতে দুটি সুটকেস।

বাবুল আমেদ মোটাসোটা, হাসি খুশী মানুষ। কার্ড বোর্ড বক্সের বেশ বড় ব্যবসা আছে। বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট। জ্ঞানব্রতর চেয়ে দু'তিন বছর বড়ই হবেন, কিন্তু ইনি প্রায় সবাইকেই দাদা বলে ডাকেন।

—আরে দাদা, কী ঝামেলায় পড়েছি! আমার ফেরার কথা ছিল গতকাল। সে ফ্লাইট মিস করেছি, তারপর আর খবরও দিতে পারিনি, সেই জন্য আমার গাড়ি আসেনি। এদিকে আবার ট্যাকসি ষ্ট্রাইক। আপনার কী অবস্থা?

জ্ঞানব্রত বললেন, চলুন, আপনাকে আমি নামিয়ে দিচ্ছি।

এলার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছায়া পড়লো। গাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সে পছন্দ করছে না।

জ্ঞানব্রতর কোম্পানীর গাড়ি তখনই চলে এলো সামনে। ড্রাইভার নেমে সেলাম করতেই জ্ঞানব্রত বললেন, পেছনের বুট খুলে দাও, এই সাহেবের সুটকেস যাবে।

এলা বললো, আমি সামনে বসি।

বাবুল আমেদ বললেন, না, না, আপনি সামনে বসবেন কেন? আমি বসবো। আমার সামনে বসাই অভ্যেস।

গাড়ি চলতে শুরু করার পরই বাবুল আমেদ ব্যবসাপত্রের কথা শুরু করে দিলেন। দাদা, আপনি স্টেট ট্রেডিং-এর মালহোত্রাকে চেনেন? এবার দিল্লীতে গিয়ে দেখলাম।...

জ্ঞানব্রত হুঁ হুঁ দিয়ে যেতে লাগলেন।

হঠাৎ কথা থামিয়ে বাবুল আমেদ বললেন, রোককে! ড্রাইভার সাহেব, এখানে একটু রুখে দিন তো।

—কী হলো?

BanglaBook.org

—এই সামনের দোকান থেকে একটু কোল্ড ড্রিংকস নেবো। অনেকক্ষণ ধরে তেষ্টা পেয়েছে। হঠাৎ কী রকম গরমটা পড়ে গেল দেখলেন?

গাড়ী থামতে পাশের দোকানে চার বোতল কোল্ড ড্রিংকসের অর্ডার দিলেন বাবুল আমেদ, অর্থাৎ ড্রাইভারের জন্যও একটা। পেছনের সীটে দুটি বোতল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি জ্ঞানব্রতকে বললেন, দাদা এ আপনার মেয়ে তো? এতক্ষণ চিনতেই পারিনি, সেই অনেকদিন আগে একবার দেখেছিলাম, ফ্রক পরার বয়েস তখন—

এরকম ভুল করার জন্য বাবুল আমেদকে দোষ দেওয়া যায় না। এলা তো জ্ঞানব্রতর মেয়েরই প্রায় সমবয়েসী। তাছাড়া অনাত্মীয় যুবতী মেয়েকে নিয়ে গাড়ীতে ঘোরার সুনাম জ্ঞানব্রতর নেই ব্যবসায়ী মহলে।

এলা মুখটা ফিরিয়ে থাকে।

জ্ঞানব্রত একটু বিব্রতভাবে বললেন, না,না আমার মেয়ে না। মেয়ের বান্ধবী, এয়ারপোর্টে হঠাৎ দেখা হলো।

জ্ঞানব্রতকে সামান্য মিথ্যে কথা বলতে হলো। এলা তাঁর মেয়ের সঙ্গে এক বছর এক কলেজে পড়েছে বটে, কিন্তু তার মেয়ের বান্ধবী নয়। উজ্জয়িনী এলার নাম শুনে ভালো করে চিনতেই পারে নি। বয়েসের তুলনায় এলা অনেক বড় হয়ে গেছে।

আবার গাড়ি চলতে শুরু করার পর বাবুল আমেদ আবার ফিরে গেলেন ব্যবসার কথাবার্তায়। এলা কোনো কথা বলার সুযোগ পেল না।

বাবুল আমেদ নামলেন মৌলালীতে।

তারপর এলা গম্ভীরভাবে বললো, আমাকে এসপ্লানেডে ছেড়ে দিলেই হবে।

—তোমার বাড়ি কোথায়?

BanglaBook.org

—অনেক দূরে, বেহালার কাছে।

বেহালা অনেক দূর তো বটেই তাছাড়া একেবারে অন্য রাস্তায়। জ্ঞানব্রত অতিশয় ভদ্র, মাঝপথে কোনো মহিলাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ী পৌঁছে পোশাক বদলাবার জন্যে তাঁর মনটা ছটফট করছে।

এখন রাত সাড়ে ন'টা। একবার তিনি ভাবলেন, তিনি আগে বাড়ী গিয়ে তারপর ড্রাইভারকে বলবেন, বেহালায় এই মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে ? তাঁর বাড়ীর সামনে গাড়িতে এলা বসে থাকবে···।

জ্ঞানব্রতকে দ্বিধা করতে দেখে এলা বললো, আমাকে এই সামনে এসপ্লানেডে নামিয়ে দেবেন, আমার কোনো অসুবিধে নেই। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে তো আমি মিনি বাসেই ফিরতাম।

জ্ঞানব্রত জোর দিয়ে বললেন, না সে প্রশ্নই ওঠে না। আমি তোমার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আসবো। কতক্ষণ আর লাগবে।

—আমার বাড়ী পর্যন্ত গেলে আপনাকে একবার নামতেই হবে। কথা দিন্।

—এখন, এত রাত্রে ?

—ক'টা আর বাজে ?

—অন্ততঃ দশটা বেজে যাবে।

—তাতে আর কী হয়েছে। এক কাপ চা খেয়ে যাবেন শুধু।

—আমি সন্ধ্যের পর চা কফি কিছু খাই না।

এবার গলা নীচু করে, মুচকি হেসে এলা বললো, হুইস্কি অবশ্য খাওয়াতে পারবো না বাড়িতে।

জ্ঞানব্রত নিয়মিত মদ্যপান করেন না, কখনো কখনো একটু একটু। এ মেয়েটি কি তাঁকে নেশাখোর ভেবেছে নাকি ? পঞ্চাশ বছর বয়েস পেরিয়ে যাবার পর ক'জন লোকই বা রাত দশটার সময় চা খায় ?

BanglaBook.org

এসপ্লানেড আসবার পর জ্ঞানব্রত ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন বেহালার দিকে যাওয়ার জন্য! তারপর তিনি অন্যমনস্কভাবে চুপ করে গেলেন।

—আপনি আমার ওপর রেগে গেলেন?

—আরে? রাগ করবো কেন?

—কোনো কথা বলছেন না আমার সঙ্গে?

জ্ঞানব্রত ভাবলেন, এ মেয়েটা কি পাগল নাকি? হঠাৎ তিনি রাগ করতে যাবেন কেন ওর ওপরে? তা ছাড়া কোনো কিছু বলবার না থাকলেও কথা বলে যেতে হবে? এমনিতেই কম কথা বলা তাঁর স্বভাব।

—আপনার কৌতুহল খুব কম, তাই না?

—কেন? সেটা কী করে বোঝা গেল।

—আপনি আমায় এয়ারপোর্টে দেখেও প্রথমে জিজ্ঞেস করেন নি কার সঙ্গে সেখানে গেছি। তারপর এই যে আপনাকে বললাম, একবার আমার বাড়িতে নামতে হবে, তখনও জিজ্ঞেস করলেন না, বাড়িতে কে কে আছে?

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, এবার মেয়েটি ঠিকই ধরেছে। এটা বোধ হয় সুজাতার প্রভাব। সুজাতা কখনো কারুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করে না। নারী জাতির মধ্যে সুজাতার মতন এমন কম কৌতুহলপরায়ণা খুবই দুর্লভ।

তিনি হেসে বললেন, একটা ব্যাপারে অবশ্য আমার একটু কৌতুহল হচ্ছে, তুমি তখন বললে, আমি তোমার উপকার করেছি সেটা কী উপকার?

—আপনি রেডিও'র ষ্টেশন ডিরেক্টর পি, সি, বড়ুয়ার সঙ্গে আমার আলাপ করে দিয়েছিলেন, মনে আছে?

—হুঁ।

BanglaBook.org

—উনি আমায় গানের প্রোগ্রাম দিয়েছিলেন। আগে আমি অনেকবার চেষ্টা করেও পাইনি। এবার যে পেলাম সে তো আপনার জন্যেই।

—এ জন্য আমি তো কোনো চেষ্টা করি নি। যাই হোক। যদি তোমার উপকার হয়ে থাকে আর তাতে আমার কোন যোগাযোগ থাকে, তাতে আমার খুশী হবারই কথা।

—সামনের মাসেই আমার প্রোগ্রাম।

—বাঃ।

—আপনারা বেশ মেকানিক্যাল। যখন তখন বাঃ বলতে পারেন। এলার গলায় রাগের ঝাঁঝের পরিচয় পেয়ে জ্ঞানব্রত একটু সচকিত হলেন। তিনি কোনো ভুল করে ফেলেছেন?

—এখানে, বাঃ। বলা বে-মানান?

—নিশ্চয়ই বে-মানান। আমি কেন গান করি, সে সম্পর্কে আপনার একটু কৌতুহল নেই, তবুও বললেন বাঃ।

রেডিওতে প্রত্যেকদিন কত ছেলে মেয়েই তো গান গায়। তা ছাড়া জ্ঞানব্রত অতি কদাচিত রেডিও শোনেন। সুতরাং রেডিওতে কে কবে কী গান গাইবে, সে ব্যাপারে জ্ঞানব্রতর কৌতুহল বা আগ্রহ থাকবে কেন? কিন্তু যে জীবনে প্রথম রেডিওতে গান গাইবার সুযোগ পেয়েছে, তার কাছে এটা নিশ্চয়ই খুবই উত্তেজনার ব্যাপার।

—না। না। শুনতে হবে। একদিন শুনবো তোমার গান।

—দেখি, সে দিনটা কবে আসে।

—খুব শিগগিরই একদিন····

—একটা মুসকিল হয়েছে কী জানেন, আমি নজরুল—অতুল প্রসাদ গাই, কিন্তু বড়ুয়া সাহেব বললেন, পল্লীগীতিতে স্কোপ বেশী। ঐ প্রোগ্রামে ভালো আর্টিষ্ট পাওয়া যায় না। সেইজন্য আমার একটা করে পল্লীগীতির অনুষ্ঠানও করে যেতে হবে। আমি ফোক সং

BanglaBook.org

কোনোদিন তেমন শিখিনি····এখন শিখতে যেতে হবে কারুর কাছে।

এতক্ষণে শশীকান্তর কথা মনে পড়লো জ্ঞানব্রতর। তিনি একজন গায়ককে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন। সে ছেলেটা কী করছে কে জানে? সে কি সুজাতা-উজ্জয়িনীদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে?

—আমি একজন পল্লীগীতির গায়ককে চিনি। ভালো গায়। জানি না, সে তোমায় শেখাতে পারবে কি না।

—কে? কে? কি নাম?

—একদিন আলাপ করিয়ে দেবো তোমার সঙ্গে।

এলা তার ডান হাতটা সীটের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে জ্ঞানব্রতর একটা হাতের ওপর রাখলো। জ্ঞানব্রত প্রায় শিহরিত হলেন। এ কী করছে মেয়েটা? সামনে ড্রাইভার রয়েছে। এরকমভাবে তো প্রেমিক-প্রেমিকারা হাতের ওপর হাত রাখে। মেয়েটা তাঁর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছে কেন?

জ্ঞানব্রত নিজের হাতটা সরিয়ে নিতেও পারলেন না। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আড়ষ্টভাবে বসে রইলেন।

বেহালায় বাড়ির সামনে পৌঁছে এলা আর বিশেষ জোর করলো না। জ্ঞানব্রত দু'বার না বলতেই সে বললো আচ্ছা ঠিক আছে। আজ নামতে হবে না। কিন্তু বাড়ি তো চিনে গেলেন, অন্য কোন দিন আসবেন তো?

—হ্যাঁ, আসবো। গান শোনা আর চা পাওনা রইলো।

অদ্ভুত রহস্যময়ভাবে জ্ঞানব্রতর দিকে হেসে এলা খুব আস্তে আস্তে বলল, আমি জানি, আপনি ঠিক আসবেন!

বাড়ি ফেরার পর সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, এত দেরি হলো? প্লেন লেট ছিল?

BanglaBook.org

—না। আজ ট্যাক্সি স্ট্রাইক। দু'জনকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এলুম।

ভালো করে স্নান করে পা-জামা ও পাঞ্জাবী পরার পর জ্ঞানব্রত খুব স্বস্তির সঙ্গে বললেন, আঃ।

আজ তাঁর ভালো ঘুম হবে। নিজের বাড়িতে, নিজের বালিশটিতে মাথা দিয়ে ঘুমোনোর মতন আরাম আর নেই।

খাওয়ার টেবিলের কাছে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িটা বড্ড চুপচাপ লাগছে। খুকু কোথায়?

—ও নাইট শো-তে সিনেমায় গেছে। বুলু মাসীদের সঙ্গে। আর একটু বাদেই ফিরবে।

—তুমি গেলে না সিনেমায়?

—আমি কি সব সিনেমা দেখি? তাছাড়া তুমি আজ আসবে।

—সেই ছেলেটি কোথায়? সে খেয়েছে?

সুজাতা এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে মুখখানা নিচু করে রইলো।

উত্তর না পেয়ে বিস্মিত হলেন জ্ঞানব্রত। চেয়ারে না বসে তিনি এগিয়ে গেলেন গেষ্ট রুমের দিকে।

সে ঘরটির দরজাটা বন্ধ। জ্ঞানব্রত একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ঘর ফাঁকা।

এ কি? সেই ছেলেটি গেল কোথায়? শশীকান্ত? সুজাতা খুব ধীর স্বরে বলল, সে আজ সকালে কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে। সারা দিনে আর ফেরে নি।

স্ত্রীকে দু'একটি প্রশ্ন করেই থেমে গেলেন জ্ঞানব্রত।

বাড়িতে তিনি একজন অতিথি রেখে গিয়েছিলেন। তারপর কয়েক দিন কলকাতার বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখলেন সেই অতিথি নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। সুতরাং ধরেই নেওয়া যায়

BanglaBook.org

অতিথির প্রতি অযত্ন, অবহেলা, অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখান হয়েছিল নিশ্চয়।

কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ এমনকি উঁচু গলায় কথা বলাও জ্ঞানব্রতর স্বভাব নয়। তাঁর সব কিছুই মনে মনে।

শশীকান্ত কোথায় যেতে পারে? তার তো কোনো যাবার জায়গা নেই। যে মেস ছেড়ে চলে এসেছে, সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কারণ সেখানে একজন রুমমেট তাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত ছিল। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে? যোধপুর পার্কে বাড়ি খুঁজে পাওয়া শক্ত, অনেকেই বলে। পুলিশে ফোন করা কি উচিত হবে? শশীকান্ত একজন শক্ত সমর্থ চেহারার পুরুষ মানুষ, সে বাড়ি ফেরেনি বলে থানায় খবর দিলে যদি সেখানকার লোকেরা হাসাহাসি করে?

পোশাক বদলে জ্ঞানব্রত দুটি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়লেন। সুজাতা বাথরুমে, উজ্জয়িনীর ঘরে রেকর্ডপ্লেয়ারে একটা উগ্র বিদেশী সুর বাজছে। জ্ঞানব্রত একদিন দেখেছিলেন, উজ্জয়িনী ঘরের মধ্যে একা একাই নাচে। তখন বড় সুন্দর দেখায় ওকে, চোখ দুটো মোহের আবেশে বুজে আসা হাতের আঙ্গুলগুলো যেন গড়া; ঠোঁটের ভঙ্গিতে অদ্ভুত সারল্য। কিছু দিন ধরে মেয়ের কথা ভাবলেই এলার কথা মনে পড়ে। ওরা প্রায় একই বয়েসী। কিন্তু দু'জনে কত আলাদা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রাত পোশাক পরা সুজাতা নিজের খাটে শুয়ে একটা সিগারেট ধরালো। কিন্তু আজ আর ডিটেকটিভ উপন্যাস খুললো না।

—তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো?

জ্ঞানব্রত চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। চক্ষু বোজা। বুকের উপর আড়াআড়ি দুটি হাত রাখা। আজ আর ঘুমের আরাধনা করতে হবে

BanglaBook.org

না, ট্যাবলেট তার কাজ ঠিক সময় মতন করবেই। এর সঙ্গেই হাত-পা একটু ঝিমঝিম করছে।

—না। তুমি কিছু বলবে?

—আমাদের যে এক সঙ্গে বাইরে কোথাও যাবার কথা বলেছিলে? যাবে না?

—হ্যাঁ। যাওয়া যেতে পারে। কোথায় যাবে, ঠিক করেছ?

—পুরী।

—পুরী। গত বছরই তো গিয়েছিলুম।

—গতবার তো সারাক্ষণই বৃষ্টি হলো···সমুদ্র আমার ভালো লাগে···

—ঠিক আছে। কালই হোটেল বুক করবার ব্যবস্থা করবো।

নিজের খাট থেকে উঠে এসে সুজাতা বললো, একটু সরো তোমার পাশে আমি শোবো।

—আজ বই পড়বে না?

—কেন, তোমার পাশে শুলে আপত্তি আছে?

জ্ঞানব্রত হাত বাড়িয়ে সুজাতার কোমর ধরে নিজের কাছে টেনে নিলেন। মনে মনে অনুশোচনা হলো। কেন ঘুমের ট্যাবলেট খেতে গেলেন আজ। আসল ব্যাপারটা হবার আগে সুজাতা অনেকক্ষণ আদর পছন্দ করে। যদি তার মধ্যে ঘুম এসে যায়!

জ্ঞানব্রতর মুখটা নিজের বুকে চেপে ধরে সুজাতা জিজ্ঞাসা করলো তুমি আমার উপরে রাগ করেছো?

—কেন, রাগ করবো কেন?

—ঐ যে গায়কটি শশীকান্ত....ও বাড়ি ফেরেনি, তুমি ভাবছ ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি···

—না, না, সে কথা বলবো কেন?

—লোকটি তো কথাই বলতে চায় না, এত লাজুক, আমি দু-এক

BanglaBook.org

বার চেষ্টা করেছি…তুমি শখ করে ওকে বাড়িতে ডেকে এনেছো, ওর যাতে কোনো অযত্ন না হয় সে কথা আমি কাজের লোকেদের বলেছিলাম।

—না, না, তুমি তো যথেষ্ট করবেই, আমি জানি।

—তোমার শরীর বেশ ভাল নেই, কিছুদিন ধরেই দেখছি, তুমি অন্যমনস্ক?

শরীর তো ঠিকই আছে। অন্যমনস্ক থাকি বুঝি?

—তুমি বড় বেশী পরিশ্রম করছো আজকাল।

সুজাতার উরু কি মসৃণ, তলপেটে ভাঁজ পড়েনি, বুক তুটি এখনো সুগোল। বোঝাই যায় না, তার অতবড় মেয়ে আছে। আজ জ্ঞানব্রতকে প্রমাণ করতে হবে, তিনি এখনো সক্ষম পুরুষ মানুষ; কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না।

মধ্যপথে বিকট শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। বেড রুমের টেলিফোনের কানেকশন রাত এগারোটার পর অফ করা থাকে। সুজাতা নিজেই এটা করে। আজ সে ভুলে গেছে। আজই। বেশী রাতের টেলিফোনের আওয়াজে কেমন একটা গা ছম ছম করা ভয় আছে। জ্ঞানব্রতর নির্দেশ আছে অফিসের হাজার জরুরী কাজ থাকলেও কেউ যেন তাঁকে রাত এগারোটার পর বিরক্ত না করে। কিন্তু যদি ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে?

স্বামী আর স্ত্রী তু'জনেই একটুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে শুনলো আওয়াজটা। তারপর সুজাতা বললো, আমি ধরবো? জ্ঞানব্রত বললেন, না, আমি ধরছি।

প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। জড়িত গলায় কে যেন হিন্দিতে কী জানতে চাইছে।

জ্ঞানব্রত কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, হ্যালো? হু ইজ স্পিকিং? হুম ডু য়ু ওয়াণ্ট?

BanglaBook.org

রং নাম্বার।

জ্ঞানব্রতর ইচ্ছে হলো টেলিফোন যন্ত্রটা আছড়ে ভেঙে ফেলতে। তার বদলে তিনি তার ধরে এক টান দিয়ে প্লাগটা খুলে ফেললেন। সুজাতা ততক্ষণে উঠে বসেছে। জ্ঞানব্রত ফিরে আসতেই বললো, আজ আর থাক।

জ্ঞানব্রত আপত্তি করলেন না। তিনি জানেন, একটু কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটলেই সুজাতার মুড অফ হয়ে যায়।

এরপর শুতে....না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লেন জ্ঞানব্রত। যেন ট্যাবলেটের ঘুম তাঁর জন্য জানালার বাইরে অপেক্ষা করছিল।

পরদিন সকালবেলা জানা গেল শশীকান্ত বাড়ির গেটের বাইরের সিঁড়িতে বসে ঘুমোচ্ছে।

জ্ঞানব্রত নিজেই যথেষ্ট ভোরে ওঠেন কিন্তু তাঁর আগেই রঘু দেখতে পেয়েছে। খবর পেয়ে জ্ঞানব্রত সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই শশীকান্ত ধড়মড় করে জেগে উঠে চোখ কচলাতে লাগলো।

—কী ব্যাপার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন?

—আমি হারায় নাই স্যার, আমারে যারা পৌঁছাতে এসেছিল....

—তারা কারা?

—ব্যাণ্ডেলে গেছিলাম স্যার, একটা ফাংশান ছিল। আসরে গাইতে দিল রাত এগারোটায় পর। দুইখানা গানের পর পাবলিক বললো. আরও চাই—আরও চাই। গাইলাম আরও তিনখানা।

—বাঃ, ভালো কথা। ব্যাণ্ডেলে ফাংশান করতে গিয়েছিলে তো সে কথা এ বাড়িতে কাউকে বলে যাওনি কেন?

—দুপুরে রেডিও স্টেশনে গেলাম। সেখানে বিমানদা বললেন. ব্যাণ্ডেলে একটা ফাংশান আছে, যাবে? বোম্বাইয়ের একজন আর্টিষ্ট আসে নাই। ওরা সেইজন্য তিন চারজন একস্ট্রা লোকাল আর্টিষ্ট চেয়েছে। যাবে তো এক্ষুনি চলো, একশো টাকা পাবে। তা স্যার,

BanglaBook.org

একশো টাকা রেট তো আমারে আগে কেউ দেয় নাই, তাই রাজি হয়ে গেলাম। পাবলিক খুব সাপোর্ট দিচ্ছে স্যার, আমারে থামতেই দেয় না। ঐ গানটা গাইলাম, ষোলো জন বোম্বেটে....

—ঠিক আছে। বাড়ির ভেতরে এস, হাত মুখ ধুয়ে নাও।

—আপনি রাগ করছেন, স্যার?

—না। আমাকে স্যার বলে ডেকো না।

—কী বলবো?

—ইয়ে, শুধু দাদা বলতে পারো।

এরপর শশীকান্তের জন্য অন্য ব্যবস্থা হলো। দোতলার সুসজ্জিত গেস্ট রুমটির বদলে তাকে পাঠানো হলো একতলার সাদা-মাটা একটি ঘরে। সেখানে সে বেশী স্বস্তি পাবে। ঘরটা বাড়ির পেছন দিকে, ইচ্ছে করলে সেখানে সে তার গানের রেওয়াজও করতে পারে। তাতে ওপর তলায় লোকেদের কোনো ব্যাঘাত হবে না। তার খাবারও পাঠিয়ে দেওয়া হবে নিচে।

এসব সুজাতারই ব্যবস্থাপনা।

খাবার টেবিলে বসে জ্ঞানব্রত বললেন, তাহলে শনিবারেই পুরীর হোটেল বুক করছি। শচীনকে বলে দিচ্ছি, আজই টিকিট কেটে ফেলবে। ভুবনেশ্বর পর্যন্ত প্লেনে যাবে, না ট্রেনে?

সুজাতা বললো, ট্রেনেই ভাল। এক রাত্রিরই তো ব্যাপার। ওখানে গাড়ি পাওয়া যাবে তো?

—হ্যাঁ, টুরিষ্ট ডিপার্টমেন্টের গাড়ি ভাড়া করলে হবে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় ঘুম-চোখে উস্কোখুস্কো চুলে এসে হাজির হলো উজ্জয়িনী। টেবিলে বসেই বললো, আমার দুধটা দিয়ে দাও আমি আজ তাড়াতাড়ি বেরুবো।

সুজাতা বললো, খুশী? এই শনিবার আমরা পুরী যাচ্ছি।

BanglaBook.org

উজ্জয়িনী যেন আকাশ থেকে পড়লো। সারা মুখে বিস্ময় ছড়িয়ে বললো, পুরী? এখন? তোমাদের কি মাথা খারাপ?

—কেন?

—গত বছর মনে নেই? সর্বক্ষণ বৃষ্টি।

—তা বলে কি এবারেও বৃষ্টি হবে?

—নিশ্চয়ই হবে। দেখছো না, এখানে এরই মধ্যে দু'একদিন বৃষ্টি হয়ে গেলো।

—তা হোক না। বৃষ্টির মধ্যেও সমুদ্র দেখতে কত ভালো লাগে। ইচ্ছে হলে আমরা পুরীর বদলে কোনারকে গিয়েও থাকতে পারি।

—তোমাদের ভালো লাগে তোমরা যাও।

—তুমি যাবে না?

—ইম্‌পসিবল। আমি কলকাতা ছেড়ে কিছুতেই যেতে পারবো না।

—কেন তোর এমন কি কাজ-কর্ম আছে, শুনি!

—এই শনিবার দিন পারমিতার জন্মদিনের পার্টি। আমরা অনেক মজা করবো, কত দিন আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি।

—ঠিক আছে, আমরা তা হলে শনিবারের বদলে রবিবার যাবো।

—রোববার থেকে আমাদের নাটকের রিহার্সাল। আমরা মিড সামার নাইট্‌স ড্রিম করছি।

—তা হলে আমরা যাবো, তুই যাবি না?

—তোমরা কি আমায় জিজ্ঞেস করে যাওয়া ঠিক করেছো? আমার সুবিধে অসুবিধে কিছু আছে কিনা তা একবারও ভেবে দেখবে না?

জ্ঞানব্রত চুপ করে আছেন। মেয়ে বড় হয়েছে, তার একটা নিজস্ব মতামত তো থাকবেই। বাবা-মা যখন যেখানে যেতে বলবে, তাতে রাজি হবে কেন?

BanglaBook.org

উজ্জয়িনীর ওপর জোর করেও কোনো লাভ নেই। দারুন জেদী মেয়ে।

মা ও মেয়েতে আরও কিছুক্ষণ উত্তর প্রত্যুত্তর চলবার পর জ্ঞানব্রত বাধা দিয়ে বললেন, থাক ও যদি যেতে না চায়, ও থাক।

—তা বলে বাড়িতে ও একা থাকবে ?

উজ্জয়িনী এবার ফোঁস করে উঠে বললেন, হোয়াট ডু য়ু মীন একা ? আমি কি একা থাকলে ভূতের ভয় পাবো ?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো উজ্জয়িনী একাই থাকবে। পুরীতে যাবে শুধু স্বামী স্ত্রী। জ্ঞানব্রতর ক্ষীণ আশা ছিল, যদি সুজাতা পুরো ব্যাপারটাই ক্যানসেল করে দেয়। কেননা, পুরীতে এখন বেড়াতে যাবার খুব ইচ্ছে তাঁরও নেই। কিন্তু সুজাতা যাবার জন্য বদ্ধপরিকর।

অফিসে গিয়েই হোটেলের বুকিং এবং টিকিটের ব্যবস্থা করে ফেললেন জ্ঞানব্রত। তারপর কাজে ডুবে গেলেন।

নিজে কিছুদিন তিনি কলকাতার বাইরে ছিলেন, আবার বাইরে যাচ্ছেন, মাঝখানে অনেকগুলো কাজ সেরে রাখতে হবে।

দু'দিন বাদে শেষ বিকেলে একটা টেলিফোন পেলেন জ্ঞানব্রত।

—আমি এলা বলছি। নাম শুনে চিনতে পারছেন তো ?

—হ্যাঁ।

—আপনি আজ খুব ব্যস্ত ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ব্যস্তই বলা যায়।

—তা হলে আমি যাবো না ? আমার ইচ্ছে ছিল আপনার কাছে গিয়ে নেমন্তন্ন করার। টেলিফোনেই বলবো ?

মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞানব্রত চিন্তা করলেন, কিসের নেমন্তন্ন ? বিয়ের ? এরই মধ্যে মেয়েটি বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। আশ্চর্য।

—হ্যাঁ বলুন, মানে, ইয়ে বলো···

BanglaBook.org

—কাল সন্ধ্যেবেলা আপনি ফ্রি আছেন তো? না থাকলেও আপনাকে সময় করতেই হবে।

—কী ব্যাপার?

—আমার এখানে একটা ছোট্ট ঘরোয়া গান-বাজনার আসর কালকে। আপনার আসা চাই। আমি কিন্তু কোনো রকম আপত্তি শুনব না। আসতে হবেই।

জ্ঞানব্রত একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগছে না! এই মেয়েটি যেন তাঁকে ক্রমশই জড়িয়ে ফেলতে চাইছে। সামান্য একটা ছোট্ট ঘরে থাকে মেয়েটি, সেখানে গান বাজনার আসর? এই মেয়েটির সব কিছুই যেন অদ্ভুত।

—আপনি কিছু বলছেন না যে, হ্যালো! হ্যালো!

—আমার পক্ষে তো কাল যাওয়া সম্ভব নয়। একটা জরুরী এ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে।

—সন্ধ্যে বেলাতেও কাজের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট? হি হি হি! কতক্ষণ লাগবে? আপনি একটু দেরি করে আসুন, কোনো অসুবিধাই নেই।

—একটু নয়, অনেক দেরী হবে।

—কতক্ষণ, ন'টা দশটা! তার পরেও অন্তত আসুন একটু ক্ষণের জন্য!

দশটার পরেও একটি কুমারী মেয়ে তার বাড়িতে যাবার জন্য অনুরোধ করছে। জ্ঞানব্রত এসব জীবনে একেবারেই অভ্যস্ত নয়।

তিনি কণ্ঠস্বর গম্ভীর করে বললেন, না আমার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। দুঃখিত।

আর কিছু শোনার আগেই তিনি রিসিভার রেখে দিলেন।

এই মেয়েটিকে আর একটুও প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। একে একেবারে মুছে ফেলতে হবে মন থেকে।

কাজ শেষ করার পর যথারীতি বাড়ী ফিরে তিনি একটু চাঞ্চল্য

BanglaBook.org

বোধ করলেন। আবার কি ব্লাড প্রেসার বেড়েছে? তাঁর এক বন্ধু তাঁর চিকিৎসক। তাঁর কাছে একবার যাবেন নাকি?

সারাদিন প্যাচপেচে গরম গেছে। বাথরুমে ঢুকতে গিয়েও তিনি ঘেমে গেলেন। ইচ্ছে করছে সাঁতার কাটতে। ডাক্তারও বলেছিলেন অবগাহন স্নানে ব্লাড প্রেসারের উপকার হয়।

গাড়ি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়ে চলে এলেন ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে। এক সময় এখানে তিনি নিয়মিতই আসতেন। হার্টের গণ্ডগোলটার পর আর আসা হয় না।

আজ ইচ্ছে করছে দু-এক বোতল বীয়ার পান করতে। এই গরমে ভালো লাগবে। কিংবা অনেক খানি বরফ দিয়ে গিমলেট। কিন্তু জ্ঞানব্রত সে ইচ্ছেটা দমন করলেন। তাঁর এক বন্ধু বোম্বাইতে তিন পেগ জিন খেয়ে সাঁতার কাটতে নেমেছিল। সুইমিং পুলের মধ্যেই হার্ট অ্যাটাক হয় চিকিৎসারও সুযোগ পায়নি।

নীল রঙের পরিষ্কার জল। তলার দিকটা বেশ ঠাণ্ডা। অন্য যারা সাঁতার কাটছে তারা প্রায় সবাই সাহেব-মেম। ভারতীয়রা এই ক্লাবের সভ্য হয় বটে। কিন্তু প্রায় কেউ জলে নামে না, জলের ধারে টেবিল নিয়ে বসে মদ খায় আর আড়চোখে অর্ধনগ্ন মেমদের দেখে।

আপন মনে সাঁতার কাটতে কাটতে জ্ঞানব্রতর হঠাৎ ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সাঁতার শিখেছেন গ্রামের পুকুরে। কুষ্টিয়ার কুমারখালি গ্রামে। মামা বাড়িতে তাঁর সেজো মামা ন'বছর বয়স্ক জ্ঞানব্রতকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন পুকুরের মধ্যে। আকুপাকু করতে করতে ডুবে যাবার ঠিক আগে সেজো মামা এসে ধরে ফেলতেন। এইভাবে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সাঁতার শেখা হয়ে যায়।

এসব মনে পড়েনি তো এতদিন। ক্যালকাটা ক্লাবের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে এসে এর আগে কোনোদিন তাঁর গ্রামের পুকুরের কথা মনে পড়েনি। শশীকান্তর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই।… কিন্তু এর

BanglaBook.org

মধ্যে একদিনও তো শশীকান্তর সঙ্গে গল্প করা হলো না, কিংবা শোনা হলো না তার গান।

খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে ক্লান্ত হয়ে জ্ঞানব্রত ওপরে উঠে বসলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার নামবেন। জল খুব ভালো লাগছে আজ।

হঠাৎ পুলের ডান পাশের দিকে চোখ চলে গেল তাঁর, একজন নারীর বাহু ধরে এগিয়ে আসছে একজন দীর্ঘ চেহারার পুরুষ। রেডিওর সেই পি, সি বড়ুয়া আর এলা। ওরা কোনো খালি টেবিল খুঁজছে।

জ্ঞানব্রত চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্য দিকে।

সুইমিং পুলের রেলিং ধরে আস্তে আস্তে উঠে এলেন জ্ঞানব্রত। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

এলা কিংবা বড়ুয়া তাকে দেখতে পায় নি। জলের ধারে একটা টেবিলে বসে কী একটা কথায় যেন ওরা দু'জনেই হাসছে।

জ্ঞানব্রত চলে গেলেন পোশাক বদলাবার ঘরে। আগে গা মাথা মুছেলন ভালো করে। তারপর দাঁড়ালেন আয়নার সামনে। নিজের মুখটা এত অচেনা লাগছে কেন? কেন তিনি একটু একটু কাঁপছেন? তাঁর ঈর্ষা হয়েছে? এই জিনিষটা তো তাঁর কোনদিন ছিল না। এলাকে তো তিনি এড়িয়ে যেতেই চেয়েছিলেন।

পোশাক পরে নিয়ে বাইরে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তার এখন চলে যাওয়া উচিত। ওরা গল্প করছে করুক। এর মধ্যে তিনি নানান লোকের কাছে শুনেছেন যে ঐ বড়ুয়ার খুব মেয়ে-বাতিক আছে। কোনো সুন্দরী মেয়ে পেলে ছাড়ে না।

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু একটা প্রবল চুম্বক যেন তাঁকে টানছে পেছন থেকে। খুব ইচ্ছে করছে আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখতে তবু তিনি শক্তভাবে হাঁটতে লাগলেন। তার পিঠে কার ছোঁয়া লাগতেই তিনি চমকে উঠে বললেন. কে?

Banglabook.org

—আপনি আমাদের দেখতে পেয়েও চলে যাচ্ছেন যে?

এলার মুখখানিতে কী চমৎকার সুস্বাস্থ্যের তাজা ভাব। কলঙ্কহীন মসৃণ, নিষ্পাপ মুখ। জ্ঞানব্রত যেন একটি বৃষ্টিভেজা সদ্য ফোটা ফুল দেখছেন। তিনি কোনো কথা বললেন না।

—আপনি চলে যাচ্ছেন যে?

জ্ঞানব্রত ভাবলেন, এই মেয়েটি প্রায় তাঁর নিজের মেয়ের বয়েসী। কিন্তু উজ্জয়িনীর তুলনায় কত বেশী অভিজ্ঞ। মুখখানা যত নিষ্পাপ দেখায়। মোটেই তত নিষ্পাপ নয়। যার তার সঙ্গে প্রকাশ্য জায়গায় মদ খেতে যায়। গায়িকা হিসেবে নাম কেনার জন্য পি, সি, বড়ুয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। পুরুষ মানুষদের দিকে এমনভাবে তাকায় যাতে সরলতার সঙ্গে মিশে থাকে লাস্য। ক্যালকাটা ক্লাবে প্রথম আলাপের দিন জ্ঞানব্রতর দিকেও এলা এইভাবে তাকিয়ে ছিল।

অথবা, এসব দোষের নয়। জ্ঞানব্রত পুরোনো পন্থী? ব্যবসায় জগতে তিনি এমনভাবে জড়িয়ে আছেন যে পৃথিবী কতটা বদলে গেছে, তা তিনি জানেন না?

অনেককিছু বদলালেও ভালোবাসা, লোভ, দুঃখ, ঈর্ষা এসব বদলায় না। জ্ঞানব্রতর বুকের মধ্যে যে একটা জ্বালা জ্বালা ভাব, সেটা ঈর্ষা ছাড়া আর কী।

তিনি ঠাণ্ডাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর?

এলা বললো, আপনি আমাদের সঙ্গে একটু বসবেন না?

—আমি একটু সাঁতার কাটতে এসেছিলুম।

—একটু বসুন। এক্ষুণি চলে যাবেন!

—হ্যাঁ, যেতে হবে।

—আপনি আমায় দেখলেই এড়িয়ে যেতে চান কেন, বলুন তো?

—ইয়ে···তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যাওয়ার কি কোনো কথা ছিল? সুতরাং এড়িয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে কি করে? চলি।

BanglaBook.org

আর কোনো কথা বলার সুযোগ দিলেন না, এবার বেশ গট গট করে বেরিয়ে গেলেন জ্ঞানব্রত। এলাকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরে তিনি বেশ তৃপ্তি পেয়েছেন।

একটু আগে তাঁর মনে হচ্ছিল, এলা মেয়েটি তাকে ঠকিয়েছে। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে পি, সি বড়ুয়ার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, সুইমিং ক্লাবে লাঞ্চ খেতে এসেছে। এবার তিনি বুঝিয়ে দিলেন, এ রকম কোনো মেয়ের সঙ্গে বাজে খরচ করবার মতন সময় তাঁর নেই।

কিন্তু একটু পরেই তাঁর মনের ভাব বদলে গেল আবার।

সুইমিং ক্লাবে প্রথমে বড়ুয়ার সঙ্গে এলাকে দেখে তাঁর ঈর্ষা হয়েছিল, এটা অস্বীকার করতে পারেন না। তারপর এলা তাঁকে ডাকতে এলেও তিনি ওদের সঙ্গে বসতে রাজি হন নি। এতে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন। তা হলে এখন আবার কষ্ট হচ্ছে কেন? অফিসে কোনো কাজে মন বসছে না। একটু আগে একজন সাপ্লায়ার এসে কী বলে গেল তা তিনি ভাল করে শোনেনেই নি।

এলাকে তিনি অপমান করেছেন। এরকম তো তাঁর স্বভাব নয়। কারুর সঙ্গেই রূঢ় ব্যবহার করেন না। বিশেষত একটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে এ রকম কেন হলো?

সন্ধ্যের পর তার ড্রাইভার ছুটি চাইলো। দেশ থেকে তার কোন আত্মীয় আসবে। তাকে আনতে হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে। সাহেবকে বাড়ী পৌঁছে দেবার পর বাকি সন্ধ্যেটা ছুটি চায়।

অফিস থেকে ড্রাইভারকে ছেড়ে দিলেন জ্ঞানব্রত। অনেকদিন পর তিনি নিজে আজ গাড়ি চালাবেন! বুকে ব্যথা হবার পর থেকে ডাক্তারের উপদেশে তিনি গাড়ি চালানো বন্ধ করে ছিলেন।

এ কি. এ তিনি কোথায় যাচ্ছেন? নিজের ব্যবহারেই অবাক হয়ে যাচ্ছেন জ্ঞানব্রত। মনের কোন গভীর জায়গায় এইসব ইচ্ছে লুকিয়ে

BanglaBook.org

থাকে? এদিকে এলার বাড়ি। এলা একদিন খুব অনুরোধ করছিল তার বাড়িতে কিছুক্ষণ বসবার জন্য।

প্রথম আলাপে এলা বলেছিল, সে ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে থাকে। তারপর সে আলাদা ফ্ল্যাটের কথা উল্লেখ করেছিল। এলা তো চাকরি করে না। এ সব খরচ সে চালায় কি করে? না.না, মেয়েটিকে কোনো ক্রমেই নষ্ট হতে দেওয়া চলেনা। তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনী যদি একটা সুন্দর সুস্থ জীবন পায় তা হলে এলাই বা পাবে না কেন?

এলার ঘরে গানের আওয়াজ আসছে। যদি ওখানে বড়ুয়া বসে থাকে? বড়ুয়ার মতলব ভালো না, এলাকে সাবধান করে দিতে হবে। বড়ুয়াকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, কোনো মেয়ের সঙ্গেই সে এরকম ব্যবহার করতে পারবে না।

দরজা খুলে এলা অবাক হয়ে গেল।

না, আর কেউ নেই. এলা একা একাই বসে গানের আওয়াজ করছিল। এটা এলার দিদির ফ্ল্যাট। দিদি-জামাইবাবু বাইরে গেছেন বলে এলা কেয়ার টেকার।

জ্ঞানব্রত ভেবেছিলেন অনেক কিছু বলবেন এলাকে। তিনি শুধু বললেন, এসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলুম।

—মোটেই না। শুধু ভাবছি আমার এত সৌভাগ্যের কারণটা কি?

—তুমি গান গাইছিলে, তাই গাও, আমি শুনি।

—আপনি একদিন কী একটা ফোক্ সঙ-এর কথা বলছিলেন। আমি কিন্তু ফোক সঙ জানি না।

—তুমি যা জানো, তাই গাও।

হারমোনিয়াম নিয়ে এলা নিঃসঙ্কোচে গান ধরলো। রবীন্দ্র সঙ্গীত: মধুর তোমার শেষ যে না পাই—।

এ গানটা জ্ঞানব্রত অনেকবার শুনেছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল,

BanglaBook.org

রবীন্দ্র সঙ্গীত সব পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু এই গানটা তো আবার নতুন করে ভালো লাগলো। এলার গলাটা সে রকম আহামরি কিছু না হলেও সুশ্রাব্য। চর্চা করলে ও একদিন নাম করতে পারবে।

—বাঃ বেশ ভাল হয়েছে।

—আমি আপনার প্রশংসায় বিশ্বাস করি না। আপনি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

—না, না।

—আমি ঠিক বুঝেছি। আপনি সেই ফোক সঙটার কথাই ভাবছিলেন নিশ্চয়ই। কি সেই গানটা ?

—শহরে ষোলজন বোম্বেটে করিয়ে পাগল পারা... লালন ফকিরের গান।

—এই গানটার বিশেষত্ব কী ?

—সে রকম কিছুই না। আমি যে গান বাজনার খুব একটা ভক্ত, তাও না। তবু, রেডিওতে একদিন ওই গানটা শুনে আমি যেন কী রকম হয়ে গেলাম। আসলে আমার একটা হারিয়ে যাওয়া বাল্যকাল আছে। কয়েকটা বছরের কথা আমার কিছুই মনে পড়ে না। এই গানটা শুনে একটু একটু মনে পড়লো....কুষ্টিয়ায় থাকবার সময় একজন ফকিরের মুখে আমি এই গানটা শুনতাম...আমার দাদা মশাইয়ের কাছে আসতেন সে ফকির...। মনে হয় যেন একটু একটু করে সব মনে পড়বে এবার...। অবশ্য এত সব মনে পড়া ভালো নয়।

—কেন ভালো নয় ?

—মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ইদানীং, জীবনটা যদি আবার নতুন করে শুরু করা যেত !

—এ রকম চিন্তা আপনার মাথায় কে ঢোকালো ? আপনি একজন সাকসেসফুল মানুষ, কোনদিকেই অভাব নেই।

—তবু তো মনে হয়।

BanglaBook.org

—আপনার বাড়িতে একজন গায়ককে এনে রেখেছেন, তাই না?

—হ্যাঁ....তুমি কী করে জানলে?

এলা এবার চোখ টিপে দুষ্টু মেয়ের মতন হাসলো। তারপর বললো, জানি···খবর রাখতে হয়····আমি আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি।

—আমার তো কোনো গোপন কথা নেই।

—সেই গায়কের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিন না। আমি তা হলে কয়েকটা ফোক সং শিখে নিতে পারি। আপনি যখন ঐসব গান এত ভালোবাসেন।

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে জ্ঞানব্রত বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেবো। শোনো আমি সে কথাটাই তোমাকে বলতে এসেছি। তুমি আজে বাজে লোকের সঙ্গে ঘুরো না। তুমি মন দিয়ে গান শেখো। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। আমি যদি মাসে মাসে তোমাকে ধরো হাজার দেড়েক টাকা দিই, তাতে তোমার খরচ চলে যাবে?

—অর্থাৎ আপনি আমাকে রক্ষিতা রাখতে চান?

কথাটা ঠিক একটা বুলেটের মতই জ্ঞানব্রতর বুকে লাগলো। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর মুখ।

—তুমি, তুমি আমাকে এই রকম কথা বললে।

—আপনার কথার কি এরকম মানে হয় না? আপনি শুধু শুধু আমাকে প্রত্যেক মাসে অত টাকা দেবেন কেন?

—মানুষ কি মানুষকে সাহায্য করে না?

—এদেশে কি গরীব গায়কের অভাব আছে? আপনি আমায় সাহায্য করতে চাইছেন···আমি একটা মেয়ে বলেই তো? তা ছাড়া বৌদি কি ভাববেন?

—বৌদি?

—আপনার স্ত্রী····তিনি যদি জানতে পারেন যে আমার মতন

BanglaBook.org

এক মেয়েকে আপনি প্রত্যেক মাসে এতগুলো টাকা দিচ্ছেন, তা হলে তিনি, ঐ আমি যা বললুম, ঠিক সেই কথাই ভাববেন।

একটা বিমর্ষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্ঞানব্রত বললেন, আমার ভুল হয়েছে। আমায় ক্ষমা করো।

তিনি উঠে দাঁড়াতেই এলা তাঁর কাছে এসে বললো, আপনার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, আপনি মানুষটা খুবই ভালো। সত্যিকারের ভালো।

—আমি তোমায় অপমান করতে চাইনি।

যেন জ্ঞানব্রতই বয়েসে অনেক ছোট এইভাবে এলা গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললো, তা আমি ঠিকই বুঝেছি। আপনি মনে দুঃখ পেলেন নাকি?

জ্ঞানব্রত আর কিছু না বলে এলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—আপনি যা ভাবছেন, আমার অবস্থা ততটা খারাপ নয়। আমার টাকা পয়সার কিছু ব্যবস্থা আছে। আমার বাবা রেখে গেছেন। তবে যে যেমন মনে করে, মেয়েদের একটা বয়স হলেই বিয়ে করে সংসার করা উচিত, সেইটাই সুখী জীবন, আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি গান বাজনা নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। যার সঙ্গে ইচ্ছে হবে মিলবো, ইচ্ছে না হলে মিলবো না।

—আমি যাই?

—কেন? হঠাৎ উঠে পড়লেন যে।

জ্ঞানব্রতর একটা হাত নিয়ে এলা নিজের গালে ছুঁইয়ে বললো, বুঝেছি আমার ও কথাটার জন্য আপনি আঘাত পেয়েছেন। আমি কিন্তু মজা করে বলেছি।

মজা? কোনো মেয়ে নিজের সম্পর্কে এরকম একটা শব্দ প্রয়োগ করে মজা করতে পারে? জ্ঞানব্রতর সব কিছুই যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

এরপর তিনি যা করলেন, সেরকম কিছু করবার কথা একটু আগেও তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

এলা এত কাছে, তার শরীরের উষ্ণতা, তার সান্নিধ্যের ঘ্রাণ যেন জ্ঞানব্রতকে অন্য সব কিছু ভুলিয়ে দিল। তিনি দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন এলাকে।

এলা একটুও আপত্তি করলো না। পাখি যেমন তার বাসায় গিয়ে বসে সেইরকমভাবে এলা জ্ঞানব্রতর বুকের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত রইলো।

জ্ঞানব্রত যেন অন্য মানুষ। তিনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমায় একটু আদর করি?

এলা উঁচু করলো তার মুখটা। জ্ঞানব্রত ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতেই এলা বার করলো তার জিভ। অর্থাৎ চুম্বনটা যেন দায়সারা কিংবা সংক্ষিপ্ত না হয়।

সেই সময়টাতেও জ্ঞানব্রত এ কথা চিন্তা না করে পারলেন না যে তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনীকেও এ রকম একজন বয়স্ক লোক জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারে। উজ্জয়িনীও কি এলার মতন এত সব জানে! পি. সি বড়ুয়াকে তিনি মনে মনে নিন্দে করছিলেন, বড়ুয়া সুযোগ সন্ধানী। কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলেই····। তিনিও কি নিরালায় সুযোগ নিয়ে এলাকে····

তক্ষুণি জ্ঞানব্রত নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন। তাঁর মুখ পাংশু হয়ে গেছে।

এরপর দু'দিন মন থেকে সমস্ত অন্য রকম চিন্তা বাদ দিয়ে জ্ঞানব্রত শুধু কোম্পানীর কাজে মেতে রইলেন। যেন তিনি নিজেকে শাস্তি দিতে চান।

কিন্তু তাঁর পুরী যাওয়া হলো না।

তাঁর কারখানায় দুটি ইউনিয়ন। এর মধ্যে যে ইউনিয়নটি বেশী শক্তিশালী, তারা হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন ধর্মঘটের নোটিশ

BanglaBook.org

দিল। এ সময় জ্ঞানব্রতর বাইরে যাওয়া চলে না। অবস্থা এখনো হাতের বাইরে চলে যায় নি। আপোষ আলোচনায় মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সুজাতা তৈরী হয়েই আছে। তাকে নিরাশ করা যায় না। জ্ঞানব্রত নিজেই প্রস্তাব দিলেন, সুজাতা একাই চলে যাক। হোটেল তো বুক করাই আছে, কোনো অসুবিধে হবে না। যদি কয়েকদিনের মধ্যে মিটে যায়, তাহলে জ্ঞানব্রত চলে যাবেন।

সুজাতা বললো, তাই যাই। দীপ্তি ফোন করেছিল, ওরাও এই শনিবারে পুরী যাচ্ছে। ঐ একই হোটেলে উঠবে।

দীপ্তির স্বামী মনীশ তালুকদার সুজাতাকে ছেলেবেলা থেকে চেনে। জ্ঞানব্রত পরে জানতে পেরেছিলেন যে বিলেতে ঐ মনীশ ছিল সুজাতার এক নম্বর প্রেমিক। অবশ্য তখন মনীশ ছিল মৌমাছি স্বভাবের, বিয়ের দিকে মন ছিল না। এই নিয়ে জ্ঞানব্রত কতবার মৃদু ঠাট্টা করেছেন সুজাতাকে।

—বেশ তো, ভালোই হবে তা হলে। ওদের সঙ্গে তুমি বেড়াতে টেড়াতে পারবে।

সুজাতা চলে যাবার দু'দিন বাদে এলা টেলিফোন করে জানালো, আপনি তো আলাপ করিয়ে দিলেন না। আমি কিন্তু নিজেই আলাপ করে নিয়েছি শশীকান্ত দাসের সঙ্গে।

জ্ঞানব্রত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আলাপ হলো?

—রেডিও স্টেশনে। চমৎকার মানুষ। এত সরল আর অনেক গানের স্টক।

—হুঁ।

—উনি কলকাতা শহরের কিছুই চেনেন না। কাল আমি ওকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরটা দেখিয়ে আনলুম।

—ও।

BanglaBook.org

—আমি কিন্তু ঐ 'শহরে ষোলজন বোম্বেটে' গানটার প্রথম কয়েক লাইন এর মধ্যে তুলে নিয়েছি।

—আচ্ছা ?

জ্ঞানব্রত ভেবেছিলেন এলার সঙ্গে তিনি কোনদিন দেখা করবেন না। কিন্তু টেলিফোনটা ছাড়বার পরই তাঁর মনে হলো, কই এলা তো একবারও বললো না, আবার কবে দেখা হবে, কিংবা আমাদের বাড়িতে আসবেন।

একই সঙ্গে কাজের ব্যস্ততা আর অন্যমনস্কতা। কাজ তো করতেই হবে, অথচ প্রত্যেক দিন জ্ঞানব্রতর মনে পড়ছে এলার কথা। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে এলার বাড়িতে। মেয়েটা কি তাঁকে জাদু করেছে ? এতগুলো বছরে জ্ঞানব্রতর কখনো পদস্খলন হয় নি, আর এখন ঐ একটি মেয়ের জন্য। সুজাতার কাছে তিনি অপরাধ করছেন।

পুরীতে দীপ্তির চোখে ধুলো দিয়ে মনীশ কি সুজাতার সঙ্গে গোপন ঘনিষ্ঠতা করতে চাইবে না ? এ সুযোগ কি মনীশ ছাড়বে ? দীপ্তির চেহারাটা হঠাৎ বুড়িয়ে গেছে, সেই তুলনায় সুজাতার শরীরের বাঁধুনি এখনো কত সুন্দর।

সুজাতা কি আগেই জানতো যে মনীশরা এই সময় পুরীতে যাবে! সেই জন্যই ওর পুরীতে যাওয়ার এত উৎসাহ ?

শশীকান্তর সঙ্গে বেশ কয়েকদিন দেখা হয়নি জ্ঞানব্রতর। একই বাড়িতে থাকলেও সুযোগ হয় না। দেখা হলো রাস্তায়।

জ্ঞানব্রত কারখানায় যাচ্ছিলেন। পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা ট্যাক্সি। সেই ট্যাক্সিতে এলা আর শশীকান্ত। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, শশীকান্তের চুল পরিপাটি ভাবে আঁচড়ানো, এলার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। সেই হাসি আর চোখের দৃষ্টি অন্যরকম। জ্ঞানব্রত পরিষ্কার দেখতে পেলেন শশীকান্তের চোখে-মুখে এলার জাদু।

তাঁর বুকের মধ্যে ঢুক্ ঢুক্ শব্দ হতে লাগলো। কঠিন হলো

BanglaBook.org

চোয়াল। শশীকান্ত তাঁর আশ্রিত, সামান্য একটা গ্রাম্য লোক, তার এতটা বাড়াবাড়ি! কোথায় যাচ্ছে এখন? এই দিকেই এলার বাড়ি। শশীকান্তর উচিত ছিল না একবার জ্ঞানব্রতর কাছ থেকে অনুমতি নেবার?

ট্যাক্সিটা এখনো চোখের আড়ালে যায় নি, জ্ঞানব্রত তাঁর ড্রাইভারকে বললেন, সোজা চলো।

যেমন ভাবেই হোক এলাকে রক্ষা করতে হবে। যার তার সঙ্গে এমন ভাবে এলার মেলামেশা কোনোক্রমেই চলতে পারে না। এলার ফাঁকা ফ্ল্যাটে এই সময় শশীকান্তকে নিয়ে যাচ্ছে কেন? গান শেখার জন্য—এই দুপুরবেলা? শশীকান্ত গ্রামের লোক। এলার মতন মেয়েদের সঙ্গে ওর মেলামেশার অভ্যেস নেই, মাথা ঠিক রাখতে পারবে না।

একটা চৌরাস্তার মোড়ে এসে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, এবার কোন দিকে?

এক মুহূর্তের জন্য যেন জ্ঞানব্রতর রক্ত চলাচল থেমে গেল। 'কোন দিকে' কথাটা যেন একেবারে নাড়িয়ে দিল তাঁর চৈতন্য। এ তিনি কি করছেন? এলাকে শাসন করতে গেলে যদি আবার সে একটা মর্মভেদী কথা ছুঁড়ে দেয়? সেদিন এলা বলেছিল, সে স্বাধীন থাকতে চায়। যার সঙ্গে খুশী তার সঙ্গে মিশবে…। এলা তো তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। কারখানায় ইউনিয়নের সাথে তাঁর একটা গুরুতর বৈঠক বসবার কথা এখন, আর তিনি ছুটছেন একটা মেয়ের পেছনে।

পুরীতে মনীশ যদি সুজাতাকে….। মনীশ ঠিক নিভৃত সুযোগ করে নেবে, ও এখনও রীতিমতন প্লেবয় ধরনের। বিভিন্ন পার্টিতে তিনি দেখেছেন মনীশ পরস্ত্রীদের পিঠে হাত রাখে। কিন্তু সুজাতা কি রাজি হবে? তিনি যদি গোপনে এলার বাড়িতে গিয়ে তাকে চুমু খেতে পারেন তা হলে সুজাতাই বা কেন….উজ্জয়িনী কাল রাত এগারোটার

BanglaBook.org

সময় বাড়ি ফিরেছে। এত রাত পর্যন্ত ও কোথায় থাকে, কার সঙ্গে মেশে। জ্ঞানব্রতরই মতন অন্য কোনো লোক যদি উজ্জয়িনীর মতন একটা অল্প বয়েসী মেয়ের মন জয় করতে চায়?

জ্ঞানব্রত একবার ভাবলেন। সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে এলাকে নিয়ে নতুনভাবে আবার জীবন শুরু করলে হয় না?

তারপরেই ভাবলেন, না, না। ঐ ষোলজন বোম্বেটেকে সব কিছু লুটে-পুটে নিতে দেওয়া হবে না। আটকাতে হবে। মাথা ঠিক রাখতে হবে।

তিনি কড়া গলায় ড্রাইভারকে বললেন, কোন দিকে আবার? রোজ যেদিকে যাই সেদিকে যাবো!

জীবনের পঞ্চাশটা বছর পেরিয়ে এসেছেন জ্ঞানব্রত। তাঁর সব রাস্তা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর অন্য কোনো দিকে ফেরা যাবে না।

—

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাবা মা ভাই বোন

॥ ১ ॥

এক সময় সিঁড়িগুলো ছিল কত হালকা, তরতর করে ওঠানামা করা যেত। রেলিং-এর ওপরে ঝকঝকে পালিশ করা কাঠের হাতল। এখন সেই সিঁড়িগুলোই বুড়ো হয়ে গেছে। রেলিংটা নড়বড় করে। তিনতলা পর্যন্ত উঠতে আজকাল রীতিমতন পরিশ্রম হয় প্রিয়নাথের, সিঁড়িটাকে মনে হয় পাহাড়ী পথ, এক পা এক পা ফেলে মাঝে মাঝেই দম নেবার জন্য থামতে হয়। অথচ এক লাফে দু'তিন ধাপ সিঁড়ি টপকে যাওয়া, মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা।

তিনতলায় উঠে, সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়ে প্রিয়নাথ একটুক্ষণ জিরিয়ে নিলেন। তারপর হাত দিলেন পাঞ্জাবির বোতামে। এই একটা পুরোনো অভ্যেস এখনো যায়নি, বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই তিনি জামা খুলতে শুরু করেন, ঘরে ঢোকেন জামাটা হাতে ঝুলিয়ে, সেটাকে আনলায় ছুঁড়ে দিয়েই লুঙ্গিটা টেনে নেন। সঙ্গে সঙ্গে স্নানের ঘরে। সকালবেলায় ন'টা পর্যন্ত প্রিয়নাথের জন্য বাথরুম খালি রাখা চাই-ই।

পাশাপাশি দু'খানি বেশ বড় ঘর, ডানপাশে ছাদের সিঁড়ির পাশে আর একখানা ঘর একটু ছোট, মোট তিনখানি, এছাড়া রান্নাঘর, বাথরুম। তিনতলার পুরোটাই প্রিয়নাথদের, আলো হাওয়া প্রচুর, জলের যতই কষ্ট থাক, আলো হাওয়ার জন্য তা পুষিয়ে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রিয়নাথ ভাবলেন, যাক, আর বেশিদিন এ সিঁড়ি ভাঙতে হবে না।

স্নান করতে যাবার আগে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, আজ বাড়ি ঠিক করে এলাম।

উনুনের ওপর কড়াইতে গরম তেল চড়বড় করছে, তাই কল্যাণী

BanglaBook.org

প্রথমে শুনতে পেলেন না। ঘামে ভেজা মুখখানি ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ?

প্রিয়নাথ বললেন, বাড়ি ঠিক করে এলাম। কিছু টাকা অ্যাড-ভান্সও দিয়ে এসেছি।

কল্যাণী সঙ্গে সঙ্গে উনুন থেকে নামিয়ে ফেললেন কড়াইটা। এটা একটা সাঙ্ঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, প্রায় অবিশ্বাস্য। অনেকক্ষণ ধরে শুনতে হবে, রান্নাবান্না এখন থাক।

একই সঙ্গে রাগ আর অভিমান মেশানো গলায় কল্যাণী বললেন, তুমি আগেই টাকা দিয়ে এলে ? আমরা দেখলাম না শুনলাম না।

—হ্যাঁ, আবার হাত ছাড়া হয়ে যাক আর কি। মোটামুটি দু'খানা ঘর, এক চিলতে বারান্দা, সামনেই একটা কদমফুলের গাছ।

—ক'তলায় ?

—এক তলায়।

বলেই প্রিয়নাথ মুচকি হাসলেন। এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন কল্যাণী। সকালবেলা ন'টার সময় প্রিয়নাথের মুখে হাসি ? বহুদিন কেউ দেখেনি। এই সময়ে তাঁর নিশ্বাস ফেলারও সময় থাকে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান সাতটার আগে, টিউশানি করতে, ফিরতে ফিরতে ন'টা সওয়া ন'টা বেজে যায়, তক্ষুনি স্নান সেরে নিয়ে খেতে বসেন, উনুন থেকে রান্না সরাসরি চলে আসে তাঁর থালায়। ঠিক দশটা দশের মধ্যে তাঁকে আবার বেরিয়ে পড়তেই হবে। এর মধ্যে হাসির উপাদান কোথায় ? তাছাড়া গত কয়েকমাস থেকে বাড়ি খোঁজার ঝামেলায় মেজাজ আরও খিঁচড়ে আছে।

—কত ভাড়া ?

—একশো পাঁচ টাকা।

Banglabook.org

—একশো পাঁচ টাকায় দু'খানা ঘর? তুমি বলছো কি? কোথায়? গ্রামে-ট্রামে?

—না, মানিকতলার খুব কাছে। ট্রাম রাস্তা থেকে দু'মিনিটের পথ।

—তুমি ঠাট্টা করছো।

—ঠাট্টা বটে! পয়লা তারিখে যাবো, জিনিসপত্তর সব গোছগাছ শুরু করে দাও!

—আমরা আগে একবার দেখবো না।

—যেদিন খুশী দেখে আসতে পারো। ঘর এখনো খালি হয়নি, তিরিশ তারিখে খালি হবে।

প্রিয়নাথ স্নান করতে ঢুকে গেলেন। বাকি আলোচনা খেতে বসে হবে।

ছাদের সিঁড়ির পাশের ছোট ঘরটিতে টোটো আর জাপানী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করছিল। টোটোর পড়া চলতেই লাগলো, জাপানী এবার বই মুড়ে রেখে উঠে এলো। সামনেই টোটোর হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা, আর জাপানী পার্ট টু দেবে।

মা বাবার শোবার ঘরে মেঝেতে একটু জল ছিটিয়ে জাপানী একটা আসন পেতে দিল। পাশে রাখলো কাঁসার গেলাসে জল, নুনের বাটি আর একটা প্লেটে কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা। প্রিয়নাথ এক সময় দারুণ ঝাল খেতে পারতেন, ঝাল ছাড়া কোনো রান্নাই মুখে রুচতো না, এদিকে কল্যাণী আবার ঝাল সহ্য করতে পারেন না একেবারে, ছেলে-মেয়েরাও মায়ের রুচি পেয়েছে। সেই জন্যই প্রিয়নাথের জন্য আলাদা কাঁচা লঙ্কার ব্যবস্থা। আজকাল তিনিও আর বিশেষ ঝাল খান না, তবু চোখের সামনে কাঁচা লঙ্কা থাকা চাই।

—মা, সত্যিই আমরা এ বাড়ি ছেড়ে যাবো?

কল্যাণী মেয়ের হাতে ভাতের থালা তুলে দিয়ে বললেন, তোর বাবা তো তাই বলছে।

BanglaBook.org

ভাতের থালা হাতে নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল জাপানী। প্রিয়নাথ চুল আঁচড়ে আসনে বসবার পর সে থালাটা সামনে রাখলো।

পাঁচটি ভাত থালার ডানপাশে রেখে গণ্ডুষে একটু জল নিয়ে প্রিয়নাথ উৎসর্গ করলেন প্রথমে। তারপর থালার ওপর পরিপাটি করে সাজানো ভাতের মাঝখানে খোঁদল করে বাটির সবটা ডাল ঢেলে দিলেন তার মধ্যে। এবার একটু একটু করে মেখে খাবেন। প্রিয়নাথের খাওয়া একটা দেখার মতন দৃশ্য। ডাঁটা পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চিবিয়ে শেষ করেন, খাওয়ার পর পাতে কিছুই পড়ে থাকে না। কাঁসার থালাখানা নতুনের মতন ঝকঝক করে, মনে হয় যেন না মাজলেও চলে।

মায়ের কাছ থেকে বেগুনভাজা আনতে গিয়ে জাপানী আবার বললো, আমার বন্ধুরা সবাই বলছে, এ বাড়ি ছাড়ার কোনো মানেই হয় না। এত ভালো বাড়ি, ওরা হাজার চেষ্টা করলেও আমাদের তুলতে পারবে না!

—সে কথা তোর বাবাকে বল না!

জাপানী ঘরে এসে বললো, বাবা, আপনাকে আর একটু ডাল দেবো?

—দে। ভাখ তো এক টুকরো লেবু পাস কি না।

প্রিয়নাথের বয়েস প্রায় আটান্ন। মাথার চুল বেশী পাকেনি বলে বয়েসটা ঠিক বোঝা যায় না। বেশ লম্বা, সুগোল ধরনের চেহারা, তবে নাকটি খুব খাড়া। রং ফর্সা ছিল এক সময়, গত কয়েক বছর ধরে মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ পড়ে গেছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে গাম্ভীর্য।

দু'খানা মাছভাজা নিয়ে কল্যাণী নিজে এলেন রান্নাঘর ছেড়ে। মাছ দেখেই ভুরু উঁচু করলেন প্রিয়নাথ। আজ একুশ তারিখ।

BanglaBook.org

মাসের শেষে এই সময়টায় শুধু রবিবার মাছ আসে। প্রিয়নাথ নিজে বাজার করেন না, কিন্তু কোন্‌দিন কী আসবে বাজার থেকে, তা তিনিই বলে দেন আগে থেকে।

—মাছ? ইলিশ মাছ?

—খোকন পাঠিয়েছে।

—খোকন এসেছিল এ বাড়িতে?

—খোকন আসেনি, ওদের রান্না করে যে ছেলেটা, শিবু, সে এসে দিয়ে গেল।

—তোমরা খেও, আমি খাবো না।

—কেন, খাবে না কেন? এ বছর তো ইলিশ উঠলোই না ভালো করে। একদিনও খাওনি।

ইলিশের দাম কত জানো? চব্বিশ টাকা কিলো, মাসের শেষে চোর ছাড়া কেউ ইলিশ মাছ খেতে পারে না কলকাতায়

—তোমার যতসব অদ্ভুত কথা।

—খোকনের বেশী টাকা হতে পারে।

—খোকন কেনেনি। বৌমা চিঠি লিখেছে, ওর বাপের বাড়ি থেকে একটা বেশ বড় ইলিশ পাঠিয়েছে সকালে।

—বৌমার বাপের বাড়ির পুকুরে কি ইলিশ মাছও হয় নাকি?

—সবটা শোনো আগে···বৌমার বাবাকে একজন একজোড়া ইলিশ দিয়ে গেছে, তার থেকেই একটা—

—বৌমার বাবাকে কে ইলিশ দিয়েছে?

—সে আমি কী জানি।

—এমনি এমনি কেউ জোড়া ইলিশ উপহার দেয় না আজকাল। ওসব ঘুষের মাছ। তোমরা খাও।

—তুমি খাবে না। বৌমা অনেক করে লিখেছে।

—না?

BanglaBook.org

কল্যাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্লেটটা নামিয়ে রাখলেন পাশে। একবার না বললে আর হ্যাঁ করানো যাবে না। অথচ মানুষটা মাছ খেতে খুবই ভালোবাসে। বিশেষত ইলিশ মাছ।

—এত কম টাকায় কে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন আমাদের?

—আমার এক ছাত্র খোঁজ দিল।

—থাকা যাবে সে বাড়িতে?

—কেন যাবে না? সে বাড়ি কি খালি পড়ে আছে? এখনো লোক আছে সেখানে, বললাম না?

—তবু, এরকম ভালো বাড়ি ছেড়ে?

—এটা কি তোমার নিজের বাড়ি? ভাড়া বাড়ি কখনো না কখনো ছাড়তেই হয়। অন্যায়ভাবে আমি এখানে থাকতে রাজি নই।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জাপানী। কালো আর হলুদ রঙের ফুল ছাপা একটা শাড়ি পরে আছে, দুটি রংই বেশ চড়া ভাবে মেলানো। চুলের বেণী খুলতে খুলতে কথা শুনছে, সে মায়ের দলে হলেও মায়ের পক্ষ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারে না বাবাকে।

প্রিয়নাথ মুখ তুলে মেয়েকে বললেন, টোটোকে চ্যাঁচাতে বারণ কর। ওকে একবার ডাক এখানে।

টোটো তার ঘরের জানালা দিয়ে এই ঘরটা দেখতে পায়। পড়া মুখস্থ করতে করতেও সে এদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। বাবা বেরিয়ে যাবার পরই তার নানা রকম ক্রিয়াকলাপ শুরু হবে।

—আমায় ডাকছেন?

এ বাড়ির সকল ছেলে-মেয়েরাই বাবাকে আপনি সম্বোধন করে। মাকে তুমি। কল্যাণী ক্রমশই বিস্মিত হচ্ছেন। আজ সকালের সমস্ত রুটিনই যেন বদলে গেছে। অন্য কোনোদিনই প্রিয়নাথ ছোট ছেলের সঙ্গে কথা বলার সময় পান না। টোটোর সঙ্গে তার বাবার

BanglaBook.org

যাবতীয় বোঝাপড়া হয় রবিবার কিংবা অন্য ছুটির দিনে। সেসব দিন প্রিয়নাথ ছেলেকে নিজে পড়াতে বসেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ বেধে যায়।

—শোন টোটো, ওরকম চিৎকার করে পাড়া মাথায় তোলবার কোনো দরকার নেই। পড়তে হয় মনে মনে পড়বি। আর যদি পড়তে না চাস, পড়িস না। পরীক্ষা দিতে না চাস, তাও না দিতে পারিস। আমি তোর পড়াশুনো নিয়ে আর জোর করব না।

টোটো আড়ষ্ট হয়ে গেল। বাবা হঠাৎ কেন বকুনি দিতে শুরু করলেন সে ধরতে পারলো না ঠিক। বকুনির কায়দাটা আলাদা।

কল্যাণী বললেন, পরীক্ষা দেবে না কেন? এ আবার কী কথা? তুমি ওকে বারণ করছো?

—বারণ করবো কেন? আমার যা বলার বললাম, ওর যা ইচ্ছে তাই করবে। পরীক্ষা দিতে চায় বা চায় না, পাস করতে চায় না ফেল করতে, সেসব ও নিজে বুঝবে।

—আজকাল তো মন দিয়েই পড়ে।

—ভালো কথা। অত চ্যাঁচাবার দরকার নেই। এখন যা!

টোটো এ ঘর থেকে নিজের ঘরে যেতে যেতে একবার নাক কুঁচকোলো। বকুনি-টকুনি আর সে গ্রাহ্য করে না, গায়ে লেগে পিছলে বেরিয়ে যায়।

—তুমি সত্যিই মাছ খাবে না? বৌমা এত করে পাঠিয়েছে।

—তোমরা খেও!

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, প্রিয়নাথ এবার জলের গেলাসটা তুলে নিলেন হাতে।

—স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের পাশ দিয়ে যে ছেলেটার সঙ্গে যাচ্ছিলি, সে ছেলেটা কে?

জাপানী একেবারে সাঙ্ঘাতিক চমকে উঠলো। হঠাৎ যে তার

BanglaBook.org

প্রতি এইদিক থেকে আক্রমণ আসবে, সে কল্পনাও করতে পারেনি। রাস্তায় কোনো আলো ছিল না, লোড শেডিং, তাও বাবা দেখে ফেলেছেন?

উঃ, আর পারা যায় না।

—ছেলেটি কে?

প্রিয়নাথের গলায় ঝাঁঝ নেই। খুব সাধারণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে যেন তিনি একটা খবর জানতে চাইছেন। অর্থাৎ লক্ষণ খুবই খারাপ, হঠাৎ এক সময় ফেটে পড়বেন।

কল্যাণীও সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়েছেন জাপানীর দিকে। মেয়ে তাকে সব কথা বলে। কিন্তু এ খবরটা দেয়নি তো। ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে যাতে আড্ডা দিয়ে না বেড়ায়, সেইজন্যেই ওকে ভর্তি করা হয়েছিল সকালবেলায় সিটি কলেজে। জাপানী প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হবার জন্য কান্নাকাটি করেছিল। ওর স্কুলের দু'জন বান্ধবী ভর্তি হয়েছে প্রেসিডেন্সিতে।

—আমাদের একজন মাস্টারমশাই। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

—তারপর?

জাপানী চুপ করে গেল।

প্রিয়নাথ বললেন, তারপর দু'জনে একসঙ্গে একটা রিক্শায় উঠলি, একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিল···আধুনিক ছেলেরা রিক্শায় চাপে!

কল্যাণীর বুকে যেন বজ্রপাত হয়েছে। তিনি বিমূঢ়ভাবে একবার মেয়ের একবার স্বামীর দেখতে লাগলেন।

ধীরে সুস্থে জলটা শেষ করে গেলাসটা নামিয়ে রাখলেন প্রিয়নাথ। পরিষ্কার থালায় একটা আঙুল ঠেকিয়ে সেই আঙুলটা আবার জিভে ছুঁইয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন মনে মনে। তারপর থালাটা একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুখ তুলে সোজাসুজি তাকালেন জাপানীর দিকে।

—ছেলেটির কী জাত, আমি জানতে চাই না। সে যদি বিয়ে করতে চায়, তোর মাকে বলিস, আমি ব্যবস্থা করে দেবো। অসবর্ণ বিয়েতে আর আমার আপত্তি নেই।

জাপানী এবার কেঁদে ফেললো। মাটিতে বসে পড়ে আলুথালু গলায় বললো, না, বাবা, সত্যি বলছি সেসব কিছু নয়, বৃষ্টি পড়ছিল, উনি বললেন···

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, রিক্শায় চেপেছিস, বেশ করেছিস! আমি কি আপত্তি করেছি? আমার কথাটা মন দিয়ে শোন! সে যদি তোকে বিয়ে করতে চায়, কিংবা অন্য কোনো ছেলেকে যদি তুই বিয়ে করতে চাস, তবে তার সঙ্গেই বিয়ে দেবো। কুষ্ঠি দেখতে চাইবো না, জাতের কথা তুলবো না, বংশ দেখবো না, তোদের যা খুশি তাই করবি!

জাপানী দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

প্রিয়নাথ পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুললেন একটা। কল্যাণী অসহায়, বিভ্রান্ত, ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো!

—কিছু হয়নি তো!

বলেই প্রিয়নাথ আবার হাসলেন। সেই সাঙ্ঘাতিক ভয় দেখানো হাসি। অন্তত পাঁচ সাত বছরের মধ্যে কেউ সকালবেলা এই সময় প্রিয়নাথকে হাসতে দেখেনি।

BanglaBook.org

॥ ১ ॥

সাধারণত অফিসের ক্যান্টিন থেকে খাবার আনিয়েই লাঞ্চটা সেরে নেয় দেবকুমার। কিন্তু আজ দুপুরে সে বাড়িতে খেতে এসেছে।

দুখানা ঘরের খুব ছোট ফ্ল্যাট। সেটাই বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে অনুরাধা। একটি ঘরে একদিকে খাবার টেবিল, অন্য দিকে বসবার জায়গা। অন্যটি শোবার ঘর, দুটি বড় বালিশের মাঝখানে একটা ছোট্ট বালিশ, সেটা বুনবুনের। তার বয়েস চার, এরই মধ্যে সে স্কুলে যায়। সাড়ে আটটার সময় অফিস যাবার পথে দেবকুমার বুনবুনকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যায়, সাড়ে বারোটার সময় অনুরাধা নিয়ে আসে।

রান্নাঘরটা এতই ছোট যে একজনের বেশী দু'জনের দাঁড়াবার জায়গা নেই। অনুরাধার যদি কোনো দিন কিছু একটা রাঁধবার ইচ্ছে হয়, তখন সে শিবুকে বাইরে বসিয়ে রাখে। বাথরুমটি মোটামুটি ভালো হলেও, একটা খুব বড় অসুবিধে, জামাকাপড় শুকোতে দেবার জায়গা নেই। ফ্ল্যাটটি দোতলার, সামনে একটি নামমাত্র বারান্দা। বাড়ির সামনের দিকের বারান্দায় জামা কাপড় শুকোতে দেয়া অত্যন্ত গেঁয়ো গেঁয়ো ব্যাপার বলে অনুরাধা তাতে কিছুতেই রাজি নয়। নিজের বারান্দায় সে ফুলের টব রেখেছে। ফলে দুপুরবেলা ঘরের মধ্যেই দড়িতে সায়া শাড়ি শার্ট ঝোলে। বাইরের লোকেরা অবশ্য এসব অসুবিধা বুঝতে পারে না। সন্ধ্যেবেলা কেউ বেড়াতে এলে বলে, বাঃ বেশ ছিমছাম সুন্দর ছোট্ট ফ্ল্যাটটি তো। দেবকুমারের অফিসের বন্ধুরা প্রায়ই আসে।

জুতো খুললো না, বাথরুমে হাত মুখ ধুয়ে এসেই দেবকুমার

BanglaBook.org

খেতে বসে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে অফিসে ফিরে যেতে হবে।

বুনবুনের তখনও খাওয়া শেষ হয়নি। সে এখনও নিজে খেতে শেখেনি, কিন্তু খাওয়া কী করে ফাঁকি দিতে হয় তা শিখেছে খুব ভালোভাবে। দু'খানা ঘরে সে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছে আর অনুরাধা খাবার হাতে নিয়ে ছুটছে তার পেছনে। এক সময় অনুরাধা ধৈর্য হারিয়ে ফেললো। ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, পারি না! কী অসভ্য মেয়ে। বাপি বসে আছে, তাকে খেতে দেবো—

এই মৃদু বকুনি গ্রাহ্য না করে হেসে উঠলো বুনবুন, মায়ের হাতে একটা ধাক্কা দিতেই পড়ে গেল সব খাবারটা! অনুরাধা ঠাস করে এক চড় কষালো মেয়েকে—

বুনবুনের কান্না থামাবার জন্য তক্ষুনি উঠে এসে তাকে কোলে তুলে নিল দেবকুমার। অনুরাধার দিকে ভুরু কুঁচকে বললো, জানো আমি মার টার একদম পছন্দ করি না—

বুনবুনের এমনই জেদী স্বভাব যে মা বকুনি দিলে বা মারলে তখন বাবা যতই আদর করুক, তাতে সে কিছুতেই শান্ত হবে না। মাকেই আদর করতে হবে। সুতরাং একটু বাদেই দেবকুমারের কোল থেকে নামিয়ে দিতে হলো বুনবুনকে, অনুরাধা তার মুখ মুছিয়ে নিয়ে গেল শোওয়ার ঘরে। মিনিট দশেক ধরে চললো শান্তিপর্ব, ততক্ষণ চেয়ারে বসে পা দোলাতে লাগলো দেবকুমার। বেশী চিৎকার করে কাঁদলে বুনবুন অবশ্য তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

নিজের সন্তান হবার পর দেবকুমার বুঝতে পেরেছে যে, 'খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়ালো'—এই ছড়াটি যিনি রচনা করেছেন, তিনি একজন সত্যদ্রষ্টা মহাকবি।

বুনবুনকে অনুরাধা মারলে সেই মার যেন দেবকুমারের নিজের গায়ে লাগে। যতই দুরন্ত হোক, এইটুকু মেয়ে তো! আবার এক একসময়

BanglaBook.org

দেবকুমার নিজেও বুনবুনকে বকুনি দিয়ে ফেলে, তাতে আবার রেগে যায় অনুরাধা। তখন সে বলে, মেয়েকে তো শুধু বকতেই পারো, কখনো তো কাছে নিয়ে বসতে দেখি না। মেয়ে বাবাকে পায় কতটুকু?

বুনবুনের মুখখানা খুব মিষ্টি, দেখলে চট করে বোঝাই যায় না যে সে এত দুষ্টু। একসঙ্গে দশজন লোককে সে নাজেহাল করে দিতে পারে। কেউ যদি এসে বলে, বাঃ কী সুন্দর দেখতে মেয়েটিকে, ঠিক পুতুলের মতন। অমনি কেঁদে উঠবে বুনবুন। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে 'পুতুলের মতন' কথাটা এতবার শুনেছে যে এখন শুনলেই রেগে যায়।

বাচ্চারা তো দুষ্টু হবেই, দেখতেও ভাল লাগে। কিন্তু অপরের বাড়িতে গিয়ে যখন বুনবুন দুষ্টুমি করে কোনো জিনিসপত্র ভেঙে দেয়, তখন বড় লজ্জায় পড়ে যায় দেবকুমার। অনুরাধা তখন বুনবুনকে একটুও বকে না। মায়ের এরকমই অন্ধ হয়। গত রবিবার রতীশদের বাড়িতে গিয়ে রতিশের ছেলেকে খিমচে রক্ত বার করে দিয়েছিল বুনবুন, তখন তো অনুরাধার উচিত ছিল ওদের সামনেই বুনবুনকে কিছু শাস্তি দেওয়া, অন্তত কড়াভাবে একটা ধমক। অনুরাধা সে রকম কিছুই না করে, উল্টে রতীশের ছেলে মণ্টুকে বললো, তুই অন্য ঘরে গিয়ে খেল গে মণ্টু। ইস্ ছি ছি। রতীশের স্ত্রী তখন কী রকম ভাবে তাকিয়ে ছিল অনুরাধার দিকে। অনুরাধার এমনিতে এত বুদ্ধি, অথচ এই সব ব্যাপারে যেন অন্ধের মতন।

অনুরাধা বুনবুনকে ঘুম পাড়িয়ে খাবার টেবিলে এসে বসে বললো, তুমি আরম্ভ করে দাওনি কেন?

দেবকুমারের অধৈর্য মুখখানিতে এই কথাটি অনুক্ত রইলো, সে কথা আগে বলতে পারতে।

খাবার টেবিলের রং হলুদ। সেই কারণে জানলার পর্দাগুলোও হলদে। খাবার প্লেট থেকে অন্যান্য বাসনপত্র সবই চীনেমাটির,

BanglaBook.org

অনুরাধা স্টেইনলেস ষ্টিল পছন্দ করে না। স্টেইনলেস ষ্টিলের জিনিস নাকি, অনুরাধার মতে, নিষ্প্রাণ।

প্রথমে ভাত, ডাল, মাছ ভাজা ও মাছের ডিম ভাজা। অনুরাধা বললো, আজ কিন্তু তরকারি-টরকারি কিছু করিনি। শুধু মাছ।

দেবকুমার বললো, ঠিক আছে।

—ফ্রিজটা কবে দেবে? খোঁজ নিয়েছিলে?

—পরশু তো দেবার কথা। এই সঙ্গে রং করে দিতেও বলেছি।

ফ্রিজটা চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল একদিন। মিস্ত্রি এসে দেখে বলেছিল, চেম্বার খারাপ হয়ে গেছে।

তার মানে বহু টাকার ধাক্কা। অথচ উপায়ও নেই। কিন্তু পরে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ব্যাধিটা অত গুরুতর নয়, দু' তিনশ টাকায় হয়ে যাবে।

নতুন সংসার পেতে প্রথমেই ফ্রিজটা কিনেছিল দেবকুমার। তখন হাতে টাকা ছিল না বেশী। বাড়িওয়ালাকে এক বছরের ভাড়া অ্যাডভান্স দিতে হয়েছিল, তাই পার্ক স্ট্রীটের নিলাম-ঘর থেকে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফ্রিজটা কিনেছিল। অনুরাধা ফ্রিজ-ওয়ালা পরিবার থেকে এসেছে, ফ্রিজ ছাড়া সংসার চালানো তার পক্ষে অকল্পনীয়।

ডাল পর্ব শেষ হবার পর মাছের ঝোল ঢালতে গিয়ে অনুরাধা বললো, এই যাঃ!

—কী?

—মাছের তেল রাখা ছিল! তুমি তো মাছের তেল ভালোবাসো! এখন খাবে?

—থাক, শিবুকে দিয়ে দিও!

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অনুরাধা দেখেছিল, ইলিশ মাছ ভাজার সময় যে তেলটা বেরোয়, ও বাড়ির লোকেরা সেই তেল ভাতের সঙ্গে মেখে খায়। অনুরাধা নিজের বাড়িতে এসব কখনো

BanglaBook.org

দেখেনি। এরকম তেল খাওয়ার ব্যাপারটা সে জানতোই না। ঐ জন্যই আজ তেলটা রেখে দিয়েও ঠিক সময় দেবার কথা মনে পড়েনি।

—আরও মাছ নাও। এই তো এখনো অনেক রয়েছে।

—নিচ্ছি। তুমি নেবে না?

—আমি বাবা বেশী মাছ খেতে পারি না। তুমি ভালোবাসো, তুমি বেশী করে নাও। শেষ করতে হবে, ফ্রিজ নেই, রেখে দেওয়া তো যাবে না।

—বাবাকে মাছ দিয়ে এসেছিলে?

—হ্যাঁ।

—দেখা হলো বাবার সঙ্গে। কিছু বললেন?

—আমি যাই নি, শিবু দিয়ে এসেছে।

—তোমার নিজের যাওয়া উচিত ছিল।

—ভেবেছিলাম তো যাবো। সেই সময় শর্মিলা এসে গেল। সেইজন্যই শিবুকে পাঠাতে হলো, আমি অবশ্য একটা চিঠি লিখে দিয়েছি।

—রান্না কে করেছে, তুমি, না শিবু?

—শিবু। কেন? ভালো হয়নি বুঝি?

—অসম্ভব ঝাল! উরেঃ বাবা, জিভ জ্বলে যাচ্ছে।

অনুরাধা শুধু দুখানা ভাজা মাছ খেয়েছে। ঝোল চোখেও দেখেনি। ওরা দু'জনে কেউই ঝাল খেতে পারে না। শিবু কেন তবু এত ঝাল দিয়েছে! নিশ্চয়ই নিজে আরাম করে খাবে বলে।

তখন শিবুকে ডেকে একটু ধমকানো হলো। ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে বুনবুন একবার কেঁদে উঠতেই অনুরাধা শিবুকে বললো, শিগগির যা, ওকে একটু চাপড়ে দে!

দেবকুমার খাওয়া বন্ধ করে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

BanglaBook.org

—ও কি ? আর খাবে না ?

—না।

আর একটা বাটির ঢাকনা খুলে অনুরাধা বললো, এই ছাখো এখনও কত মাছ রয়েছে।

দেবকুমার চমকে উঠে বললো, মুড়ো ? মুড়োটা তুমি বাবাকে পাঠাওনি ?

অনুরাধা একটু অপরাধী হয়ে গিয়ে বললো, না তো।

দেবকুমার খানিকটা ধমক দিয়ে বললো, বাবা মুড়ো খেতে ভালোবাসেন, তুমি জানো না ? এই মুড়ো এখন কে খাবে ? আমি ইলিশ মাছের মুড়ো কোনোদিন খেয়েছি ? দেখেছো তুমি ?

অনুরাধা বুঝতে পেরেছে নিজের ভুল। মাগুর মাছ আর পোনা মাছ ছাড়া আর কোনো মাছের মুড়োই খায় না দেবকুমার। সে ঠিক কাঁটা বাছতে পারে না। অনুরাধা তো পারেই না। তার শ্বশুর আর দেওরকেই দেখেছে, পরিপাটি করে সব রকম মুড়ো চিবিয়ে খেতে। এমন কি অনেক সময় ওরা বাজার থেকে মাছ আনে না। শুধু মুড়ো কিনে আনে। আস্তো গলদা চিংড়ি না কিনে শুধু মাথাগুলো নিয়ে আসে ভাজা খাবার জন্য। অনুরাধা আগে এসব কক্ষনো দেখেনি।

—তা ছাড়া এত মাছ রেখেছো কেন ? আরো বেশী করে পাঠিয়ে দিতে পারোনি ও বাড়িতে ?

—তুমি তো বলে গেলে কিছু মাছ পাঠিয়ে দিতে—

—কিছু মানে কতটা, সেটা তোমার নিজের বোঝা উচিত ছিলো। জানো, ফ্রিজ নেই।

—আমি অর্ধেকটা পাঠিয়ে দিতে বললাম শিবুকে। তুমি কত খাবে না খাবে, তা তো বুঝতে পারি নি।

—আমি তো রাক্ষস নই। এখন এত মাছ কে খাবে ? এই

BanglaBook.org

গরমের দিনে এ বেলার মাছ ওবেলাও খাওয়া যায় না। দাও, সব শিবুকে দিয়ে দাও।

—এত মাছ খেলে শিবুর পেট খারাপ হবে। এক কাজ করবো, সুনীলদাদের কিছু পাঠিয়ে দেবো ?

—দিলে আগেই দেওয়া উচিত ছিল। এত বেলায় কেউ মাছ পাঠায় ?

—সুনীলদারা অনেক দেরি করে খায়। এখনো সুনীলদার স্নানই হয়নি। তাই পাঠিয়ে দিই বরং…এই শিবু !

উক্ত সুনীলদারা দেবকুমারের প্রতিবেশী। এত কাছাকাছি বাড়ি যে এ বাড়ি ও বাড়ির অনেক কথাবার্তাও শোনা যায়। ও বাড়ির বাথরুমটা এ বাড়ির রান্নাঘরের কাছেই। দুপুরবেলা বাথরুমে হেঁড়ে গলায় গান শোনা গেলে বোঝা যায়, সুনীলদা এবার স্নান করতে ঢুকলেন। এক একদিন দুটো আড়াইটে বেজে যায়।

হাত ধুয়ে এসে দেবকুমার শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইটা একটু ঠিক করে নিল। তারপর ঘুমন্ত বুনবুনের গালটা টিপে দিল একবার। এবার মেয়েটা সত্যিই ঘুমিয়েছে।

অনুরাধা মসলার কৌটো থেকে খানিকটা মসলা মুখে দিল। দেবকুমার মসলা খায় না। এখন সে একটা সিগারেট মৌজ করে টেনেই অফিসের দিকে দৌড়োবে।

অনুরাধা খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলো, আজ কখন ফিরবে ?

খাবার টেবিলে দেবকুমার অনুরাধার ওপর মেজাজ দেখিয়েছে, এবার অনুরাধার শোধ নেবার পালা।

—দেবকুমার চিন্তিত ভাব করে বললো, একটু দেরি হবে।

—ক'টা ?

—ঠিক বলতে পারছি না, এই আটটা ন'টা হতে পারে।

BanglaBook.org

—অতক্ষণ অফিসে থাকবে ?

—না, অফিসে না···আমাদের সাউথ জোনের ম্যানেজার আয়েঙ্গার এসেছে, আয়েঙ্গারকে তো তুমি চেন ? সেবার বাঙ্গালোরে দেখা হলো।

—হ্যাঁ চিনি।

—ও উঠেছে গ্রাণ্ড হোটেলে···আমাদের দু' তিনজনকে ডেকেছে সন্ধ্যের পর, বোধহয় ডিনার না খাইয়ে ছাড়বে না।

—তার মানে এগারোটা বারোটা হবে!

—না, না, অতক্ষণ না!

—সারা সন্ধ্যেটা আমি কী করবো? শর্মিলাকে আমি বললাম আজ ওর সঙ্গে মিলিমাসীদের বাড়ি যাবো।

—যাও না ঘুরে এসো।

—বাঃ, অমনি মুখের কথা বলে দিলে। বুনবুনকে কোথায় রেখে যাবো? মেয়েকে ফেলে আমার কোথাও যাবার উপায় আছে?

—ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

—মিলিমাসীদের বাড়িতে অতগুলো কুকুর···লাস্ট যেদিন গেলাম একটা তো বুনবুনকে প্রায় কামড়েই দিচ্ছিল···এইটুকু মেয়ে, ওকে কি সবসময় সামলে রাখা যায়?

—তা হলে মিলিমাসীদের বাড়িতে যেও না।

—মিলিমাসীদের বাড়িতে আজ গান বাজনা আছে। ছবি ব্যানার্জী গাইবেন। মিলিমাসী অনেক করে যেতে বলেছিলেন।

—ও!

—ও মানে?

—তুমি কী বলতে চাইছো? আমি সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে বুনবুনকে পাহারা দেবো, আর তুমি মিলিমাসীদের বাড়িতে গান শুনতে যাবে?

BanglaBook.org

দেবকুমার ফাঁদে পা দিয়েছে। সে রেগে যাচ্ছে। অনুরাধার কিন্তু এখনো পর্যন্ত গলায় কোনো রকম উত্তেজনা নেই, মুখখানা হাসি হাসি।

—তুমি রাত এগারোটা পর্যন্ত বাইরে কাটাবে তার আমি দিনের পর দিন ঠায় বাড়িতে বসে থাকবো? আমার কাজ শুধু মেয়েকে সামলানো? মেয়ে আমার একলার?

—তুমি এমনভাবে বলছো যেন রাত এগারোটা পর্যন্ত আমি বাইরে ফুর্তি করে বেড়াই। গ্রাণ্ড হোটেলে যাবো বটে, কিন্তু সেটাও অফিসের কাজ। আয়েঙ্গার আমাদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য কোম্পানীর টাকায় এখানে আসেনি।

—অফিসের কাজ শুধু অফিসে হয় না?

—না হয় না। ডোনট টক লাইক আ কমন হাউসওয়াইফ।

এবার কিছুক্ষণ ইংরেজি চলবে। দেবকুমার ও অনুরাধা দু'জনেই সুশিক্ষিত। ওরা মাগী, খানকি, ছোটলোক ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে না ঝগড়ার সময়। তার বদলে বীচ, ডিকাডেণ্ট, আনকালচার্ড, হাও দা হেল, সোয়াইন, ইল-ব্রেড এই সব অনর্গল বলে যায়।

জানলা দিয়ে সিগারেটের টুকরো বাইরে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা একদম পছন্দ করে না অনুরাধা। দেবকুমার সেটাই করলো।

অনুরাধা বললো, আমি দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থাকি, তুমি আমাকে একদিনও বাইরে নিয়ে যাবার কথা ভাবো? কোনোদিন নিয়ে গেছ।

—কোনোদিন নিয়ে যাইনি?

—কবে গেছ, বলো?

কিছু একটা বেশী কঠিন কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল দেবকুমার। ক্রুদ্ধ বাঘের মতন ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললো। সমস্ত স্ত্রী জাতির ওপর সে বিদ্বিষ্ট হয়ে গেছে এই মুহূর্তে। এরা এত অকৃতজ্ঞ হয়!

BanglaBook.org

এই জন্যই বলেছিলাম ও বাড়ি ছেড়ো না। একসঙ্গে থাকার অনেক সুবিধে। আগে আমার মায়ের কাছে বুনবুনকে রেখে তুমি যখন তখন বেরিয়ে যেতে।

—আস্তে, অত জোরে চেঁচিয়ো না। বুনবুন জেগে যাবে।

—আমি অফিসে চললাম।

—শোনো।

—ও বাড়িতে থাকতে তুমি যথেষ্ট স্বাধীনতা পেতে। তবু তোমার সহ্য হল না। বাড়ি ছাড়বার জন্য আমাকে পাগল করে তুলেছিলে।

—ফিলথি লায়ার। আমার জন্য তুমি বাড়ি ছেড়েছো? না নিজের জন্য। মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে তোমার বাবার সামনে পড়ে লজ্জা পেয়ে, সেইজন্যও ছাড়নি?

—কক্ষনো না। বাবা আমাকে কোনোদিন কিছু বলেন নি।

—তুমি আস্তে কথা বলতে পারো না? নর্থ ক্যালকাটার লোকদের মতন চিৎকার না করে বুঝি কথা বলতে পারো না? অসভ্যের মতন সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে—

—সাউথ ক্যালকাটার সবাই সভ্য, তাই না? তোমার বাবা যখন চাকরকে ধমকান, উফ, মনে হয় যেন যুদ্ধ লেগে গেছে। চাকর-বাকরদের মানুষ বলেই মনে করেন না।

—এই, আমার বাবা সম্পর্কে কিছু বলবে না—

—আমি অফিসে চললাম। তোমার সঙ্গে কথা বলে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা।

—জানি, আমার সঙ্গে কথা বললেই তোমার সময় নষ্ট হয়, সেই-জন্য সারাদিনে কথা বলার সময়ই পাও না।

—চাকরিটা কি ছেড়ে দেবো বলতে চাও? এদিকে প্রত্যেক মাসে টানাটানি····খালি উপহার আর উপহার! একে দেওয়া তাকে দেওয়া—

BanglaBook.org

—দিদির ছেলেকে একটা টেনিস র‍্যাকেট কিনে দিয়েছি বলে তোমার এত রাগ।

—মোটেই না। আমাকে এখন যেতেই হবে।

—শোনো!

—কী?

অনুরাধার দু' চোখে পরিষ্কার ঝড়ের পূর্বাভাস। এবার তার গলা চড়াবার পালা।

—তুমি আমাকে টেকন ফর গ্রান্টেড ধরে নিয়েছো, তাই নয়? আমি শুধু সংসার সামলাবো আর মেয়েকে দেখবো? আমার আর অন্য রকম কোনো জীবন থাকবে না?

—তোমার যা খুশী তাই করতে পারো।

—একদিন বাড়ি ফিরে দেখবে আমি নেই।

—তাই নাকি?

মসলার শিশিটা মেঝেতে দারুণ জোরে ছুঁড়ে মারলো অনুরাধা। প্রায় ভর্তি মসলা ছিল।

এই নিয়ে তৃতীয়বার মসলার শিশি ভাঙা হলো এক বছরে। প্রত্যেক বারই দেবকুমার ভাবে, কাচের শিশির বদলে অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো ব্যবহার করে না কেন অনুরাধা?

ঝগড়ার পর দ্রুত সঙ্গম সেরে অফিসে পৌঁছতে ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি হলো দেবকুমারের।

BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

প্রিয়নাথ নামটা কি ঠিক দিয়েছি? আমার আর একটি উপন্যাসে নিশানাথ নামে একটি চরিত্র আছে। প্রিয়নাথ আর নিশানাথ এক ধরনের হয়ে গেল না? বয়স্ক লোকের কথা লিখতে গেলে এখনো নিশানাথ বা বিধুশেখর বা ভবানীপ্রসাদ এই ধরনের ভারী নাম ব্যবহার করি আমরা। দু অক্ষর বা তিন অক্ষরের নাম যেন মানায় না। অথচ তরুণবাবু বলে এক ভদ্রলোককে আমি চিনি, যাঁর বয়স অন্তত পঁয়ষট্টি। তিনিও তো, কারুর বাবা বা ঠাকুর্দা বা দাদু। অথচ বুনবুনের দাদুর নাম তরুণ রাখলে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলাই মুশকিল হতো।

ভদ্রলোকের আসল নাম অখিল। আমরা স্কুলে পড়ার সময় বলতাম অখিল স্যার। আমাদের ইতিহাস আর বাংলা পড়াতেন। বেশ ভালো টিচার, একটু গম্ভীর; কিন্তু রাগী নন। ওঁর ক্লাসে আমরা খুব একটা গোলমাল করতাম না। সেবারে স্কুলে আমরা ছিলাম একটা দুর্দান্ত ব্যাচ। দুজন অঙ্কের স্যারকে আমরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য করেছিলাম।

অনেক বছর কেটে গেছে। অখিল স্যার নিশ্চয়ই এখন আর আমায় দেখলে চিনতে পারবেন না। প্রতি বছর কত ছাত্র ওঁদের হাত দিয়ে পার হয়ে যায়। আমি এখনো স্কুলের মাস্টারমশাইদের রাস্তায় হঠাৎ দেখলে চিনতে পারি। প্রথম প্রথম ওঁদের কারুকে দেখলেই কাছে গিয়ে টিপ করে প্রণাম করতাম পায়ে হাত দিয়ে। এখন এড়িয়ে যাই। কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হলে চট করে মুখটা ফিরিয়ে নিই অন্যদিকে, অন্যমনস্ক হবার ভান করে। যদিও বাল্য-

BanglaBook.org

কালের টুকরো টুকরো দৃশ্য মনে পড়ে যায়, কিন্তু পায়ের ধুলোটুলো নেওয়াটা আর এখন পোষায় না।

সেদিন দেখলাম, সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের কাছে অখিল স্যার হাঁ করে একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়েটি খুব দারুণ একটা সুন্দরী না হলেও তার শাড়িখানা খুব ঝলমলে রঙের আর সে বেশ স্বাস্থ্যবতী যুবতী। আমার বেশ মজা লাগলো। অখিল স্যারেরও রাস্তায় ঘাটে মেয়ে দেখার বাতিক আছে। অবশ্য এটা কিছু নয়, মাস্টারমশাইরাও তো মানুষ। অখিল স্যার বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন, চেহারাটা ভেঙে পড়েছে। এই বুড়ো বয়েসেও অনেকের মন উড়ু-উড়ু হয়।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল উল্টো দিকের ফুটপাথে। লাল রঙের পাঞ্জাবি ও চেপা পা-জামা পরা একটি সুশ্রী যুবকের সঙ্গে কথা বলছিল খুব হাত নেড়ে। অখিল স্যার এপাশ থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সেদিকে, যদিও টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে, তিনি ছাতা খোলেননি, দাঁড়িয়ে ছিলেন ছাতাটায় ভর দিয়ে।

মেয়েটি ও যুবকটি এক সময় একটি রিক্‌শায় উঠে পড়লো। অখিল স্যারের মুখখানি তখন পরাজিত, নিঃস্ব মানুষের মতন আলোশূন্য। তখন আমার মাথায় একটা ঝিলিক দিল।

ঐ মেয়েটির নাম ভুটানী না? অখিল স্যার তা হলে এতক্ষণ নিজের মেয়েকেই দেখছিলেন!

টেস্ট পরীক্ষার পরের দু মাস আমরা স্কুলের কয়েকটি ছেলে অখিল স্যারের বাড়িতে যেতাম সপ্তাহে তিনদিন। উনি একটা কোচিং ক্লাস খুলেছিলেন। সেই জন্যই ওঁর ছেলেমেয়েদেরও আমরা দেখেছি। ওঁর দুই মেয়ের নাম ভুটানী আর জাপানী। মেয়ে দুটি দেখতে খারাপ নয়, রং ফর্সা, শরীরের গড়ন ভালো, শুধু নাক একটু চাপা। বেশ কৌতুকময় মুখ। ভুটানী আমাদেরই বয়েসী, জাপানী তখন

খুব ছোট। ভুটানীর দিকে আমরা অলক্ষ্য চোরা চাহনি দিয়েছি অনেকবার। আমরা যে-ঘরে বসে পড়তাম তার সামনে দিয়েই ভুটানী রোজ বিকেলে শাড়ি আর তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে যেতো। মেয়েদের স্নানঘরে ঢোকার দৃশ্য সেই বয়েস থেকে আমাকে উন্মনা করে দেয়।

না, একটা ভুল করেছি। অখিল স্যার রাস্তায় যাকে দেখছিলেন, সে ভুটানী হতে পারে না। ভুটানীকে ঐ রকম বয়েসী চেহারায় আমরা দেখেছি, কিন্তু এক্দিনে তার বিয়েটিয়ে হয়ে সে নিশ্চয়ই গিন্নী-বান্নী হয়ে গেছে। সেদিনের সেই ছোট্ট জাপানীরই এখন এরকম বড় হয়ে ওঠার কথা। দুই বোনের চেহারায় খুব মিল।

সন্ধেবেলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে নিজের মেয়ের প্রতি অখিল স্যারের সেই নজর রাখার ভঙ্গিটাই আমার মাথায় একটি কাহিনী এনে দেয়। অখিল স্যারের নামটা বদলে দিলাম, এখন থেকে উনি প্রিয়নাথ। তবে, ওঁর চরিত্র ফোটানোর সময় আমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। আমার বাবাও স্কুল শিক্ষক ছিলেন বলে যে-কোনো শিক্ষকের কথা আমি লিখতে গেলেই আমার বাবার চরিত্রের একটা আদল এসে যায়। কিন্তু অখিল স্যার অর্থাৎ প্রিয়নাথের গল্প সম্পূর্ণ আলাদা।

ওঁর বড়ছেলের নাম দেবনাথ, আমি সামান্য বদলে দেবকুমার করে দিলাম। দেবকুমার নামটা আমার ভারী পছন্দ। দেবকুমার আমাদের চেয়ে অন্তত তিন চার ক্লাস নিচে পড়তো। আগেই বোঝা গিয়েছিল, ও পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট হবে। শ্রুতিধর হিসাবে ওর নাম রটে গিয়েছিল। যে-কোনো জিনিস একবার পড়লে ওর মনে থাকে, ক্লাস সেভেনের ছেলে রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা কবিতাটা পুরোপুরি মুখস্থ বলে দেয়। আমার বাবা প্রায়ই আমাকে খোটা দিয়ে বলতেন, দেখ তোরও বুদ্ধি আর অখিলবাবুর ছেলে দেবুরও বুদ্ধি। অঙ্ক ইংরেজিতে ওর সমান মাথা।

Banglabook.org

হেড মাস্টারমশাই বলছিলেন, দেবুকে ডবল প্রমোশন দেওয়া উচিত।

এক স্কুলের শিক্ষকদের ছেলেদের নিয়ে এরকম তুলনা দেবার মনোভাব এসেই যায়। সেই জন্যই আমি তীব্রভাবে ভাবতুম, উঃ, কবে যে স্কুল ছেড়ে কলেজে যাবো।

সেই সময়ই অনেকে ধারণা করেছিল যে দেবকুমার বড় হয়ে সাঙ্ঘাতিক কিছু হবে। দেশবরেণ্য হিসেবে ছড়িয়ে পড়বে তার যশ। স্কুল ফাইনালে দেবকুমার থার্ড হয়েছিল। বি-এতে ইকনমিকস অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, এম-এতেও তাই। প্রত্যেক বছরই বিভিন্ন বিভাগে একজন করে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়, কিন্তু তারা সবাই দেশবরেণ্য হয় না। দেবকুমার একটি কমার্শিয়াল ফার্মে ভালো গ্রেডের অফিসার।

দেবকুমাররা আমার প্রতিবেশী। ওর স্ত্রীর আসল নাম পাপিয়া। শুনলেই একটা বেশ নরম তুলতুলে আদুরে মেয়ের কথা মনে পড়ে, কিন্তু এই মেয়েটি মোটেই সেরকম নয়। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী এবং ওর চরিত্রে গভীরতা আছে। এক-একটি মেয়ে থাকে এরকম। যাদের বাইরে থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না। সেই জন্য আমি ওর নাম বদলে দিলাম। যদিও অনুরাধা নামে আমি আরও দু-একটি মেয়েকে চিনি, কিন্তু কী আর করা যাবে। আমি সাধারণত চেনাশুনো লোকদের নাম লেখায় এড়িয়ে যাই, কিন্তু মানুষের পরিচয়ের গণ্ডি দিন দিন বাড়ে, অনেক নতুন ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তাদের নামগুলি সরিয়ে সরিয়ে আমি আমার চরিত্রদের জন্য নামই আর খুঁজে পাই না সহজে। পাপিয়াকে অনুরাধা নামেই মানায়। বাবা মা অনেক সময় ভুল নাম রাখতে পারেন, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয়, কিন্তু সাহিত্য ভুল নাম সহ্য করে না।

ভুটানী এবং জাপানীরও নিশ্চয়ই দুটি ভালো নাম আছে, কিন্তু

আমি জানি না। জেনে নিতে হবে, তারপর দেখবো সেগুলি বদলাবার দরকার আছে কিনা।

অখিল স্যার অর্থাৎ প্রিয়নাথ মাস্টারমশাইয়ের বাড়িটা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। একজন স্কুল শিক্ষকের পক্ষে সত্যিই খুব ভালো বাড়ি। বড় বড় চৌকো কালো সাদা পাথরের মেঝে, তিনখানি প্রশস্ত ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম ও নিজস্ব ছাদ। এরকম ফ্ল্যাটের ভাড়া খুব কম করেও এখন ছশো টাকা। আমার বাবা বলতেন, অখিল (প্রিয়নাথ) খুব দাঁও মেরেছে যুদ্ধের সময়। বলাই বাহুল্য আমরা তখন একটা অন্ধকার ঘুপসি বাড়ির একতলায় থাকতাম।

ব্যাপারটা আসলে এই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনেকেই বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালায়। বাড়ি ভাড়া নেমে যায় জলের দরে। প্রিয়নাথের বাড়িওয়ালাও পালিয়েছিলেন, তবে ফাঁকা বাড়ি ফেলে রেখে যেতে সবারই মন খচখচ করে, কেয়ার টেকারও দুর্লভ, সেইজন্যই সেই বাড়িওয়ালা সম্পূর্ণ তিনতলাটা প্রিয়নাথকে ভাড়া দিয়ে যান পঞ্চাশ টাকায়।

বাড়িওয়ালা কথাটা যেন কেমন কেমন শোনায়। বাড়িওয়ালী তো রীতিমত অশ্লীল। এই জন্যই দক্ষিণ কলকাতায় সবাই ল্যাণ্ড লর্ড বা ল্যাণ্ড লেডী বলে। প্রিয়নাথের বাড়িওয়ালা আসলে একজন বিশিষ্ট উকিল ছিলেন। সুখময় চৌধুরী। না, এ নামটা বানাইনি, এটাই ওঁর আসল নাম। সুখময় চৌধুরী খুব কম টাকায় প্রিয়নাথকে ভাড়া দিলেও খানিকটা নীচতা করেছিলেন। আগে ওঁরা নিজেরাই থাকতেন তিনতলায়। কলকাতা ত্যাগের সময় নিজেদের জিনিসপত্র দোতলায়, একতলায় রেখে তিনতলাটা দিয়ে গেলেন প্রিয়নাথকে। অর্থাৎ বোমা পড়লে, প্রিয়নাথের মাথায় পড়ুক।

প্রিয়নাথ তখন যুবক, সদ্য বিয়ে করেছেন, বোমার ভয়ে ভীত হননি। তখন স্কুল কলেজ সব বন্ধ, কিছুদিনের জন্য প্রিয়নাথ কাজ

BanglaBook.org

নিয়েছিলেন এ আর পি-তে। আমার বাবা সেই সময় লোহারডাগাতে একটা চাকরি নিয়ে চলে যান বলে সেই সময় খুব সস্তায় ভালো বাড়ি ভাড়া নেওয়ার চমৎকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

পঞ্চাশ টাকা থেকে বাড়তে বাড়তে ঐ ফ্ল্যাটের ভাড়া এখন হয়েছে একশো পাঁচ টাকা। এই ভাড়া শুনলে অনেকেই এখন বাড়িওয়ালার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। প্রিয়নাথ ছাড়লেই এক লাফে ছশোয় উঠে যাবে এবং সেই ভাড়াতেই ঐ ফ্ল্যাট নেবার জন্য অনেক লোক মুখিয়ে আছে। সুখময় চৌধুরী মারা গেছেন, তাঁর ছেলেরা কেউ সার্থক হয়নি, ওদের সংসার খুব সচ্ছল নয়। অবশ্য প্রিয়নাথের পক্ষেও অনেক যুক্তি আছে। সেগুলি আমি যথা সময়ে ওঁর মুখ দিয়েই প্রকাশ করবো।

দীর্ঘ দশ বছর ধরে মামলা চলে। নিয়মিত রেন্ট কন্ট্রোলে ভাড়া জমা দিয়ে গেলে সেই ভাড়াটেকে তোলা আর টিউব থেকে একবার টুথ পেস্ট বার করার পর সেটাকে আবার টিউবে ভরার মতনই অসাধ্য ব্যাপার। অন্তত আমি এরকমই জানতাম। তবু প্রিয়নাথ সম্প্রতি হেরেছেন। আইনের কোন কুটিল ধারা—উপধারা প্রয়োগে এই কাণ্ডটি সম্ভব হয়েছে তা আমি ঠিক জানি না। হাইকোর্টের মামলায় শেষের দু দিন প্রিয়নাথ খুব অসুস্থ ছিলেন, নিজে যেতে পারেননি টোটোকে বলেছিলেন উকিলের পাশে হাজির থাকতে। কিন্তু টোটো নিজেই তো একটি টোটো কম্পানির ম্যানেজার। তা ছাড়া তখন সে আবার পুলিশের হাঙ্গামায় খানিকটা জড়িয়ে পড়েছিল, তাই সে বিষয়টাকে গুরুত্ব দেয়নি। সেটাই নাকি একতরফা ডিক্রি হওয়ার কারণ, দেবকুমার একদিন কথায় কথায় জানিয়েছিল এবং আরও বলেছিল যে তার বাবার উকিল বাড়িওয়ালা পক্ষের কাছ থেকে মোটা ঘুষ খেয়েছে। টোটোর বদলে দেবকুমার নিজেই যায়নি কেন হাইকোর্টে? যাবে কী করে সে তো তখন অফিসের কাজে

BanglaBook.org

বাঙ্গালোরে। ছোটভাইটাকে দিয়ে কি বাড়ির কোনো কাজই হবে না?

দেবকুমারের মতে, মামলায় হেরে গেলেও নাকি প্রিয়নাথের এখনও বাড়ি ছেড়ে যাবার দরকার নেই। চৌত্রিশ বছর ধরে যে ভাড়াটে রয়েছে তাকে এমনভাবে বাড়ি ছাড়া করা যায় না। আবার উল্টে মামলা করা যায় কিন্তু প্রিয়নাথ হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।

অনুরাধা মাঝে মাঝে আসে আমাদের বাড়িতে বই নিতে। বইয়ের নির্বাচন থেকেই ওর রুচি টের পাওয়া যায়। খুব একটা হালকা বই ও পছন্দ করে না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ও এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে মুখের দিকে। কেন অমন করে ঠিক বোঝা যায় না। একটু অস্বস্তিকর লাগে। অবশ্য, একটু পরেই ও অকারণে একটা হাসি দিয়ে সেই অস্বস্তিটুকু কাটিয়ে দেয়।

আজ সকালবেলা আমি একটা কাজে বেরিয়েছিলাম। দশটা-এগারোটার সময় ট্রামে বাসে ওঠা দারুণ শক্ত ব্যাপার। সকালবেলা অফিস যাওয়ার অভ্যেস নেই বলে আমি ভিড়ের ট্রাম বাসে ঠিক ভারসাম্য বজায় রেখে হাতল ধরে পা-দানিতে আঙুল ছুঁইয়ে ঝুলতে পারি না। বড় রাস্তার মোড়ে এসে একটা ট্যাক্সির খোঁজ করছিলাম, এক সময় দূরে একটা খালি ট্যাক্সি দেখা গেল এবং আমি হাত তোলার আগেই একটু দূরে এক মহিলা সেই ট্যাক্সিটা ধরে নিল। সেই মহিলাটি অনুরাধা। আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম।

ট্যাক্সিটা কিন্তু আমার কাছে এসেই থামলো এবং অনুরাধা জিজ্ঞেস করলো, সুনীলদা, আপনি কোথায় যাবেন? আমি নামিয়ে দিতে পারি।

ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কত দূর যাচ্ছো?

BanglaBook.org

সে কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে অনুরাধা হেসে বললো, আপনি কোথায় যাবেন সেটাই বলুন না।

সুতরাং আমাকে বলতেই হলো যে আমি যাচ্ছি হাওড়া স্টেশনে। অনুরাধা নিশ্চয়ই অত দূরে যাবে না। এসব ক্ষেত্রে আমি নিজে ভাড়া দিতে না পারলে আমার মনটা খচখচ করে। আমি যদিও যাবো পার্ক সার্কাস। কিন্তু হাওড়া স্টেশনের কথা বলাই সুবিধাজনক। অনুরাধা তখন জানালো যে, সে যাবে থিয়েটার রোডে, অর্থাৎ ওকে নামিয়ে দিয়ে যাবার অধিকার আমার আছে।

দু-একটা টুকিটাকি কথা হলো অনুরাধার সঙ্গে। আমি মনে মনে মিটিমিটি হাসছিলাম। অনুরাধা জানে না যে এখন ও আমার উপন্যাসের একটি চরিত্র।

॥ ৪ ॥

চক্রবর্তীদের বাড়ি মঙ্গলা মা এসেছেন।

প্রিয়নাথ স্কুলে বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টোটোও বাড়ি থেকে পালায়। পরীক্ষা সামনে, তবু গ্রাহ্য নেই। পড়াশুনোয় ওর কিছুতেই মন বসে না।

জাপানীও বেরিয়েছে কোন এক বন্ধুর কাছ থেকে নোট আনতে হবে। বাবাকে আগে থেকেই বলে রেখেছিল। সুতরাং দুপুরে কল্যাণী একা। নিজে খেয়ে নিলেন, টোটোর ভাত ঢাকা দেওয়া রইলো রান্নাঘরে। কখন সে আসবে ঠিক নেই।

কল্যাণী ছাদে বড়ি শুকোতে দিতে এসেছিলেন, পাশের বাড়ির ছাদ থেকে বিজনের মা বললেন, ও দিদি, আজ আবার মঙ্গলা মা এসেছেন, দেখতে যাবেন নাকি।

BanglaBook.org

মঙ্গলা মার কথা কিছুদিন থেকেই শুনছেন কল্যাণী। উনি থাকেন কাশীতে, মাঝে মাঝে আসেন কলকাতায়। মৃগেন চক্রবর্তীর স্ত্রী নির্মলা কিছুদিন হলো মঙ্গলা মায়ের কাছে মন্ত্র নিয়েছে। মৃগেন চক্রবর্তীর কন্ট্রাকটারির ব্যবসা এবং তিনি পাড়ার দুর্গাপুজো কমিটির স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট।

দুপুরে তো কোনো কাজ নেই, একবার দেখা করে এলে মন্দ হয় না। মঙ্গলা মা কারুর কাছ থেকে কক্ষনো পয়সা নেন না, এ কথা শুনেই কল্যাণীর খানিকটা ভক্তি জেগেছে। মঙ্গলা মাকে নাকি কেউ প্রণামী হিসেবে কিছু দিতে গেলেও উনি রাগ করে পা দিয়ে ঠেলে দেন।

আটপৌরে শাড়িখানা ছেড়ে কল্যাণী চট করে গরদটা পরে নিলেন। বিয়ের সময়কার শাড়ি জায়গায় জায়গায় একটু পিঁজে গেলেও এখনো মোটামুটি অটুটই আছে। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও কল্যাণী এখনো খুব লাজুক। বাইরে বেরুলে লোকের সঙ্গে কথাই বলতে পারেন না মুখ ফুটে।

ফ্ল্যাটের দরজায় তালা দিতে হবে। টোটো যদি এর মধ্যে ফিরে আসে? কল্যাণী ভাবলেন, ফিরুক, আজ না খেয়ে থাকুক। একটু শাস্তি হোক। সেই রকম সংকল্প নিয়েই তিনি তালা লাগালেন এবং সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই মন বদলে গেল, একতলায় নতুন ভাড়াটেরা এসেছে, মাদ্রাজী, সেই মাদ্রাজী বৌকে ডেকে, সে ভালো বাংলা জানে, বললেন, আমার ছেলে এলে এই চাবিটা দিয়ে দিও তো পদ্মিনী।

বিজনের মা বললেন, আমাদের ছাদের টবে কতগুলো জুঁই ফুল ফুটেছিল। নিয়ে এলাম মঙ্গলা মার জন্য। উনি ফুল পেলে খুশী হন।

কল্যাণী বললেন, আমি যে কিছু নিলাম না।

BanglaBook.org

বিজনের মা এক মুঠো ফুল কল্যাণীর হাতে দিয়ে বললো, এই তো আমাদের তুজনের হলো।

মৃগেন চক্রবর্তী এক সময় যে দোতলা বাড়িটায় ভাড়া থাকতেন, এখন সেটাই নিজে কিনে নিয়েছেন। তারপর সেই বাড়ির নানান দেয়াল ভেঙে, বাড়িয়ে, রংচং করে এখন একবারে ঝকঝকে নতুন চেহারা। ছাখো, মানুষের গ্রহের ফের। একজন ভাড়াটে থেকে সেই বাড়ির মালিক হয়ে গেল, আর একজন এত কালের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে আবার উঠে যাবেন অন্য জায়গায়। তাও একতলা আর সেই মানিকতলা না কোন অচেনা জায়গায়!

দোতলার সবচেয়ে বড় ঘরটির সারা মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা। সেখানে এসে বসেছে পাড়ার প্রায় পঁচিশ তিরিশজন মহিলা, কয়েকজন বেশ কম বয়েসী বউও আছে। মঙ্গলা মা বসেছেন একটি ধপধপে সাদা চাদর পাতা চৌকির ওপর, পা তুখানি ঝোলানো, তু-পাশে অনেকগুলো তাকিয়া। মঙ্গলা মা অসম্ভব স্থূলাঙ্গিনী, মাটিতে হাঁটু-মুড়ে বসতে কষ্ট হয়। এমনকি হাঁটবার সময়ও তুজন তু পাশ থেকে ওঁকে ধরে নিয়ে যায়। গায়ের রং টুকটুকে ফর্সা, ঐরকম বিরাট মোটা হলেও মুখখানি যেন শিশুর মতন, গলার আওয়াজও খুব মিষ্টি। বয়েস বোঝা যায় না। চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে যে-কোনো কিছু হতে পারে, মাথায় থাক থাক করা কালো চুল।

কল্যাণী প্রথমেই একটু চমকে উঠলেন মঙ্গলা মায়ের টকটকে লাল পাড় শাড়ি আর সিঁথিতে সিঁতুর দেখে। তাঁর ধারণা ছিল সন্ন্যাসিনীরা সিঁতুর পরেন না। কল্যাণী শুনেছেন অবশ্য, মঙ্গলা মা এক সময় তাদেরই মতন সাধারণ এক বাড়ির বৌ ছিলেন। তারপর স্বপ্নাদেশ পেয়ে গৃহ ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন। কাশীতে ওঁর বিরাট আশ্রম। ভক্তদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেন না। তবু অত বড় আশ্রম চলে কী করে কে জানে?

BanglaBook.org

অন্যদের দেখাদেখি কল্যাণীও মঙ্গলা মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দেয়াল ঘেঁষে এক কোণে বসলেন। মঙ্গলা মা অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তারই মধ্যে কল্যাণীকে আশীর্বাদ করলেন হাত তুলে।

মঙ্গলা মা কথার মাঝে মাঝেই রামায়ণ মহাভারত থেকে ছোট ছোট গল্প বলেন। চিন্ময়ীর বড় মেয়ের বর জার্মানিতে থাকে, অনেকদিন তার কাছ থেকে চিঠি আসেনি শুনে মঙ্গলা মা বললেন, শোন তাহলে অর্জুন স্বর্গে গেছেন, অস্তর-শস্তর চালানো ভালো করে শেখবার জন্য অনেকদিন তার কোনো খবর নেই, তখন দ্রৌপদী উতলা হয়ে বললেন....

কল্যাণী জানে এ সমস্ত গল্প। কল্যাণী নিজেও আই-এ পর্যন্ত পড়েছিলেন, সংসার যখন ছোট ছিল নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস ছিল। যখন দেবকুমার শুধু জন্মেছে, সে ছিল কত আদরের সন্তান। তখন তাকে মুখে মুখে গল্প শোনাবার জন্য কল্যাণী নিজে রাত জেগে জেগে মহাভারত রামায়ণ শেষ করেছেন। তবে মঙ্গলা মা গল্পগুলো বলেন ভারী সুন্দর করে।

—ও দিদি, হাত জোড় করো।

তাই তো, ঘরের সবাই হাত জোড় করে মঙ্গলা মার কথা শুনছে। এর মধ্যে কয়েকজনের বয়েস মঙ্গলা মার চেয়েও ঢের বেশী। মঙ্গলা মা-ও তো একদিন সাধারণ বাড়ির বৌ ছিলেন। আর পাঁচজনের মতন নিছক ঘর সংসারের কাজে আটকে না থেকে বড় কাজে নেমে পড়েছেন, এখন কত লোক তাঁকে মানে গোণে, কতজনের মনে উনি শান্তি এনে দেন। নির্মলার মৃগী রোগ ছিল, মঙ্গলা মার দয়ায় নাকি এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া এমন হয় না। সত্যিই কি ভগবান বলে কিছু আছে? কল্যাণীর মন বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে দোলে। কোনদিন তিনি এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিন্ত হতে পারেননি।

BanglaBook.org

ঘণ্টাখানেক নানারকম উপদেশ শোনার পর ফস করে একজন বলে উঠলো, মা, আপনাকে একটা দয়া করতেই হবে। আমার ওনার খুব দরকারী কাগজপত্তর, কোর্টের সব দলিল, বাণ্ডিল করা ছিল, আর পাওয়া যাচ্ছে না। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, অমন কাগজপত্তর চোরে নেবে না, চাকর-বাকর চুরি করবে না। কিন্তু না পাওয়া গেলে মহা বিপদ। উনি নিজেই অন্য কোথাও ফেলে এসেছেন কিনা ঠিক নেই, কিন্তু দিনরাত আমাকে দুষছেন। মা, আপনি একটা উপায় করে দিন।

মঙ্গলা মা এবার কিন্তু কোনো পৌরাণিক কাহিনী ফাঁদলেন না। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন প্রশ্নকারিণীর কপালের দিকে। তারপর চোখ বুজলেন।

কল্যাণীও নড়ে-চড়ে বসলেন একটু। মঙ্গলা মা-র এই দৈব ক্ষমতার কথাও তিনি শুনেছেন। যে-কোনো হারানো জিনিস উনি খুঁজে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে ওঁর নাকি কখনো ভুল হয় না।

মঙ্গলা মা একটু পরেই চোখ তুলে বললেন, পাবি। বাড়িতেই পাবি।

—সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, মা। একবার নয় তিন-চারবার।

—তবু পাবি। এখনো সময় হয়নি। আজ থেকে বারো দিন পর ঠিক পেয়ে যাবি, আমায় তখন চিঠি লিখে জানাস।

—মা, সত্যি পাবো তো? বাড়িতে যে কোনো জায়গা আর খুঁজতে বাকি নেই, সব কিছু ওলোটপালোট করে...

—ঐ তো, ঠিক আসল জিনিসের ওপরেই নজর পড়ে না। চোখ খোঁজে। কিন্তু মন খোঁজে না। মন যেদিন খুঁজবে, সেইদিনই পাবে। তোর সেই কাগজের বাণ্ডিল কোথায় আছে আমি জানি, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বলার উপায় নেই, এখনো সময় হয়নি

BanglaBook.org

যে। বললাম তো বারোদিন পর যদি না পাস আমাকে জানিয়ে দিস, আমি চিঠি লিখে জায়গাটা বলে দেবো।

প্রশ্নকারিণী বর্ষীয়সী নারীটি খুব খুশী হলো না মনে হয়, তবু অবশ্য সে ভক্তি ভরে প্রণাম করলো মঙ্গলা মা-কে।

এর পর একজন বললো তার এক জোড়া সোনার দুলের কথা। মঙ্গলা মা সেইরকম কিছুক্ষণ তীব্র চোখে তাকিয়ে আবার চোখ বুজে থাকার পর বললেন, ও আর পাবি না। ও চোরে নিয়ে গেছে। আমি তো আর পুলিশ নয় মা যে চোর ধরে আনবো।

কয়েকটি হারানো জিনিসের কিন্তু খোঁজও পাওয়া যেতে লাগল। একজন জিজ্ঞেস করলো তার ব্যাঙ্কের লকারের চাবির কথা। মঙ্গলা মা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক মুখ হেসে উত্তর দিলেন ওটার তো পাবার সময় হয়ে গেছে? পাসনি এখনো? যা ধোপার হিসেবের খাতাটা খুলে দেখ। ওর মধ্যে ভুল করে রেখেছিলি যে।

সেই মহিলাটি তক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এসে বিস্ময় ভাঙা হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো, সত্যি মা, সব জায়গায় খুঁজেছিলাম শুধু ঐ খাতাটাই—

মঙ্গলা মা খুব কম জনকেই বললেন যে পাওয়া যাবে না। তাঁর কাছে যেন সময়টাই বড় কথা। কারুর এখনো সময় হয় নি। কারুর হয়েছে। কারুকে তিনি এক সপ্তাহ বা এক মাস পরের তারিখ দিতে লাগলেন আবার দু-একজনের সময় পেরিয়ে গেছে বলে দিলেন তাৎক্ষণিক সন্ধান। হারের লকেটের চুনি পাওয়া গেল ছাদের ট্যাঙ্কের নিচে, আর একজনের ছবির অ্যালবাম আবিষ্কৃত হলো তার বাপের বাড়িতে। ঠিক যেন টেলিপ্যাথীর মতন মঙ্গলা মা এদের প্রত্যেকের চোখের দিকে তাকিয়ে লুপ্ত মনের কথা টেনে বার করছেন।

—দিদি, তুমি কিছু জিজ্ঞেস করবে না?

BanglaBook.org

বিজনের মায়ের কথা শুনে কল্যাণী লজ্জা পেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না না।

উপস্থিত মহিলারা ঠিক ধর্ম উপদেশ শুনতে আসে নি। মঙ্গলা মায়ের কাছ থেকে হারানো জিনিসের সন্ধান জেনে নেওয়াই আসল উদ্দেশ্য। কল্যাণীও ভাবছিলেন, তাঁর কোনো হারানো জিনিসের কথা বলবেন কিনা। কিন্তু তাঁর মনেই পড়ছে না কোনো জিনিসের কথা, শিগগিরই তাঁর সেরকম দরকারী বা দামী জিনিস তো হারায় নি। একটা যা মনে আসছে, তা মুখে আনা যায় না।

দিন তিনেক ধরে তিনি কয়লা ভাঙা হাতুড়িটা খুঁজে পাচ্ছেন না। বহুদিনের একটা পুরোনো লোহার হাতুড়ি অতি তুচ্ছ জিনিস। সেটা কে নেবে? কয়লা রাখার আলাদা জায়গা নেই, থাকে ছাদের এক কোণে, বহুদিন ধরেই সেখানে হাতুড়িটা ছিল। জিনিসটা খুবই সামান্য হলেও দরকারের সময় না পেলে খুবই অসুবিধে হয়। ঐ হাতুড়ির কাজ আর অন্য কিছু দিয়ে হয় না। একটা হাতুড়ি হারালে কি কেউ চট করে বাজার থেকে আর একটা হাতুড়ি কেনে? সবচেয়ে বড় কথা হলো, হাতুড়িটা হারাবে কেন?

কিন্তু মঙ্গলা মার কাছে কয়লা ভাঙা হাতুড়িটার কথা বললে সবাই হেসে উঠবে না?

মঙ্গলা মা কল্যাণীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে খুব আস্তে আস্তে বেদনাচ্ছন্ন গলায় বললেন, তোর যা হারিয়েছে, আমি জানি, তুই আর তা ফিরে পাবি না।

কল্যাণীর বুকটা কেঁপে উঠলো।

উনি কী হারাবার কথা বলছেন? উনি কি বুঝে ফেলেছেন কল্যাণীর মনের কথা? তা কখনো সম্ভব? আর সামান্য একটা কয়লা ভাঙা হাতুড়ির কথা টের পেলেই বা উনি সেটা সম্পর্কে অমন দুঃখিত গলায় বললেন কেন, তুই আর তা ফিরে পাবি না।

BanglaBook.org

কল্যাণী মঙ্গলা মায়ের চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছেন না। তাঁর হৃদয়ে যেন বিশাল একটা সমুদ্রের ঝাপটা এসে লাগছে। এমন অভিজ্ঞতা তাঁর আর কখনো হয়নি। এত লোকের মাঝখানে কল্যাণী বুঝি হঠাৎ কেঁদে ফেলবেন।

মঙ্গলা মা আবার বললেন, ভুলতে পারবি....আমার আশ্রমে আসিস, আমি একটা মন্ত্র দেবো...ভুলতে পারবি, ভুলতে পারবি, না ভুলতে পারলে বড় কষ্ট...

হয়তো দুজনের মধ্যে একটা সম্মোহনী প্রবাহ আরও কিছুক্ষণ চলতে পারতো, কিন্তু এর মধ্যে অন্য কেউ আর একটা কথা বলতেই সেটা ভেঙে গেল। কে যেন একজন বললো, মা, একবার আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে হবে, আমার মেয়েটার অসুখ, সে আসতে পারেনি—

কল্যাণী উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, আমি একটু আসছি।

মঙ্গলা মাকে প্রণাম না করেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর শরীর ঝিমঝিম করছে, তিনি কিছুতেই আর বসে থাকতে পারছিলেন না। সোজা রাস্তায় নেমে এসে তিনি হাঁটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। মঙ্গলা মা কী হারাবার কথা বললেন? সব, সব কল্যাণীর জীবনে তো আর কিছুই নেই, সবই তো হারিয়ে গেছে। কিছুই আর ফিরে পাওয়া যাবে না। উনি ঠিক ধরেছেন।

নিজেদের বাড়ির দরজায় পা দিয়ে কল্যাণী একটু সামলে নিয়ে ভাবলেন, না, না, তাঁর জীবনের কথা মঙ্গলা মা জানবেন কী করে? ওঁরা এরকম আন্দাজে ঢিল মারেন। সবারই জীবনে কিছু না কিছু হারিয়েছে...

মাদ্রাজী বৌ-এর কাছ থেকে চাবির কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়ে তিনি ওপরে উঠে এলেন। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। টোটো ফিরে এসেছে। ঘরে উঁকি মেরে তিনি দেখলেন, টোটো চিৎ হয়ে শুয়ে

BanglaBook.org

আছে খাটে, মায়ের উপস্থিতি টের পেয়েও সে ফিরে তাকালো না।

—তুই খেয়েছিস ?

—আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি।

—বাইরে থেকে ? কেন ? কোথায় খেয়েছিস ?

—খেয়েছি এক জায়গায়।

—কোথায় গিয়েছিলি ?

—এক জায়গায় দরকার ছিল।

টোটো কথা বলার মেজাজে নেই। কল্যাণী জানেন, আর দু' একটা প্রশ্ন করলেই ছেলে বলবে, আঃ এখন বিরক্ত করো না !

রান্নাঘরে এসে দেখলেন, খাবার যেমন ঢাকা দেওয়া ছিল, সেই রকমই রয়েছে। এমনও হতে পারে, টোটো বাইরে থেকে কিছু খেয়ে আসেনি, বাড়িতে ফিরেও খায় নি। সে ঠাণ্ডা খাবার খেতে পারে না। মা তার খাবার আগলে বসে থাকেনি, সে ফেরামাত্র সব যত্ন করে নরম করে দেয়নি, সেই জন্য ছেলের অভিমান হয়েছে ? এদিকে ওর বাবা সব সময় বলেন, ছেলেকে আর লাই দিয়ে মাথায় তুলো না। এক সময় তো ওর সর্বনাশ করতে বসেছিলে।

টোটো আজকাল কোনো কথাই শোনে না। সে যখন তখন যেখানে খুশী চলে যায়। জিজ্ঞেস করলে সঠিক উত্তর দেয় না। বেশী বকুনি দিলে সে বলে, তোমরা কি চাও আমি বাড়ি থেকে একেবারে চলে যাই ? তা হলে তোমরা খুশী হও ?

—ভাত গরম করে দেবো ? খাবি ?

—বললাম তো খেয়ে এসেছি।

—বেশ করেছিস খেয়েছিস। উঠে আর চারটি খেয়ে নে।

—না।

BanglaBook.org

কল্যাণী রাগ করে নিজের ঘরে চলে এলেন। না খাবে তো না খেয়েই থাকুক। কী আর করা যাবে!

কারেন্ট নেই। কিন্তু গরমের চেয়েও আর এক নিদারুণ অস্থিরতায় ছটফট করতে লাগলেন কল্যাণী।…সব কিছু হারিয়ে গেছে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এই সত্যটা কল্যাণীর মধ্যে ঘুমন্ত ছিল, কেন জাগিয়ে দিলেন মঙ্গলা মা? আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছেন। অথচ এতে যে মানুষের কতখানি ক্ষতি হয়…। আবার অনেকে নাকি ওঁদের কাছে গিয়ে শান্তি পায়, কল্যাণীও শান্তি চাইতে গিয়েছিলেন…

টোটো বাইরে থেকে সত্যিই খেয়ে এসেছে। পয়সা পায় কোথায়? আর পয়সা পেলেও, বাড়িতে রান্না রয়েছে, কেনই বা বাইরে খেতে যাবে? মাত্র আঠার বছর বয়েস, এরই মধ্যে টোটো যেন কত দূরের মানুষ, ঐ বয়সে দেবু এরকম ছিল না মোটেই…দেবুর সঙ্গে দেখা হয় না একমাস, প্রায়ই অফিসের কাজে বাইরে যায়…আগে প্রত্যেক বুধবার বিকালে আসত, পর পর চার বুধবার আসেনি, সময় পায় না, অথচ এপাড়া আর ওপাড়া....

সদ্য স্কুল ছেড়ে এ-বাড়িতে নতুন বউ হয়ে এসেছিলেন কল্যাণী। তখন শ্বশুর শ্বাশুড়ী থাকতেন দেশের বাড়িতে। প্রথম থেকেই নিজের সংসার। স্কুলে ফাংশানে বিদায় অভিশাপ গীতিনাট্যে কল্যাণী দেবযানী সেজেছিলেন। বিয়ের পর স্বামী বলেছিলেন, তুমি গান বাজনার চর্চা করো না, ছাড়বে কেন? প্রিয়নাথ নিজে কল্যাণীকে নিয়ে গিয়েছিলেন রেডিও স্টেশনে, তখন যুদ্ধের ডামাডোল, কল্যাণী একবারেই চান্স পেয়ে গেলেন। তারপর টানা পাঁচ বছর কল্যাণী রেডিওতে গান গেয়েছেন। সেকথা এখন বোধ হয় কারুর মনেই নেই। চার সন্তানের জননী এই মধ্যবয়স্কা গিন্নীবান্নী মহিলাটি যে এককালে বেতারের গায়িকা ছিলেন, সেকথা বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

Banglabook.org

দেবু হওয়ার পরই কল্যাণীকে গান-বাজনা ছেড়ে দিতে হয় আস্তে আস্তে। তবু দেবু বরাবরই শান্ত, ছোটবেলায় তাকে নিয়ে বেশী ঝামেলা পোহাতে হয় নি, কিন্তু তুটানীটা বড় জ্বালিয়েছে, জন্ম থেকে ছিঁচকাঁদুনে আর পর পর অসুখে ভুগেছে। তখন এক এক সময় কল্যাণীর মনে হতো বাড়িতে শাশুড়ী বা ননদ কেউ থাকলে ভাল হতো। কেউ ছিল না, মাইনে দিয়ে লোক রাখারও ক্ষমতা ছিল না, সব সামলাতে হয়েছে কল্যাণীকে একলা। সেই অবস্থায় গান গলা ছেড়ে ভয়ে পালিয়েছে একশ মাইল দূরে। ছেলেমেয়েদের জন্য গান ছাড়তে হলো কল্যাণীকে, সেই ছেলেমেয়েরা আজ কোথায়। ভূটানী থাকে কানাডায়, দু'মাসে একখানা চিঠি লেখে, আর দেবু কলকাতায় থেকেও…

….তোর যা হারিয়েছে…তা আর তুই ফিরে পাবি না…। সবই তো হারিয়ে গেছে, আর কি আছে জীবনে?

প্রিয়নাথ একদিন রাগ করে বলেছিলেন, নিজে তো রোজগার করোনি কখনো, তাহলে বুঝতে টাকা পয়সা কি ভাবে আসে। মাসের শেষে প্রায়ই খিটিমিটি বাধে। এক একসময় কল্যাণীর কান্না পেয়ে যায়। নিজের জন্য কখনো কিছু খরচা করেছেন তিনি? শাড়ি গয়নার শখ কোনো কালেই ছিল না। নিজের বিয়ের সময়কার গয়না কিছু গেছে বড় মেয়ের বিয়েতে, কিছু বিক্রি করতে হয়েছে দেবুর অসুখের সময়। বি. এ. পরীক্ষার বছরে দেবু তো—টাইফয়েডে প্রায় মরতে বসেছিল। টাকা পয়সা নিজে রোজগার করেননি বটে কল্যাণী কিন্তু সারা জীবন ধরে যে এ সংসারের ঝি-চাকর-বামুনের খরচ বাঁচিয়ে এলেন! গলা দিয়ে এখন আর একদম স্বর বেরোয় না, গানের চর্চাটি রাখলে গানের টিউশনি করতে পারতেন এখন।

…তুই যা হারিয়েছিস….তা আর ফিরে পাবি না।

ছেলেমেয়েরা, স্বামী, কেউই আর আপন নেই। প্রিয়নাথের

BanglaBook.org

সঙ্গে তো দিনের পর দিন কোনো কথাই হয় না। মানুষটা ভীষণ বদলে গেছে। যেটুকু সময় বাড়িতে থাকে গুম মেরে থাকে। আর দুবছর বাদে রিটায়ার করবে, সেই চিন্তাটাই বোধহয় মনের মধ্যে কাঁটা হয়ে আছে। চাকরি থেকে তো সকলকেই একদিন না একদিন রিটায়ার করতে হয়। সারাজীবন একটানা খাটুনি গেল।

শুয়ে ছিলেন, কল্যাণী হঠাৎ উঠে বসলেন। ভীষণ অস্থির লাগছে। যতই অন্য কথা ভাবতে চাইছেন, ততই বার বার ফিরে আসছে ঐ কথাটা....তুই যা হারিয়েছিস....তা আর ফিরে পাবি না....। মঙ্গলা মা না ডাইনী! কে বলতে বলেছিল এই কথা।

উঠে এসে টোটোর ঘরে উঁকি দিলেন আবার। টোটো—ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেটা রাগ করে না খেয়ে রইলো। কল্যাণীর নিজের পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠলো। ছেলে খায়নি, তিনি নিজে খেয়েছেন, আগে কক্ষনো বাড়ির সকলের খাওয়া না হলে নিজে খেতেন না। ছেলেকে আজ শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন, উল্টে সে-ই শাস্তি দিল।

—টোটো, ওঠ লক্ষ্মী, একটু খেয়ে নে।

টোটো প্রথমে চোখ মেলে তাকালো। সরল কৈশোরের চোখ। তারপরই বিরক্তিতে ভাঁজ হয়ে গেল মুখখানা।

—বললাম না খাবো না? একটু ঘুমোতেও দেবে না?

দ্বিতীয়বার আর অনুরোধ করলেন না কল্যাণী। বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তারপর ফ্ল্যাটের দরজা খুলে সিঁড়িতে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে। গলি থেকে বড় রাস্তায়। তারপর যে-কোনো একদিকে হাঁটতে লাগলেন।

শহরের রাস্তায় অনেক সময় একটা একলা মোষকে দৌড়োতে দেখা যায়। মনে হয় যেন সেই জঙ্গলের প্রাণীটি এই শহর ছেড়ে আবার সেই জঙ্গলে ফিরে যেতে চাইছে। কল্যাণীর চোখের দৃষ্টিও সেই-রকম উদ্‌ভ্রান্ত। কিন্তু কল্যাণী কোথায় ফিরে যাবেন? তাঁর

BanglaBook.org

বাপের বাড়ি ছিল বর্ধমানে, বাবা মা নেই অনেকদিন, দাদারা খোঁজ নেয় না।

কল্যাণী কাঁদছেন না, কিন্তু চোখের খুব আনাচে-কানাচে অপেক্ষা করে আছে কান্নার ঢল, ঠোঁট কাঁপছে, তাঁর পাগলের মতন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, ওগো, আমার সব কিছু হারিয়ে গেছে। আমার আর কিছু নেই, কিছু নেই। আমি আর কিছু ফিরে পাবো না।

পথ দিয়ে কত মানুষ যায়। সকলেই থাকে যে-যার খেয়ালে। কেউ কারুর দুঃখ বোঝে না। পঞ্চাশ বাহান্ন বছরের একজন মহিলা, দেখলেই বোঝা যায় ভদ্র পরিবারের, তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন আপন-মনে, কেই বা বুঝবে যে ইনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন নিরুদ্দেশে? কল্যাণী রাস্তা-ঘাট ভালো চেনেন না, একলা বেরোন না সাধারণত, তাই কোনদিকে চলেছেন তার কোনো আন্দাজ নেই। যদি এক্ষুনি তাঁর সামনে একটা নদী পড়তো, তিনি ঝাঁপ দিতেন সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর জীবনের ব্যর্থতা-বোধ এখন এত তীব্র।

—মাসীমা, ভালো আছেন?

কল্যাণী থমকে গেলেন। দুটি ছেলে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ঠিক ছেলে না, যুবক, বছর তিরিশেক বয়েস, একজন জ্বলন্ত সিগারেট সুদ্ধ বাঁ হাতখানা পিছনে রেখেছে।

কল্যাণী ওদের চিনতে পারলেন না ঠিক। যদিও মুখের আদলে খানিকটা পরিচয়ের ইঙ্গিত আছে। নিশ্চয়ই তাঁর স্বামীর ছাত্র। প্রতি বছর কত ছাত্র আসে যায়।

—হ্যাঁ বাবা, ভালো আছি।

যুবক দুটি প্রণাম করবে কি করবে না এই নিয়ে ইতস্তত করছিল। পরস্পরের চোখের দিকে তাকালো। তারপর নীচু হয়ে ঝুপ করে কল্যাণীর পায়ে হাত দিল।

—থাক থাক।

BanglaBook.org

—স্যার কেমন আছেন ?

—ভালো।

—আমাদের চিনতে পারছেন তো ? আমরা আপনাদের বাড়িতে গিয়ে পড়তাম।

—হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে।

ছেলে দুটি যেন কল্যাণীর ঘোর ভেঙে দিল। তিনি পথ দিয়ে একলা জোরে জোরে হাঁটছিলেন বলে এবার লজ্জা পেয়ে গেলেন।

—কোথায় যাচ্ছিলেন মাসীমা ?

—এই একটু এদিকে।

ছেলে দুটি চলে যাবার পর কল্যাণী হাঁটতে লাগলেন আস্তে আস্তে। আমি কোথায় যাচ্ছি ? এটা কোন রাস্তা ?

রাস্তার পাশে একটা কালী মন্দির। ভেতরে ঘণ্টা বাজছে। সামনের চাতালে অনেক নারী পুরুষ বসে আছে। কল্যাণী সেখানে থমকে দাঁড়ালেন। এখানে মানুষ আসে শান্তির জন্য। কল্যাণী একবার ভাবলেন চটি খুলে তিনিও অন্যদের পাশে বসবেন। প্রত্যেক দিন বিকেলে এখানে চলে এলে কেমন হয় ?

কিন্তু একটা জোরালো চুম্বক কল্যাণীকে পেছন থেকে টানছে। বারবার মনে পড়ছে বাড়ির কথা। যে ছেলের ওপর রাগ করে চলে এসেছেন, সেই টোটোর দৃষ্টিটাই ভাসছে চোখের সামনে। টোটো রাগ করে শুয়ে আছে, খায়নি।

আমার ভক্তি নেই। আমার বয়সী স্ত্রীলোকেরা অনেকেই পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকে, ঠাকুর-দেবতাদের কাছে মনের ব্যথা নিবেদন করে কিন্তু ভগবান সত্যিই আছেন কিনা আমি জানি না। কালী, দুর্গা, শিবের মূর্তিগুলো সুন্দর পুতুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না আমার। আমি কী করে এখানে আশ্রয় খুঁজবো ?

BanglaBook.org

কল্যাণী মন্দিরে ঢুকলেন না। এখন প্রধান চিন্তা হলো, কী করে বাড়ি ফেরা যাবে? ঝোঁকের মাথায় এত দূর চলে এসেছেন, কোন দিকে কখন বেঁকেছেন, খেয়াল নেই। ইস, তখন ঐ ছেলে দুটিকে পথের হদিস জিজ্ঞেস করলেই হতো।

কল্যাণীর বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে। যদি আর কোনোদিন বাড়ি ফিরতে না পারেন? কলকাতা শহরে কত মানুষ হারিয়ে যায়। তারা কোথায় যায়? তাঁর স্বামী বিকেলে বাড়ি ফেরেন না, স্কুল থেকেই সোজা টিউটোরিয়াল হোমে। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। তার আগে কেউ কল্যাণীর খোঁজও করবে না। টোটো কি একবারও ভাববে, মা কোথায় গেল? মাকে খুঁজবে? মনে হয় না। সেই টোটো, দশ-বারো বছর বয়সে পর্যন্ত যাকে নাইয়ে দিতে হতো, কিছুতেই নিজে খেতে চাইতো না। দিদিরা দিলে চলবে না। মাকেই খাইয়ে দিতে হবে।

একটা রিক্‌শাওয়ালাকে কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, বাবা রাজবল্লভ পাড়া চেনো? যেতে পারবে?

রিক্‌শাওয়ালাটি তৎক্ষণাৎ জানালো যে সে পারবে।

কল্যাণী অবাক হয়ে গেলেন। তা হলে কি খুব বেশী দূরে আসেননি? অথচ মনে হলো যেন অনেকখানি রাস্তা, কত ঘণ্টা যেন কেটে গেছে।

বাড়ি ফিরে দেখলেন, টোটো তখনও সেই একই ভাবে ঘুমোচ্ছে। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা, চোর এসে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যেতে পারতো। কল্যাণীর এই ছোট্ট অ্যাডভেঞ্চারটুকুর কথা আর কেউ জানলো না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ ৫ ॥

অধ্যাপক তিমির দাশগুপ্ত তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের বলে দিয়েছেন যে কলেজের বাইরে পথেঘাটে দেখা হলে তারা যেন তাঁকে স্যার না বলে তিমিরদা বলে ডাকে। একদিন তাঁর একটি ছাত্র গোলপার্কের কাছে তাঁকে দেখে সিগারেট লুকোচ্ছিল, তিমির দাশগুপ্ত সরাসরি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, ন্যাকামি করো না। সিগারেট যদি খেতেই হয়, তবে লুকোবার কোনো দরকার নেই। আর যদি সিগারেট খাওয়াটাকে একটা অন্যায় মনে করো, তা হলে খেও না।

ছেলেটি অমনি জিজ্ঞেস করলো, তাহলে আপনিই বলে দিন, সিগারেট খাওয়া অন্যায় না ন্যায়।

খাওয়ার সঙ্গে ন্যায় অন্যায়ের কোনো প্রশ্ন নেই। কেউ মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন, কেউ ভালোবাসে টক কিংবা ঝাল। তবে, আমি মনে করি সিগারেট খাওয়াট স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।

—আপনি যে খান স্যার।

—স্যার নয়, তিমিরদা। আমি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য কলেজের মাস্টার নই। কলেজের বাইরে আমার অন্য পরিচয় আছে। আমার নাম তিমির। হ্যাঁ, আমি সিগারেট খাই এবং নিজের ক্ষতি করি। ডায়াবিটিস-এর রুগী যেমন লুকিয়ে রসগোল্লা খায়। তুমি তোমার নিজের ক্ষতি করবে কি না সেটা নিজেই ঠিক করো।

ছাত্ররা তিমির দাশগুপ্তের সামনে বা আড়ালে প্যাঁক দিতে পারে না। কারণ উনি ছাত্রদের ভয় পেয়ে তোষামোদও করেন না আবার চোখও রাঙান না। সব সময় এগিয়ে গিয়ে নিজে থেকেই ওদের সঙ্গে কথা বলেন। তবে, রাজনীতির ব্যাপারে উনি বাম ঘেঁষা হলেও

BanglaBook.org

খানিকটা ধরি মাছ না ছুঁই পানির ভাব আছে বলে কিছু ছাত্র ওঁকে সন্দেহের চোখে দেখে।

ছাত্র হিসেবে ব্রিলিয়ান্ট ছিলেন তিমির দাশগুপ্ত। এম. এস-সি কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট পাবার পর পোস্ট ডক্টরেট করবার জন্য লণ্ডন গিয়েছিলেন। সেখানে মন টেকেনি, চাকরি পেয়ে বিলেতে থেকে যাবার সুযোগ পেয়েও নেননি, দেশে ফিরেও কমার্শিয়াল ফার্মে বেশী মাইনের চাকরির জন্য উমেদারি না করে কলেজের অধ্যাপনা বেছে নিয়েছেন।

তাঁর মুখে চোখে রয়েছে একটা আদর্শের দীপ্তি। সত্যিই কলেজের বাইরে তাঁর অন্য পরিচয় আছে। তিনি আধুনিক নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। কক্ষনো প্যাণ্ট পরেন না, কলেজে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি, বাইরে গেরুয়া পাঞ্জাবি ও পাজামা। যেমন প্রায়ই হয়, একটি নাটকের দল ভালোভাবে গড়ে ওঠার পর তিন-চার বছরের মধ্যেই দু টুকরো হয়ে যায়, সেই রকম একটি ভাঙা দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এখন তিমির দাশগুপ্ত। দল ভাঙা যে খুব স্বাভাবিক ঘটনা, এটা তিনি তাঁর অনুগত সহশিল্পীদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সত্যিকারের প্রতিভাবান মানুষ একটা দলে শুধু একজনই থাকতে পারে। একাধিক প্রতিভাবান মানুষ পাশাপাশি মিলেমিশে বেশীদিন কাজ করতে পারে না। এ বিষয়ে তো রবীন্দ্রনাথই খুব সুন্দরভাবে লিখে গেছেন······দুই বনস্পতি মধ্যে রাখে ব্যবধান······লক্ষ-লক্ষ তৃণ একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন···"। অবশ্য তিমির দাশগুপ্ত এখনো বনস্পতির পর্যায়ে উঠতে পারেন নি। বিলেতে কয়েক বছর নষ্ট করার ফলে তিনি শুরুই করেছেন কিছুটা দেরিতে। তবে তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে অনেক নতুন ছেলেমেয়েই মুগ্ধ।

দল ভাঙার পর মূল শাখাটিই অফিস ঘর দখলে রেখেছে, তিমির

BanglaBook.org

দাশগুপ্ত নতুন অফিস ঘরের ব্যবস্থা করতে পারেননি বলে সাময়িকভাবে তাঁর বন্ধু রমেনের বাড়ির প্রশস্ত বৈঠকখানাটি ব্যবহার করছেন। এখানেই মহলা শুরু হয়েছে নতুন নাটকের।

রমেনের বোন অর্পিতা আর জাপানী এক সঙ্গে পড়ে। অর্পিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেই জাপানীর সঙ্গে আলাপ হলো তিমির দাশ-গুপ্তর। সামান্য আলাপ ও সৌজন্য বিনিময়। একটা নতুন শব্দ শোনার পর যেমন প্রায়ই সেটা নানান জায়গায় চোখে পড়ে, সেইরকমই তিমির দাশগুপ্তের সঙ্গে আলাপ হবার পর এক মাসের মধ্যে তিনবার তাঁর সঙ্গে জাপানীর দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। চোখাচোখি এবং দু' একটি মাত্র কথা। ছাত্রীস্থানীয়া বলে তিমির প্রথম দিন থেকেই জাপানীকে তুমি বলে সম্বোধন করেছিলেন।

তারপর হঠাৎ এক রাত্রে জাপানীও ঐ তিমির দাশগুপ্তকে স্বপ্ন দেখে ফেললো। ঐ স্বপ্নের বিষয়বস্তুতে এমন কিছু ছিল, যে জন্য জাপানী বেশ লজ্জা পেয়ে গেল সকালবেলা। তার ঠিক দু'দিন পরই তিমিরকে আবার জাপানী দেখলো বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে, আর দু' তিনটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে তিনি খুব মগ্নভাবে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন, তাই জাপানীকে লক্ষ্য করেননি। কিংবা, জাপানীর মনে হলো, তিমির দাশগুপ্ত তাকে একবার ঠিকই দেখেছেন, তবু ইচ্ছে করে কথা বলেননি।

সেদিন বিকেল পাঁচটা পঁচিশে বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে জাপানী অভিমানাহত হৃদয়ে ভাবলো, তিমির দাশগুপ্তর মতন চমৎকার মানুষ সে আর দেখেনি জীবনে। লম্বা, সুন্দর চেহারা, উদাসীন চোখ, গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

সুতরাং জাপানী ঘন ঘন যাওয়া শুরু করলো অর্পিতার বাড়িতে। পরপর সাতদিন গিয়েও তিমির দাশগুপ্তর দেখা পেল না। সন্ধ্যের পরও বসবার ঘর ফাঁকা। তিমির দাশগুপ্ত আজ তাঁর দল

BanglaBook.org

নিয়ে কল শো করতে গেছেন রাণীগঞ্জের ওদিকে কয়লাখনি অঞ্চলে।

তারপর এক শনিবার বিকেলবেলা আবার অর্পিতার বাড়িতে গিয়ে জাপানী দেখলো বৈঠকখানা ঘরে জমাট রিহার্সাল চলছে। বৈঠকখানার মধ্যে দিয়েই জাপানীকে দোতলায় অর্পিতার কাছে যেতে হবে, সে ইতস্তত করতে লাগলো। চেয়ার টেবল সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে, মেঝেতে নানারকম খড়ির দাগ কাটা। একজন অভিনেতা পা মেপে মেপে একটা খড়ির দাগ পর্যন্ত এসেই ঘুরে দাঁড়িয়ে কান্না-ভেজা গলায় বললো, আমি জানতাম! আমি জানতাম, এরকম হবে!

ঘরের এক কোণে একটা বেতের মোড়ার ওপর বসে আছেন তিমির দাশগুপ্ত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন টাইমিং। দশ সেকেণ্ড পজ হবে। মনে মনে দশ গুণে····। তারপর জাপানীকে দেখেই তিমির দাশগুপ্ত ব্যগ্র হয়ে উঠে এসে খুব কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো? অনেক দিন দেখিনি তোমাকে।

জাপানীর বুক কেঁপে উঠলো।

তিমির দাশগুপ্ত সকলের দিকে ফিরে বললেন, ঠিক এরকম একটা মুখ খুঁজছিলাম। চোখ দুটোতে সরল সরল ভাব আছে, একটা গ্রামের মেয়ে হিসেবে···বিন্তির চরিত্রে মানাবে না?

বিস্ময়ে অনড় জাপানীর হাত ধরে টেনে এনে তিনি ঘরের মাঝখানে দাঁড় করালেন, থুতনিতে আঙুল দিয়ে বললেন, একটু উঁচু করো মুখটা? বাঃ, ঠিক আছে। শম্ভু, এদিকে আয় তো, এর সামনে দাঁড়া?

অন্য একটি ছেলে এসে জাপানীর সামনে দাঁড়াতেই তিমির অত্যন্ত খুশী গলায় বললেন, এই তো, হাইটও ঠিক আছে। পারফেক্ট! তুমি আমাদের দলে অভিনয় করবে, কী যেন তোমার নাম?

BanglaBook.org

জাপানী বললো, আমি? আমি অভিনয় করবো?

—হ্যাঁ। তোমাকে আমাদের দরকার।

—আমি অভিনয়ের কী জানি!

দু' তিনটি ছেলে প্রায় একসঙ্গে বললো, সে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। তিমিরদা শিখিয়ে দেবেন।

এরপর জাপানী একটা খুব ছেলে-মানুষের মতন কাণ্ড করলো। না, না, না! সে না বলতে বলতে সে এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দোতলার ঘরে অর্পিতা জিজ্ঞেস করলো, তুই হাঁপাচ্ছিস কেন?

জাপানী হাসতে হাসতে বললো, কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, আমাকে বলে কিনা অভিনয় করতে? তোদের ঐ তিমিরদা।

অর্পিতা বললো, তা এত ভয় পাবার কী আছে? কর না থিয়েটার।

—তুই পাগল হয়েছিস? বাবা আমাকে একেবারে কেটে ফেলবেন না? তুই করছিস না কেন? তোদের বাড়িতেই রিহার্সাল।

অর্পিতা ঠোঁট উল্টে বললো, আমার ওসব ভালো লাগে না। রোজ রোজ সন্ধেবেলা ঐ একঘেয়ে পার্ট বলা....থিয়েটার কেন ইচ্ছে থাকলে আমি তো সিনেমাতেই নামতে পারতাম...তপনবাবু একবার ওঁর একটা ছবির জন্য আমাকে চেয়েছিলেন, আমি রাজি হইনি।

অর্পিতা মেয়েটি একটু শৌখিন ধরনের। সারাদিনে তিনবার স্নান করে। মাসে পাউডারও খরচ করে তিন কৌটো। সে ধরেই নিয়েছে যে সে সুন্দরী এবং সমস্ত পুরুষরা তার স্তুতি করবে। ইতিমধ্যে দুবার প্রেম করা হয়ে গেছে। এসব প্রেম হচ্ছে ট্রেনিং-এর মতন, যাতে জীবনের চূড়ান্ত প্রেমটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হতে পারে। অর্পিতার মতন মেয়েরা কখনো নিছক ভালোবাসার জন্য কারুকে বিয়ে করে না। জীবনে ভালোবাসার স্থান এক পঞ্চমাংশ মাত্র। জাপানীর দিদি ক্যানাডায় থাকে শুনে অর্পিতা বলেছিল, বিদেশে থাকে এমন

BanglaBook.org

কাকেকেই সে বিয়ে করবে—একথা সে ছেলেবেলা থেকেই ঠিক করে রেখেছে।

কিছু লজ্জায় এবং অনেকখানি ভয়ে জাপানী অর্পিতাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিল। তিমির দাশগুপ্তকে তার খুবই দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু থিয়েটার, ওরে বাবা: !

তবু দেখা হয়ে গেল, সেন্ট্রাল এভিনিউতে, সন্ধেবেলা, একা। তিমির-এর সঙ্গেও কেউ নেই। জাপানী চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল, তিমির নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, এই যে, সেদিন তুমি পালিয়ে গেলে কেন ? বললাম না, তোমাকে আমার দরকার ? চলো, আজকে আমার সঙ্গে চলো।

জাপানীর মুখ শুকিয়ে গেছে। সে প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে বললো, আমি থিয়েটার করতে পারবো না। আপনি আমায় বিশ্বাস করুন—

তিমির দাশগুপ্ত বললেন, কী মুশকিল, তুমি চেষ্টা না করেই বলছো যে পারবে না ? তুমি পারবে কিনা, সেটা তো আমরা বুঝব ! তোমার নামটা যেন কী ?

—মুকুলিকা সান্যাল।

—আর একটা কী যেন নাম আছে ? অর্পিতা বলছিল…জানো তো, অর্পিতার কাছে আমি তোমার খোঁজ করেছি।

—আমার নাকটা চাপা কিনা, সেইজন্য আমার বাড়িতে সবাই আমাকে জাপানী বলে। বন্ধুরাও অনেকে জেনে গেছে।

—বা: জাপানীই তো বেশ সুন্দর নাম।

আপনি আমাকে মুকুলিকা বলবেন। জাপানী বলবেন না।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল, হঠাৎ লোড শেডিং হয়ে গেল। তিমির বিরক্তভাবে বললেন, যাঃ ! আজ আমাদের রিহার্সাল আছে, ঠিক এই সময়, চলো তুমি আমার সঙ্গে।

BanglaBook.org

জাপানীকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিমির আবার বললেন, তোমার রিক্‌শায় চড়তে আপত্তি আছে? অনেকে আপত্তি করে কিন্তু আমি তার কোনো সেন্স খুঁজে পাই না। রিক্‌শা জিনিসটা দেশ থেকে তুলে দেওয়া উচিত ঠিকই, কিন্তু যতদিন না তোলা হচ্ছে, ততদিন রিক্‌শা বয়কট করলে বেচারারা যে না খেয়ে মরবে! আমরা অনেক সময় তাড়াহুড়োর জন্য একটুখানি রাস্তা ট্যাক্সিতে গিয়ে এক টাকা আশি পয়সা ভাড়া দিই, অথচ সেইটুকু রাস্তাই রিক্‌শায় গেলে আট আনার বেশী দিতে চাই না। এটা একটা ক্রুয়েলটি না?...বৃষ্টি পড়ছে, তা ছাড়া অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে চাই না....একদিন আমার পা মচকে গিয়েছিল, সেই থেকে লোড শেডিং-এর সময় কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে আমি ভয় পাই।

ঝট করে একটা রিক্‌শা ডেকে তিমির বললেন, এসো।

অধ্যাপনা করেন বলে তিমিরের একটু বেশী কথা বলার নেশা আছে। এবং ঐ একই কারণে অন্যের কথা শোনার বদলে নিজেই সব কথা বলতে ভালোবাসেন।

জাপানী বললো, আমি কোথায় যাবো?

—আমরা রমেনের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি। বৌবাজারে একটা অফিস ঘর ভাড়া নিয়েছি। তুমি কোথায় থাকো?

—শ্যামবাজারের কাছে। রাজবল্লভ পাড়ায়।

—বাঃ, তাহলে তো কোনো অসুবিধেই নেই। ন নম্বর বাসে সোজা চলে আসতে পারবে। সপ্তাহে তিনদিন রিহার্সাল, এরপর অবশ্য আর একটু ঘন ঘন হবে।

—তিমিরদা, আমি সত্যি বলছি, আমার পক্ষে থিয়েটার করা অসম্ভব। অনেক অসুবিধে আছে।

—কী কী অসুবিধে?

BanglaBook.org

—সামনেই আমার পরীক্ষা।

—ঠিক আছে, পরীক্ষার পর থেকেই, এখন চলো, দেখে আসবে জায়গাটা. তোমাকে দিয়ে দুটো লাইন বলাবো—ওঠো।

আপত্তি করার সুযোগ পেল না জাপানী, তিমিরের ব্যক্তিত্বে বশীভূত হয়ে সে রিক্‌শায় উঠে বসলো।

—তুমি কী পরীক্ষা দেবে ?

—পার্ট টু, সাইন্স।

—সায়েন্স ? কী কী কম্বিনেশন ? আমি সায়েন্স পড়াই তুমি জানো ?

—আমার ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিকস।

—তুমি সায়েন্স পড়ছো কেন ? তুমি রিসার্চ করবে ?

—তা জানি না। বাবা বলেছিলেন সাইন্স নিতে।

—বাবা বলেছিলেন ? পড়াশুনোটা কার, তোমার নিজের না বাবার ? মেয়েরা কেন সায়েন্স পড়ে আমি বুঝতে পারি না। হয় অফিস-টফিসে কাজ করবে, নইলে বিয়ের পর আর কিছুই করবে না। অথচ তোমাদের জন্য লেবরেটরি লাগবে, ডিমনস্ট্রেটর রাখতে হবে, শুধু শুধু বাজে খরচ, এসব তোমাদের জীবনের কোনোই কাজে লাগবে না। অবশ্য যদি কারুর বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক থাকে···কিন্তু সেরকম ক'জন মেয়ের থাকে ?

জাপানী কখনো এর আগে কোনো অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে রিক্‌শা চেপে যায় নি। আজ সে উঠছে তাঁর স্বপ্নের যুবরাজের সঙ্গে। কিন্তু তিনি পড়াশুনোর কথা তুলে অনবরত বকুনি দিচ্ছেন।

—অঙ্কে কত পেয়েছিলে আগের পরীক্ষায় ?

—একচল্লিশ।

—ছি, ছি ! অঙ্কে এত কাঁচা হলে কখনো বিজ্ঞান পড়া উচিত ?

BanglaBook.org

স্বং সিলেকশান। অধিকাংশ ছেলেমেয়েরই এটা হয়। অভিভাবকেরাও কিছু চিন্তা করেন না—কোনোরকমে বি. এস-সি পাস করলে কী লাভ হবে ?

—আর্টস পড়লে চাকরি পাওয়া যায় না।

—হায় রে আমার পোড়া দেশ! সবই কেরানীর চাকরি, তবু সেখানেও আর্টসের চেয়ে সায়েন্সের দাম বেশী।

রিক্‌শাগুলো এমনভাবে তৈরি যে দু'জন বসলে খুবই ঘেঁষাঘেঁষি হয়। জাপানী একটু আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। তিমির একটি হাত রেখেছেন জাপানীর কাঁধের দিকে কিন্তু স্পর্শ করেননি। হঠাৎ বিজ্ঞান বিষয়ে কথা থামিয়ে তিনি বললেন, এখন দু'একদিন এসো আমাদের এখানে, পরীক্ষার পর থেকে নিয়মিত আসবে। ঠিক তোমার মতন একটি মেয়েকেই আমাদের দরকার।

জাপানী বললো, আপনি অর্পিতাকে নিচ্ছেন না কেন? ও আমার চেয়ে অনেক ভালো পারবে।

—অর্পিতা? উঃ হ্যাঁ, ওর কথা একবার ভেবেছিলাম, কিন্তু ওর মুখে ঠিক কোনো চরিত্র নেই।

এই ধরনের ভাষা জাপানী ঠিক বোঝে না। মুখের চরিত্র? সে বললো, মোটেই না! অর্পিতা খুব ভালো মেয়ে।

—ভালো মেয়ে? ভালো দিয়ে আমি কী করবো? শুধু ভালো হলে কিংবা দেখতে সুন্দর হলেই চলে না, মুখের মধ্যে একটা ব্যাপার থাকা চাই

বৌবাজার স্ট্রীট পেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকের রাস্তায় রিক্‌শাটা থামলো। এ পাড়াও পুরোপুরি অন্ধকার। একটা বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে তিমির ফস করে দেশলাই কাঠি জ্বেলে বললেন, তিনতলায় উঠতে হবে, সিঁড়ি দিয়ে খুব সাবধানে।

মোট পাঁচটা দেশলাই কাঠি জ্বালতে হলো। এর মধ্যে একবার

BanglaBook.org

হোঁচট খেল জাপানী কিন্তু তিমির তাকে ধরবার জন্য হাত বাড়ালেন না। বরং হাসলেন। তিনতলায় ঠিক সিঁড়ির মুখোমুখি ঘরখানায় মোম জ্বেলে বারো চোদ্দ জন নারী পুরুষ বসে আছে। তিমির ঢুকে বললেন, আমার ঠিক পাঁচ মিনিট লেট। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে কী হবে?

একজন কেউ বললো, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক। আধঘণ্টার মধ্যে আলো না এলে এর মধ্যেই রিহার্সাল দিতে হবে।

একটু চা খাওয়া গেলে মন্দ হতো না।

ওপর থেকেই একজন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, এই হাবলু পনেরোটা চা—

ঘরে চেয়ার টেবিল কিছু নেই, ঢালাও শতরঞ্চি পাতা। নিজের পাশের জায়গাটা থাবড়ে তিমিরদা জাপানীকে বললেন, বসো। ছাখো, এই মেয়েটিকে জোর করে ধরে আনলুম। কিছুতেই আসতে চায় না।

একটি মেয়ে বললো, আপনি আসুন না ভাই! একটা রোলের জন্য আমাদের নতুন নাটকটা আটকে আছে।

জাপানী বললো, আমি আগে কোনদিন করিনি।

—আমরাও কেউ আগে করিনি। সবার সঙ্গে মিলেমিশে শুরু করলেই ভয় ভেঙে যায়।

তিমির দাশগুপ্ত বললেন, আমরা তোমাকে শিখিয়ে নেবো। অবশ্য সকলকে দিয়ে অভিনয় হয় না। কয়েকদিন চেষ্টা করার পর যদি দেখি যে সত্যিই তোমার হচ্ছে না, তা হলে কি আর তোমাকে জোর করে ধরে রাখবো?

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আমাদের এই নাটক সাধারণ আমোদ-প্রমোদের জন্য যে নয়, সেটা তোমার আগে বোঝা দরকার। এইসব নাটকের মাধ্যমে আমরা একটা সোস্যাল মুভমেন্ট করতে চাই।

BanglaBook.org

দেশের প্রকৃত ছবিটা আমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবো। দেখো, এখানে যাঁরা এসেছেন, সবাই অফিস-টফিসে কাজ করেন, সারাদিন খাটাখাটুনির পরও এখানে আসেন। রিহার্সালে আসার ট্রাম বাস ভাড়া নিজেদের দিতে হয়। স্টেজ করার সময়ও প্রত্যেককে কিছু কিছু দিতে হয়। বিনিময়ে কিছুই পাবার আশা নেই। গ্রুপ থিয়েটারে কোনো আর্থিক লাভ নেই, তবে সবচেয়ে বড় লাভ হলো একটা কনস্ট্রাকটিভ কিছু করার ফীলিং। একশোটা বক্তৃতা করে যে কাজ হয়, তার চেয়ে বেশী কাজ হয় একটা নাটকের মধ্যে জীবন্ত ভাবে বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে পারলে।

এরপর চা এসে গেল। এবং আধঘন্টা পার হবার পরও আলো না আসায় শুরু হলো রিহার্সাল। অন্ধকারের মধ্যে বসে বসেই শুধু সংলাপ।

একটু পরে জাপানী ফিসফিস করে তিমিরকে বললো, আমাকে এবার যেতে হবে।

—আর একটু বসো।

জাপানীর অবশ্য যেতে ইচ্ছে করছে না। ভালো লাগছে খুব। কোনো রকম ইয়ার্কি চ্যাংড়ামি নেই, এরা প্রত্যেকেই দারুণ সীরিয়াস, অনুশীলন করছে খুব মন দিয়ে। তিমির একজনকে একটা বাক্য দশবার বলতে বললেন, সে ঠিক বলে গেল, কোনোরকম বিরক্তি প্রকাশ না করে। বাড়ির বাইরের এরকম সুন্দর পরিবেশে যেন একটা মুক্তির টাটকা বাতাস আছে। বাড়িতে শুধু একটা একঘেয়ে জীবন।

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠতেই একটা আনন্দের কলরোল উঠলো। শুধু এই ঘরের মধ্যেই নয়, রাস্তাতেও। আলোতে সবাইকে ভালো করে দেখলো জাপানী। তিনজন মহিলা, এগারোজন পুরুষ। প্রত্যেকে জাপানীর দিকে চেয়ে আছে

BanglaBook.org

তিমির দাশগুপ্ত জাপানীকে বললেন, এবার তুমি একটু ওঠো তো, তোমাকে একটু ট্রায়াল দি।

জাপানীকে উঠে দাঁড়াতেই হলো।

—তোমার একটি গ্রামের মেয়ের ভূমিকা। স্ক্রিপ্‌টটা তোমাকে পড়তে দেবো, তারপর পুরো রোলটা বুঝিয়ে দেবো। প্রথমে, তুমি ঘরের এ কোণা থেকে ও কোণা পর্যন্ত একবার হেঁটে যাও, জানো তো শহরের মেয়ে আর গাঁয়ের মেয়ের হাঁটার ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা, সেই কথাটা ভেবে।

জাপানী আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

একটি মেয়ে বললো, লজ্জা করলে চলবে না। জোর করে লজ্জা ভাঙতে হবে।

তিমির দাশগুপ্ত সেই মেয়েটিকে বললেন, প্রভাতী এর শাড়ীটা একটু ঠিক করে দাও তো, গ্রামের মেয়েরা যে-রকম ভাবে শাড়ী পরে।

মেয়েটি উঠে এসে জাপানীর আঁচলটা নিয়ে গাছকোমর বেঁধে দিয়ে বললো, হাঁটুন…আচ্ছা আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি।

মেয়েটি ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে গেল, কোমরে একটা হাত দিয়ে। সেটা ঠিক গাঁয়ের মেয়ের মতন হাঁটা কিনা তা জাপানী জানে না। সে কবেই বা গ্রামে গেছে আর কটাই বা গ্রামের মেয়ে দেখেছে। তবে এই মেয়েটির হাঁটা অন্যরকম, প্রতিবার পা ফেলার সময় একবার ডান কোমরটা উঁচু হয়, একবার বাঁ কোমর।

তখনও জাপানী লজ্জা পাচ্ছিল বলে মেয়েটি তাকে একবার ধরে ধরেই হাঁটিয়ে নিয়ে গেল, তারপর ছেড়ে দিয়ে বললো, এবার নিজে করো।

জাপানী এদিকে চলে আসতেই তিমিরদা বললেন, বাঃ, এই তো অনেকটা হয়েছে। ঠিক আছে, এবার দু'লাইন সংলাপ বলতে হবে। আমাকে মেরে কেটে কুচি কুচি করে ফেলতে পারো, তবু আমি

BanglaBook.org

কিছুতেই তোমার ঘরে যাবো না, এই কথাটাই পরপর তিনবার বলার পর তিমিরদা রীতিমতন আবেগের সঙ্গে বললেন, বাঃ, ইনটোনেশানটা অনেকটা কাছাকাছি হয়েছে। তুমি এত ভালো পারবে, আমি ভাবতেই পারিনি।

সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, একে দিয়ে আমাদের ভালোই চলে যাবে, তাই না? কী মনে হয়?

সকলের মুখপাত্র হয়ে প্রভাতী নামের মেয়েটি বললো, প্রথম দিনেই যথেষ্ট ভালো করেছে, একটু শিখিয়ে নিলে ও খুব ভালো পারবে!

জাপানীর শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। এতজন মানুষ এক সঙ্গে তাকিয়ে আছে তার দিকে, তার প্রশংসা করছে। সে নিছক তাদের বাড়ির বকুনি খাওয়া মেয়েই নয় শুধু! তার অন্য একটা গুণ আছে।

আরও দুটি সংলাপ বলার পর তার আরও প্রশংসা হলো। তারপর তিমিরদা বললেন, তোমার আজ এতেই হবে। কাল বাদ দিয়ে পরশু আসবে আবার। ঠিক সাতটার সময়। এবার সিন থ্রী, রতন আর মঞ্জু ওঠো।

আটটা বেজে গেছে কখন, জাপানী এত দেরি করে কখনো বাড়ি ফেরে না। আজ কপালে আছে খুব একচোট। তবু তার যেতে ইচ্ছে করছে না।

রিহার্সাল চলছে পুরোদমে। জাপানী মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে। সমস্ত সংলাপ এদের মুখস্থ, কেউ প্রমটিং করে না, প্রতিটি পদক্ষেপ মাপা, অথচ কী সাবলীল। নাটকের সংলাপ শুনলেও রক্ত চনমন করে ওঠে। একজন নারী-লোলুপ অত্যাচারী জমিদারের ওপর গ্রামের সব লোক কীভাবে একজোট হয়ে প্রতিশোধ নেবে, তার কাহিনী।

প্রভাতী একসময় তিমিরদাকে ডেকে নিয়ে জানালার কাছে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে কী যেন বলতে লাগলো। ভঙ্গিটা কোনো গোপনীয়তার নয়, কাজের কথার। অনেকক্ষণ ধরে কথা চললো। এদিকে রিহার্সাল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জাপানী আর রিহার্সাল দেখছে না, ওদের দুজনের দিকে চেয়ে আছে। তিমিরদার পাশ ফেরা মুখখানি আরও সুন্দর দেখায়।

একসময় জাপানী ভাবলো, আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

তিমিরদা একবার এদিকে তাকাতেই সে বললো, আমি এবার বাড়ি যাবো।

তিমিরদা বললেন, বেশ, যাও। পরশু আবার এস তা হলে।

জাপানী হাতছানি দিয়ে ডেকে বললো, একবার শুনুন।

তিমিরদা এদিকে এগিয়ে আসতেই জাপানী দরজার বাইরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালো। পাশাপাশি কয়েকখানা ঘর তালাবন্ধ। বারান্দায় আলো নেই।

তিমিরদা ওর কাছে এসে বললেন, কী?

জাপানী নীরব দুঃখিত মুখখানা তুলে তাকালো। অবিকল প্রেমিকার মতন ভঙ্গি। এখন তিমিরদার বোতাম খোলা বুকে সে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটালেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণ হয়।

—আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি এখানে আর আসতে পারবো না।

তিমিরদা দারুণ চমকে গিয়ে বললেন, কেন?

—আপনি বুঝতে পারবেন না, থিয়েটার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার বাবা সাঙ্ঘাতিক রাগী, তিনি কিছুতেই অ্যালাউ করবেন না, একবার যদি কোনোক্রমে জানতে পারেন।

তিমিরদা ভুরু কুঁচকে বললেন, কোনোক্রমে জানতে পারেন মানে

BanglaBook.org

কী? থিয়েটারটা তো আর কোনো গোপন ব্যাপার নয়, পাবলিক স্টেজে হবে, কখনো পাবলিসিটি থাকবে।

—সেইজন্যই তো বলছি। আমার খুবই ভালো লাগছে অবশ্য, কিন্তু কোনো উপায় নেই, অসম্ভব।

—কেন, তোমার বাবা রাজি হবেন না কেন? আমরা কি কোনো খারাপ কাজ করছি? তুমি যদি কোনো অন্যায় কিছু না করো, তাহলে সেটা তোমার বাবা মাকে জোর দিয়ে বলতে পারবে না? বাবাকে বোঝাতে হবে যে এটা সাধারণ ফুর্তির থিয়েটার না। এখানে ছেলেমেয়েরা প্রেম করতে আসে না।

—আমার বাবাকে আপনি চেনেন না।

—কী করেন তোমার বাবা?

—স্কুলে পড়ান।

—তাহলে তো আমারই প্রফেশানের লোক, একজন স্কুল টিচারের পক্ষে তো এত কনজারভেটিভ হওয়ার কথা নয়। আমি তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলবো। আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবো। তোমাদের ঠিকানা কী?

—আপনি সত্যিই যাবেন? বাবা যদি আপনাকে অপমান করেন?

—কেন, অপমান করবেন কেন? আমি একজন ভদ্রলোক। একজন ভদ্রলোককে আর একজন ভদ্রলোক অপমান করবেন কেন? এ সপ্তাহে হবে না। সামনের বুধবার যদি যাই? বিকেলের দিকে?

তিমিরদা পকেট থেকে নোট বই বার করেছেন। জাপানী বাড়ির ঠিকানা বলে দিল। কোনোদিনই বিকেলে বাবা বাড়িতে থাকেন না। তবু তিমিরদা আসুক না একবার বাড়িতে, বেশ ভালো হবে।

জাপানীর মনের মধ্যে একটা অযৌক্তিক বাসনা জেগেছিল, তিমিরদা তাকে যেন রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন, কিন্তু তিমিরদা তা করলেন না। হাত তুলে বললেন, আচ্ছা—। পারলে পরশু

BanglaBook.org

একবার এসো, আমি তোমার বাবার কাছ থেকে ঠিক পারমিশন আদায় করে নেবো। তোমার যখন ট্যালেণ্ট আছে....

॥ ৬ ॥

মেয়ে এবং স্বামী বেরিয়ে যাবার ঠিক আধঘণ্টা বাদে অনুরাধাও বেরুলো। পরিষ্কার সাজ। হালকা নীল শাড়ি, ঠোঁটে পাতলা লিপস্টিক, কানে দুটি ছোট দুল ছাড়া আর কোনো অলঙ্কার নেই। বাঁ হাতে ঘড়ি ছাড়া হাত দু'খানি পরিষ্কার। সে আংটিও পরে না।

একটা ট্যাক্সি ধরার পর সে দেখলো তাদের প্রতিবেশী সুনীলদা মোড়ের মাথায় ব্যস্ত হয়ে ট্যাক্সি খুঁজছেন। সুনীলদাকে সে নিজের ট্যাক্সিতে তুলে নিল। সুনীলদা যাবেন অনেক দূর, সেই জন্য তাকেই নামতে হলো আগে। ইচ্ছে করেই সে নামলো থিয়েটার রোডে, তারপর সেখান থেকে রোল্যাণ্ড রোড পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে একটা বড় ফ্ল্যাটবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। লিফটে আটতলায় এসে বেল টিপলো একটি ফ্ল্যাটের দরজায়। পর পর তিনবার।

স্লিপিং সুট পরে অত্যন্ত রূপবান একজন যুবক দরজা খুলেই অনুরাধার হাত ধরে টেনে নিল ভেতরে। ধড়াস্ শব্দে দরজাটা বন্ধ করেই সেই যুবকটি অনুরাধাকে দরজার গায়ে চেপে ধরে দীর্ঘস্থায়ী একটা চুম্বন দিল। তারপর একটিও কথা না বলে অনুরাধাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল তার লণ্ডভণ্ড বিছানায়।

অনুরাধা জিজ্ঞেস করলো, তোমার ঘুম ভাঙালুম?

যুবকটি বললো, হ্যাঁ, কাঁচা ঘুম।

বলেই সে অনুরাধার বুকে মুখ রাখলো।

অনুরাধা কৃত্রিম ধমক দিয়ে বললো, দাঁড়াও, আমার শাড়িটা নষ্ট হবে।

BanglaBook.org

উঠে শাড়িটা খুলে সে সাবধানে পাট করে রাখলো খাটের পাশের একটি চেয়ারের মাথায়। ব্লাউজ ও সায়া পরে সে বিছানায় ফিরে এসে বললো, চা টা খাবে না?

—পরে, পরে।

অত্যন্ত অস্থির হয়ে যুবকটি অনুরাধাকে বুকে টেনে নেবার চেষ্টা করতেই অনুরাধা বললো, এই একটু ছাড়ো লক্ষ্মীটি।

এবার অনুরাধা যা শুরু করলো, হঠাৎ দেখলে ম্যাজিক বলে মনে হতে পারে। সে তার একটা হাত চোখের সামনে ধরে অন্য হাতে এক চোখে চাপ দিতে লাগলো। তারপর যেন কোনো অদৃশ্য জিনিস ধরে হাত ব্যাগের মধ্যে একটা কৌটোয় রাখলো। এরকম পরপর দুবার।

আসলে সে তার চোখ থেকে খুললো কনটাক্ট লেন্স। তারপর সে নিজেই যুবকটিকে আলিঙ্গন করে শুয়ে পড়লো।

এরপর, যদিও ওদের মনে হচ্ছিল অনন্তকাল, আসলে মাত্র এগারো মিনিটে সম্পূর্ণ খেলাটি সাঙ্গ হলো।

কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইলো দুজনে। পাশাপাশি দুটি শরীরেই কুলকুল করে ঘাম বইছে।

একটু পরে পাশ ফিরে যুবকটি আবার অনুরাধার মুখে চুম্বন করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, বুনবুন কেমন আছে? কার কাছে রেখে এলে ওকে?

অনুরাধা বললো, ও তো স্কুলে যায় এই সময়।

—বাবাঃ, এর মধ্যেই স্কুলে? কবছর বয়েস হলো?

—সাড়ে তিন।

—পাঁচ বছরের আগে তো আমাদের হাতে খড়িই হতো না। আজকাল বোধ হয় হাতে খড়ি-টড়ি না দিয়েই স্কুলে পাঠিয়ে দাও বাচ্চাদের।

BanglaBook.org

—তিন বছর বয়েস হয়ে গেলে আর কোনো স্কুলে নেয় না, তুমি জানো ?

বিছানা থেকেই লম্বা হাত বাড়িয়ে যুবকটি টেবিলের ওপর থেকে সিগারেট দেশলাই নিয়ে এলো। নিজে একটা ধরিয়ে অনুরাধাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি খাবে ?

ওর হাত থেকেই সিগারেটটা নিয়ে দুবার টেনে আবার সেটা ফিরিয়ে দিয়ে অনুরাধা চলে গেল বাথরুমে। যুবকটি নীল ধোঁয়ার ওড়াউড়ির দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে।

এই যুবকটির নাম বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত। সে একটি আরবদেশের বিমান সংস্থার পাইলট, বেশীর ভাগ দিনই সে সারা পৃথিবীর আকাশে উড়ে বেড়ায়, কলকাতায় আসে দু'তিন মাসে একবার।

বাথরুম থেকে ফিরে শাড়িটাড়ি পরে নিয়ে অনুরাধা জিজ্ঞেস করলো, একটু চা করি ?

এক ঘরের ফ্ল্যাট। এরই মধ্যে রয়েছে বাথরুম, ছোট রান্নাঘর এবং একটি বারান্দা। স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভাড়া সাড়ে পাঁচশো টাকা, তবু বিশ্বজিতের সস্তাই পড়ে। কলকাতায় দু'তিনদিন হোটেলে থাকলেই এর চেয়ে বেশী টাকা বেরিয়ে যায়। তা ছাড়া বিশ্বের নানা দেশে হোটেলে থেকে থেকে কলকাতায় এসে সে চায় একটা নিজস্ব আশ্রয়।

বিশ্বজিৎ বললো, ছাখো চা নেই বোধহয়। খানিকটা কফি থাকতে পারে।

অনুরাধা নিজের ব্যাগটা খুলে তার মধ্য থেকে চায়ের প্যাকেট, চিনি, বিস্কিট ইত্যাদি বার করলো। সে জানে, বিশ্বজিৎ কফি খুব একটা পছন্দ করে না। অন্যান্য দেশে কফিই বেশী খেতে হয়, চা পাওয়া গেলেও কলকাতার মতন এমন দুধ চিনি মেশানো চায়ের স্বাদ নাকি আর কোথাও নেই।

BanglaBook.org

বিশ্বজিৎ মুগ্ধভাবে চেয়ে থেকে বললো, তুই কী ভালো মেয়ে রে। সব মনে করে এনেছিস আমার জন্য? চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়ে আয়, আর একটু শুবি আয় আমার পাশে।

অনুরাধা ভ্রূ-ভঙ্গি করে বললো, না। এখন আমার অনেক কাজ। ঘরটা কী অগোছালো করেই না রেখেছো!

যে মানুষ এক একদিন পৃথিবীর এক এক দেশে থাকে, সে আর ঘর গোছাতে শিখবে কী করে। গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, মোজা সব ঘরেই চতুর্দিকে ছড়ানো। দেখলেই বোঝা যায়, ঘরে ঢুকেই ঐ সব একটা জিনিস গা থেকে খুলে বিভিন্ন দিকে উড়িয়ে দিয়েছে।

দেয়ালের গায়ে লাগানো কাঠের আলমারি। অনুরাধা দ্রুত হাতে জিনিসপত্র পরিপাটি ভাঁজ করে রাখতে লাগলো তার মধ্যে। কিছু কিছু জামা প্যান্ট জড়ো হলো একটা বেতের ঝুড়িতে। ওগুলো কাচতে হবে।

—কাল কটায় এলে?

বিশ্বজিৎ বললো, দমদমে পৌঁছানোর কথা ছিল বারোটার মধ্যে কিন্তু বেইরুটেই দু ঘণ্টা লেট হয়ে গেল। বাড়ি পৌঁছেছি রাত তিনটের সময়। গেট বন্ধ, দারোয়ানকে অনেক ডাকাডাকি করে খোলাতে হলো। রাত তিনটের সময় কলকাতা শহরটা একদম ঘুমিয়ে থাকে।

—কদিন থাকবে তো?

—আমার তিনদিন ছুটি। আরও দু-একদিন বাড়াতে পারি। ভাবছি এর মধ্যে মার সঙ্গে একবার দেখা করে আসবো।

বিশ্বজিতের মা থাকেন রাউরকেল্লায় তাঁর বড় ছেলের কাছে। কিছুদিন আগে বিশ্বজিৎ তার মাকে একবার মধ্যপ্রাচ্যে ঘুরিয়ে এনেছে।

দু কাপ চা তৈরি করে ট্রেতে সাজিয়ে এনে অনুরাধা বললো, এই নিন হুজুর।

BanglaBook.org

পুরস্কার হিসেবে বিশ্বজিৎ তার থুতনিতে একটা কোমল চুম্বন দিল।

বিছানায় পাশাপাশি বসে চা খেতে খেতে অনুরাধা জিজ্ঞেস করলো, এবার কী কী বই আনলে দেখি!

দুজনেই বইয়ের পোকা। বিশ্বজিৎ রাত কাটাবার জন্য নানা ধরনের বই কেনে। দু তিন মাস অন্তর কলকাতায় এসে তার পড়া বইগুলো সব অনুরাধাকে দিয়ে যায়।

এয়ার ব্যাগ থেকে আট দশখানা বই বার করে কোলের ওপর রেখে দেখতে লাগলো অনুরাধা। যে-সব বইয়ের মলাটে বন্দুক-পিস্তল বা নগ্ন মেয়েদের ছবি, সে বইগুলো অনুরাধা টান মেরে ফেলে দিতে লাগলো খাটের নিচে। বিশ্বজিতের বাছ-বিচার নেই, সে সব রকম বই-ই পড়ে, কিন্তু অনুরাধার রুচি বেশ উন্নত।

ব্যাগটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা সেলোফেন মোড়া শার্ট বার করে বিশ্বজিৎ বললো, এটা তোমার বরের জন্য এনেছি। মাপটা ঠিকই হবে মনে হয়। দেবকুমার তো প্রায় আমারই সমান লম্বা?

নীল আর হালকা হলুদের চওড়ার স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট। রং দুটির মধ্যে বৃষ্টি শেষের বিকেলবেলায় স্নিগ্ধ আভা রয়েছে।

শার্টটা উঁচু করে ধরে অনুরাধা বললো, মাপে তো ঠিকই হবে মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা কী বলে আমি ওকে দেবো?

—কেন তুমি তোমার বরকে কখনো শার্ট কিনে দাও না? কাছাকাছি জন্মদিন-টন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী নেই।

শার্টটার ঘাড়ের কাছের লেবেল দেখে অনুরাধা বললো, ফরাসী দেশের। এরকম শার্ট আমি কলকাতায় পাবো কোথায়?

—কলকাতায় অনেক স্মাগল্ড জিনিস পাওয়া যায়।

—কবে প্যারিসে গিয়েছিলে?

—গত সপ্তাহে।

—এবার কজন গার্ল ফ্রেণ্ডের সঙ্গে দেখা হলো ওখানে?

BanglaBook.org

—মাত্র দুজন।

—খুব হুল্লোড় হয়েছে?

—একটা রাতও ঘুমোতে পারিনি। একটি মেয়ের গাড়ি ছিল, তার সঙ্গে এক রাত্তিরে চলে গেলাম রিভিয়িরার দিকে।

—সেইজন্যই চোখের নিচে কালি···বিচ্ছিরি চেহারা হয়েছে তোমার....আর এরকম উড়নচণ্ডী হয়ে কতদিন চলবে?

—পাইলট হয়েছি, উড়নচণ্ডী হবো না? কলকাতায় কয়েকদিন ঘুমিয়েই দেখবি চেহারা ঠিক করে ফেলবো।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সিগারেট ধরালো বিশ্বজিৎ, তারপর অনুরাধার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বললো, আয় খুকুমণি, ঘণ্টা দু'এক দুজনে ঘুমিয়ে নিই। দেন এগেইন উই শ্যাল মেক লাভ।

—আমার এখন ঘুমোবার সময় নেই, অনেক কাজ আছে।

উঠে গিয়ে বেতের ঝুড়ি থেকে ময়লা জামা-কাপড়গুলো নিয়ে অনুরাধা বাথরুমে ঢুকে পড়লো। কল খুলে বালতির মধ্যে ফেলে দিলে সেগুলো। বাথরুমের তাকে অনেকদিন আগেকার একটা গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট রয়েছে।

—খুকুমণি, তুই কি আমার জামা-কাপড় কাচতে বসলি নাকি এখন?

—হ্যাঁরে খোকা। গেঞ্জিগুলো তো সব ময়লা, আর একটাও পরিষ্কার নেই দেখলাম আলমারিতে। আজ বিকেলে পরবি কী?

—দুপুরে বেরিয়ে গিয়ে কয়েকটা গেঞ্জি কিনে নিলেই তো হবে।

—এগুলো তা বলে কাচতে হবে না?

—বাড়িতে তোর বরের জামা-কাপড়গুলো কি তুই কাচিস?

—না। লোক আছে।

বিশ্বজিৎ হো-হো করে হেসে উঠলো। তার হাসির মধ্যে একটা

BanglaBook.org

নির্মল স্বচ্ছতা আছে। যেন তার জীবনে হাসি ও আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই।

বিশ্বজিৎ তড়াক করে খাট ছেড়ে লাফিয়ে এসে বাথরুমে ঢুকেই খুলে দিল শাওয়ারটা। অনুরাধা ত্রস্তে সরে গিয়ে বললো, আমার শাড়ি-টাড়ি সব ভিজে গেল। তোকে এবার আমি মারবো।

বিশ্বজিৎ দেওয়ালে হেলান দিয়ে বললো, মনে আছে সেই বৃষ্টির দিনটার কথা।

মাত্র ছ বছর আগে, অনুরাধার মনে থাকবে না?

অনুরাধার শাড়িটা নাইলনের। ভিজে গেলেও একটু মেলে দিলেই শুকিয়ে যাবে।

—তুই সর এখান থেকে। আমি শাড়ি ছাড়বো।

একটু আগে ওরা এক খাটে শুয়ে ছিল নগ্ন হয়ে।

বিশ্বজিৎ অনুরাধার কথা গ্রাহ্য না করে ঈষৎ গাঢ় স্বরে বললো, সেদিন ছিল একুশে এপ্রিল, প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড় আর তারপর অসম্ভব বৃষ্টি। আমার জীবনে বৃষ্টির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। তোর কথা ভাবলেই আমার চোখে বৃষ্টির ছবি ভেসে ওঠে।

একুশে এপ্রিল, হ্যাঁ, অনুরাধারও মনে আছে তারিখটা।

বিশ্বজিতের পাশ দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে অনুরাধা ঘরের মধ্যে এসে খুলে ফেললো শাড়িটা। চেয়ার আর টেবিলের ওপর সেটা লম্বা করে মেলে দিয়ে সে পাখাটা জোর করে দিল। তারপর একটা বই খুলে বসলো খাটে।

বাথরুমের দেওয়ালে হেলান দিয়েই বিশ্বজিৎ সিগারেট টানতে টানতে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো অনুরাধার দিকে।

সেদিন ছিল একুশে এপ্রিল। দেবকুমার অফিসের কাজে বোম্বাই যাবে, এয়ারপোর্টে ওকে তুলে দিতে গিয়েছিল অনুরাধা। দেবকুমারের প্লেন ছেড়ে যাবার পর অনুরাধা ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিল, তার পাশ

BanglaBook.org

দিয়েই ত্বজন বিদেশিনী এয়ার হস্টেসের সঙ্গে হাঁটছিল বিশ্বজিৎ, তাকেও মনে হচ্ছিল কোনো বিদেশীই।

সে হঠাৎ ফিরে এসে অনুরাধার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, অনুরাধা, ভুল করিনি নিশ্চয়ই?

অনুরাধা চোখ তুলে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললো, নান্টু?

কতদিন পর দেখা? অন্তত পনরো বছর? শেষ যখন দেখা হয়েছিল, তখন অনুরাধা বারো তের বছর বয়সিনী ফ্রক পরা এক বালিকা আর নান্টু অর্থাৎ বিশ্বজিৎ চৌদ্দ পনেরো বছরের সন্ত গোঁফের রেখা ওঠা এক কিশোর। বিশ্বজিৎ তখন বেশ রোগা, হাফ প্যান্টের নিচে বেরিয়ে থাকা বেয়াড়া লম্বা ঠ্যাং আর বাবা মারা যাবার পর মাথা ন্যাড়া করেছিল বিশ্বজিৎ, তার সেই ন্যাড়া মাথার ছবিটাই মনে ছিল অনুরাধার। তবু চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না।

কত বদলে গেছে বিশ্বজিৎ। দু' কান ঢাকা ঘাড় পর্যন্ত সতেজ কালো চুল, সাদা প্যান্ট শার্টে তার ফর্সা মুখখানা খুব চকচকে ও মসৃণ মনে হয়। অনেকটা যেন টনি পারকিন্‌স-এর মতন লাগে।

—তোমার বিয়ে হয়ে গেছে? কবে হলো। একটা খবরও দিলে না।

পনেরো বছরের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না, তাকে বিয়ের খবর দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নিউ আলিপুরের একেবারে পাশাপাশি দুটি বাড়িতে থাকতো ওরা। অনুরাধারা চার ভাই বোন আর বিশ্বজিৎরা পাঁচ এই নজনে মিলে ছিল একটা খেলার টিম। অনুরাধা তার ছ' বছর বয়েস থেকে থাকতো নিউ আলিপুরে। সেই সময় থেকে বিশ্বজিৎদের চেনে। তখন তার নাম খুকু আর বিশ্বজিতের নাম নান্টু।

—তোমার গাড়ি আছে, না ট্যাক্সিতে যাবে?

BanglaBook.org

বিশ্বজিৎ গিয়ে এয়ার হস্টেস দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে অনুরাধার সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে উঠেছিল। অনুরাধা একটুও দ্বিধা করেনি। বিশ্বজিৎ এখন একটা লম্বা চওড়া পরপুরুষ হয়ে গেলেও ও আসলে তো তার ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী।

আকাশ মিশমিশে কালো, বৃষ্টি পড়ছিল টিপটিপ করে। একটু পরেই ঝড় উঠলো। দু' বছর আগের সেই বিখ্যাত ঝড়, যাতে কলকাতার অন্তত পঞ্চাশটি গাছ ভেঙে পড়েছিল রাস্তায় এবং ময়দানে।

বাচ্চাদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতে খেলতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বিশ্বজিতের বাবা। দু ঘণ্টার মধ্যে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরই সংসারটা ভেঙে গেল। বিশ্বজিতের বড়দা তখন সবে মাত্র এঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে, প্রথম চাকরি পেল হায়দ্রাবাদে। এক বছর বাদে পুরো পরিবারটাই চলে গেল সেখানে। মনে আছে, সেদিন খুব কেঁদেছিল অনুরাধা। বিশ্বজিতের জন্য নয়, তার ঠিক পরের বোন মণিদীপা ছিল অনুরাধার প্রাণের বন্ধু। হায়দ্রাবাদ বড় বেশী দূর। প্রথম প্রথম ঘন ঘন চিঠি, তারপর প্রতি বছর বিজয়ার শুভেচ্ছা, আস্তে আস্তে সব সম্পর্ক মুছে গেল একদিন।

ভি-আই-পি রোড ছাড়াতে না ছাড়াতেই রাস্তায় হাঁটু জল। গাছ পড়ে মৌলালির কাছে রাস্তা বন্ধ। ওদের কিছুই খেয়াল নেই। প্রাথমিক আড়ষ্টতা কেটে যেতেই দুজনে ছেলেবেলার গল্পে মশগুল হয়ে গেছে। কুড়ি পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা, সেই সময়কার মানুষদের কথা বলাবলি করে দুজনেই খুব হাসছে যেন সেই তখনকার দুই কিশোর-কিশোরী।

—তোরা এখনো সেই নিউ আলিপুরেই থাকিস? চল, পৌঁছে দিচ্ছি।

নিউ আলিপুরে দুটি পরিবারই ছিল ভাড়াটে। অনুরাধার বাবা এখন বেহালায় বাড়ি করেছেন। অনুরাধার বিয়ে হয়েছে শ্যাম-

BanglaBook.org

বাজারে, কিন্তু মাত্র তিন মাস আগে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এসে অনুরাধারা আলাদা ফ্ল্যাট নিয়েছে ল্যান্সডাউন রোডে।

পার্ক স্ট্রীটে ঢুকে একেবারেই থেমে গেল ট্যাক্সিটা। ভেতরে জল ঢুকতে লাগলো হুড়হুড় করে। রাস্তার এখানে সেখানে ছড়ানো অচল গাড়ি। আধ ঘন্টা সেই থেমে থাকা ট্যাক্সিতে বসেই গল্প করতে লাগলো ওরা। তারপর এক সময় খেয়াল হলো, এ বৃষ্টি আর থামবে না। সেদিন মহা প্লাবনে পৃথিবী ভেসে যাবে।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে অনুরাধাকে নিয়ে পথে নেমে পড়েছিল বিশ্বজিৎ। তখনও তুমুল বৃষ্টি। সপসপে ভেজা অবস্থায় গাড়ি বারান্দার তলায় আশ্রয় নেবার কোনো মানে হয় না। ওরা উরু পর্যন্ত ভেজানো জল ঠেলে হাঁটতে লাগলো। ঠিক কিশোর বয়েসের মতন। সব কিছুই দারুণ মজার লাগছে।

—কাছেই আমার ফ্ল্যাট। সেখানে যাবি খুকু?

অনুরাধার খুব একটা তাড়া নেই। তিন মাস আগে হলেও শ্বশুর-শাশুড়ির কথা চিন্তা করে যে-কোনো ভাবেই হোক ফিরতে হতো বাড়িতে। কিংবা এরকমভাবে একলা একলা এয়ার পোর্টে যেতেই পারতো না। এখন নিজের ফ্ল্যাটে অনুরাধা স্বাধীন। দেবকুমারও নেই, কেউ তার জন্য চিন্তা করবে না। মেয়েকে সকালবেলা অনুরাধার মা এসে নিয়ে গেছেন। আজ রাত্তিরে না নিয়ে এলেও ক্ষতি নেই।

বাড়ির গেটের কাছে এসে অনুরাধা বলেছিল, থাক, আমি বরং বাড়ি যাই। রিক্শা পেয়ে যাবো।

বিশ্বজিৎ অবাক হয়ে বলেছিল, কেন? এই তো বললি, বাড়িতে কেউ নেই। আমার এখানে একটু বসে যা। খানিকটা গরম জল আর ব্র্যাণ্ডি খেলে আর ঠাণ্ডা লাগবে না। আমি একা থাকি, আর তো কেউ নেই আমার ওখানে।

BanglaBook.org

যেন এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যবস্থা। এইভাবে বিশ্বজিৎ অনুরাধাকে নিয়ে এলো তার ফ্ল্যাটে। শাড়ি-টাড়ি তো দিতে পারবে না, তবে বিশ্বজিতের প্যান্ট শার্ট পরে নিতে পারে অনুরাধা।

তা অবশ্য পারেনি অনুরাধা, তোয়ালে দিয়ে মাথাটা শুধু মুছে ভিজে শাড়ি পরেই বসলো সেখানে। বিশ্বজিতের শত অনুরোধও সে শুনলো না।

—তুমি এখানে এরকম একটা একা ফ্ল্যাটে থাকো?

—থাকি আর কতদিন? এই তো ঠিক দেড় মাস পরে এলাম। আবার কালই চলে যাবো।

অনুরাধা ব্র্যাণ্ডি খেতেও আপত্তি জানিয়েছিল। সেদিন বিশ্বজিৎই বানিয়ে ছিল কফি।

না। সেদিন একবারও চুম্বনের চেষ্টা করেনি পর্যন্ত বিশ্বজিৎ। ঘণ্টা দু'এক বিভোরভাবে গল্প করবার পর, বৃষ্টি থামলে, সে অনুরাধাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল তার ফ্ল্যাটে।

সে ব্যাপারটা ঘটেছিল প্রায় ছ'মাস পরে।

পরের বার এসে সে সোজা উপস্থিত হয়েছিল অনুরাধাদের ফ্ল্যাটে। দেবকুমারের সঙ্গে আলাপ হলো। পার্ক স্ট্রীটের এক হোটেলে ওদের খাওয়াতে এনেছিল বিশ্বজিৎ। পরের দিন দুপুরে অনুরাধাদের বাড়িতে সে দুপুরে নেমন্তন্ন খেল।

কিন্তু অনুরাধা আর বিশ্বজিতের গল্পের মাঝখানে দেবকুমারকে চুপ করে থাকতে হয়। তখন দেবকুমার যেন বাইরের লোক। ওদের শৈশব কৈশোরের জগতে তো দেবকুমার ছিল না। যে ঘটনার উল্লেখে বা যে ছোট কাকা বা সেজো মামার কোনো বাতিকের কথা তুলে বিশ্বজিৎ আর অনুরাধা হাসাহাসি করে, সে সব কিছুই দেবকুমারের কাছে তেমন হাস্য উদ্রেককর মনে হয় না। তার শৈশব কৈশোর ছিল অন্যরকম।

এটা বুঝতে পেরেই বিশ্বজিৎ শৈশব প্রসঙ্গ ইচ্ছে করে এড়িয়ে এমন কোনো কথা তোলে যাতে তিনজনেরই অংশগ্রহণ করার সুবিধে হয়। তবু হঠাৎ হঠাৎ ওরা ফিরে যায় শৈশবের দিনে। বিশ্বজিৎ যেন অনুরাধাকে সেই ছেলেবেলার জগতেই খুঁজে পায়।

দেবকুমার অতিশয় ভদ্র, সে তার স্ত্রীর বাল্যবন্ধুর সঙ্গে কক্ষনো একটুও অসমীচীন ব্যবহার করে নি। তবে ভেতরে ভেতরে সে যেন একটু হাঁপিয়ে উঠেছিল। দু-জনকে আলাদা গল্প করতে দিয়ে সে অন্য কোথাও থাকতে পারলেই যেন বেশী স্বস্তি পেত। দেবকুমার নিজে খুব আলাপী নয়, একজন আন্তর্জাতিক পাইলটের সঙ্গে গল্প করার মতন খুব বেশী বিষয় তার জানা নেই।

বিশ্বজিৎ অনুরাধার স্বামীর সামনে কক্ষনো তাকে তুই বলেনি।

তেহরান থেকে বিশ্বজিৎ চিঠি লিখেছিল একবার যে আগামী বুধবার সে কলকাতায় আসছে, দমদম থেকে সোজা সে দেবকুমারদের বাড়িতে চলে আসবে রাত আটটার মধ্যে। সে আলোচালের ফেন-ভাত, একটু ঘি, আলুসেদ্ধ আর কুচো চিংড়ি ভাজা খেতে চায়। অনেকদিন সে এইগুলো খায়নি। মাংস-টাংস কিছু যেন না করা হয়।

পোস্টকার্ডখানা সে লিখেছিল দেবকুমার আর অনুরাধাকে যুগ্মভাবে সম্বোধন করে।

সেই বুধবার বুনবুনকে ঘুম পাড়িয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রী অপেক্ষা করতে লাগলো। ফেনভাত রান্না হয়ে গেছে, কুচো চিংড়িগুলোকে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে, বিশ্বজিৎ এলেই চটপট ভেজে ফেলা হবে।

রাত এগারোটার সময় দেবকুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমায় আবার কাল সকালেই টুরে বেরুতে হবে।

BanglaBook.org

অনুরাধা বললো, আজ আর ও আসবে না মনে হচ্ছে। তুমি খেয়ে নাও বরং।

দেবকুমার তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললো, ইন্টারন্যাশনাল প্লেনগুলো অনেক সময় দশ বারো ঘণ্টাও লেট থাকে।

দেবকুমারকে পরিবেশন করার একটু পরে অনুরাধা নিজেও খেয়ে নিয়েছিল। তারপর বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ গল্প হলো দুজনের। বিশ্বজিতের প্রসঙ্গ একবারও এলো না। অফিসের একটা সংকট নিয়ে দেবকুমার একটু চিন্তিত ছিল, অনুরাধাকে সব খুলে বললো। কারুকে একটু বলতে পারলেই মনটা হালকা লাগে। অফিসের কোন কোন লোক দেবকুমারকে পছন্দ করে কিংবা করে না, সে সম্পর্কে অনুরাধার বেশ পরিষ্কার একটা ধারণা আছে। অনেক সময় সে দেবকুমারের ভুল ভাঙিয়ে দেয়।

পরদিন সকাল দশটা আন্দাজ অনুরাধা চলে এসেছিল বিশ্বজিতের ফ্ল্যাটে। বিশ্বজিৎ এতই অনিয়মিতভাবে কলকাতায় আসে যে তার এই ফ্ল্যাটে কোন কাজের লোক রাখার প্রশ্নই ওঠে না। টুকিটাকি ছোটখাটো কাজ সে বাড়ির দারোয়ান বা লিফট্‌ম্যানদের দিয়েই করিয়ে নেয়।

বেল টিপতেই বিশ্বজিৎ নিজেই দরজা খুলে দিল। চোখ দুটি অসম্ভব লাল, চুল অবিন্যস্ত, সে পরে আছে খুবই ছোট একটি হাফ-প্যান্ট যার নাম শর্টস। দারুণ গুমোটে কলকাতার সবাই সেদিন সকাল থেকেই বিনবিন করে ঘামছে। শুধু বিশ্বজিতেরই কপালে বা নগ্ন বুকে কোনো ঘামের চিহ্ন নেই।

সে বললো, আমি খুব আশা করেছিলুম তুই একবার খোঁজ নিতে আসবি, আয়—

খানিকটা টলতে টলতেই গিয়ে বিশ্বজিৎ ধুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

BanglaBook.org

—কাল এলে না কেন ? ও কতক্ষণ অপেক্ষা করে বসেছিল তোমার জন্য।

—আমি দুঃখিত। পরে একদিন দেবকুমারবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো।

—চিঠি লিখেও এলে না কেন ? প্লেন লেট ছিল ?

—ছিল, তবে খুব বেশী না। দশটার মধ্যে দমদম পৌঁছে গিয়েছিলাম।

—দশটা ? আমরা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত তোমার জন্য না খেয়ে বসেছিলাম।

—কী করবো ! সাঙ্ঘাতিক জ্বর এসে গেল। এয়ার ক্রাফটের মধ্যে থাকতে থাকতেই হঠাৎ ধুম জ্বর। সেকথা কারুকে জানাতেও পারি না। বললেই এয়ারপোর্টে হয়তো আমাকে কোয়ারেন্টাইনে রেখে দিত। দমদমে পৌঁছবার পর শরীরে অসহ্য ব্যথা, মাথা তুলতে পারছি না, তখন আর ঐ অবস্থায় তোদের বাড়ি যাওয়া যায় না। তোদের বাড়িতে টেলিফোনও নেই, একটা টেলিফোন আনিস না কেন ?

—জ্বর হয়েছিল ? মিথ্যে কথা। আসলে খুব নেশা করে ফেলেছিলে তাই না ? চোখ দুটো অসম্ভব লাল রয়েছে এখনো।

—নেশা ? তোর হাতটা দে।

বিশ্বজিৎ নিজেই অনুরাধার হাতটা টেনে নিয়ে রাখলো নিজের কপালে। অনুরাধার হাতটা ছ্যাঁত করে উঠলো। বিশ্বজিতের কপাল থেকে কেন ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, সেটাই আশ্চর্যের কথা।

অসুস্থ মানুষের প্রতি মেয়েদের চিরকালের দুর্বলতা।

তাছাড়া বিশ্বজিৎ নির্বান্ধব, নিরাত্মীয় অবস্থায় একটা ফ্ল্যাটে অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে, সে অজ্ঞান হয়ে থাকলেও কেউ তার খোঁজ নিতে আসবে না, এই চিন্তাই অনুরাধাকে বিহ্বল করে দেয়।

BanglaBook.org

—ডাক্তার দেখাওনি ?

টেবিলের ওপর জড়ো করা একগাদা ওষুধপত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বিশ্বজিৎ বললো, এসব ছোটখাটো অসুখে আমরা নিজেরাই ডাক্তারি করি।

—ছোটখাটো অসুখ মানে ? হঠাৎ এত জ্বর হবে কেন ?

—হয়।

বলেই মুচকি হেসে বিশ্বজিৎ আবার বললো, আমার এক বন্ধু গামাল, রাশিয়ায় গিয়ে এমন জ্বর বাধালো যে তিন দিনের মধ্যেই মরে গেল……ব্রেন ফিভার……চিকিৎসারও সুযোগ থাকে না।

হাসিটা আরও প্রসারিত করে বিশ্বজিৎ এর পর জানালো, আমি পরশুই মস্কো গিয়েছিলাম।

—ছাখো নান্টু। এসব ইয়ারকি আমার ভালো লাগে না।

সেই জ্বরের মধ্যেই বিশ্বজিৎ একটা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করতেই অনুরাধা সেটা কেড়ে নিল জোর করে। এ ফ্ল্যাটে এক টুকরো ন্যাকড়া পাবার কোনো উপায় নেই বলে অনুরাধা নিজেরই রুমাল ছিঁড়ে ফেলে জল ভিজিয়ে এনে বিশ্বজিতের কপালে জলপটি লাগিয়ে দিল। তারপর বসলো তার শিয়রের পাশে।

—তুই খুব দামী পারফিউম ব্যবহার করিস, নারে খুকু ?

—এই একটাই আমার বিলাসিতা।

—কেন, শাড়ি গয়না ?

—আমাকে কখনো গয়না পরতে দেখেছো, সাধারণ শাড়িতেই আমার বেশ চলে যায়। কিন্তু ভালো পারফিউম ব্যবহার করলে আমার মন ভালো থাকে।

—এখন মন ভালো আছে ?

—ছিল, কিন্তু তোমাকে আমি এই জ্বরের মধ্যে ফেলে যাবো কী করে বলো তো ? সারাদিন চিন্তা থাকবে।

BanglaBook.org

—তাহলে আজ সারাদিন থাক এখানে।

—আহা-হা ! আমার যেন ঘর-সংসার নেই ? মেয়েটা রয়েছে বাড়িতে।

নিজের অসুখ সম্পর্কে কোনো ভয় নেই বিশ্বজিতের। কিন্তু তার এই বাল্য-সঙ্গিনীর ব্যাকুলতা সে বেশ উপভোগ করে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে সে অনেক কিছু পেতে পারে কিন্তু এই জিনিসটি কোথাও পাবে না।

—তোর জন্য আমি খুব ভালো পারফিউম এনে দেবো।

—না।

—আনবো না ?

—না। সেই প্রথমবার তুমি আমাদের বাড়ি গিয়ে পারফিউম দিয়েছিলে। সেটা ওর সামনে দিয়েছিলে বলে আমি রিফিউজ করতে পারিনি। কিন্তু এসব আমার পছন্দ নয়। তুমি আমার জন্য কোনো জিনিস আনবে না

—আচ্ছা বেশ আনবো না কিন্তু কেন সেটা জানতে পারি কি ?

—কেউ কিছু দিলেই তার প্রতিদান দিতে হয়। না হলে আমার দারুণ অস্বস্তি লাগে।

যেন এটা একটা খুব মজার কথা, এইভাবে হোহো করে হেসে উঠলো বিশ্বজিৎ। তারপর পর পর দুটি, না তিনটি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী কথা বললো।

প্রথম : একটা সিগারেট অন্তত খাই খুকু ? সিগারেট না খেয়ে আর পারছি না।

অনুরাধা কড়াভাবে বললো, না।

দ্বিতীয় : আমার মাথা ঘুরছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে চোখে ভুল দেখছি। এখনো যেন আমি এয়ার ক্র্যাফটের মধ্যে বসে আছি।

BanglaBook.org

অনুরাধা বিশ্বজিতের চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়ে বললো, আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।

তৃতীয় : খুকু, তোর মনে আছে? আমার বড়দির বিয়ের দিন ....তুই কী দারুণ সেজেছিলি। একটা লাল রঙের স্কার্ট পরেছিলি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি···বিয়ের দিন আমরা ব্যাংকের পাশের নতুন বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম, সেই জন্য আমাদের বাড়িতে কেউ সেদিন ছিল না··· মা আমাকে বললেন, কয়েকটা মাটির খুরি নিয়ে আসতে—আমাদের ছাদ থেকে···তুই এসেছিলি আমার সঙ্গে··· আমরা দেখলাম ছাদে অন্ধকারে নির্মলদা ফুলুদিকে চুমু খাচ্ছেন··· আমাদের দেখতে পেয়েই ওঁরা পালিয়ে গেলেন···তখন আমাদের কী হাসি.... তখন চুমু জিনিসটা কী আমরা ঠিক জানতাম না, শুধু এইটুকু ধারণা ছিল, ওটা একটা অসভ্য ব্যাপার····তারপর অনেক রাত্তিরে অনেকেই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে আমিও নির্মলদার মতন তোকে চুমু খেতে চেয়েছিলাম····তুই খুব না না করেছিলি···কিন্তু তোর সঙ্গে আমার প্রতিজ্ঞা ছিল তুই আমার কোনো কথায় না বলতে পারবি না, তুই শেষকালে বলেছিলি আচ্ছা, ঠিক একবার কিন্তু...আমি তোকে চুমু খেতে গেলাম···তুই তখন এত ছোট যে কিছুই জানতিস না ঠোঁট যে খুলতে হয়···তুই ঠোঁটে ঠোঁট চেপেছিলি···আমি বলছিলাম, কই কই হচ্ছে না....এমন সময় মনে আছে তোর কার যেন পায়ের শব্দ···আমরা ভেবেছিলাম কেউ আসছে আমি দৌড়ে গিয়ে লুকোলাম ট্যাঙ্কের পাশে....তুই নিচে চলে গেলি—আসলে কেউ আসছিল না, একটা ছেঁড়া ঠোঙা হাওয়ায় উড়ছিল। তাতেই আমরা ভয় পেয়ে···

অনুরাধার সেদিনের প্রতিটি মুহূর্তেই সমস্ত শব্দ বর্ণ মিলিয়ে মনে আছে। এসব কথা কেউ সারা জীবনে ভোলে? তবু সে চুপ করে রইলো।

—এত বছর কেটে গেল, তারপর অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার

পরিচয় হয়েছে, কত জনকে চুমু খেয়েছি কিন্তু সেদিনের সেই অসমাপ্ত চুমু এখনো মনে পড়ে, আর কষ্ট হয়, মনে হয় সারা জীবনে কিছুই পাইনি····সেদিনের সেই চুমুটা তুই আমায় দিবি ?

বিশ্বজিতের মাথা থেকে হাত তুলে নিয়ে অনুরাধা বললো, এটা বুঝি সিডিউস করার একটা নতুন কায়দা ?

লাল চোখ মেলে কঠিন গলায় বিশ্বজিৎ জিজ্ঞেস করলো, আমায় দিবি না ?

বিশ্বজিতের শিয়র ছেড়ে উঠে এসে অনুরাধা বললো, কলকাতায় তোমার কোনো চেনা ডাক্তার নেই ?

—আগে আমার কথার উত্তর দে।

—ছেলেমানুষী করো না, নান্টু। তখনকার কথা আর এখনকার কথা অনেক আলাদা।

পাশ ফিরে শুয়ে সে চোখ বুজে রইলো।

—তুমি দুপুরে কী খাবে ?

কোনো উত্তর নেই।

যেন কোনো শিশু অভিমান করেছে। অসুখে ভুগলে কোনো কোনো বাচ্চা ছেলে নানা রকম অন্যায় আবদার করে। যেন বিশ্বজিৎ কাঁচা লঙ্কা আর নুন দিয়ে মাখা কাঁচা আম খেতে চাইছে। দেওয়া উচিত নয়, আবার এক টুকরো দিলেও ক্ষতি নেই খুব।

টেবিলের ওপর ওষুধের স্ট্রিপ ও ট্যাবলেটের শিশিগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে অনুরাধা আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখন কোনো ওষুধ খাবে ? দেবো আমি ?

তবু কোনো উত্তর নেই।

এবার সমস্ত শরীরময় সুগন্ধ নিয়ে অনুরাধা এসে আবার বসলো বিশ্বজিতের শিয়রের পাশে। মুখটা ঝুঁকিয়ে বললো, তুই চোখ বুজে থাকবি, আমি শুধু একবার।

BanglaBook.org

বিশ্বজিতের ঠোঁটে নিজের ঠোঁটটা ছুঁইয়েই অনুরাধা মুখটা তুলে আনতে যাচ্ছিল, বিশ্বজিৎ হাত বাড়িয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরলো। এ ছেলের যেন কাঁচা আম মাথার প্রতি সাঙ্ঘাতিক লোভ। অথবা মানুষের এমনই তৃষ্ণা যে একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বরেও তার নিবৃত্তি হয় না।

চুম্বনটি দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘস্থায়ী হলো, যেন আর শেষই নেই। যেন পনেরো কুড়ি বছর ধরে জমিয়ে রাখা বাসনা এখন দাবি মিটিয়ে নিচ্ছে। অনুরাধার শরীর যেন মিশে গেছে বিশ্বজিতের মধ্যে।

তারপর মুখ তুলে অনুরাধা বিশ্বজিতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। তার মনের মধ্যে সমস্ত প্রতিরোধের বাঁধ ভেঙে গেছে।

পরবর্তী ব্যাপারটির জন্য একটিও বাক্য বিনিময়ের প্রয়োজন হলো না। কী শান্ত নরম সুন্দরভাবে বিশ্বজিৎ গ্রহণ করলো অনুরাধাকে। যেন একটি ফুলকে আদর করছে বিশ্বজিৎ একটিও পাপড়ি যেন খসে না যায়, একটুও যেন নখের আঁচড় না লাগে। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন স্বপ্নের মতন, অথচ কী অসম্ভব উন্মত্ততা, যেন দুই মিত্রপক্ষের হিংসাহীন এক চরম যুদ্ধ। অনুরাধার জীবনে যেন এমন আর কখনো ঘটেনি। এই প্রথম সে যেন জানলো, শরীরের আনন্দ কত তীব্র হতে পারে। যেন সর্বনাশের সীমারেখায় একেবারে হেলে থাকা।

নতুন টাকার মতন দুটি চকচকে নিরাবরণ শরীর কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো পাশাপাশি।

এই সময়ই অনেক রকম অপরাধবোধ মাথার মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। অনুরাধা চোখ বুজে সেগুলোকে তাড়িয়ে দিতে চাইলো। এখন না, পরে একসময় বোঝা-পড়া করা যাবে। এখন ভালো লাগার অনুভূতি ও আবেশটুকু বড় একটি বাথটাব ভর্তি

BanglaBook.org

গোলাপজলের মধ্যে স্নান করার মতন, সে পুরোপুরি উপভোগ করতে চায়।

এবার একটা সিগারেট খাই, খুকু? প্লীজ।

অনুরাধা নিজেই হাত বাড়িয়ে সিগারেট আর দেশলাইটা এনে দিল বিশ্বজিতকে।

বিশ্বজিৎ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, তোকে একটা দেবো? কখনো খাসনি?

—দে।

এই প্রথম বিশ্বজিতকে তুই বললো সে।

মিলনের মুহূর্তটিতে সে বুঝতে পেরেছিল যে সে বিশ্বজিতের অনেক কাছে চলে এসেছে। ছেলেবেলার বন্ধুকে এতদিন পরে ফিরে পেলেও কোথায় যেন একটু আড়ষ্টতা থেকেই গিয়েছিল। ছেলেবেলায় শরীর থাকে না। যৌবনে শরীরই একটা প্রধান বিষয়। শরীরের বাধা থাকলে অনেক মনের কথাই না বলা রয়ে যায়।

ছেলেবেলায় দুজনে দ্বিধাহীনভাবে কত রকম খেলা খেলেছে। এখন বড় বয়সে অন্য রকম খেলা যদিও, কিন্তু খেলার মধ্যে দ্বিধা রাখলে আর ছেলেবেলায় ফিরে যাওয়া যায় না কিছুতেই। অনুরাধা সেটা সেই মুহূর্তে টের পেয়েছিল।

দেবকুমারের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাটি হলেও মনের খুব একটা গভীর জায়গায় দেবকুমারের জন্য একটা দুর্বলতা আছে অনুরাধার। দেবকুমার নির্ভরযোগ্য এবং অনুরাধাকে সে কখনো আঘাত দিতে চায় না। অনুরাধার জন্য সে অনেক কিছু ত্যাগ করেছে, এমন কি বাবা মাকেও। দেবকুমার আর বিশ্বজিতের যদি তুলনা করা যায় তাহলে স্বীকার করতেই হবে, মানুষ হিসেবে দেবকুমার অনেক বড়। তার তুলনায় বিশ্বজিৎ অনেকটা হালকা ধরনের। দেবকুমার এই পৃথিবীকে যাচাই করে নিরপেক্ষ চোখ দিয়ে। কিন্তু বিশ্বজিৎ

BanglaBook.org

রোমান্টিক এবং আবেগপ্রবণ। সবচেয়ে বড় কথা তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনুরাধার মধুর শৈশব কৈশোর। বিশ্বজিতের নিজস্ব দোষগুণের চেয়েও বড় কথা সে, অনুরাধাকে উপহার দিতে পারে স্বপ্ন এবং স্মৃতি। দেবকুমার সেখানেই হেরে যায়।

পরে নিজের বাড়িতে অনেকবার একা একা চিন্তা করে দেখেছে অনুরাধা। সে কি পাপ করছে? তার আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন পড়া মনে পাপ কথাটা তেমন গুরুত্ব পায় না। পাপ পুণ্য প্রভৃতি তো কয়েকটি যুগবাহিত সংস্কার মাত্র। আসল কথা হচ্ছে, নিজের বিবেকের কাছে কোনটা ভালো বা মন্দ অথবা ন্যায় বা অন্যায়। একজন বিবাহিতা নারীর অপর পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংসর্গ করা অনুরাধার মতেও অন্যায়। কিন্তু কত বড় অন্যায়? দেবকুমার জানতে পারলে খুবই আঘাত পাবে। আর যদি জানতে না পারে?

যুক্তি দিয়ে অনুরাধা কিছুতেই নিজের এই কাজকে সমর্থন করতে পারে না; কিন্তু একটা অযৌক্তিক আবেগ তাকে বার বার বিশ্বজিতের কাছে টেনে নিয়ে যায়।

একবার সামান্য কোনো কারণে দেবকুমারের সঙ্গে তিক্ত ঝগড়া হবার পর অনুরাধা বিশ্বজিতের কাছে গিয়ে বলেছিল, আমি আর বাড়ি ফিরবো না, আমি এখন থেকে তোর এই ফ্ল্যাটেই থাকবো।

সেদিন বিশ্বজিতের উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল অনুরাধা। বিশ্বজিৎ বলতে গেলে তাকে অপমানই করেছিল।

—খুকু, তুই যে এত বোকা, তা তো জানতুম না।

—এর মধ্যে বোকামির কী আছে? আমি আমার জীবনটা ইচ্ছে মতন চালাতে পারি না?

—হঠাৎ এক সকালবেলায় ঝগড়ায় কেউ নিজের জীবনটা বদলায় না। তাছাড়া তুই যদি আমার ওপর কোন কারণে নির্ভর করতে

BanglaBook.org

চাস সেটা হবে তোর জীবনের পক্ষে একটা মারাত্মক ভুল। আমি তোর বন্ধু হতে পারি কিন্তু আমাকে তুই যদি অন্য কিছু হিসেবে পেতে চাস তা হলে দুদিন বাদেই তুই হতাশ হবি। দেবকুমারবাবুর তুলনায় আমি অনেক অনেক বেশী অপদার্থ। মাসের পর মাস আমার সঙ্গে তোর দেখা হবে না, অমুক দিন ফিরবো বলেও হয়তো ফিরবো না। আমার মতন মানুষের কক্ষনো কথার ঠিক থাকে না। তাছাড়া জানিস তো এ সেলার হ্যাজ আ ওয়াইফ ইন এভরি পোর্ট, আমরা আকাশের নাবিক আমাদেরও ঐ একই অবস্থা। তোকে তো লুকোইনি আমি যে পৃথিবীর অনেক শহরেই আমার বান্ধবী আছে।

—নান্টু, আমি তাহলে তোর অনেক বান্ধবীর মধ্যে একজন মাত্র?

—না। সেটাও ঠিক নয়। সবাই একদিকে, তুই একদিকে। তোর জায়গায় আমি অন্য কারুকে বসাতে পারবো না কিন্তু তুই আর আমি জীবনসঙ্গী হতে পারবো না।

—অর্থাৎ তুই কোনো রকম দায়িত্বই নিতে রাজি না?

—আমার পক্ষে সম্ভব না যে। আমরা প্রায় সর্বক্ষণ আকাশে থাকি। মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ কতটুকু। তুই যে কোনো দিন আমার মৃত্যু সংবাদ পেতে পারিস। হঠাৎ একটা হাইজ্যাকার গুলি চালিয়ে আমার মাথা ফুটো করে দিতে পারে। অথবা সামান্য একটা মেকানিক্যাল ডিফেকটের জন্য প্লেন সুদ্ধু আছড়ে পড়তে পারি। এইসব ঝুঁকি আছে বলেই কোম্পানীগুলো আমাদের বেশী মাইনে দেয়, এত আরাম আর বিলাসিতার মধ্যে রাখে। সমাজের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ থাকে না। শুধু আমরা কেন প্রত্যেক দেশেরই আর্মি নেভি এয়ার ফোর্সে এক গাদা মানুষ পোষা হয় এবং সাধারণ মানুষের সমাজের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ রাখতে হয় না।

BanglaBook.org

—তুই আমাকে বোকা ভেবেছিস? কোনো পাইলটের ঘর-সংসার নেই? তারা কেউ কোনো দায়িত্ব নেয় না।

নিতে পারে। সবাই একরকম হয় না ঠিকই। আমি বলছি, আমাদের প্রফেশানে জেনারালভাবে...

—আমার আজ মনটা খুব খারাপ। এসব কথা শুনতে আজ আমার একটুও ভালো লাগছে না।

—আহা হা কেন তোর মন খারাপ?

বিশ্বজিৎ এগিয়ে এসে অনুরাধাকে আদর করতে যেতেই অনুরাধা তার হাত সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, না।

—কেন?

—আমি ভুল করেছি।

—আমার এখানে এসে? না, তুই ভুল করিসনি। আমরা বাঙালীরা বা সাদার ইণ্ডিয়ানরা যে কোনো কাজকেই সারা জীবনের ব্যাক গ্রাউণ্ডে দেখি। কিন্তু এই মুহূর্তের যে আনন্দ তারও যে একটা বিশাল মূল্য আছে, সেটা আমরা বুঝি না বা বুঝতে চাই না।

—তুই আজ খুব লেকচার দেবার মুডে আছিস, না রে নান্টু? আমার কিছু ভালো লাগছে না। কিছু না।

—দেবকুমারবাবুর সঙ্গে খুবই ঝগড়া হয়েছে? এক কাজ করা যাক না ওঁকে অফিস থেকে ধরে আনি, তারপর তিনজনে মিলে খানিকক্ষণ আড্ডা দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে!

অনুরাধা বিশ্বজিতের দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তারপর বললো, যারা দায়িত্ব নিতে জানে না তারা এ জীবনের অনেক কিছুই বোঝে না!

বিশ্বজিৎ সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়ে বললো, তা ঠিক।

অনুরাধা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি আজ যাই।

BanglaBook.org

বিশ্বজিৎ তাকে বাধা না দিয়ে বললো, বেশী মন খারাপ করে থাকিস না প্লীজ।

দরজার কাছে গিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে অনুরাধা বললো, তুই কি এইভাবেই জীবন কাটাবি ঠিক করেছিস?

—ঠিক কিছু করিনি, তবে ইচ্ছে আছে পাঁচ সাত বছরে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে এ চাকরি ছেড়ে দেবো, তারপর গ্রামে কোথাও জমি কিনে আলু-বেগুনের ক্ষেত করবো। তখন শুধু মাটির ওপর পা দিয়ে হেঁটে বেড়াবো আর কোনোদিন আকাশে উড়বো না।

—আমি আর কোনোদিন আসবো না। তুই আমাকে আর কখনো ডাকিস না।

বিশ্বজিৎ অনুরাধার দু কাঁধ চেপে ধরে তার ডান কানের লতিতে নরম করে চুমু দিয়ে বললো, আমি ডাকবো না। তোর যদি ইচ্ছে না হয় আসিস না। আমাকে যদি তোর ভালো না লাগে তা হলে আসিস না। আমি তোকে খুব ভালোবাসি রে খুকু। আমার মতন একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন হালকা চরিত্রের মানুষের পক্ষে যতখানি ভালো-বাসা সম্ভব, বোধহয় তার চেয়েও খানিকটা বেশী।

তবু অনুরাধা আসে। না এসে পারে না। এটা যেন তার ইচ্ছে অনিচ্ছে ন্যায় অন্যায় বোধের চেয়েও আলাদা কিছু। এর নাম মুক্তি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ ৭ ॥

—স্যার আজ বাড়ি চলে যান। আজ আপনাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না।

প্রিয়নাথ থমকে দাঁড়ালেন। গেটের সামনে ছাত্ররা সব ভিড় করে আছে। আজ আবার কিসের যেন স্ট্রাইক।

এ রকম তো প্রায়ই একটা না একটা লেগে থাকে, তাই উপলক্ষ জানবার জন্য প্রিয়নাথ আগ্রহ বোধ করলেন না। ছাত্ররা যদি পড়াশুনো করতে না চায় তাহলে থাক অশিক্ষিত নির্বোধ হয়ে। একসঙ্গে অনেক মানুষ মিললেই একটা অন্ধ শক্তি তৈরি হয়, তখন তারা যা আবদার করবে, তাই মেনে নিতে হবে। এমন কি পনেরো ষোলো বছর বয়েসী কুড়ি পঁচিশটা স্কুলের ছাত্রও এককাট্টা হলে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে ফেলতে পারে।

কয়েক বছর আগে কুড়ি পঁচিশটিও নয়, মাত্র সাত আটটি ছেলে এসেছিল এই স্কুলটায় আগুন ধরিয়ে দিতে। তখন কেউ তাদের বাধা দিতে সাহস পায়নি।

প্রিয়নাথ মনে মনে রিটায়ার করার দিন গুনছেন। পড়াতে তাঁর একটুও ভালো লাগে না আজকাল। পড়াবেন কাকে? আগে এক একটা ক্লাসে অন্তত দশ-বারোটি ছাত্র পাওয়া যেত যারা আগ্রহী, যারা টেক্সট বইয়ের জ্ঞানের চেয়েও বেশী কিছু জানতে চাইতো। আজকাল অধিকাংশ ক্লাসেই সে রকম ছেলে প্রায় একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। এক একটা সেকশনে সত্তর আশিটা ছেলে, তাদের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে তারা মাস্টারমশাইয়ের অর্ধেক কথারই মানে বুঝতে পারে না। কেউ কিছু পড়ে না। এমন কি হাই বেঞ্চের আড়ালে লুকিয়ে গল্পের বইও পড়ে না কেউ।

BanglaBook.org

একটু মেধাবী বা ভালো ছাত্ররা সব যায় আজকাল ইংরেজী স্কুলে। সামান্য অবস্থাপন্ন পরিবারের কেউ আর ছেলেদের পারতপক্ষে বাংলা স্কুলে পাঠায় না। একসময় এই স্কুলেরই ছাত্র ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছে তিনবার, স্কুল ফাইনালেও দুবার। আর গত দশ বছরের মধ্যে স্ট্যাণ্ড করা তো দূরে থাকুক, একটি ছেলেও লেটার পর্যন্ত পায়নি।

একশো সাত বছরের পুরোনো স্কুল, কত ঐতিহ্য, এখন সেখানে বিদ্যাচর্চা বলতে কিছুই নেই। শুধু বছর বছর কিছু ছেলেকে কোনোক্রমে পাস করাবার চেষ্টা। পাস করাবার জন্যও অবশ্য আজকাল পড়ানোর দরকার হয় না। পরীক্ষা মানেই তো টোকাটুকি।

ছেলেগুলোকেই বা দোষ দিয়ে কী হবে। ক্লাস থ্রি, ফোর, ফাইভের ছেলেগুলো এখনো কী সরল, সুন্দর প্রাণবন্ত। আগেকার দিনের শিশুদের সঙ্গে এখনকার দিনের শিশুদের তো কোনো তফাত নেই। কিন্তু একটু বড় হলেই ছেলেরা বড় কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়। কেউ তাদের বলে না যে নিজের চিন্তা-ভাবনাকে উন্নত করার জন্য বিদ্যাচর্চার দরকার। সেভেন এইটের ছেলেরাই বুঝে যায় যে পড়াশুনো করতে হয় শুধু চাকরি পাবার জন্য। এবং সব কটা ডিগরি অর্জন করলেও চাকরি পাবার আশা নেই। সামনে সম্পূর্ণ অন্ধকার দেখেও কি এরসব ছেলেরা শান্ত, সুবোধ, বাধ্য হয়ে থাকতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণন চেট্টির ফাঁসির প্রতিশোধ চাই। বিভিন্ন পোস্টারে, এই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা। প্রিয়নাথ ভুরু কুঁচকে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণন চেট্টি কে? খবরের কাগজে এর সম্পর্কে কিছু দেখেছেন বলে তো মনে পড়ে না। অবশ্য আজকাল খবরের কাগজেও ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে যান প্রিয়নাথ।

BanglaBook.org

ফাঁসি? কে যেন বলছিল, এ-দেশ থেকে ফাঁসি উঠে গেছে? ফাঁসির কথা শুনলেই পরাধীন আমলের বিপ্লবীদের কথা মনে পড়ে।

ছাত্ররা যখন খেপে উঠেছে তখন এই শ্রীকৃষ্ণন চেট্টি নিশ্চয়ই রাজনীতির লোক। তার ফাঁসি হলো কেন? গত ইলেকশানের পর সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দেবার কথা ছিল না?

প্রিয়নাথ এক পা এগিয়ে এসে গেট অবরোধকারী ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, এর কোথায় ফাঁসি হয়েছে?

একজন ছাত্র বললো, কেরালায়, একজন বললো বাঙ্গালোর, আর একজন বললো, সাউথ ইণ্ডিয়া, আর একজন নেতা গোছের ছেলে অন্যদের ধমকে বললো, ধ্যাৎ তোরা কিছু জানিস না, শ্রীকৃষ্ণন চেট্টি অন্ধ্রের নকশাল নেতা।

তারপরই স্লোগান দিল, কমরেড শ্রীকৃষ্ণন চেট্টি—

অন্য সবাই চিৎকার করলো, জিন্দাবাদ!

একটু পরে আওয়াজ থামলে প্রিয়নাথ আবার জিজ্ঞেস করলেন, হেড মাস্টারমশাই ভেতরে গেছেন?

—উনি সাড়ে ন'টার মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছেন।

—আর গিরীনবাবু? অ্যাসিসট্যান্ট হেড মাস্টারমশাই?

—উনিও সেই একই সঙ্গে।

গিরীনবাবুর নাম উচ্চারণ করেই প্রিয়নাথ খানিকটা ঈর্ষা বোধ করলেন। প্রিয়নাথেরই অ্যাসিসট্যান্ট হেড মাস্টার হবার কথা একেবারে ঠিক হয়েছিল। স্কুলে ওঁর চেয়ে পুরোনো টিচার আর কেউ নেই। হঠাৎ গিরীনবাবুকে বাইরে থেকে নিয়ে আসা হলো।

খুব বড় রকমের মুরুব্বির জোর আছে গিরীনবাবুর। যাক এসব প্রিয়নাথ আর ভাবতে চান না। আর তো মাত্র বছর দেড়েক এই দিনগত পাপক্ষয় করে যেতে হবে।

—আর কোনো মাস্টারমশাই ভেতরে যাননি?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ স্যার, আরও পাঁচ ছ-জন স্যার কী করে যেন ঢুকে পড়েছেন, আমরা টের পাইনি।

একটুক্ষণ চুপ করে ছিলেন প্রিয়নাথ। তারপর বললেন, ছাখ, তোরা ঢুকতে না দিলে তো আমি জোর করতে পারবো না। তবে হেডমাষ্টারমশাই আর কয়েকজন যখন ভেতরে ঢুকলেন তখন আমি আজ খাতায় নাম সই না করলে আমার একদিনের মাইনে কাটা যাবে।

কে বলে ছাত্রদের মনে দয়া-মায়া নেই? একটু বয়স্ক ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে নিয়ে বললো, দে গেট ছেড়ে দে, স্যারকে ঢুকতে দে ভেতরে।

প্রিয়নাথ ছেলেগুলির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। একদিনের মাইনে কাটা গেলে বড় গায়ে লাগে।

হেড মাস্টার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টারের দুটি আলাদা ঘর। আর একটি ঘর টিচার্স রুম। ঐ অ্যাসিস্টান্ট হেড মাস্টারের ছোট ঘরখানির প্রতি প্রিয়নাথের লোভ ছিল। তিনি একা থাকতে ভালোবাসেন। মাইনে বা পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তেমন নয়। স্কুলে তাঁর নিজস্ব একটা আলাদা ঘরের জন্যেই প্রিয়নাথ অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার হবার সম্ভাবনাতে দারুণ খুশী হয়ে উঠেছিলেন। যাক এ জীবনে তো অনেক কিছুই হলো না।

স্ট্রাইকের দিনে বয়স্ক শিক্ষকরা টিচার্স রুমে বসে বসে ঢোলেন কিংবা খবরের কাগজের প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রতিটি লাইন মুখস্থ করেন। দুটো আড়াইটে পর্যন্ত এ রকমভাবে কাটিয়ে দিলেই চলে। তারপর বেরিয়ে কেউ ইনসিওরেন্স অফিসে কেউ বা হায়ার সেকেণ্ডারি বোর্ডের অফিসে কিছু তদারকির কাজে যান।

অল্পবয়স্ক শিক্ষকেরা সর্বক্ষণ মেতে থাকেন তর্কে।

আজকাল নতুন শিক্ষকদের মধ্যে অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগই আসেন অন্য কোনো চাকরি না পেয়ে অগত্যা। তাঁদের মুখে চোখে

Banglabook.org

থাকে সেই তিক্ততা। ওঁদেরই কোনো কোনো বন্ধু বা ক্লাস ফ্রেণ্ড একই রকম ডিগ্রি নিয়ে ব্যাঙ্কে বা রেলে বা ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে দ্বিগুণ মাইনে পাচ্ছেন, এর জ্বালা কিছুতেই ভোলা যায় না। এরা প্রায় সবাই রাজনৈতিক দলাদলিতে খুব উৎসাহী।

টিচার্স রুমে লেখাপড়ার কথা ওঠে কদাচিৎ। প্রায় সর্বক্ষণ সেখানে রাজনৈতিক তর্কের ঝড় বইতে থাকে। যে দু-একজন লাজুক স্বভাবের শিক্ষক বেশী পড়ুয়া ধরনের বা কবিতা-টবিতা লেখার অভ্যেস আছে তাঁরা ঐ রাজনৈতিক পন্থীদের বিদ্রূপের পাত্র হন।

প্রত্যেকের জন্য মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে। প্রিয়নাথ এসে নিজের জায়গায় বসলেন। খবরের কাগজ দুটোই বেদখল হয়ে আছে বলে তিনি বাধ্য হয়েই শুনতে লাগলেন তাঁর তরুণ সহকর্মীদের উচ্চগ্রাম আলোচনা।

ব্যাপারটা এবার অনেকটা পরিষ্কার হলো। শ্রীকৃষ্ণন চেট্টি তামিলনাড়ুর গড্ডোলু জেলার একজন নকশাল নেতা। দাস শ্রমিক-প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। কয়েক বছর আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

দাস শ্রমিকপ্রথা যে এদেশে এখনো আছে, একথা শুনে প্রিয়নাথ অবাক হলেন না। এই প্রথা আগেও ছিল, এখনো আছে, আরও কতদিন থাকবে কে জানে? বিভিন্ন নামান্তরে পৃথিবীর সব দেশেই এরকম চলছে। এই যে ছেলেরা অন্য কোনো চাকরি না পেয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে বাধ্য হয়ে মাস্টারি করছে, এটাও এক ধরনের দাস শ্রমিকপ্রথা নয়?

কিন্তু দেশের সব নেতাই তো বলেন যে দাস শ্রমিকপ্রথা উঠে যাওয়া উচিত। তা হলে শ্রীকৃষ্ণন চেট্টি কী দোষ করলেন? উনি দু একটা খুন-টুন করেছেন কিনা তা অবশ্য ওঁদের কথা থেকে জানা যাচ্ছে না। এক বা একাধিক মানুষ না মেরে কে আবার কবে এ

BanglaBook.org

দেশের নেতা হয়েছেন? সবাই নিজের হাতে মারেন না, তাঁদের নির্দেশে দলের ছেলেরা মারে অথবা কোনো একটা নীতির গোল-মালের জন্য কয়েক হাজার লোক মরে যায়। আইন আদালত সব সময়ই নিরীহ খুনীদের শাস্তি দেয়। কেউ রাগের মাথায় বা আদর্শের গরমে দুএকটা খুন করে ফেললো। অমনি তার ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাবাস। যারা গণ-খুনী, তাদের কখনো শাস্তি হয় না। এখন যিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী, তিনি এক দশক আগে হঠাৎ স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করায় কতলোক না খেয়ে মরেছে বা আত্ম-হত্যা করেছে, কাগজে প্রতিদিন খবর বেরুতো। যারা ভারত বিভাগে রাজি হয়েছিলেন, কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য সরাসরি তাঁরা দায়ী নন?

শ্রীকৃষ্ণন চেট্টির জন্য হঠাৎ খুব দুঃখ বোধ করলেন প্রিয়নাথ। কত বয়েস হয়েছিল ছেলেটির? হয়তো তাঁর নিজের ছেলেরই বয়সী, সে নিজের স্বার্থের জন্য কিছু করেনি, একটা আদর্শের জন্য···সারা দেশ তার জন্য কাঁদলো না? ভগৎ সিং-এর ফাঁসির আগে স্বয়ং গান্ধীজী তাঁর ফাঁসি আটকাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তখন শাসক ছিল বিদেশীরা, আর এখন গান্ধীজীর চ্যালারাই দিল্লীর কর্তা, তাঁরা একজন আদর্শবাদী যুবকের ফাঁসির দণ্ড শুনেও মুখ বুজে চোখ ফিরিয়ে রইলেন? রাষ্ট্রপতির একটি কলমের খোঁচাতেই তো ছেলেটি বেঁচে যেতে পারতো।

শ্রীকৃষ্ণন চেট্টির ছবিও দেখেননি প্রিয়নাথ। তবু চোখ বুজে তিনি ঐ ছেলেটির মুখখানি দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তরুণ শিক্ষকদের তর্কাতর্কি এখন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। অন্য বিষয়বস্তু যাই থাকুক, খানিকক্ষণ স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে না চ্যাঁচালে ঠিক গলার সুখ হয় না। আর কয়েকজন মিলে দল বেঁধে একটি সিনেমায় যাবার পরিকল্পনা করছে।

BanglaBook.org

ছুটো আন্দাজ প্রিয়নাথ উঠে পড়লেন।

এ রকম অসময়ে বাড়ি যাওয়া অভ্যেস নেই তাঁর। বাড়িতে যাবেনও না। বেশ কয়েকদিন ধরেই একটা ইচ্ছে লালন করছিলেন মনে মনে, আজ সেই সুযোগ এসেছে।

প্রিয়নাথের পকেটে এক টাকা দু টাকার বেশী থাকে না। প্রয়োজন হয় না কখনো। বিড়ি-সিগারেট পানের নেশা নেই, পারতপক্ষে রিক্‌শাতে পর্যন্ত চড়েন না। গত তিন বছরের মধ্যে একদিন মাত্র ট্যাক্সি চেপেছেন, এক ছাত্রের বাড়িতে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ মাথা ঘুরে চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ায় তারাই একটু বাদে জোর করে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দেয়।

অঙ্কের শিক্ষক হরেনবাবুর কাছ থেকে কুড়িটা টাকা ধার নিলেন। যে কারণেই হোক মাসের শেষ তারিখেও হরেনবাবুর পকেটে একশো দুশো টাকা থাকে। কেউ কেউ বলে, উনি নাকি সুদের কারবার করেন। সে যাই হোক, তা নিয়ে প্রিয়নাথের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

—হঠাৎ টাকার দরকার হলো?

—এই একটু বর্ধমান যাবো।

—শ্বশুরবাড়িতে নাকি? মিষ্টি নিয়ে যেতে হবে নিশ্চয়ই? হরেনবাবু পকেট থেকে এক তাড়া দশ টাকার নোট বার করে তার থেকে গুনে গুনে তুলে দিলেন দুখানা। সুদের কথা কিছু বললেন না অবশ্য।

হাওড়া স্টেশনে এসে বর্ধমানের টিকিট কাটলেন প্রিয়নাথ। এদিকেই তাঁর শ্বশুরবাড়ি হলেও বছর দশেক ধরে কোনো সম্পর্কই আর নেই। যাওয়া আসাই বন্ধ।

প্রিয়নাথ অনেকদিন ট্রেনে চড়েননি। তাঁর ধারণা ছিল ট্রেনের কামরায় খুব গোলমাল হয়, সবাই নানা রকম আলোচনায় মত্ত হয়ে

BanglaBook.org

থাকে যাত্রাপথটুকু। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না, সমস্ত মুখগুলি নীরব, যেন একটা থমথমে ভাব। শতকরা সত্তর জনেরই চেহারা স্বাভাবিকের চেয়েও রোগা, মুখে প্রসন্নতা নেই, দৃষ্টির মধ্যে, যা হবার তা তো হবেই, এইরকম একটা ভাব। আশ্চর্য, এরই মধ্যে অন্ধ ভিখারি এসে উৎকট গান শুরু করলেও তবু কয়েকজন পয়সা দেয়।

বর্ধমান স্টেশনে এসে লোকজনদের জিজ্ঞেস করে প্রিয়নাথ একটা বাসে উঠে পড়লেন। খানিক পরে নামলেন ভাতার নামে একটা জায়গায়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামলো। সাংঘাতিক আকাশভাঙা বৃষ্টি। প্রিয়নাথ একটা চায়ের দোকানের ছাউনির তলায় দাঁড়ালেন।

প্রায় আধঘণ্টা পর বৃষ্টির তোড় একটু কমলো বটে কিন্তু ছাড়লো না একেবারে। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হয় আজকের মতন সূর্যের ছুটি হয়ে গেছে। এখনো যেতে হবে বেশ খানিকটা, এরকম বৃষ্টির মধ্যে জলকাদার পথ দিয়ে হাঁটা সম্ভব নয়। অথচ এতদূর এসে ফিরে যাওয়ারও কোনো মানে হয় না। এতসব অসুবিধে সত্বেও প্রিয়নাথ বেশ উৎফুল্লই বোধ করছেন। এরকম সম্পূর্ণ অকারণ অভিযানে তিনি আগে কখনো বেরোননি।

বাধ্য হয়েই একটা সাইকেল রিকশা নিতে হলো। এবং কিছু দূর যাবার পর সারি সারি হোগলা পাতার ঘর এবং তাঁবু দেখেই তিনি বললেন, থামো।

রিক্‌শাওলা জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন?

প্রিয়নাথ বললেন, কোথাও না।

তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, তুমি বাপু আমায় জন্য এখানে দশ পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে? আমি আবার ফিরে যাবো।

BanglaBook.org

চটি জোড়া রিক্শাতেই খুলে রাখলেন। তারপর ধুতি গুটিয়ে কাদার মধ্য দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগিয়ে গেলেন।

যুদ্ধ নেই, দাঙ্গা হাঙ্গামা কিছু নেই, তবু হাজার হাজার মানুষ কেন ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে আসে? দশ বারো বছর এক জায়গায় থাকলে সেই জায়গার ওপর একটা মায়া পড়ে যায় না? যতই রুক্ষ, অনুর্বর হোক। তবু নিজের জমি ছেড়ে হট করে কারুর কথা শুনে এত মানুষ চলে আসতে পারে অনিশ্চিত আশায়? গাছতলায়, রেল স্টেশনে কিংবা খোলা মাঠে পড়ে থাকবে অথচ ফিরে যেতে চায় না, কী এর রহস্য। এটা কি মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ নয়? কুড়ি, পঁচিশ কি তিরিশ বছর ধরে যারা এ-দেশে আছে, তাদের নাম এখনও উদ্বাস্তু।

সুকুমার রায়ের 'বুড়ির-বাড়ি' নামে একটি কবিতা আছে। সেই কবিতার বর্ণনাও যেন এই বাড়িগুলোর কাছে হার মেনে যায়। ছেঁড়া চাটাই, পুরানো কাঁথা আর কঞ্চি দিয়ে কোনোক্রমে খাড়া করা খুপরি খুপরি ঘর। সেই রকম এক একখানা ঘরে পাঁচ-সাত জন নারী, পুরুষ, শিশু। এ ছাড়া রয়েছে কিছু কিছু তাঁবু, যার অনেক-গুলোই আজকের ঝড়বৃষ্টিতে হেলে পড়েছে। ঘর বা তাঁবুগুলোর মেঝে বসে কিছু নেই, থকথক করছে কাদা। পেছনের কচু বনে গোঁয়া গোঁয়া করে ব্যাঙ ডাকছে। কাছাকাছি সাপখোপের রাজত্ব থাকা বিচিত্র কিছু নয়।

জল কাদা মাখা অবস্থায় প্রিয়নাথ সেখানে এসে দাঁড়ালেন।

একটু পরেই একজন জোয়ান চেহারার পুরুষ এসে জিজ্ঞেস করলো কী চাই আপনের?

প্রিয়নাথ বললেন, কিছু নয়।

অনেকদিন আগেই পুলিশ এদের জোর করে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করেছিল। এরা যেতে চায়নি, তারপরই পুলিশের সঙ্গে বচসা ও খণ্ডযুদ্ধ। কী অসম সেই যুদ্ধ। বুড়ো, শিশু ও স্ত্রীলোকদের

BanglaBook.org

বাদ দিলে যে কজন পুরুষ রয়েছে, তাদের অধিকাংশই রোগা ডিগ-ডিগে চেহারা, খালি গায়ে পাঁজরা কখানা গোনা যায়, তাদের হাতে বাঁশের লাঠি, ইঁট, এই হলো এক পক্ষ। আর পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি উচ্চতা ও আটত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি না হলে পুলিশ বিভাগের কোনো লোক নেওয়া হয় না, তাদের শরীর ঘুষে ও ব্যায়ামে পুষ্ট, তাদের হাতে বন্দুক ও টিয়ার গ্যাস সেল। এ যুদ্ধের ফলাফল তো জানাই। কেউ বলে তিনজন, কেউ বলে আটজন রিফিউজি মারা গেছে। তাদের লাশ পোঁতা আছে এখানকারই মাটিতে। তাই নিয়ে আবার কতরকম রাজনৈতিক বিতর্ক।

প্রিয়নাথ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় দেশ ছিল?

লোকটি রুক্ষ স্বরে বললো, কোথায় না! আমরা কি মানুষ? মানুষেরই দ্যাশ থাকে। আমরা সব জন্তুজানোয়ার, আমাদের কোনো দ্যাশ থাকতে নাই।

প্রিয়নাথ খুব সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। তিনি বক্তা নন, লোকটির উষ্মার কোনো উত্তর দেবার সাধ্য তাঁর নেই। তিনি মিনমিন করে বললেন, ভাই, আমি একজন অতি সাধারণ লোক, আমারও বাড়ি ছিল মৈমনসিং-এ।

লোকটি বললো, তবু এই ইণ্ডিয়া এখন আপনাগো। আপনেরা ভদ্দর লোক, আপনেরা বামুন কায়েত, তেনারা কেউ রিফিউজি ক্যাম্পে থাকে না। আপনেরা সব এখন শুদ্ধ হইয়া গেছেন। আমরা ওপারেও ছোটলোক ছিলাম, এপারেও ছোটলোক, কুকুর বিড়ালের মতন, আমাগো খাওয়া করেন—

দূরে একটা তাঁবুতে হঠাৎ কান্নার রোল উঠলো। লোকটি হিংস্রভাবে হেসে প্রিয়নাথকে বললো, ঐ যে আর একজন মরলো। সকাল থিকাই ধুঁকতে ছিল। আমরা মরলে তো আপনেগোই লাভ। আমরা সকলে এক সঙ্গে মরলে আপনেরা খুশী হন।

BanglaBook.org

আরও কয়েকজন এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সকলেরই মুখ রাগী নয়, বরং বেশীর ভাগ মুখগুলিই সাঙ্ঘাতিক মলিন ও নৈরাশ্য-মাখা, ওরা নিছক বেঁচে আছে, কিন্তু ওরা যেন জীবন্ত নয়।

তাদের একজন বললো, না খাইতে দিয়া আমাগো তাড়াইয়া দিলেন। দণ্ডকারণ্য পাকিস্তানের থিকাও খারাপ। বাঙ্গালী বইলা লোক সেখানে আমাগো গায়ে থুতু দেয়।

প্রিয়নাথ আর দাঁড়ালেন না। একটি কথাও না বলে পেছন ফিরে হাঁটতে লাগলেন।

রিক্শায় ওঠার পর তিনি বিড়বিড় করে বললেন, এরা যখন পারে তখন আমিও পারবো।

গোটা রাস্তাটা তিনি এই কথাটাই মনে মনে মন্ত্রের মতন জপ করতে লাগলেন।

তাঁর মনে আর একটা ছবিও ভেসে উঠতে লাগলো বারবার। একটা নারকোল গাছ ঘেরা একতলা সাদা বাড়ি। উঠোনের খুব কাছেই পুকুর। এক ঝাঁক বাচ্চা নিয়ে মস্ত বড় একটা শোল মাছ সেই পুকুরের জলে ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। পুকুরের ওপাশে আমবাগান। কী শান্ত, স্নিগ্ধ সেই বাড়িটার ছবি, মনে হয় যেন স্বর্গের একটা টুকরো।

ঐ বাড়িটি ছিল প্রিয়নাথের। স্কুল থেকে রিটায়ার করে তিনি ঐ বাড়িটিতে গিয়ে থাকতে পারতেন। প্রিয়নাথ মনে মনে বললেন, আমি কখনো জুয়া খেলিনি, মদ কিংবা মেয়েমানুষের পেছনে কতলোক টাকা ওড়ায়, আমি তা কিছুই করিনি, তবু ঐ বাড়ি আমার হাত থেকে চলে গেল। এজন্য কেউ আমায় সামান্য সমবেদনা পর্যন্ত দেখালো না।

ঐ বাড়িতে প্রিয়নাথের মা বাবা ও ছোট ভাই থাকতেন। ছোট ভাইটি খুন হলেন পঞ্চাশ সালে। বুড়ো বুড়ী সব ছেড়ে-ছুড়ে

BanglaBook.org

কলকাতায় এসে উঠেছিলেন প্রিয়নাথের বাসাবাড়িতে। প্রিয়নাথের বাবা তাঁর শেষ দিনটি পর্যন্ত ঐ বাড়ির জন্য শোক করে গেছেন। তবে অবশ্য একথা ঠিক, ব্রাহ্মণ বলেই তো প্রিয়নাথের মা বাবাকে রিফিউজি কলোনিতে কখনও থাকতে হয়নি।

প্রিয়নাথ আবার বললেন, এরা যখন পেরেছে, তখন আমিও পারবো।

রাত আটটা আন্দাজ বাড়ি ফিরে এসে প্রিয়নাথ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, কাল বাদে পরশু মাস পয়লা, সে কথা মনে আছে তো? সেদিন কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে আমরা নতুন বাড়িতে যাবো।

কল্যাণী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। কয়েকদিন প্রিয়নাথ চুপচাপ থাকায় ব্যাপারটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কল্যাণী ভেবেছিলেন এটা কথার কথা। এমন চমৎকার বাড়ি ছেড়ে কেউ যায়? এতদিনের সংসার কি উপড়ে তোলা সহজ কথা? তাছাড়া সবাই বলছে, এ বাড়ি ছাড়ার কোনো দরকার নেই, কিছুতেই বাড়িওয়ালারা তুলতে পারবে না।

—সত্যি সত্যি যাবো?

—আমি আবার মিথ্যে কথা কবে বলি?

—সে বাড়ি আমরা আগে একবার দেখবো না?

—আমি কি দেখতে বারণ করেছি একবারও? কাল পর্যন্ত লোক থাকবে সেখানে। অবশ্য আগেও দেখতে পারো। আজ যাবে? চলো, আমি যাচ্ছি!

—এখন, এই রাত্তিরে?

—কলকাতা শহরে আটটা আবার রাত নাকি?

কল্যাণী তাঁর স্বামীর মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনো দামই নেই, বাড়ি যখন ঠিকই হয়ে গেছে, তখন আর দেখে লাভ কী? যেমন বাড়িই হোক,

BanglaBook.org

সেখানেই তো থাকতে হবে। কেঁদে-কেটে কিংবা ঝগড়াঝাটি করে স্বামীর মত পাল্টাবার মতন রুচি কল্যাণীর নেই।

—থাক, যেদিন যাবো, একেবারে সেদিনই দেখবো।

—কেন চলো না, শাড়িটা পাল্টে নাও।

কল্যাণী ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আমার যদি যেতে ইচ্ছে না করে তা হলেও কি তুমি আমায় জোর করে নিয়ে যেতে চাও? চলো তা হলে যাচ্ছি।

কল্যাণীর ডাক নাম লীনা, প্রিয়নাথ সেটাকে লীনু করে নিয়েছিলেন। বহুদিন পর সেই নামে ডেকে তিনি নরমভাবে বললেন, লীনু, তোমাকে কয়েকটা কথা বলি, একটু বসো।

জলে ভেজা পাঞ্জাবিটা গায়ের সঙ্গেই শুকিয়েছে। প্রিয়নাথের ঠাণ্ডা সহ্য হয় না কিন্তু আজ তাঁর মন প্রফুল্ল আছে। পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলে তিনি অন্য একটা পরলেন।

—আমি এখানে বাড়ি ভাড়া দিই একশো পাঁচ টাকা। এতেই মাসের শেষে টানাটানি হয়। এর থেকে বেশী ভাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ, রোজগার বাড়েনি। আমরা ছেড়ে গেলে মিহিররা এই ফ্ল্যাট অন্তত ছশো টাকায় ভাড়া দেবে। ওদেরও রোজগারপাতি এখন কম।

—তুমি ওদের উপকার করতে চাইছো?

—ওদের উপকার করি না করি, আমি অন্তত কোনো অন্যায় করতে চাই না। আমরা মামলায় হেরে গেছি, এখানে থাকার আর কোনো আইনত অধিকার নেই আমাদের। আমরা জবর দখল করে থাকতে গেলে ওরাও জোর করে আমাদের ঘটি-বাটি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে আমাদের বার করে দিতে পারে। সেটা কি আমাদের পক্ষে সম্মানজনক হবে?

—কিন্তু দেবু যে বলছিল, এখনো আবার

BanglaBook.org

—সেটা দেবু এখন বলছে। সেটা কথার কথা। মামলার সময় আমার অসুখ ছিল, আমার দুই ছেলের কেউই কোর্টে যেতে পারেনি, তারা ব্যস্ত ছিল। অর্থাৎ মামলায় হারি বা জিতি, তাতে ওদের কিছু যায় আসে না। কেমন কি না?

—দেবু তো তখন অফিসের কাজে বাইরে গেল, আর টোটো

—যে কাজেই ব্যস্ত থাকুক, সেটা বাড়ি ছাড়ার মামলার চেয়ে জরুরী। সুতরাং এখন এ বাড়ি ছাড়তে হলে ওদের আর আপত্তি থাকার কথা নয়। লীনু, আমরা উদ্বাস্তু, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়াই তো আমাদের নিয়তি। জীবনের আর কটা মাত্র বছর বাকি আছে। আমি ঠিক করেছি, আর কোনো অন্যায়, মিথ্যে বা ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেবো না। ওঠো, শাড়িটা বদলে নাও, চলো, বেড়াতে বেড়াতে একটু ঘুরে আসি আমাদের নতুন বাড়ির কাছ থেকে।

টোটো এখনো ফেরেনি। সে তো আর জানে না যে তার বাবা আজ এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসবেন। জাপানী একাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

—জাপানী যদি যেতে চায়, ওকেও বলো।

টোটোর কথা উল্লেখও করলেন না প্রিয়নাথ। সে যে অনেক দিনই এ সময় ফেরে না, সেটা যেন তাঁর অজানা নয়।

শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে বাস ধরে ওরা তিনজন চলে এলেন মানিকতলায়। তারপর মিনিট দু-এক হেঁটেই একটা বস্তির মুখে এসে প্রিয়নাথ মুচকি হেসে বললেন, এসো, এর ভেতরে।

কল্যাণী আর জাপানী তখনো কিছু বুঝতে পারেনি, ভাবলো বুঝি এর মধ্যে দিয়ে অন্য কোথাও যেতে হবে।

সরু গলি এঁকেবেঁকে ঘুরে গেছে। ছপছপ করছে জল। তার ভেতর দিয়ে কিছুটা এসে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথ বললেন, এই যে।

Banglabook.org

জাপানী মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, আমরা এখানে থাকবো ?

প্রিয়নাথই উত্তর দিলেন, কেন, এখানে কি মানুষ থাকে না ? অনেক খোঁজ করে তবে সন্ধান পেয়েছি।

দরজায় কয়েকবার টোকা দিলেন প্রিয়নাথ। ভেতরে মিটমিট আলো জ্বলছিল। একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে দরজা খুলে দিল। ঘরটা একদম ফাঁকা, শুধু একটি খাটিয়া পাতা, বোঝা যায়, ছেলেটি শুয়েছিল ওখানে।

—যারা ছিল তারা চলে গেছে ?

ছেলেটি বললো, তারা পরশু ভোরেই পালিয়েছে। টাকা দিয়ে যায় নি শালা। রাম হারামী শালা।

প্রিয়নাথ একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, আমরা নতুন ভাড়াটে, পরশু থেকে আসবো—এখন একটু দেখবো ভেতরটা।

ছেলেটি খুব সন্দেহজনক চোখে ওদের দেখলো আপাদমস্তক। বিশেষত জাপানীর শরীরে ওর দৃষ্টিটা লেগে রইলো অনেকক্ষণ।

মা আর মেয়ে রুদ্ধবাক, ঘোর লাগার মতন অবস্থা।

ছেলেটির হাতে হারিকেন দেখে প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করলেন এ কি, আলো নেই ?

—হারামীরা সব বালবগুলো খুলে নিয়ে পালিয়েছে।

প্রিয়নাথ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এসো।

ভেতরে পা দিয়ে তিনি আবার বললেন, দ্যাখো, এই ঘরটা আমাদের শোবার ঘরের মতনই বড়, পাশে আর একটা ঘর আছে।

হারিকেনটা নিজের হাতে নিয়ে অন্য একটি দরজা দেখিয়ে বললেন, পাশেই আর একটা ঘর, রান্নার জায়গা, একটা ছোট উঠোনও আছে ····আলাদা বাথরুম নেই অবশ্য, কিন্তু আমি কথা বলে রেখেছি,

BanglaBook.org

এখানেই একটা টিনের চালা দিয়ে ঘর বানিয়ে নিতে হবে, কাছেই টিউবওয়েল্স আছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথ বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে বললেন, এই ছাখো, বলেছিলাম না, একটা কদম গাছ আছে।

সেই কদম গাছের মাথার ওপর দিয়ে চাঁদ উঠেছে। বর্ধমানে অত বৃষ্টি, কিন্তু কলকাতার আকাশ পরিষ্কার, তকতকে নীল, সুন্দর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না।

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাকে শাস্তি দেবার জন্য আমাদের এখানে নিয়ে আসছো?

প্রিয়নাথ বললেন, কাকে আবার শাস্তি দেবো। অন্য কারুকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা কি আমার আছে? শাস্তি যা পাবার আমাকেই পেতে হবে।

॥ ৮ ॥

দেবকুমার অফিসে ছুটিই নিয়ে ফেললো, যদিও খুব জরুরী কাজ ছিল।

বাবার সঙ্গে তার কোনোদিনই ঠিক রাগারাগি বা ঝগড়া হয়নি, তবু সে পারতপক্ষে বাবার সামনে আসতে চায় না। এই জন্যই সে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় বিকেলের দিকে যখন বাবা থাকেন না।

অনুরাধাই খবরটা দিয়েছে। সকালে এক কাপ চা খাওয়ার পরই দেবকুমার অনুরাধাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি যাবে?

অনুরাধা বললো, আমি এক্ষুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

BanglaBook.org

—বুনবুন কোথায় থাকবে?

—ওকেও নিয়ে যাবো সঙ্গে।

যখন তখন ট্যাক্সি চড়া অভ্যেস হয়ে গেছে। কিন্তু প্রত্যেকবার ট্যাক্সি নিতে গিয়ে দেবকুমারের একটু খচ করে লাগে। এতখানি বিলাসিতা করার মতন অবস্থা তার নয়। অফিস থেকে সব কেটে-কুটে আঠারোশো টাকা দেয়, তাতেও মাসের শেষে একটু টান পড়ে। একমাত্র টুরে গেলেই যা কিছু টাকা বাঁচে। সেই জন্যই দেবকুমার ইচ্ছে করে ঘন ঘন টুর নেয়।

বুনবুন সঙ্গে থাকলে অনুরাধা বাসে ওঠার কথা চিন্তাই করতে পারে না। বুনবুন একটা লাল রঙের ফ্রক পরে আছে, ইস্কুল যেতে না হওয়ায় সে খুব খুশী।

অনুরাধা বললো, যদি তুমি চাও, আর তোমার বাবা মা রাজি থাকেন, তা হলে তুমি ওদের আমাদের বাড়িতেও নিয়ে আসতে পারো।

দেবকুমার বললো, এইটুকু জায়গায়···এর মধ্যে ওরা থাকবে কী করে।

অনুরাধা বললো, সে আর কী হবে? হঠাৎ বিপদে পড়লে মানুষ থাকে না এরকমভাবে? ধরো, যদি ওঁদের বাড়িতে আগুন লাগতো।

দেবকুমার একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তাদের বাগবাজার পাড়ার বাড়িতে মোটামুটি বেশ বড় তিনখানা ঘর, সেখানেই অনুরাধা তার শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে এক সঙ্গে থাকতে পারলো না। এখন দেড়খানা ঘরের এক চিলতে ফ্ল্যাটে ওদের এনে রাখতে চাইছে। অনুরাধা বললো, দরকার হয় আমি বুনবুনকে নিয়ে এক মাসের জন্যে বাপের বাড়ি চলে যেতে পারি। ওঁরা আমাদের ফ্ল্যাটে মাসখানেক থাকলে তার মধ্যে কিছু একটা···

BanglaBook.org

অর্থাৎ অনুরাধা নিজে আর শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে কোনোদিন থাকবে না। নেহাত তাঁদের বিপদ বলে সাহায্য করতে চাইছে। কিন্তু আসল সমস্যা এটাই যে ওঁরা সাহায্য নিতে চান না। দেবকুমার এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। সে বললো, দেখি.... ওঁদের যাওয়াটাই আটকানো দরকার। ও বাড়ি ছাড়ার কোনো মানে হয় না। বাবা মাঝে মাঝে এমন গোঁয়ার্তুমি করেন।

অনুরাধা বললো, তোমার বাবাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

এতেও দেবকুমার আবার অবাক হলো। অনুরাধা তার বাবাকে সহ্য করতে পারেনি বলেই দেবকুমারকে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল।

গতকাল জাপানী এসেছিল এ বাড়িতে। সেই অনুরাধাকে সব বলে গেছে। দারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে জাপানী ভেবেছে এ সময় একমাত্র দাদা বৌদিই ব্যাপারটাকে আটকাতে পারে।

বাড়িতে এসে দেবকুমার একটু বেশ হৈচৈ আশা করেছিল। সে রকম কিছুই নেই। অবশ্য, কেনই বা হৈচৈ হবে।

প্রিয়নাথ একাই বিছানা-পত্র বাঁধছেন। আলমারি থেকে সমস্ত জামাকাপড় বার করে মেঝেতে ছড়ানো। তোলা উনুনটা বারান্দায়। পাকা উনুনটা ভেঙে শিকগুলো বার করে নিচ্ছেন কল্যাণী আজ এ বাড়িতে রান্না হবে না।

দরজা খুলে দিয়েই জাপানী কাতরভাবে বললো, দাদা, তুমি বারণ করো। বাবা কিছুতেই কারুর কথা শুনছেন না।

ঘর থেকে প্রিয়নাথ একবার ছেলের দিকে চোখ তুলে তাকালেন শুধু, কোনো কথা বললেন না। বুনবুন গিয়ে দাদুর কাঁধ জড়িয়ে ধরলো।

দেবকুমার নিজেই এগিয়ে এসে বললো, বাবা, আপনি আজই বাড়ি বদলাচ্ছেন ?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ।

—আমার এক বন্ধু একটা বাড়ির খবর দিয়েছিল, সামনের মাসেই পাওয়া যেতে পারে বেশ ভালো বাড়ি।

—কোথায়?

—পার্ক সার্কাসের দিকে।

—কত ভাড়া?

—সাড়ে তিনশোর মতন।

—অত ভাড়া দেবার সামর্থ আমার নেই। তাছাড়া অতদূর থেকে রোজ আমি ইস্কুল করতে পারবো না, ট্রাম বাস ভাড়াও অনেক লেগে যাবে।

—কিন্তু এক্ষুনি এ বাড়ি ছেড়ে দেওয়ারও তো কোনো দরকার ছিল না।

—কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আজই ছেড়ে দেবার কথা।

—আমি মা-কে বলেছিলাম…

বুনবুন বললো, দাদু তোমরা নতুন বাড়িতে যাচ্ছো? আমিও থাকবো সেখানে।

বাইরের দরজার কাছে কে যেন খটখট করলো। তারপর ডাকলো, স্যার!

বাড়িওয়ালাদের ছেলে পরিতোষ। দেবকুমারেরই বয়েসী। অনেক দিন সে ওপরে আসে নি। মামলা মোকদ্দমা হওয়ার সময় থেকে ওদের সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এক সময় পরিতোষও ছাত্র ছিল প্রিয়নাথের।

পরিতোষ বললো, স্যার, আপনি…আপনারা আজই চলে যাচ্ছেন?

প্রিয়নাথ বললেন, হ্যাঁ, গত মাসের ভাড়া দেওয়া আছে। তোমাদের কাছে নোটিস দেবার প্রয়োজন মনে করিনি, কারণ কোর্টের হুকুমই তো ছিল।

BanglaBook.org

পরিতোষ একটু কাঁচুমাচু ভাব করে নোখ খুঁটতে খুঁটতে বললো, আপনি ইচ্ছে করলে····মানে ভালো বাড়ি-টাড়ি পেলে···মা বলছিলেন এটা ভাদ্র মাস, এ সময় কেউ বাড়ি ছেড়ে যায় না···আপনারা এতকাল ধরে আছেন।

প্রিয়নাথ বললেন, কোর্ট তো ভাদ্র মাস মানে না, তারা এ মাসেই উঠে যেতে বলেছে।

পরিতোষ দেবকুমারের দিকে ফিরে বললো, দেবুদা, তোমরা নাকি মানিকতলার কাছে এক বস্তিতে উঠে যাচ্ছো ?

দেবকুমার মনে মনে বললো, আমরা নয়, আমার মা বাবা ভাই বোন। আমরা তো ল্যান্সডাউনে থাকি।

সে উত্তর না দিয়ে চিন্তিত ভঙ্গি করে রইলো।

পরিতোষ বললো, স্যার, মা বলছিলেন, আপনারা সেই বাবার আমল থেকে আছেন, এরকমভাবে হুট করে চলে যাওয়া····আপনি মাথার ওপরে ছিলেন অনেকটা গার্জিয়ানের মতন....তাই মা বলছিলেন, অন্তত এ মাসটা যদি থেকে যেতে চান।

—মামলা মোকদ্দমা যে চলছিল, তা তোমার মা জানতেন না ?

—আজকাল যা বাড়ির ট্যাক্স····আমাদেরও অন্য ইনকাম নেই, বাধ্য হয়েই....মানে আমাদের নিজেদেরই দরকার, তবু মানে আপনারা এরকমভাবে চলে গেলে

—তোমাদের ওপর আমি রাগ করে যাচ্ছি না পরিতোষ। ঠিকই তো, তোমাদেরও দরকার আছে। আমাকে যখন যেতেই হবে, তখন এক মাস আধ মাস আর দেরি করে লাভ কী ? এক জায়গায় ঘর ঠিক করেছি।

—তা বলে বস্তিতে যাবেন ? আরও কিছুদিন থেকে না হয় একটা কোনো ভালো বাড়ি-টাড়ি দেখে

BanglaBook.org

—ভালো বাড়ি কেউ আমায় কম ভাড়ায় দেবে? এর চেয়ে বেশী ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। যদি থাকতো, তাহলে ছশো টাকা ভাড়া দিয়ে এ বাড়িতেই আমি থাকতাম।

কথাটা তুম করে বুকে লাগলো দেবকুমারের। বাবা যা ভাড়া দেন, আর তার নিজের ফ্ল্যাটের যা ভাড়া দুটো যোগ করলে ছশো টাকার অনেক বেশীই হয়ে যায়। অবিচ্ছিন্ন সংসার হলে এখানে থেকে যাওয়ার কোনো অসুবিধেই ছিল না। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়।

পরিতোষের বিবেক এখন মুক্ত হয়ে গেছে। এতকালের পুরোনো ভাড়াটে এবং এককালের মাস্টারমশাইকে আরও কিছুদিন থেকে যাবার অনুরোধ জানাতে এসেছিল, তা হয়ে গেছে। এটাও সে করতে এসেছে ছোট ভাইদের সম্পূর্ণ অমতে, নেহাত মায়ের কথায়। আজকাল মাসে পাঁচ শো টাকার ক্ষতি স্বীকার কেউ করে?

সে বললো, স্যার, তা হলে আপনার পায়ের ধুলোটা একবার নেবো।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথ পরিতোষকে আশীর্বাদ করে বললেন, এবার দেখে শুনে কোনো কম্পানীকে ভাড়া দিও, আজকাল শুনেছি লীজ হয়...

তারপর একটু থেমে বললেন, যাবার সময় তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবো। টোটো ঠ্যালা ডাকতে গেছে, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই...

তিরিশ পঁয়তিরিশ বছরের সংসার, কত রকম অপ্রয়োজনীয় জিনিস জমে যায়, সেগুলো বেছে ফেলে দিতেও অনেক সময় লাগে।

একটা ছবিহীন কাঠের ফ্রেম হাতে নিয়ে বসে আছেন কল্যাণী। এটাতে কার ছবি, কিসের ছবি ছিল মনে নেই কল্যাণীর। ফ্রেমটা হাতে নিয়ে তিনি ওর অদৃশ্য অন্তরটা মনে করবার চেষ্টা করলেন, কিছুতেই মনে আসে না।

অনেক দিনের পুরোনো ফ্রেম। পাশগুলো একটু একটু পচে

BanglaBook.org

গেছে, এখন এটা ফেলে দেওয়া হবে, না নিয়ে যাওয়া উচিত? নিয়ে গিয়েই বা কী হবে, ওতে আর কোন ছবি মানাবে?

অনুরাধা জাপানীর ঘরের কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দিচ্ছে। এসব কাজ সে ভালো পারে।

একটা খুব অসুবিধে এ বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরে একটা করে বেশ বড় দেওয়াল আলমারি রয়েছে। সেই জন্য আলাদা আলমারি কেনার প্রয়োজনীয়তা কখনো দেখা দেয়নি। এখন সেই তিন আলমারি-ভর্তি জিনিসপত্র যাবে কিসে।

অনুরাধা পরিপাটি করে সেই সব জিনিসপত্র গুছিয়ে আলাদা আলাদা কাপড়ের বোঁচকা বাঁধতে লাগলো। সেদিকে এক পলক তাকিয়ে অনুরাধাকে খুব নিষ্ঠুর মনে হলো দেবকুমারের। এইসব জিনিসগুলো কীভাবে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে, তার ব্যবস্থা করে দিতে পারে অনুরাধা, কিন্তু সেখানে গিয়ে এগুলো কোথায় রাখা হবে, সেদিকে তার মাথাব্যথা নেই। যেন সে তার বাবা-মাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বস্তিতে পাঠিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত।

ঠিক তক্ষুনি অনুরাধা বললো, আমার একটা আলমারি বিশেষ কাজে লাগে না। জাপানী, সেটা তোকে আমি আজই ওবেলা পাঠিয়ে দেবো।

জাপানী মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে কান্না চাপলো। বৌদি এখনো বস্তির বাড়ি দেখেনি। বৌদি জানে না, যে সেখানকার ঘরে কোনো আলমারির জায়গা নেই।

যেদিন দেবকুমার-অনুরাধারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, সেদিন কত রকম আয়োজন করতে হয়েছিল। উদ্যোগ পর্ব চলেছিল চার-পাঁচ দিন ধরে। কিছু কিছু জিনিসপত্র আগে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনুরাধার বাবা খুব সস্তায় যোগাড় করে দিয়েছিলেন দুখানা লরি। তবু যেন সব আঁটে না।

BanglaBook.org

তবে কি এ বাড়িতে দেবকুমারেরই জিনিসপত্র ছিল বেশি? না; তার নয়, অনুরাধার। যেমন অনুরাধা এইমাত্র বললো, আমার আলমারি। অধিকাংশই বিয়ের সময় পাওয়া। অনুরাধার বাবার সব মক্কেলরা দারুণ সব দামী দামী জিনিসপত্র উপহার দিয়েছিল।

সেদিন আগেই থেকেই সকালে জাপানীকে নিয়ে অনুরাধা চলে গিয়েছিল নতুন বাড়িতে, ঘর পরিষ্কার করে গুছোবার জন্য। দেবকুমার এদিকে থেকে গিয়েছিল তদারকিতে। এইসব গোলমালের মধ্যে যাতে বুনবুনের অযত্ন না হয়, সেই জন্য দুদিন আগে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল অনুরাধার মায়ের কাছে। সেদিন এ বাড়িতে সবাই খুব উৎসাহের সঙ্গে জি সপত্র টানাটানিতে হাত লাগিয়েছিল; দেবকুমারদের চলে যাওয়াটাকে যাতে কোনোক্রমেই পারিবারিক বিচ্ছেদ বলে মনে কেউ না করে, সেই জন্য কল্যাণী দোতলার লোক-দের ডেকে হাসিমুখে জোরে জোরে বলেছিলেন, ওর কম্পানী থেকে সুন্দর ফ্ল্যাট ভাড়া করে দিয়েছে, চমৎকার ব্যবস্থা, ওরা না গেলে টাকাটাও পাবে না, আর শুধু শুধু ফ্ল্যাটটা—

কোনোদিন চ্যাঁচামেচি করে ঝগড়া হয়নি। কল্যাণীরও সে স্বভাব নয় আর অনুরাধারও ব্যবহার অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু চাপা মন কষাকষি উঠেছিল চরমে। কারুরই দোষ নেই, শুধু ভুল বোঝাবুঝি।

বাবার সম্পর্কে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু মা-ও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেননি, দেবকুমাররা যেদিন চলে যায়। যেন এটা অনেকদিন আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল, নতুন করে আঘাত কিছু ছিল না।

দেবকুমারই বরং সেদিন লুকিয়ে চোখের জল ফেলেছিল দু-এক ফোঁটা। তার ইচ্ছে হয়েছিল পা জড়িয়ে ধরে বলবে, মা, রাগ করো না। আমায় ক্ষমা করো.... সে সব কিছু অবশ্য করেনি দেবকুমার।

Banglabook.org

যেমন, আজও তার ইচ্ছে হলো, বাবার হাত জড়িয়ে ধরে বলে, বাবা, আপনি রাগের মাথায় এ কী করছেন? আমার মাকে নিয়ে বস্তিতে রাখছেন? কেন? আমি তো আছি, আমি আপনাদের ভালো জায়গায় রাখবো....। কিন্তু দেবকুমার এমনভাবে বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। মায়ের কাছে তবু বলতে পারে, কিন্তু কোনো লাভ নেই। বাবা তাতে কর্ণপাতও করবেন না।

টোটো দুটো ঠ্যালাগাড়ি নিয়ে এসেছে। সব জিনিসপত্র তাতেই এঁটে গেল। পঁয়ত্রিশ বৎসরের সংসার দুটো ঠ্যালা গাড়িতে চেপে অনায়াসে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে। তাও তো জাপানী আর টোটোর বইপত্র, টেবল-চেয়ার, জামা-কাপড়ই বেশী, প্রিয়নাথ, কল্যাণীর যৎসামান্য। একদিন জাপানী আর টোটো ওদের জিনিসও নিয়ে চলে যাবে, যেমন ভুটানী আর দেবকুমার নিয়ে গেছে, তখনও প্রিয়নাথ-কল্যাণীর সংসার যদি থাকে, তবে তা বদল করতে একটা ঠ্যালাও লাগবে না।

টোটো যাবে একটি ঠ্যালার সঙ্গে, বাকি ঠ্যালাটার ওপর বসে আছেন প্রিয়নাথ। পাড়ার সমস্ত লোক ভিড় করে দেখতে এসেছে। ওরা যে একটা বস্তিতে উঠে যাচ্ছেন, কী করে যেন সেকথা রটে গেছে সব জায়গায়। দেবকুমারের মনে হলো, সকলে যেন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে শুধু তাকেই বিঁধছে। অথচ তার কী দোষ।

—আপনি বরং মায়ের সঙ্গে যান। আমি যাচ্ছি এই, ঠ্যালার সঙ্গে।

তুই তো নতুন বাড়ি এখনো দেখিস নি।

এ কথার আর উত্তর নেই। টোটোও ছাখে নি সেই জন্যেই প্রিয়নাথকে যেতেই হবে ঠ্যালার সঙ্গে।

ঠ্যালা দুটি ছেড়ে যাবার পর দেবকুমার ভাবলো, এতদিনে তাদের সংসারটা সত্যিকারই ভেঙে গেল। ল্যান্সডাউন রোডে থাকলেও

BanglaBook.org

এতদিন এই বাড়িটাকেই তার মনে হতো আসল বাড়ি। এখানে সে জন্মেছে। জন্ম থেকে আঠাশ বছর কাটিয়েছে এখানেই। আজ থেকে আর এ বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

আবার ট্যাক্সি। আজও কল্যাণী কাঁদছেন না। জোর করে টানা হাসি মুখে বিদায় নিলেন সকলের কাছ থেকে। জাপানীই কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আর বুনবুন কিছুই না বুঝতে পেরে বার বার একঘেয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো। পিসিমণি কাঁদছে কেন? মা বলো না।

ঠ্যালাগাড়ির অনেক আগেই পৌঁছে গেল ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বস্তির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লো দেবকুমার। ইংরেজিতে সে অনুরাধাকে বললো, বাবার এ রকমভাবে একটা বাজে বস্তির মধ্যে জোর করে উঠে আসা।

অনুরাধা মুচকি হেসে বললো তোমারও খুব অসুবিধে হবে। অফিসের কলিগরা যখন জানবে যে, তোমার বাবা বস্তিতে থাকেন, এসব ঠিক জানাজানি হয়ে যায়, তখন তোমার খুব অস্বস্তি হবে।

—নিশ্চয়ই।

—আবার তুমিই নিজেকে মার্কসবাদী বলে দাবি করো। আসলে আমরা সবাই হিপোক্রিট।

প্রিয়নাথের ডায়েরির কিছু অংশ :

"এক সময় ইচ্ছা ছিল মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করবো। মানুষ হিসাবে মহাপ্রভুর জীবন আমাকে বরাবরই আকৃষ্ট করে। প্রথম প্রথম স্কুলের চাকরিতে ঢোকার পর কত রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার ছিল। বহু রাত্রি জাগরণ করে অধ্যয়ন করতাম। অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু লেখা আর হলো না।

BanglaBook.org

অন্যের জীবন নিয়ে লিখবো কী নিজের জীবন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

পুত্র কন্যার মুখ দেখে মানুষের কত আনন্দ হয়। আবার পুত্র কন্যার জন্মের পর থেকেই এ দেশের অধিকাংশ মানুষের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা দূর হয়ে যায়। তখন সংসার প্রতিপালন করাই যেন একমাত্র কাজ হয়ে ওঠে।

প্রথম বয়সে আমি প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং ক্লাস ইত্যাদিকে অবজ্ঞা করতাম খুব। এখন আমি নিজেই সেই জালে বন্দী। গত্যন্তরই বা কী ছিল: পুত্র কন্যারা আমার প্রাণাধিক আদরের, তাদের জন্য একটু দুধ যোগাড় করতে হবে না? তাদের একটু জামা জুতো কিনে দিতে পারবো না? যুদ্ধের ঠিক পরেই জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, স্কুল থেকে যা বেতন দিত তা দিয়ে দু বেলা গ্রাসাচ্ছাদন করাই দুঃসাধ্য ছিল। তারপর থেকে আমার শুরু হলো অন্য রকম এক জীবন।

ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়াও মাঝে মাঝে বিশ্রাম পায়। কিন্তু আমার কখনো বিশ্রাম জোটেনি। সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম। শুধু ছাত্র পড়ানো।

পুত্র কন্যার ভাগ্যে আমি গর্বিত ছিলাম। দেবু আমার প্রথম সন্তান। বাল্যকাল থেকেই সে মেধাবী, ব্যবহারেও অতি নম্র ও ভদ্র। স্কুলে সহকর্মীরা সবাই দেবুর প্রশংসা করতেন। একবার খেলার মাঠে তার পা ভেঙে যায়। তারপর যে কদিন শয্যাশায়ী ছিল, স্বয়ং হেড মাস্টারমশাই এসে তাকে দেখে যেতেন। স্কুল কমিটির সেক্রেটারিও একদিন এসেছিলেন। কলেজে পড়ার সময় দেবুর মরণাপন্ন অবস্থা হয়ে ছিল। পুত্রের আরোগ্য কামনায় সম্রাট বাবর যেমন নিজের প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন, আমার মনের অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল। যদিও জানি, আধুনিককালে এ রকম প্রাণ বিনিময় সম্ভব

BanglaBook.org

নয়! ধার দেনা করে দেবুর জন্য সর্বপ্রকার চিকিৎসা করিয়েছি। ঈশ্বরের কৃপায় দেবু শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ওঠে।

সকলই আমার ভাগ্য!......

দেবুর পিঠোপিঠিই ভুটানী জন্মেছিল। সে আবার মায়ের রূপ পেয়েছে। নাকটি একটু চাপা হলেও মুখখানি বড় লাবণ্যময়। লেখাপড়াতে সেও মন্দ হয়নি, তাছাড়া তার মায়ের মতন গান বাজনাতেও তার সহজাত দক্ষতা আছে। দেবু চুপচাপ, শান্ত আর ভুটানী দুরন্ত, ছটফটে। সারা বাড়ি সে বেড়াতো। মাত্র নয় বছর বয়সেই বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মণ্ডপে গান গেয়ে সে একটি রূপোর পদক পায়। আমি ভেবেছিলাম, কল্যাণী গান-বাজনা ছেড়ে দিলেও তার মেয়ে সঙ্গীতজগতে একদিন সুনাম পাবে।

কিন্তু অতি অল্প বয়সেই ভুটানীর বিবাহ হয়ে গেল।

ভুটানীর সকল রকম আবদার ছিল আমার কাছে। সাধ্যে না কুলোলেও ভুটানী যখন যা চেয়েছে, আমি দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে যখন পরিতোষকে বিবাহ করার আবদার ধরে তখন আমি কিছুতেই রাজি হতে পারি নাই। পরিতোষ আমাদের বাড়িওয়ালার ছেলে। একে তো বাড়িওয়ালার সঙ্গে ভাড়াটিয়া বিবাহ সম্বন্ধ কখনো সুখের হয় না, তার উপর ওদের সঙ্গে আমাদের জাতের মিল নাই। পুরুষানুক্রমিক রীতি আমি লঙ্ঘন করতে চাই না।

উনিশ বৎসর বয়স হতে না হতেই ভুটানীর বিবাহের জন্য নানা প্রস্তাব আসতে লাগলো। তাকে আমার এম এস সি পর্যন্ত পড়াবার ইচ্ছা ছিল। ছেলেমেয়েদের কলেজে পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করা একজন স্কুল শিক্ষকের পক্ষে যে কত কঠিন তা শুধু ভুক্তভোগীরাই জানে। দেবু আর ভুটানী কলেজে ভর্তি হবার পর আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সন্ধ্যেবেলা টিউটোরিয়াল হোমের কাজটি নিতে বাধ্য

BanglaBook.org

হয়েছিলাম। আমার সব সময় চিন্তা ছিল, আমার ছেলেমেয়েদের যেন কোনোক্রমেই শিক্ষার ত্রুটি না হয়।

ভুটানী একবার ডায়মণ্ড হারবারের এক অনুষ্ঠানে গান গাইতে যায়। সেই গান শুনে মোহিত হয়ে এক ধনী ব্যবসায়ী কোথা থেকে যেন ঠিকানা সংগ্রহ করে এসে উপস্থিত হয়েছিল আমাদের কাছে। তার পুত্রবধূ করার জন্য সে ভুটানীকে চায়। তারা ব্রাহ্মণ ছিল বটে কিন্তু অত্যন্ত ধনী। তাছাড়া পাত্রের পিতার ভাবভঙ্গি আমি পছন্দ করি নাই। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন টাকা পয়সার অহংকার ফুটে বেরোচ্ছিল। পত্রপাঠ তাদের বিদায় দেই এবং ভুটানীকে আর কোনো সঙ্গীত অনুষ্ঠানে যেতে নিষেধ করি। ভুটানীকে বলেছিলাম, তুই মন দিয়ে লেখাপড়া কর মা, বিদ্বান পাত্রের সঙ্গে যথাসময়ে তোর বিয়ে দেবো।

এ কথা বলা কি আমার ভুল হয়েছিল? সমরুচিসম্পন্ন পরিবারের মধ্যেই বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত নয়?

পরে জেনেছি, ভুটানী এ জন্য কান্নাকাটি করেছে। সেই ধনী পাত্রপক্ষই তার পছন্দ ছিল। পড়াশুনোয় আর তার মন ছিল না, সেই ডায়মণ্ড হারবারের ছেলেটির সঙ্গে নাকি তার পত্র বিনিময় চলতো। ভয় পেয়ে কল্যাণী আমাকে তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিতে বলে।

শেষ পর্যন্ত ভুটানীর ভালোই বিবাহ হয়েছে। পাত্র বহুদিন যাবত কানাডা-প্রবাসী। মাঝখানে সে দেশে এসেছিল বিবাহ করতে। ভুটানীকে একবার দেখামাত্রই ও পক্ষের পছন্দ হয়। ভুটানীও বিদেশে থাকার কথা শুনে একবাক্যে রাজি হয়েছিল। সে বিবাহে অমত করবার কোনো উপায়ই ছিল না।

হায়, সেই প্রথম আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম যে, গরীবের ঘরে সুন্দরী গুণবতী কন্যা কত বড় অভিশাপ। ভুটানী যদি দেখতে শুনতে খারাপ

BanglaBook.org

হতো তবে আমার মধ্যমতন কোনো গরীব ঘরের পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিতাম। যেমন সকলেই দেয়। কিন্তু সুন্দরী, গুণবতী কন্যারা শুধু ধনীদেরই প্রাপ্য। ধনীরা দেশের চতুর্দিকে খুঁজে বেড়ায় এ রকম কন্যাদের। নইলে আমার ভুটানীর খোঁজই বা সেই কানাডার পাত্র পক্ষ পেল কী করে? আমরা তো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিই নাই।

পাত্র অতি সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত। পণপ্রথার বিরোধী। এই বিবাহে ভুটানী সুখী হয়েছে। এতে আমাদেরও সুখী হবার কথা। হয়েছি, নিশ্চয়ই হয়েছি। তবে ভুটানী আমাদের সর্বস্বান্ত করে গেছে। ধনীর ঘরে কন্যা দিতে গেলে উপযুক্ত আড়ম্বর করতে হয়, নইলে কুটুম্বদের কাছে মান থাকে না। মানের জন্য মানুষকে কত কী করতে হয়। শাড়ি গয়নাগাটি এবং লোক খাওয়ানোর জন্য বাজার থেকে সাত হাজার টাকা ঋণ করতে হয়েছিল এছাড়া প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে যা লোন নিয়েছি তা আজও শোধ হয়নি, আর হবেও না। ভুটানী বিদেশে সুখে আছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সঙ্গে বৎসরান্তে একদিন দেখা হয় মাত্র। এইটুকু সম্পর্ক। রঙীন ফটোতে ভুটানীর ছেলে-মেয়েদের মুখ দেখি। ইহজীবনে আর স্বচক্ষে দেখবার আশা করি না…

…একদিন এক খাকি পোশাক পরা পুলিশ রাস্তায় আমায় দেখে নমস্কার করে বললো, স্যার, আমায় চিনতে পারেন?

দীর্ঘ জীবনে হাজার হাজার ছাত্র পার করেছি। সকলের মুখ মনে থাকে না। তবু বললাম, চেনা চেনা লাগছে বটে, তুমি কোন ইয়ারের।

সিক্সটি-ফাইভ। স্যার আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

দিনকাল খারাপ। ছেলেরা যখন তখন পুলিশ মারছে। আবার

BanglaBook.org

পুলিশের চর সন্দেহ করে অনেক নিরীহ লোককেও খুন করছে বলে শুনতে পাই।

সুতরাং রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো পুলিশ-ম্যানের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখলে আবার কে কী মনে করে কে জানে!

অথচ ছাত্র বলে কেউ পরিচয় দিলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেও পারি না। অনেক সময় প্রাক্তন ছাত্ররা নিজেদের ছেলেদের ভর্তি করবার জন্য কিংবা প্রাইভেট টিউটরের খোঁজে আমাদের কাছে আসে।

রাস্তার দাঁড়িয়ে কথা বলা নিরাপদ নয় ভেবে তাকে বললাম এখন তো ব্যস্ত আছি। তুমি স্কুলে এসে দেখা করো বরং যে কোনো একদিন।

এর পর সে যা বললো, তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বোধ হয় রাস্তার ওপরে চেতনা হারিয়েই পড়ে যেতাম।

সে বললো, স্যার আপনার ছেলে চিররঞ্জনকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিন। ধরা পড়লে ওকে বাঁচানো শক্ত হবে। কাশীপুর মার্ডার কেসে ও ছিল আমরা জানি।

চিররঞ্জন মানে টোটো? সে খুন করেছে?

আমার তক্ষুণি ইচ্ছে হলো, সেই পুলিশ অফিসারটিকে এক চড় মারতে।

সে বললো, স্যার, সঠিক খবর না জেনে আপনাকে বলছি না। আজকালের মধ্যেই আপনার বাড়ি সার্চ হবে। পুলিশ ওকে একবার পেলে আর ছাড়বে না।

তারপর সে আর কী কী বলেছিল আমার ঠিক মনে পড়ে না। কান দিয়ে শুনলেও মর্মে প্রবেশ করেনি। টোটোর বয়েস মাত্র সতের বৎসর পাঁচ মাস। সে মানুষ খুন করতে পারে? এই কথাটাই বার বার ভাবছিলাম। না, অসম্ভব, আমার পুত্র হয়ে এ কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু পুলিশ যখন একবার সন্দেহ

BanglaBook.org

করেছে সহজে ছাড়বে না। আজকাল অল্পবয়সী ছেলেরা একেবারেই নিরাপদ নয়। কিছু ছেলে খুনোখুনির রাজনীতিতে মেতেছে বলে পুলিশ যে-কোনো অল্পবয়েসী ছেলেকে পেলেই শোধ নেয়।

প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলাম। এক ছাত্রের পরীক্ষা, তার বাড়ির টিউশানিতে সেদিন যাওয়া হলো না।

—টোটো কোথায়?

কল্যাণী কোনোদিন আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে না। কিন্তু সেদিন বললো, টোটো শ্যাম পার্কে খেলতে গেছে। তখুনি আমার মনে হলো কল্যাণী সত্য কথা বলছে না।

—টোটোর সর্বনাশ যদি না চাও তবে এখুনি বলো সে কোথায়? পরে আর কেঁদেও কূল পাবে না।

কল্যাণী তবু বললো, সে তো খেলতে গেছে বলেই বেরিয়েছে। রোজ এই সময় শ্যাম পার্কে খেলে।

জামা খুলে ফেলেছিলাম, তক্ষুনি আবার গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শ্যাম পার্কে সত্যিই অনেকগুলি ছেলে খেলছে। দুপুরে বেশ বৃষ্টি হয়েছিল, সারা মাঠে কাদা, তার মধ্যেই প্রাণের আনন্দে হুটোপুটি করছে একদল কিশোর। দেখে হঠাৎ চোখ জুড়িয়ে যায়! কে বলে যে ছেলেরা শুধু রাজনীতি করে কিংবা পাড়ার রকে বসে ফোকরামি করে? এই যে ছেলেগুলির প্রাণচাঞ্চল্য এর চেয়ে সুন্দর বুঝি আর কিছু নেই।

জল-কাদায় মাখামাখি বলে ওদের খেলার বিঘ্ন ঘটাতে দেখে কয়েকটি ছেলে বেশ বিরক্ত হলো, তবু আমি প্রত্যেকের মুখ দেখতে লাগলাম।

টোটো নেই সেখানে।

দুটি একটি ছেলে চিনতে পারলো আমাকে। তাদের একজন এসে আমার পায়ের ধুলো নিতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ রে

BanglaBook.org

টোটোকে দেখেছিস ? সেই ছেলেটি জানালো যে, অন্তত তিন মাস টোটো সেখানে আর খেলতে আসে না।

টোটো যে আর শ্যাম পার্কে খেলে না, সেটা কল্যাণী সত্যিই জানে না ? টোটো তার মাকে মিথ্যে কথা বলেছে ? তিন মাস আগেও যে ছেলে বিকেলে পার্কে এসে খেলাধুলো করতো, সেই ছেলেই মাত্র এই তিন মাসের মধ্যে অন্যদের সঙ্গে মিশে খুনী হয়ে গেল ?

বয়েসের তুলনায় টোটোকে বড় দেখায়। লোকে ভাবে ওর বয়েস কুড়ি-একুশ। কিন্তু চেহারাটা বড় হলেও সতেরো বছরের ছেলের মানসিকতা তো আর একুশ বছরের ছেলের সমান হতে পারে না।

পরে শুনেছিলাম, টোটো তার আগের দু-রাত্তির ধরেই বাড়ি ফেরেনি। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

আমার কনিষ্ঠ সন্তান যে দু রাত্তির বাড়িতে নেই, সে খবর আমি রাখতাম না। এটা আমার অপরাধ। পিতা হয়ে পুত্রের যথেষ্ট দায়িত্ব নিইনি। দায়িত্ব নিয়েই বা কী হয় ? তবু তো ছেলে এক সময় পর হয়ে যায়।

ছেলে-মেয়েদের জন্যই তো আমার এতটা খাটাখাটুনি। রাত্রি দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারি না, কোনো কোনোদিন আরও দেরি হয়। শরীর ক্লান্ত থাকে, তখন আর কিছুই ভালো লাগে না। সামান্য কিছু মুখে গুঁজে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। টোটো, জাপানী প্রায়ই এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে আমি বেরিয়ে যাই সাড়ে ছ-টা সাতটার মধ্যে। একটা মোটা টাকার টিউশনির জন্য যেতে হয় সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটে। টোটো সেইসময় দুধ আনতে যায়, তাই তার সঙ্গে দেখা হয় না।

টোটো যে বিপজ্জনক খেলায় নেমেছে, সে যে রাত্রে বাড়ি ফেরেনি, সে কথা কল্যাণী আমাকে জানায়নি কেন ? কল্যাণী আমাকে ভয় পায় ?

BanglaBook.org

শুধু ভয় নয়, তারচেয়েও বেশী।

টোটো তার মাকে বলেছে যে, সে কোথায় লুকিয়ে থাকবে, সেটা তার বাবাকে জানাবার দরকার নেই। জানালেই বিপদ। কারণ, পুলিশ যদি বাবাকে ধরে অত্যাচার করে, তাহলে বাবা হয়তো অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে জায়গাটার কথা বলে দিতে পারেন।

পুলিশের অত্যাচারে আমি আমার ছেলেকে ধরিয়ে দেবো? ওরা এই কথা ভাবতে পারলো? আমি যাকে জন্ম দিয়েছি সে আমাকে অবিশ্বাস করে?

সেদিন আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছিলাম, বৌমা খুব সেবা যত্ন করেছিল।

তারপর দিনের পর দিন সে কী উৎকণ্ঠা। সে যেন মৃত্যুযন্ত্রণার সমান। চরম শত্রুরও জীবনে যেন এরকম কিছু না ঘটে। টোটো কোথায় জানি না, সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে জানি না। পুলিপ মাঠে ঘাটে ছেলেদের মেরে মৃত্যুদেহ গাপ করে দেয় বলে লোকের মুখে শুনি। কল্যাণী বা দেবু কি টোটোর খবর রাখে? ওরা দৃঢ়-ভাবে অস্বীকার করলেও আমি ঠিক বিশ্বাস ককতে পারিনি। আমি ওদের পায়ে ধরতে শুধু বাকি রেখেছি। আমার সর্বক্ষণ মনে হতো, ওরা সব যেন এক দলে আর আমি আলাদা। আমার সংসারের মধ্যেই আমি একঘরে হয়ে ছিলাম। সে যে কী কষ্ট, কী কষ্ট। কেউ বুঝবে না।

তারপর একদিন বুকের ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গেলাম, হাসপাতালে গিয়ে থাকতে হলো দশদিন। জীবনে এই প্রথম আমি হাসপাতালের বিছানায় শুলাম।....

দেবু নিজের ইচ্ছেতে বিয়ে করেছে। আমি প্রথমে আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু কল্যাণী এমন জোর করতে লাগলো যে আমার আপত্তি টিকলো না। ছেলেদের সঙ্গে তাদেও মায়ের যোগাযোগ বেশী।

BanglaBook.org

বউমাকে অবশ্য আমার বেশ পছন্দই হয়েছিল। সচ্ছল পরিবারের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে কিন্তু চালচলনে কোনো অহংকার নেই। ভারী সুন্দর নম্র ব্যবহার। এ মেয়ে আমাদের দেবুর উপযুক্ত।

কিন্তু ছেলে বউ নাত্তি-নাতনী নিয়ে সুখের সংসার করার ভাগ্য কল্যাণীর নেই। তাই তাকে কষ্ট পেতে হলো। আমার কথা তো আলাদা।

পুলিশের হাঙ্গামা মিটে যাবার পর টোটো যখন বাড়ি ফিরে এলো সেই মাসেই বউমা বাচ্চা কোলে নিয়ে ফিরলো নার্সিং হোম থেকে। আমাদের প্রথম নাতনী। কী মায়া যে পড়ে গিয়েছিল মেয়েটার ওপর। এক একদিন টিউটোরিয়াল সেরে ফিরে আসবার সময় মনে হতো, মেয়েটা এখন জেগে থাকবে তো? একবার ওকে কোলে নিতে পারবো না।

এক বছর বয়েস হতে না হতেই মুখে বোল ফুটেছিল বুনবুনের। আমি ওর ভালো নাম রাখতে চেয়েছিলাম সীমন্তিনী। ওদের পছন্দ হয়নি। ওরা নাম রেখেছে সুস্মিতা। তা রাখুক, নাম একটা হলেই হলো। আমার কোনো ছেলেমেয়ের নাম রাখার ব্যাপারেই আমার মতামত টেকেনি।

আমি কতক্ষণই বা বাড়িতে থাকি। তবু মেয়েটা আমাকে দেখলেই দাদু দাদু বলে অস্থির হয়ে উঠতো। বিদ্যাসাগর মশাই লিখেছেন স্নেহ অতি কঠিন বস্তু, এত বড় সত্য কথা বুঝি হয় না। আমি আর সব কিছু মায়া মোহ থেকে মুক্ত হবার সংকল্প করেছি, কিন্তু বুনবুনের কথা ভাবলেই আমার বুক টনটন করে।

দেবু তার বউকে নিয়ে এ বাড়িতে টিকতে পারলো না। সে বড় চাকরি করে, সেই অনুযায়ী আদবকায়দা মেনে তাকে চলতে হয়। বাবা মায়ের সঙ্গে এক পরিবারে থাকা আজকালকার অফিসার শ্রেণীর মানুষদের নাকি মানায় না। অফিসের বন্ধুদের মাঝে মাঝে বাড়িতে

BanglaBook.org

নেমন্তন্ন করতে হয়, তাদের সম্মুখে ইস্কুল মাস্টার বাবার পরিচয় দিতে দেবু লজ্জা পেয়েছে। বউমা আধুনিককালের মেয়ে, তার রুচি অন্য রকম। আমি বা কল্যাণী কোনোদিন তার কোনো ইচ্ছায় বাধার সৃষ্টি করিনি, তবু সে এখানে মানিয়ে নিতে পারে নি। ওরা বাড়িতে শুয়োরের মাংস এনে খেতে চায়, আমি কল্যাণীকে বলেছিলাম, নিজের ঘরে বসে যদি ওরা ওসব খায় তো খাক, আমার আপত্তি নেই। এই বয়েসেই আমি আর গোরু, শুয়োরের মাংসের ছোঁয়াছুঁয়ি সহ্য করতে পারবো না, কিন্তু ওদের যা মন চায় তা করুক। ওরা রাত্রে সিনেমা দেখে ও হোটেলে খেয়ে সাড়ে বারোটা একটায় বাড়ি ফিরেছে। আমি নিজে ওদের দরজা খুলে দিয়েছি। কোনোদিন একটাও রূঢ় কথা বলিনি। আমার পাতলা ঘুম, সামান্য শব্দেই ঘুম ভেঙে যায়। তবু ওরা থাকলো না। যাক, সে জন্য বউমার ওপর আমি রাগ করি না। আমার ছেলেই যখন আমাদের ছেড়ে দূরে থাকতে চায়···

সবচেয়ে দুঃখের কথা, প্রথম সংঘর্ষটি ঘটলো আমার আদরের নাতনী বুনবুনকে কেন্দ্র করেই। তেল মেখে সেদিন আমি স্নান করতে যাচ্ছিলাম। তবু তারই মধ্যে বুনবুন জাপানীর কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কোলে আসবেই। না নিলেই কান্না। সে সময় কি ঐটুকু মেয়েকে কোন কথা দিয়ে বোঝানো যায়? আমি বুনবুনকে কোলে নিয়ে ওর ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে আদর করছিলাম, হঠাৎ দেবু এসে বললো, বাবা ওরকম করবেন না। ওরকম করলে বাচ্চাদের অসুখ করে।

আমি নিজের চোখ কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি কী অপরাধ করলাম। আমি দাদু হয়ে আমার নাতনীকে আদর করতে পারবো না? সে দেবুর মেয়ে, আমার কেউ নয়? আমি আদর করলেই ওর অসুখ করবে? আমি কি ওর ওপর নজর লাগাবো?

BanglaBook.org

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। বিয়ের পর থেকেই দেবু আমার সঙ্গে কম কথা বলে, সামনে থেকে এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। সে হঠাৎ এসে আমাকে বিনা দোষে এমন একটা রূঢ় কথা বলতে পারলো?

বুনবুন যেতে চায় না, তবু দেবু জোর করে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমার কোল থেকে। আমি হতবাক হয়ে রইলাম।

একটু পরেই আমার মাথায় এসে রাজ্যের ক্রোধ জমা হলো। আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। প্রথমে ইচ্ছে হলো, দেবুকে মারি খুব জোরে। অল্প বয়সে মাঝে মাঝে ওকে প্রচণ্ড মেরেছি। কিন্তু চাকরি করা, বিবাহিত, বয়স্ক ছেলেকে কেউ মারে না। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, নিয়ে যা, আর কোনোদিন ছোঁবো না তোর মেয়েকে। ওকে আর আমার চোখের সামনে আনিস না।

দেবু তখন কী যেন বলবার চেষ্টা করছিল। আমি আর শুনিনি।

সেইদিনই চিড় ধরে গেল। তারপর আরও মাস ছয়েক ছিল ওরা আমাদের সঙ্গে। কিন্তু তার মধ্যেই চলে যাবার প্রস্তুতি চলছিল। ওরা সুখে থাক, যেখানেই থাকুক, সুখে থাক, আমি বাবা হয়ে তাই তো চাইবো।....

...হে ঈশ্বর, তোমার কাছে একটা প্রশ্ন করি। সারা জীবন আমি তোমার ওপর ভক্তি রেখেছি। জ্ঞানত কখনো অধর্ম করি নি। সাংসারিক কর্তব্য বলতে যা বোঝায়, তা তো পালন করেছি সবই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের নিয়ে একটি সুখী পরিবার গড়ে তোলার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত লেখাপড়া শেখাবার জন্য কার্পণ্য করিনি কোনোদিন। সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করে সৎ পথে উপার্জন করেছি তাদের প্রতিপালনের জন্য।

তার পরিণামে আজ আমি নিঃস্ব অসহায়!

বড় ছেলেকে দিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা। যাতে

BanglaBook.org

আমার মতন এত কষ্ট করে উপার্জন করতে না হয়। তার অসুখের সময় ধার দেনা করে যতরকম চিকিৎসা সম্ভব সব কিছুর সাহায্যে এবং তোমার দয়ায় বাঁচিয়ে তুলেছি তাকে। আজ সে নিজের স্ত্রী আর সন্তানকে নিয়ে পৃথক বাড়িতে থাকে। তারা সুখী।

বহু টাকা খরচ করে বিবাহ দিয়েছি এক মেয়ের। সে তার স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে শুধু পৃথক বাড়ি নয়, বহু দূর দেশে থাকে। ইহজীবনে আর দেখা হবে কি না কে জানে। তারা সুখী।

এই দুই ছেলেমেয়েকে সুখী করবার জন্য আজ আমি সর্বস্বান্ত। আর দেড় বছর পরে স্কুলের চাকরিটি যাবে। তারপর পেন্সন নেই। গ্র্যাচুইটি নেই, শুধু প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সম্বল ছিল, সেখান থেকেও ঋণ করতে বাধ্য হয়েছি। বড়জোর হাজারখানেক টাকা পাবো। তারপর? রিটায়ার করলে আর টিউশানিও ভালো জোটে না। তখন কি গাছতলায় দাঁড়াবো?

এই দেড় বৎসরের মধ্যে জাপানী বি-এ পাশ করে যাবে। এবং সে যদি বিবাহ করতে রাজি থাকে, তবে যে কোনো উপায়ে পারি, তার বিবাহ দিয়ে দেবো। টোটোর লেখাপড়ায় মন নেই। সে যা খুশী হয় করবে। সে পুরুষ ছেলে, গায়ে শক্তি আছে, একটা যা হোক কিছু ব্যবস্থা সে করে নিতে পারবে হয় তো।

কিন্তু কল্যাণীকে নিয়ে আমি কোথায় যাবো? বড় ছেলে ভালো চাকরি করে, কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে থাকতে ঘৃণা বোধ করেছে, তবু কি আমরা শেষ পর্যন্ত তার গলগ্রহ হবো? এই কি ন্যায়? বৃদ্ধ হয়েছি বলে কি আমার আত্মসম্মান থাকতে নেই? হে ঈশ্বর, তোমার কাছে এর উত্তর চাই।

দেড় বৎসর পর আমি যদি মরে যাই তবে সব সমস্যার সমাধান হয়। আধুনিককালে আমার মতন পিতার দীর্ঘজীবী হওয়া বোধহয় উচিত নয়। কল্যাণী থাকবে, সে মা হয়ে পুত্র কন্যাদের কাছে

BanglaBook.org

অনায়াসে থাকতে পারবে, তাতে কোনো গ্লানি নেই। কিন্তু আমি তা পারি না।

দেড় বৎসর পর যখন আমি রিটায়ার করবো, ঠিক সেই সময়ে যে আমার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে, তার তো কোনো মানে নেই। তবে কি নিজে হাতে এই জীবনের অবসান ঘটাবো?

দুর্লভ এই মানব জীবন। কিন্তু এই জীবনের ঠিক কতখানি অংশ মূল্যবান আর কতখানি অংশ অপ্রয়োজনীয়, তা কে আমাকে বলে দেবে? সংসারের কর্তব্য করতে গিয়ে আমি সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছি বলে ষাট বৎসরেই আমার জীবনের শেষ? আর যাদের অর্থ আছে, প্রতিপত্তি আছে, তারা আরও বহু বছর বাঁচতে পারে। এই কি তোমার সৃষ্টির নিয়ম। অথবা, ষাট বৎসর বয়সে আমি যদি আত্মঘাতী হই, সেটা কি পাপ না পুণ্য?

অথবা, হয়তো আর একটি পথ খোলা আছে।...

॥ ৯ ॥

মীর্জাপুর স্ট্রীটের একটা চায়ের দোকানে সেই কলেজ জীবন থেকেই দেবকুমারদের আড্ডা ছিল। কলেজ ছাড়ার পরও সেখানে সে অনেকবার গেছে। একটা বন্ধুর দল ওখানে প্রায় রোজই থাকে।

অফিসে ঢোকার পর থেকে আর দেবকুমার সন্ধ্যেবেলা চায়ের দোকানে এসে আড্ডা দেবার বিশেষ সুযোগ পায় না অবশ্য ভালো চাকরি মানেই সর্ব সময়গ্রাসী। অফিসের পরেও অফিসের লোকজনদের সঙ্গেই থাকতে হয়, নানারকম মিটিং ও কনফারেন্স তো চলেই, তাছাড়া অফিসের সব শ্রেণীর সহকর্মীরাই বন্ধু স্থানীয় হয়ে যায়, ঘুরে ঘুরে এক একদিন একজনের বাড়িতে আড্ডা ও খাওয়া চলে। মাসের

মধ্যে এরকম অন্তত দশ পনেরো দিন তো বটেই। এই চক্র থেকে বিচ্যুত হলে সহকর্মীরা সবাই ভুরু তোলে, তখন সহযোগিতা পাওয়া যায় না এবং সে অফিসে আর উন্নতির আশা থাকে না।

অনেকদিন বাদে দেবকুমার মীর্জাপুরের সেই চায়ের দোকানটায় আড্ডা দিতে গেল। তার মন খারাপ, অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে সেদিন সে কিছুতেই সুর মেলাতে পারবে না। কমার্শিয়াল ফার্মের অফিসারদের সব সময় হৈচৈ ফূর্তিতে থাকাই নিয়ম।

এক সময় দুখানা টেবিল জোড়া দিয়ে দেবকুমাররা দশ এগারো জন বন্ধু বসতো এই চায়ের দোকানে। রাজনীতি, সাহিত্য কিংবা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় এখানে তুমুল ঝড় উঠতো।

আজ দেবকুমার এসে দেখলো, পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে মাত্র চারজন বসে আছে এক টেবিলে। দেবকুমারকে দেখে তারা কেউ উত্তেজিত হয়ে উঠলো না বা সাড়ম্বর অভ্যর্থনা জানালো না। শুধু একজন বললো, কী রে, হঠাৎ এদিকে? একটা চেয়ার টেনে নে।

দেবকুমার অন্য অনুপস্থিত বন্ধুদের খবরাখবর নিল। তারা কেউই আসে না আজকাল। এই চারজনই এখন স্থায়ী আড্ডাধারী। বিমান, রুদ্র, অরুণ আর সুকুমার।

দেবকুমারের পা থেকে মাথায় চোখ বুলিয়ে বিমান বললো, তুই বেশ মোটা হয়েছিস।

দেবকুমার তৎক্ষণাৎ নিজে পেটে হাত রেখে একটু দম বন্ধ করে বসলো, কই, না তো?

রুদ্র বললো, আসলে বোধহয় মোটা হয়নি, কিন্তু চেহারাখানা বেশ চকচকে হয়েছে।

অরুণ বললো, তোর জামাটা তো বেশ। বিদেশী?

দেবকুমার বললো, না, না, এখানেই পাওয়া যায়।

BanglaBook.org

জামাটায় হাত বুলিয়ে অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে অরুণ বললো, কেন গুল ঝাড়ছিস। বিদেশী জিনিস, দেখলেই চেনা যায়।

সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, তুই যেন এখন কোথায় কাজ করছিস।

দেবকুমার তার কম্পানিটার নাম বললে।

রুদ্র বললো, ওরা তোকে এখনো ফরেনে পাঠায়নি একবারও? ও কম্পানির তো সবাই একবার দুবার ফরেন ঘুরে আসে।

দেবকুমার বললো, পাঠাবে হয় তো! জানি না এখনো।

রুদ্র বললো, পাঠাবে, পাঠাবে, তুই চিন্তা করিস না। তোদের তো সেণ্ট পারসেণ্ট প্রফিট। কয়েকটা ওষুধ আছে মনোপলি, তুই প্রোডাকশন, না মার্কেটিং, কিসে আছিস?

—মার্কেটিং।

—যে ওষুধগুলো মনোপলি, সেগুলো দু'এক মাসের জন্য বাজার থেকে হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যায়, তারপর যখন ফিরে আসে, অমনি দাম বাড়ে। তাই না? ওরা স্টাফদের ফরেনে পাঠাবে না তো কারা পাঠাবে?

দেবকুমার অস্বস্তি বোধ করলো। তার মন খারাপ বলে এসেছিল পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। এরা যদিও পুরোনো বন্ধু, কিন্তু এরা হেরে-যাওয়া দলের। এরা শুধু জিভ তেতো রাখতে ভালোবাসে।

যে-সব বন্ধুরা ভালো ভালো কাজ পেয়েছে, কিংবা জীবনে সার্থক তারা আর কেউ এখানে আসে না। এই চারজন পড়ে আছে, এরা প্রায় বেকার বা পার্ট টাইম কিছু কাজ করে কোনোরকমে পকেট খরচ চালায়।

এরা কিন্তু পৃথিবীর সব কিছুর খবর রাখে। এদের সব কিছুর মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ।

BanglaBook.org

সুকুমার বললো, আজ আর বসে বসে চা পেঁদিয়ে কি হবে? চল দেবকুমার। আজ একটু মাল খাওয়াবি?

রুদ্র বললো, দেবু আজ আমাদের খাওয়াবে বলেই এসেছে।

অফিসের পার্টিতে বা সহকর্মীদের বাড়িতে বাধ্য হয়ে খানিকটা পান করে বটে, কিন্তু দেবকুমার এমনিতে মদ্যপান ভালোবাসে না। সে ঠিক উপভোগ করে না। মদের দোকান মানেই তো বিরাট হৈচৈ।

দেবকুমার বললো, বোস একটু। এতদিন পর এলাম, হারুদার হাতের চা খাই আগে এক কাপ।

হারুদার যথেষ্ট বয়েস, বিশাল কালো শরীর, ওদের তুমি তুমি করে করে কথা বলেন।

নিজের হাতে দেবকুমারের জন্য চা এনে হারুদা বললেন, তুমি আজকাল বড় চাকরি করে শুনলাম, আমার ভাইপোটা বেকার বসে আছে, ওকে একটু ঢুকিয়ে দাও না তোমার অফিসে।

দেবকুমারের চার বন্ধু অট্টহাস্য করে উঠলো।

বিমান বললো, তুমি তো আচ্ছা লোক হারুদা! দেখছো, আমরা চার চারটে বেকার বসে আছি, আর তুমি আগে এসেই তোমার ভাইপোর কথা তুললে?

হারুদা বললেন, আহা, আমার ভাইপোটার জন্য পিওন-টিওনের যে কোনো কাজ।

অরুণ বললো, আমি তো একটা পিওনের চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েও পাইনি।

সুকুমার বললো, ওদের কম্পানির একটা পিওনের মাইনে একজন স্কুল টিচারের চেয়ে বেশী। তা ছাড়া বছরে দু'বার বোনাস। পিওন বলে অমনি হেলাফেলা করছো!

হারুদা বললেন, আঃ, তোমাদের জ্বালায় কোনো একটা কথা পাড়বার উপায় নেই।

BanglaBook.org

রুদ্র বললো, আজ সেই মেটুলির কারিটা বানিয়েছো নাকি, হারুদা? দেবু এসেছে, ওকে খাইয়ে দাও। পাঁচ প্লেটই দিও।

দেবকুমার ভুল জায়গায় এসেছে। এখানে তার মন ভালো হবে না।

দেবকুমার অরুণকে জিজ্ঞেস করলো, তোর আই এ এস পরীক্ষা দেবার কথা ছিল না?

অরুণ কায়দা করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এবং ঠোঁট উল্টে বললো, দিলাম না শেষ পর্যন্ত।

—কেন?

—ইচ্ছে করলো না। দিলেও নির্ঘাত ফেল করতাম, তাই শুধু শুধু আর অপমান হয়ে লাভ কী?

অরুণ পড়াশুনোয় যথেষ্ট ভালো ছিল। শুধু তাই নয়, তাকে একজন প্রতিভাবান বলে গণ্য করা হতো কলেজজীবনে। তার কথাবার্তা শুনে মনে হতো, সাহিত্যে সে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা কাণ্ড ঘটাবে।

—তুই লিখিস এখনো?

—কেন লিখবো না?

রুদ্র বললো, অরুণ যা লেখে, তা দেবকুমারের নিশ্চয়ই চোখে পড়ার কথা নয়। তোদের চাকরিতে কিছু পড়াশুনোর সময় থাকে?

সুকুমার বললো, ইকনমিক উইকলি নিশ্চয়ই পড়তে হয়। বাংলা পড়বার সময় পাওয়া শক্ত, তাই না রে, দেবু?

দেবকুমার উত্তর দিল না। ওরা তাকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করছে। যতই কাজ থাকুক, দেবকুমার দু'একটা বড় বাংলা পত্রিকায় নিয়মিত চোখ বুলোয়। অরুণ যদি লেখার জগতে সাঙ্ঘাতিক কিছু করতো, তা হলে সেটা নিশ্চয়ই দেবকুমারের ঠিক নজর পড়তো।

এই চার বন্ধুই যেন আরও রোগা হয়েছে, চুপসে গেছে গাল।

BanglaBook.org

সামনের অ্যাশট্রে ভরে গেছে সিগারেটের টুকরোয়, চা আসছে কাপের পর কাপ। ঠিক কলেজজীবনের একই জায়গায় যেন ওরা বসে আছে।

হারুদা মেটুলির কারি দিয়ে গেলেন। একটুখানি মুখে দিয়েই দেবকুমারের একেবারে লাফিয়ে ওঠার মতন অবস্থা। অসম্ভব ঝাল।

রুদ্র বললো, খেয়ে নে! খেয়ে নে! মাল খাবার আগে পেটে একটু প্রোটিন থাকা ভালো।

সুকুমার বললো, আজ কি বাংলা খাওয়া হবে, না বিলিতি?

বিমান বললো, কী যা তা বলছিস? দেবকুমার কখনো বাংলার দোকানে ঢুকতে পারে? সেখানে হয়তো ওর অফিসের আর্দালি কিংবা গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

দেবকুমার বললো, ভাই, সত্যি কথা বলছি, আজ আমার কাছে টাকা নেই। তোদের আর একদিন নিশ্চয়ই খাওয়াবো। আজ হারুদার দোকানে চা খাওয়ার জন্য এসেছিলাম, পকেটে মাত্র দশ পনেরোটা টাকা।

একটুও চমকালো না ওরা। কিংবা অবিশ্বাসও করলো না। শুধু নিছক রসিকতার ছলে রুদ্র জিজ্ঞেস করলো, তুই চটি পরে এসেছিস, না শু? এই তো শু দেখছি, তাহলে মোজার মধ্যে একশো টাকার নোট নেই একটা?

—মোজার মধ্যে?

—আমি তো শুনেছি, যাদের অবস্থা একটু ভালো, তারা সব সময় পায়ের তলায় একটা একশো টাকার নোট রেখে দেয়। শুধু এমার্জেন্সির জন্য। ধর, রাস্তায় হঠাৎ গাড়ি খারাপ হয়ে গেল।

—আমার গাড়ি নেই।

—কিংবা কোনো কারণে তোকে পুলিশে ধরলো—আমাদের পুলিশে ধরলে কোনো ক্ষতি নেই, দু চারদিন হাজতে কাটিয়ে আসবো,

BanglaBook.org

কিন্তু তোদের আবার অফিসে ছুটি ফুটি নেওয়ার ব্যাপার আছে, সেই জন্য পুলিশকে ঘুষ দেওয়ার টাকাটা সব সময় কাছে রাখতে হয়।

—আমি জুতো মোজা খুলে দেখাবো?

—পাগল নাকি? তোর মুখের কথাই তো যথেষ্ট!

বিমান উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চল, মাল খাবো যখন বলেছি, তখন আজ মাল খাবোই। আমার কাছে কিছু টাকা আছে।

সুকুমার বললো, আমার কাছেও গোটা চল্লিশেক আছে, ঠিক হয়ে যাবে।

দেবকুমার একটু অসহায়ভাবে বললো, আজ যাব না।

রুদ্র বললো, চল না, আমরা আজ তোকে খাওয়াবো। তুই এতদিন পরে এলি।

বিমান দেবকুমারের হাত ধরে টেনে তুললো। তারপর খুব মিষ্টি করে বললো, যারা বড়লোক তাদের পকেটে সব সময় বেশী টাকা থাকে না। সেটাই স্বাভাবিক। কেন না তাদের ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে হয়, নইলে ব্যাঙ্কগুলো চলবে কী করে? তাদের বাড়িতেও থাকে ষ্টিলের লকার। বড় বড় লকার কম্পানির ব্যবসাও তো চালু রাখতে হবে। আমরা ব্যাঙ্কে টাকা রাখি না। কারণ আজ জমা দিয়ে কালই নিলে ওরা রেগে যায়। বাড়িতে টাকা রাখলে ভাই বোন, এমন কি বাপ মাও মেরে দিতে পারে। সেই জন্য আমাদের পকেটেই ব্যাঙ্ক, পকেটই লকার।

রুদ্র বললো, খুব ভালো জামাকাপড় পরলে পকেটমাররাও তাদের ধার ঘেঁষে না। নিম্ন মধ্যবিত্তদেরই বেশী পকেটমার হয়।

দেবকুমার বললো, আমাকে তোরা বড়লোক ভেবে ফেললি?

অরুণ বললো, টাটা বিড়লার তুলনায় তুই নেহাত চুনোপুটি কিংবা ঘুষো চিংড়ি।

BanglaBook.org

সুকুমার বললো, তুই কত মাইনে পাস আমরা জিজ্ঞেস করবো না। তোদের মাইনে খুব বেশী হয় না, তাতে ট্যাকসের ঝামেলা আছে, কম্পানি পার্কস দিয়ে পুষিয়ে দেয়। কিন্তু তুই কত টাকায় ইনসিওরেন্স করিয়েছিস? দু লাখ?

দেবকুমার বললো, আমাদের অফিসে কী হয় না হয়, তা তোরাই খুব ভালো জানিস দেখছি!

রুদ্র বললো, এসব কমন্ নলেজ।

সুকুমার বললো, কত টাকার ইনসিওরেন্স করিয়েছিল বল না? স্যালারি সেভিং স্কীমটা খুব চমৎকার। মাইনে থেকেই প্রতিমাসে টাকাটা কেটে নেয়, তাই গায়ে লাগে না। দু লাখ করিয়েছিস তো? দেবকুমার বললো, পাগল নাকি?

—এক লাখ? মুখ দেখেই বুঝতে পারছি একলাখ অন্তত করা আছে। এ টাকাটাও ট্যাক্স ফ্রি। তাহলে, তোর জীবনের দাম এখন অন্তত এক লাখ। অফিসের অন্যান্য পাওনা-টাওনা বাদই দিচ্ছি। আর আমি যদি কাল মরে যাই, কেউ এক কানাকড়িও পাবে না। এবার ভেবে দ্যাখ, তোর জীবনের দাম এক লাখ, সারা ভারতবর্ষে এরকম লোক দু পার্সেন্টও নেই। সুতরাং তোকে অনায়াসেই বড় লোক বলা যায়।

হারুদাকে চায়ের দামটা দেবকুমারই মিটিয়ে দিল, কিন্তু বিমান রাস্তায় বেরিয়ে ঝট্ করে একটা ট্যাক্সি ডেকে ফেললো। তার ভাব-ভঙ্গি রীতিমতন বিলাসী পুরুষের মতন। অথচ প্রাইভেট টিউশানি করে তার দুশো আড়াই শো টাকা মাত্র রোজগার।

চৌরঙ্গির একটা সস্তা বারে এসে ওরা ঢুকলো। দেবকুমারের মনের মধ্যে সর্বক্ষণ একটা কাঁটা বিঁধছে। তার মনে হচ্ছে পুরো টাকাটাই অপচয়, ওদের এত কষ্টের উপার্জন দু' ঘণ্টার মধ্যেই একশো পাঁচ টাকা বিল হয়ে গেল।

BanglaBook.org

প্রত্যেকের পকেট ঝেড়ে ঝুড়ে যা টাকা পাওয়া গেল, তাই দিয়ে বিল চুকিয়ে দিয়ে বিমান বললো, তেষ্টা রয়ে গেল, আর একটু খেলে হতো। সে গাঢ়ভাবে তাকালো দেবকুমারের দিকে।

রুদ্র বললো, আমি আমার ঘড়িটা বাঁধা দিতে পারি, তাতে যদি তোদের হয়।

অরুণ বললো, দেখি, দেখি, কী ঘড়ি? সিকো, বেশ ভালো দাম।

রুদ্র বললো, ওসব গল্পে হয়, জীবনে চলে না। বারের মালিকরা ঘড়ি জমা নেয় না।

অরুণ বললো, ঘড়ির দোকান-টোকানগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। তবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেচে দেওয়া যায়। শ খানেক টাকা পাওয়া যাবে নির্ঘাত।

দেবকুমার বললো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে? যাঃ, সে আমি পারবো না।

অরুণ বললো, হ্যাঁ, রিস্ক আছে। পুলিশ ধরতে পারে। তুই পারবি না। বিমান পারবে।

বিমান ফুরফুরে হাসিমুখে বললো, আমার ঘড়িটা একদিন একরকম ঝোঁকের মাথায় বেচে দিয়েছিলাম।

তারপরই সে দেবকুমারের কাঁধ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, না, না, তোর ঘড়ি বেচতে হবে না। ঘড়ি বেচে তো সত্যিকারের নেশাখোরেরা। তুই তো সেরকম নোস।

দেবকুমার ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছে। এরা তার পুরোনো বন্ধু। এরা বেকার, সবার চোখে এরা হেরে যাওয়া মানুষ, কিন্তু এরা প্রত্যেকটা কথায় দেবকুমারের ওপর জিতে যাচ্ছে, এদের জীবনযাত্রা কত সরল, এরা দেবকুমারের চেয়ে অনেক স্বাধীন।

রুদ্র বললো, চল, এখান থেকে উঠে পড়ি। বাংলার দোকানে গেলে আমাকে ধার দেবে, সেখানেই যাই।

দেবকুমার আবেগের সঙ্গে রুদ্রর হাত জড়িয়ে ধরে বললো,

BanglaBook.org

আমাকে তোরা দল থেকে বাদ দিসনি। আমি হারুদার দোকানে এখন থেকে আবার প্রায়ই আসবো।

রুদ্র ওর এই আবেগকে কিছুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বললো, যে-কোনো দিন আসতে পারিস, আমরা রোজ থাকি।

বিমান তাড়া দিয়ে বললো, চল, চল, এখানে আবার বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা দেবু—

দেবকুমার বেশী পান করেনি, কিন্তু মুখে গন্ধ আছে বলে সে মিনিবাসে উঠলো না। হাঁটতে লাগলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দেবকুমার খেয়াল করলো, তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সে রীতিমতন চমকে উঠলো। কত বছর, অন্তত আট দশ বছর হবেই তো, সে কাঁদেনি। কেনই বা কাঁদবে, সে পুরুষ মানুষ? অথচ আজ সম্পূর্ণ বিনা কারণে, একলা একলা পথ চলবার সময় সে কাঁদছে কেন?

একা থাকলেও মানুষ নিজের কাছে লজ্জা পায়। রুমাল দিয়ে ভালো করে মুখ মুছে দেবকুমার একটা সিগারেট ধরালো।

বাড়ি ফিরে দেখলো, বুনবুন ঘুমিয়েছে, খাবার ঘরে বসে অনুরাধা একটা ইংরেজি উপন্যাস পড়ছে। চোখ তুলে অনুরাধা বললো, তোমার অফিসের বাসু নাগরাজন এসেছিল তোমার খোঁজ করতে।

দেবকুমার বললো, বিশেষ কিছু খবর নেই তো?

—না, এমনি খোঁজ করতে এসেছিল, তুমি অফিস যাওনি।

—চুলোয় যাক্।

বইটা মুড়ে রেখে অনুরাধা উঠে এসে বললো, তোমার মনটা খুব খারাপ, তাই না?

দেবকুমার কথা না বলে অনুরাধার সুন্দর মুখখানি দেখতে লাগলো একদৃষ্টে। এই সুন্দর রূপ এখনো পুরোনো হয়নি।

—আমিই সব কিছুর জন্য দায়ী?

BanglaBook.org

দেবকুমার অনুরাধার দু' কাঁধের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, কেন ?

—আমি না থাকলে কোনো ঝঞ্ঝাটই হত না। তুমি যদি তোমার বাবা মায়ের পছন্দ মতন কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে।

—চুপ, ওসব কথা বলো না। আমার জীবনটা কীভাবে চলবে সেটা আমি ঠিক করবো। আমার বাবা মা নয় !

—তুমি রেগে যাচ্ছো কেন ? বসো। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, তোমার মনের মধ্যে দারুণ যুদ্ধ চলছে। বেশী খাওনি তো ?

—না। পুরোনো কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওরা জোর করে খাওয়ালো।

—আশ্চর্য ব্যাপার। আমি যে উপন্যাসটা পড়ছি, তাতে আছে, এর যে প্রধান চরিত্র, মানে নায়ক, সে একটা দারুণ গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছে, একটা পলিটিক্যাল জটিল অবস্থা, একটু এদিক ওদিক হলেই অনেক কিছু ঘটে যাবে, সেই সময় নায়কটি হঠাৎ সবাইকে ছেড়ে—

দেবকুমার হাই তুললো।

—শোনো না। নায়ক কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লো, সত্তর মাইল দূরে একটা স্কুল, রাত্তিরবেলা, সেখানে কেউ নেই, নায়ক গাড়ি থেকে নেমে সেই স্কুলের মাঠে বেড়াতে লাগলো, অর্থাৎ সে তার কৈশোরে ফিরে যেতে চায়, যখন কোনো সমস্যা ছিল না জীবনে……অনেকটা ঠিক তোমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না ? পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগলো ?

—না !

—ভাখো, ব্যাপারটা খুব ডেলিকেট। খুব সাবধানে এটা হ্যাণ্ড্‌ল করতে হাব।

—কোন ব্যাপারটা ?

BanglaBook.org

—তোমার বাবা মায়ের ব্যাপার। ওঁদের নিশ্চয়ই বস্তিতে থাকতে দেওয়া যায় না। কিন্তু তোমার বাবার আত্মসম্মানে যেন ঘা না লাগে. সেটাও দেখতে হবে।

—আমার বাবা মা বস্তিতে থাকলেই বা ক্ষতি কী আছে? ধরো, আমার ছাত্র বয়েসে আমার যখন খুব অসুখ করেছিল, বাবা বহু টাকা খরচ করে আমার চিকিৎসা করালেন, কিন্তু তা সত্বেও যদি আমি মরে যেতাম? তা হলে তো ব্যাপারটা একই দাঁড়াতো।

অনুরাধা খুব কোমলভাবে বললো, ওরকমভাবে কথা বলো না। এসব রাগের কথা। জানি, এ রাগটা আমার ওপর। সেই জন্যই তো বলছিলাম, আমি চলে গেলেই সব সমস্যা মিটে যায়!

—তুমি কোথায় যাবে?

আরও কিছু বলতে গিয়ে দেবকুমার থেমে গেল। খানিকটা মদ্য পান করার ফলে জিভ এখন চট্ করে আলগা হতে চাইবে, কিন্তু দেবকুমার নিজেকেও অতটা প্রশ্রয় দিতে চায় না।

সে অনুরাধাকে জড়িয়ে ধরে, কিছুটা নেশা হয়েছে বলেই বেশী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, অনেকটা ভয় পাওয়া শিশুর মতন বললো, না, প্লীজ, তুমি চলে যাবার কথা বলো না। তুমি জানো, তোমাকে আমি কতখানি···

অনুরাধা বুঝলো দেবকুমারের এই রকম উচ্ছ্বাসের কারণ। অনুরাধা যদি সত্যি সত্যি এখান থেকে চলে যায় এবং দেবকুমারের সঙ্গে তার বাবা মায়ের আবার মিলন হয়, তাহলে এই কথাই প্রমাণ হয়ে যাবে যে দেবকুমার নিছক নিজের বউয়ের প্ররোচনাতেই এক সময় বাবা মাকে ছেড়ে অন্য বাড়ি নিয়েছিল, এখন স্ত্রী ছেড়ে গেছে বলে সে আবার সুবোধ ছেলের মতন বাবা মায়ের কাছে ফিরে আসছে। একজন আধুনিক পুরুষের পক্ষে এটা মোটেই সম্মানের ব্যাপার নয়।

BanglaBook.org

এসব বুঝেও, অনুরাধা তার স্বামীর ওপর ভারী একটা মায়া বোধ করলো। দেবকুমার এখন যেন বিভ্রান্ত, অসহায়। এই সময়ই তার একজন মানসিক সঙ্গীর খুব দরকার। এই দেবকুমার, যে একদিন তাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়েছিল। অনুরাধাও ঠিক করেছিল, তার বাবা-মা যদি বিয়েতে রাজি না হন, তা হলে সে দেবকুমারের সঙ্গে পালিয়ে যাবে। সেই ভালোবাসা তো একটুও মরেনি। তার ইচ্ছে করছে দেবকুমারকে আদরে আদরে ভরিয়ে দিতে।

সে দেবকুমারের জামার বোতাম খুলে দিতে দিতে বললো, ওঠো, লক্ষ্মীটি, জামা-কাপড় ছেড়ে নাও। তোমায় খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চট্ করে খেয়ে শুয়ে পড়ো বরং।

দেবকুমার দু' হাত দিয়ে অনুরাধাকে টেনে নিল বুকের ওপর। দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনটির পর কোনোরকমে নিজেকে মুক্ত করে অনুরাধা বললো, আলো!

দেবকুমার পেছন দিকে লম্বা হাত বাড়িয়ে অফ্ করে দিল সুইচটা তারপর সোফার সংক্ষিপ্ত পরিসরে দু'জনে এঁটে গেল চমৎকারভাবে। তারপর মানুষের অন্তরঙ্গতা কতদূর যেতে পারে, তারই যেন পরীক্ষা শুরু করলো দু'জনে। দেবকুমার এমন গভীরভাবে মগ্ন হয়নি বহুদিন। সারা শরীরে কী উদ্দাম চাঞ্চল্য, এখন পৃথিবীর আর সব কিছু তুচ্ছ।

সে অনুরাধার কানে অনবরত বলতে লাগলো, মণি, মণি, তোমার জন্যই তো আমার সব!

সব শেষ হবার পর, অন্ধকারে ওরা কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো চুপচাপ। মধুর আমেজটা খানিক বাদে মিলিয়ে যাবার পর আবার যখন অন্যান্য চিন্তা মাথার মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তে চাইছে, সেই সময় দেবকুমার আলো জ্বেলে দিল।

এরপর খাওয়া-দাওয়ার পর্বটা চুকলো খুব সংক্ষিপ্তভাবে। দেবকুমার দুটো সিগারেট শেষ করার মধ্যেই অনুরাধা তৈরি হয়ে নিল

BanglaBook.org

শুয়ে পড়ার জন্য। চুল আঁচড়ানো এবং মুখে ক্রিম মাখার ব্যাপারটা সে খুব তাড়াতাড়ি সেরে নেয়।

বুনবুন ঘুমের মধ্যে সারা খাটে চরকি দেয়, একদিন খাট থেকে পড়েও গিয়েছিল, সেই জন্য তাকে মাঝখানে শুইয়ে দু' দিকে দুটো পাশ বালিশ দিয়ে রাখতে হয়। দেবকুমার ও অনুরাধা শোয় তার দু' পাশে। ঘুমন্ত বুনবুনের শরীরের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেবকুমার ছুঁয়ে থাকে অনুরাধাকে।

অনুরাধা ফিসফিস করে বললো, আমাদের এই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

—কেন ?

—এখানে সকলের জায়গা হবে না। আর একটু দূরে, ধরো টালিগঞ্জ বা যাদবপুরের দিকে একটা বড় দেখে ফ্ল্যাট আমরা নিতে পারি। ভাড়া বেশী হবে, তুমি বলবে, তোমার অফিস থেকে ভাড়া দিচ্ছে। তোমার বাবা এখন একশো পাঁচ টাকা ভাড়া দিচ্ছেন, যেটা তাঁর কাছ থেকে নেবে। আর যেটুকু টানাটানি হবে, সেটা আমি কষ্ট করে পুষিয়ে নেবো। বুনবুন বড় হয়ে গেছে, এখন আমি অনায়াসে একটা চাকরি করতে পারি। অন্তত কোনো স্কুলে।

—আবার আমরা এক সঙ্গে থাকবো ?

—হ্যাঁ।

—তুমি পারবে ?

—নিশ্চয়ই পারবো।

দেবকুমার ছোট করে হাসলো। অনুরাধার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, মণি, আমার চেয়ে তুমিই বেশী চিন্তিত দেখছি। কিন্তু তুমি এরকম চাইছো কেন ? আমার বাবা মা বস্তিতে থাকলে তোমার বাপের বাড়ির লোকেরা নিন্দে করবে, এই জন্য ?

—হ্যাঁ, সেটাও একটা কারণ। আমার বাবা-মা সব দোষটা আমার

BanglaBook.org

ঘাড়ে চাপাবেন। শুধু আমার বাবা-মা কেন, বন্ধু বান্ধব, তোমার অফিসের লোকজন সবাই নানারকম কথা বলবে। বাবা বখন জেদ ধরেছেন।

বিয়ের পর মেয়েদের দুটি করে মা এবং দুটি করে বাবা হয়ে যায় বলে কথাবার্তার সময় ঠিক বোঝা যায় না, কার বাবার কথা বলা হচ্ছে।

—কার বাবা ?

—তোমার বাবা। বোঝাই যাচ্ছে, উনি আমাদের সবাইকে জব্দ করতে চান. তাই আগে থেকে কারুকে কিছু জানাননি। কিন্তু আমরাই বা ওঁর কাছে জব্দ হবো কেন ? আমরা আবার ওঁকে জোর করে ফিরিয়ে আনবো। শোনো, বস্তিতে থাকার ব্যাপারে আমার কোনো স্নবারি নেই, লোকে কী বলে না বলে তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আমি কোনোদিন কারুর কথা গ্রাহ্য করিনি। আমি চাই মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছে মতন জীবন কাটাবে। তোমার বাবা যদি শখ করে বস্তিতে থাকতে চাইতেন, তাতে আমি মোটেই আপত্তি করতুম না। আমি রোজ ওঁর সঙ্গে বস্তিতে গিয়ে দেখা করে আসতুম। কিন্তু উনি জোর করে মাকে, জাপানী-টোটোকে ওখানে থাকতে বাধ্য করেছেন কেন ? যখন অন্য উপায় আছে ! উনি যদি অন্যদের জব্দ করতে চান, তাহলে আমরাই বা ওঁকে ছাড়বো কেন ?

দেবকুমারকে যেন আজ হাসিতে পেয়েছে। সে বেশ উপভোগের সঙ্গে ফুলে ফুলে হাসতে লাগলো।

—তুমি হাসছো ?

—মণি তোমার উদ্দেশ্য খুব মহৎ তুমি সেন্টিমেন্ট দেখাতে চাও না বলে সোজাসুজি বলবে না, আসলে তুমি চাও, শাশুড়িদের সাহায্য করতে। তাঁদের আবার ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু তুমি একটা জিনিস শুধু বুঝে দেখোনি। বাবা রাজি হবেন কিনা। আমি আমার বাবাকে তো চিনি। উনি কিছুতেই রাজি হবেন না। কিছুতেই না।

BanglaBook.org

—তাহলে ওঁর জেদ নিয়ে উনি একা থাকুন। অন্য সবাইকে নিয়ে আসবো আমরা।

—এবার প্রশ্ন, বাবাকে ছেড়ে আসতে মা রাজি হবেন কি না। মায়ের পক্ষে সেটা স্বার্থপরতা হবে না? মাও যদি আসতে না চান, তাহলে কি তুমি বলবে জাপানী-টোটোকে নিয়ে আসতে?

আলোচনা আর বেশিদূর এগোল না। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো অনুরাধা।

কিন্তু দেবকুমারের ঘুম এলো না। বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় সে একা একা কাঁদছিল। একটু আগেই হাসছিল অনুরাধার কথা শুনে। কোনোটাই স্বাভাবিক নয়। মনের এরকম প্রচণ্ড আলোড়ন থাকলে ঘুম আসবে কী করে।

সে উঠে গিয়ে ঘাড়ে একটু জল দিল। সিগারেট ধরালো আর একটা। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে টেবল ল্যাম্প জ্বেলে কলম খুলে লিখতে বসলো।

দেবকুমারের চিঠি :

বাবা,

অনেক দিন পর আপনাকে আমি চিঠি লিখছি। যতদূর মনে পড়ে, এর আগে আমি আপনাকে দুটো চিঠি লিখেছি। একটা আমার তেরো-চোদ্দ বছর বয়েসে, একদিন আপনি আমাকে ভুল কারণে খুব মেরেছিলেন বলে আমি আসল কারণটা জানিয়েছিলাম। আর একবার লিখেছিলাম আমার বিয়ের আগে, অনুরাধার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যাপারে আপনি আপত্তি তুলেছিলেন বলে। ছেলেবেলা থেকেই আপনার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আমার বক্তব্য ঠিক মুখে প্রকাশ করতে পারি না।

আমাদের এতদিনকার পুরোনো ভাড়া বাড়ি আপনি এক কথায় ছেড়ে দিলেন জেদ না অভিমান না রাগ, কিসের বশে তা আমি ঠিক

BanglaBook.org

জানি না। যদিও ও বাড়ি ছাড়বার কোনো প্রয়োজন ছিল না। হাইকোর্টে মামলার শেষ পর্যায়ে কিছুদিন আপনি অসুস্থ ছিলেন, তখন ছেলে হিসেবে আমাদের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। মায়ের কাছে শুনেছি, আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি বলে আপনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে, ও বাড়ি থাকলো না গেল, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাকে তখন অফিসের জরুরী কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম টোটো যাবে। টোটোর এখন একুশ বছর বয়েস হয়েছে, সে অনেক কিছুই বোঝে, সুতরাং তার ওপর নির্ভর না করার কোনো কারণ নেই। আমি টোটোকে সেই মর্মে বলেও গিয়েছিলাম বারবার। কিন্তু টোটো যায়নি। আপনি ভাবতে পারেন যে টোটোর ওপর কাজটা চাপিয়ে আমি দায়িত্ব এড়িয়েছি কিন্তু আমরা যে-ধরনের অফিসে কাজ করি, সেখানে জরুরী কাজ পড়লে আর সব কিছু ফেলে সেই কাজে যেতেই হবে। নইলে কম্পানি কক্ষনো ক্ষমা করে না। আমার সহকর্মী নাগরাজনের স্ত্রীর বাচ্চা হবার সময় সে কাছে থাকতে পারেনি। কম্পানির কর্তারা বলেছিল, নার্সিংহোমে ঠিক করা আছে, সেখানে তার স্ত্রী যাবে, ভালো ভালো ডাক্তাররা দেখাশুনো করবে, নাগরাজনের উপস্থিত থাকার তো কোনো দরকার নেই। সেবার নাগরাজনের প্রথম সন্তানটি মারা যায়। অবশ্য, নাগরাজন উপস্থিত থাকলেও বাচ্চাটি মারা যেতে পারতো, আমরা সবাই নাগরাজনকে এই কথাই বুঝিয়েছি।

বাড়ি বদলাবার সময় একটা খাতা, যাতে আপনি ডায়েরির মতন কিছু কিছু লিখেছেন সেটা অনুরাধার চোখে পড়ে। সেই খাতাটা অনুরাধা নিয়ে এসেছিল, পরদিনই আবার নতুন বাড়িতে রেখে এসেছে। আপনার ডায়েরি পড়া আমাদের পক্ষে খুবই অন্যায়, সে জন্য আপনার পায়ে ধরে আমি ও অনুরাধা ক্ষমা চাইছি। অনুরাধার

BanglaBook.org

কৌতূহল বেশী, পাতা উল্টে কয়েক জায়গায় আমাদের উল্লেখ দেখেই সে খাতাটি নিয়ে এসেছিল।

বাবা, আমি যখন স্কুল ফাইন্যাল পাস করি, তখন আমি ঠিক করেছিলাম রাত্রের কলেজে কমার্স পড়বো আর দিনের বেলা একটা চাকরির চেষ্টা করবো। স্কুল ফাইন্যালে আমার রেজাল্ট ভালো ছিল, একটা যা-হোক চাকরি আমি পেয়ে যেতে পারতাম তা হলে নিজের পড়ার খরচ চালিয়ে নিয়ে আমি সংসারেরও সাহায্য করতে পারতাম কিছুটা। কিন্তু আপনি রাজি হন নি। আপনি বলেছিলেন, সাধারণ ছাত্ররা ওরকমভাবে পড়াশুনো চালাতে পারে, কিন্তু ভালো ছাত্রদের ওতে ক্ষতি হয়। স্কুলে ভালো রেজাল্ট করা সহজ, কিন্তু কলেজে এসেই ছাত্রদের আসল মেধার প[রিচ]য় পাওয়া যায়। আপনি বলেছিলেন, আমায় সংসারের কথা কিছু চিন্তা করতে হবে না, আমি যেন শুধু পড়াশুনোয় মন দিয়ে থাকি।

আপনি আমায় যে কলেজে ভর্তি করেছিলেন, সেখানে প্রায় অধিকাংশই ধনী পরিবারের ছেলেরা পড়ে। তাদের সত্যিই চিন্তা করতে হয় না সংসারের কথা। কিন্তু আমি তো চোখ বুজে থাকতে পারতাম না। আমি গোপনে একটি টিউশানি নিয়েছিলাম, সে কথাও জানতে পেরে আপনি বকে আমাকে ছাড়িয়ে দিলেন। আসলে আপনি তখন ত্যাগের নেশায় মেতে উঠেছিলেন, আপনি আত্মত্যাগ করে ছেলের উন্নতির চেষ্টা করছেন, লোকে আপনাকে ধন্য ধন্য করছে এই ব্যাপারটা আপনি উপভোগ করতেন।

(একটুক্ষণ থেমে আঙুল দিয়ে মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে এবং ভ্রূ কুঁচকে তাকাবার পর, দেবকুমার শেষ বাক্যটি কেটে দিল। বার বার এমনভাবে কলম ঘষতে লাগলো যাতে কিছুতেই আর বোঝা না যায়।)

বি. এ পরীক্ষার বছরে আমার কঠিন অসুখ হয়। সেই অসুখের

BanglaBook.org

কষ্টের মধ্যে আমার প্রধান কষ্ট ছিল এই ভেবে যে আমার জন্য প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ হয়ে যাচ্ছে। আপনি পাগলের মতন কলকাতার সব বড় বড় ডাক্তারদের ডেকে এনেছিলেন। ইস্কুল মাষ্টারের ছেলেকেও বড় ডাক্তাররা বিনা পয়সায় দেখেন না। ডাক্তাররা বলেছিলেন, আমার রিউম্যাটিক হার্ট, সারবার আশা খুব কম। তিন মাস বিছানায় পড়ে থেকে আমি আপনাকে, সর্বস্বান্ত করে দিয়েছি। সেরে উঠবার পর, সেই দুর্বল শরীরেও আমি গোপনে রাত জেগে জেগে সাঙ্ঘাতিকভাবে পড়েছি, যাতে আমার রেজাল্ট খারাপ না হয়। সে শুধু আপনাকে খুশী করবার জন্য। যাতে আমি আপনার আত্মত্যাগের মূল্য দিতে পারি।

পাস করবার পর সেবার আমি গোঁ ধরেছিলাম, কিছুতেই পড়বো না। আমার একটা মোটামুটি চাকরি পাবার যথেষ্ট যোগ্যতা জন্মে গেছে, আর পড়াশুনা করার কোনো মানে হয় না। আপনি সারা দিনরাত হাড় ভাঙা খাটুনি খাটছেন, আমি তখন একটা চাকরি করলে আপনাকে খানিকটা বিশ্রাম দিতে পারতাম। কিন্তু আপনি আমাকে নিয়ে গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। এম এ পাস আমাকে করতেই হবে। আমাকে জীবনে বড় হতেই হবে। বড় হওয়া মানে বড় চাকরি পাওয়া।

বি এ পরীক্ষার পর কয়েকমাস ছুটিতে গড়পাড়ের একটা স্কুলে কিছুদিন আমার একদা মাস্টারি জুটেছিল, অনায়াসে কয়েক মাস সেটা করতে পারতাম। কিন্তু আপনি সে কথা শুনে বললেন, মাস্টারিতে একবার ঢুকলে আর রক্ষে নেই। খবরদার, ও কাজও করিস না। যদি আর কিছু না পাস, তাহলে কালীঘাটের মন্দিরে লোকের জুতো পাহারা দিয়ে যা পাস রোজগার করবি, তবু যেন জীবনে কখনো তোকে মাস্টারি করতে না হয়।

সেই প্রথম বুঝলাম মাস্টারির ওপর আপনার কী তীব্র ঘৃণা

BanglaBook.org

অথচ সারাজীবন আপনাকে ঐ মাস্টারিই করে যেতে হলো। এর থেকে বড় ট্র্যাজেডি আর কী। মায়েরও দেখেছি, সেই রকমেই অভিমত। কোনো ইস্কুল মাস্টারই চান না, তাঁর ছেলে স্কুল মাস্টার হোক।

অথচ, আমার সত্যিকারের ইচ্ছে ছিল, মাস্টারি না হোক, এম এ পাস করে অধ্যাপনা করার। আমি খুব বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষী নই, নিরিবিলিতে জীবন কাটাতেই চেয়েছিলাম। আপনিই চেয়েছিলেন, আমি যেন কোনো বড় চাকরিতে ঢুকি। যাতে সবাই বলে, অমুক বাবুর ছেলে জীবনে কতটা উন্নতি করেছে। আপনার স্কুল কমিটির সেক্রেটারিই আমাকে এই চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। আমি তখন গভর্নমেন্টের কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। কিন্তু সেক্রেটারি বললেন, সরকারী চাকরির ভবিষ্যৎ নেই, তার চেয়ে বড় কোনো কমার্শিয়াল ফার্মের চাকরি অনেক ভালো, ট্যুরে প্রচুর পয়সা দেয়, তাছাড়া অনেক রকম সুযোগ সুবিধে। স্কুলের সেক্রেটারির উপদেশ আপনার কাছে মহা মূল্যবান, সেই জন্য আপনিও আমাকে আদেশ দিলেন সেই চাকরিতে ঢুকে পড়ার। গোড়া থেকে মাইনে খুবই ভালো।

অর্থাৎ, বাবা, আপনি এবং আপনারাই ঠিক করেছেন, আমার জীবনে কী করা উচিত, উচিত। আমার মতামতের কোনো মূল্যই দেননি। আমি যদি গোড়া থেকেই বিদ্রোহ করতাম তাতেও আপনি মনে আঘাত পেতেন। টোটোর ব্যাপারে যেমন পেয়েছেন। টোটো আমার চেয়ে অনেক বেশী তেজী, তাই সে তার যা ইচ্ছে করছে।

যে অফিসে আপনারা আমাকে ধরে বেঁধে ঢুকিয়ে দিলেন, আমাকে তো সেই অফিসের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। নইলে দু'চার মাস বাদেই যদি আমি সেখানে অযোগ্য প্রমাণিত হয়ে বরখাস্ত

BanglaBook.org

হতুম, তাহলে আপনারা দুঃখিত হতেন না? আপনার স্কুলের সেক্রেটারির মান নষ্ট হতো না?

এই সব বড় বড় কমার্শিয়াল ফার্মের অফিসার শ্রেণীর লোকেরা সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের প্রাণী। এদের বলে জেট সেট পীপ্‌ল। সাহেবদের অনুকরণ করা এক ধরণের ভাঁড়। এরা ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়ে ঘুমোয়, আবার ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে জাগে। সারাদিন পাগলের মতন কাজ করে, সন্ধ্যেবেলা থেকে ফুর্তি শুরু হয়. সেই ফুর্তির ধরন সব জায়গায় এক। দারুণ গ্রীষ্মেও এরা টাই পরে, প্যান্টের সঙ্গে চটি পরে অফিস যাবার কথা এরা কেউ ভাবতেই পারে না। এরা যেহেতু আলাদা একটা শ্রেণী, তাই এরা সব সময় কাছাকাছি থাকে, সহকর্মীদের মধ্যে সোসালাইজ করা এখানে একটা কর্তব্যের মধ্যে ধরা হয়। এই জীবনে বুড়ো বাপ-মায়ের স্থান নেই। এটা নিষ্ঠুর মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই সত্য শুধু শুধু চাপ দেবার কোনো মানে হয় না। সহকর্মীরা বাড়িতে এলে সেখানে মায়ের বাঙাল কথা মানায় না, বাবা এসে বন্ধুদের মাঝখানে বসে থাকা কি বা ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর গলা খাঁকারি দেওয়া মানায় না। রাত্তির সাড়ে বারোটা একটা পর্যন্ত পানাহার চলে, তারপর রেকর্ডে উচ্চগ্রামে ইংরেজি বাজনা, বৌরা অন্য পুরুষদের সঙ্গে নাচে, অন্য সহকর্মীদের বাড়ির পার্টিতে যদি এরকম চলে, তবে আমার বাড়িতেও মাঝে মাঝে এরকম করতেই হবে। এটাই নিয়ম।

সব অফিসারই নৃশংস, নিষ্ঠুর আর ভোগপরায়ণ নয়। বাবা মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ অনেকেরই আছে। নিজেরা আলাদা বাড়িতে থাকে, বাবা মাকে নিয়মিত টাকা দিয়ে সাহায্য করে। সেটাই সুবিধেজনক, তাতে কারুর রুচিবোধে আঘাত লাগে না, সবাই নিজের নিজের মতে চলতে পারে।

আমাদের অফিসেই আছে বীরেন্দ্রপ্রতাপ সিং, ভারী চমৎকার

BanglaBook.org

ছেলে, আপনি দেখেছেন তাকে, আপনার সঙ্গে দেখা হলেই ও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে। ওর দাদা বিহারের একজন ধর্ষিষ্ণু চাষী। এক পুরুষে এতখানি লেখাপড়া শেখার উদাহরণ সহজে দেখা যায় না; বীরেন্দ্রপ্রতাপ খুব উন্নতি করবে। ওর বাবা এখনো ঠেঙো ধুতি আর ফতুয়া পরেন, মাথায় পাগড়ি, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। ওর মা এতখানি ঘোমটায় মুখ ঢেকে থাকেন যে মুখই দেখা যায় না। তুজনেরই এখন যথেষ্ট বয়েস। বীরেন্দ্রপ্রতাপ তো কলকাতায়, তার ফ্ল্যাটে বুড়ো বাবা মাকে এনে রাখেনি, তাঁরা গ্রামেই থাকেন, বীরেন্দ্র টাকা পাঠান। বড় জোর বছরে একবার তারা কলকাতায় বেড়াতে এলে বীরেন্দ্র ছুটি নিয়ে তাঁদের চিড়িয়াখানা, ভিকটেরিয়া দেখিয়ে দেয়।

সেই জন্য, আমিও ভেবেছিলাম, আমার চাকরির দিকটা ঠিকঠাক বজায় রাখতে গেলে আমাদের পক্ষে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকাই ভালো। আমি যথাসম্ভব আপনাকে সাহায্য করবো। প্রায়ই দেখাশুনো হবে। তাহলে আমার ফ্ল্যাটে অফিসের বন্ধুদের ডেকে পার্টি দিতে কোনো অসুবিধে হবে না। আপনাকেও দেখতে হবে না যে ছেলের বন্ধুরা পাশের ঘরে বসে মদ খেতে খেতে বিলিতি বাজনা শুনছে। এটা আমি নিজে সবচেয়ে ভালো বন্দোবস্ত ভেবেই করেছি। অনুরাধার কথা শুনে নয়।

অথচ, আপনি আমাদের এই অন্য ফ্ল্যাটে চলে আসাতেই এত আঘাত পেলেন? আপনি পুরোনো মূল্যবোধ সব আঁকড়ে থাকতে চান, অথচ পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন ব্যবসায়ীদের জগতে ছেলেকে পাঠাবেন জীবিকার জন্য। তুটোকে মেলানো যে আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

আপনার ডায়েরি না পড়লে বুঝতেই পারতাম না যে আপনি সেদিন আপনার তেল মাখা অবস্থায় বুনবুনকে আদর করবার ব্যাপারটা এত গুরুত্ব দিয়েছেন। আমি সেদিন আপনার সঙ্গে রূঢ়ভাবে কথা

BanglaBook.org

বলেছি ? আমার পক্ষে আপনার সঙ্গে রূঢ় কথা বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। আপনি আগে থেকেই আমার ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন বলেই হয়তো আমার কথা আপনার কানে রূঢ় শুনিয়েছে।

আমি নিজের ইচ্ছে মতন প্রথম যে কাজটি করেছি, সেটি হচ্ছে আমার বিয়ে। আপনি সম্বন্ধ করে, জাত গোত্র মিলিয়ে বিবাহ দেওয়ায় বিশ্বাসী। অথচ আপনি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। এই সব জাতি গোত্রের ব্যাপারগুলি যে কতদূর ভূয়ো, ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ ছড়ানো আছে। যাই হোক, আপনার সঙ্গে এবিষয়ে তর্কে যাবো না। কিন্তু আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে, মানুষের পরিচয় তার জাতি, গোত্র দিয়ে হয় না। বিয়েটা সারা জীবনের ব্যাপার আমি মনে করি, পুরুষমানুষের নিজের জীবনসঙ্গিনী নিজেরই বেছে নেওয়া উচিত। মেয়েদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। আপনাদের সময়ের চেয়ে আমাদের সময়ের চিন্তা-ভাবনা অনেক বদলে গেছে। নিজের নির্বাচন করা পাত্রীকে বিয়ে করেও যদি কোনো মানুষ জীবনে অসুখী হয়, তবুও সে জানবে যে এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার নিজের, তার বাবা মায়ের নয়।

অনুরাধা তো আমাদের বাড়ীতে যথেষ্টই মানিয়ে নিয়েছিল। সে মাকে রান্নাঘরে সাহায্য করেছে, জাপানী আর টোটোকে পড়িয়েছে, আর সাধ্যমতন আপনারও সেবা করেছে। তার একটি মাত্র দোষ আপনাদের চোখে লাগতে পারে সে অত্যন্ত বেশী স্বাধীনচেতা। অন্যের জন্য সে যথাসাধ্য সেবাযত্ন করবে কিন্তু নিজের ইচ্ছেগুলিকেও চেপে রাখবে না। আমার স্ত্রীর গুণপনার ফিরিস্তি আমি দিচ্ছি না, আমি নির্লিপ্তভাবে ব্যাপারটি দেখবার চেষ্টা করছি। সে যে আমার অফিসের বন্ধুদের সঙ্গে নাচে, তার কারণ সেটাকে সে অন্যায় মনে করে না। আমিও মনে করি না।

বুনবুন জন্মাবার পর কয়েকটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আগেকার

BanglaBook.org

দিনে একভাবে বাচ্চাদের মানুষ করা হতো, এখন অন্যভাবে হয়। বিজ্ঞানই বলুন অথবা বাণিজ্যিক জগৎই বলুন, ঘন ঘন মানুষের আচার আচরণ বদলে দেয়। আমার ঠাকুর্দা কোনো দিন জুতো পায়ে দেননি, তাঁরা ছিলেন গ্রামীণ সভ্যতার মানুষ। তা বলে আমার বা আপনার পক্ষে কি এখন একদিনও খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটা সম্ভব? অশৌচের সময়ও লোকে আজকাল রবারের চটি পায়ে দেয়। আমার এক ডাক্তার বন্ধু সেদিন বললেন, গ্রামের প্রত্যেকটি চাষী যতদিন জুতো পায়ে না দেবে, ততদিন তাদের স্বাস্থ্য ভালো হবে না। খালি পায়ে হাঁটার জন্যই তাদের পেটে হুকওয়ার্ম হয়, যেগুলো পা দিয়ে ঢোকে।

যাই হোক খুব অল্প বয়স্ক শিশুদের মুখে মুখ দিয়ে আদর করা যে একটি অস্বাস্থ্যকর অভ্যেস, সেটা বহু ডাক্তারি বইতেই আছে। বুনবুনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য অনুরাধার চেষ্টার অন্ত ছিল না। খানিকটা বাতিকও জন্মে গিয়েছিল, প্রত্যেক মায়েরই এরকম কিছু কিছু বাতিক থাকে। আপনি বুনবুনকে ঠোঁটে চুমু খেতেন বলে সে শিউরে উঠতো। আমি তাকে বলতাম, আমার বাবা মাও তো এতগুলো বাচ্চাকে মানুষ করেছেন, ওঁরা কি স্বাস্থ্যের নিয়ম জানেন না? তখন সে পৃথিবী-বিখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞদের বই খুলে আমাকে দেখিয়েছে যে ঐ অভ্যেসটা কত খারাপ। আগে আমাদের কিছু হয়নি বলেই যে একটা অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার চালিয়ে যেতে হবে, তার কোনো মানে আছে?

মাকে দিয়ে এই ব্যাপারটা আপনাকে দু একবার আভাসে জানানো হয়েছিল, কিন্তু আপনার মনে থাকতো না। অনুরাধা ঐ ব্যাপারটা দেখলেই খুব ছটফট করতো। আর আমি পড়েছিলাম দোটানায়। আপনি নাতনীকে আদর করবেন, সেটা আমি নিষেধ করতে পারি না, আবার একটা অবৈজ্ঞানিক অস্বাস্থ্যকর ব্যাপারও জেনে শুনে সমর্থন করতে পারি না। বিশেষত আবার গায়ে তেল

BanglaBook.org

মেখে একটা বাচ্চাকে ধরা। অনুরাধা আমাকে বলেছিল, ছাখো, তোমার বাবাকে আমার কিছু বলা উচিত হবে না। আমি পরের বাড়ির মেয়ে এসে ওঁকে উপদেশ দিচ্ছি ভেবে উনি দুঃখ পাবেন। তুমি বরং একটু বুঝিয়ে বলো। সেই জন্যই আমি আপনাকে শুধু বলতে গিয়েছিলাম, বুনবুনের ঠোঁটে চুমু খাবেন না। আপনি সবটা না শুনেই হঠাৎ রেগে উঠলেন, আমার আর কোনো কথাই শুনলেন না। অথচ, ব্যাপারটা কত সামান্য, ঠোঁটের বদলে বুনবুনের গালে চুমু খেলেও···আসলে, বিস্ফোরণের বারুদ অনেক দিন থেকেই নিশ্চয় জমে ছিল আপনার মনের মধ্যে। অনুরাধার সঙ্গে আমার অসবর্ণ বিয়ে সত্যিই কি আপনি মেনে নিতে পেরেছিলেন? এমনকি, আপনি জোর করে আমায় চাকরিতে ঢুকিয়েছিলেন, তাতেও কি আপনি সুখী হয়েছিলেন? আপনি চেয়েছিলেন আমি ভালো চাকরি করি। কিন্তু আমি চাকরিতে ঢুকেই যে আপনার চেয়ে অনেক বেশী মাইনে পেতে শুরু করলুম তাতে কি আপনার আত্মসম্মানে একটু চিড় লাগেনি? এতদিন সংসার চলতো আপনার টাকায়, এখন ছেলে এসে যদি সংসারের অনেকখানি ভার নিয়ে নেয়, তাতেও কি একটু ব্যথা বাজে না? এই জন্যই বোধহয় পশু সমাজে বয়ঃপ্রাপ্ত, জোয়ান সন্তানদের দল থেকে তাড়িয়ে দেয়।

—আমি পড়বো একটু চিঠিটা?

অনুরাধা কখন উঠে এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে, দেবকুমার খেয়ালই করেনি। সে চমকে উঠেছিল।

অনুমতি পাবার আগেই অনুরাধা দু একটা পাতা তুলে নিল।

—নাই বা পড়লে?

পরের চিঠি বা ডায়েরি পড়তে নেই, এই ধরনের নীতি অনুরাধা মানে না। সে সবটা পড়ে শেষ করার পর বললো, কাল সকালেই হয়তো এই চিঠিটা পাঠাতে তোমার লজ্জা করবে। সেইজন্য এটা

BanglaBook.org

আমি আমার কাছে রেখে দিচ্ছি। পোস্টম্যানের বদলে আমিই তোমার বাবাকে এটা পৌঁছে দিয়ে আসবো।

—ঠিক আছে, তাই দিও।

—যদি আমার অনুরোধ শোনো, তা হলে শেষের কয়েকটা লাইন কেটে দাও। পশু সমাজের সঙ্গে মানুষ সমাজের অনেক জায়গাতেই মিল আছে। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই সেটা শুনতে পছন্দ করে না।

খুঁতখুঁতে লেখকদের মতন জেদী গলায় দেবকুমার বললো, না, যা লিখেছি, তা আর কাটবো না।

—বেশ। তোমার বাবার ডায়েরি পড়তে পড়তে একটা ব্যাপার আমার মনে পড়ে গেল। পুলিশ যখন ভীষণভাবে টোটোর খোঁজ করছিল, তখন ও কোথায় লুকিয়েছিল, তুমি জানতে ?

—না।

—তোমার বাবাও জানতেন না। তোমার মা-ও জানতেন না। শুধু আমি জানতাম। কাশীপুরের খুনের ব্যাপারটায় টোটো সত্যিই জড়িত ছিল, নিজের হাতে খুন করেনি, কিন্তু দলে ছিল সে সময়। যে খুন হয়েছিল, সে এমনই একটা জঘন্য লোক যে ও ব্যাপারে এই ছেলেগুলোকে শাস্তি দেওয়ার কোনো মানে হয় না। ওরকম জঘন্য লোক সমাজে ঘোরাফেরা করে কেন ? কেন পুলিশ আগে থেকে ওদের শাস্তি দেয় না ?

—তুমি টোটোদের দলে যোগ দিয়েছিলে নাকি ?

—না, তা দিই নি। টোটো সেই সময় হাসনাবাদে লুকিয়েছিল। একজন লোক মারফত খবর পাঠিয়েছিল, আমার কাছে। সেই লোকটিকে টোটো বলে দিয়েছিল, যেন শুধু বৌদির সঙ্গেই দেখা করে। আর কারুর সঙ্গে নয়।

—তোমার কাছে ওরা টাকা চেয়েছিল ?

—টাকা ওদের আমি দিয়েছি, ওরা চায়নি। টোটো শুধু আমাকে

BanglaBook.org

জানিয়েছিল যে ও বেঁচে আছে। কিছুদিন পরে হাসনাবাদেও পুলিশ খোঁজ করতে শুরু করে। সেখানে ওদের থাকা আর নিরাপদ ছিল না। ওদের ভাষায় জায়গাটা হট হয়ে উঠেছিল। তখন আমিই টোটোর অন্য জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।

—তুমি ব্যবস্থা করেছিলে? কোথায়? তোমার সেই পাইলট বন্ধুর ফ্ল্যাটে?

—তখন বিশ্বজিতের সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

—তা হলে কোথায়?

—আমার ছোট দাদামশাই, পুলিশের ডি আই জি ছিলেন, তুমি তাঁকে দেখো নি, রিটায়ার করে এখন মধুপুরে বাগান-টাগান করেন, তাঁর কাছে রেখেছিলাম টোটোকে। ছোট দাদামশাই আমায় খুব ভালোবাসতেন, তাই আমার অনুরোধ ঠেলতে পারেননি। পুরো আট মাস টোটো ওখানে ছিল।

—তুমি এত কাণ্ড করেছো, অথচ আমায় কিছু বলোনি?

—ইচ্ছে করেই বলিনি। বলাটা বিপজ্জনক ছিল। সেই জন্য যত কম লোক জানে, ততই ভালো। আমাদের বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ জানতো না। টোটো যে আমায় বিশ্বাস করেছিল, সে ভেবেছিল, পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করলেও আমি বলবো না, সেজন্য আমার একটু একটু গর্ব হয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ ১০ ॥

জিনিসপত্র কিছুই গোছানো হয়নি, সব এদিকে ওদিকে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। কল্যাণীদের শোবার খাটটা খুবই বড় ছিল, সেটা এ ঘরে ঢোকানো যায়নি, তাই খাটখানা খুলে উঠোনে রাখা আছে। ঘর একখানা কমে যাওয়ায় টোটো আর জাপানীকে এখন এক সঙ্গে থাকতে হয়। হঠাৎ ওদের পড়াশুনোয় দারুণ মনোযোগ এসে গেছে, সন্ধ্যের পর থেকেই বই সামনে নিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে। আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে না। পাতলা দেওয়াল পাশের বাড়ির সমস্ত কথা শুনতে পাওয়া যায়।

প্রিয়নাথ এখনো ফেরেননি। কল্যাণীর কিছু করার নেই বলে কালী সিংহীর মহাভারত খুলে নিয়ে পড়ছেন। এখানে চুপ করে বসে থাকার উপায় নেই, তা হলেই কাছাকাছি ঘরগুলি থেকে অন্য লোকদের কথাবার্তা শুনতে হয়। এখানে পারিবারিক আব্রু বলে কিছু নেই।

আজ বিকেলে কল্যাণী সমস্ত বস্তিটা ঘুরে দেখে এসেছেন। প্রথম কয়েকদিন তিনি সম্পূর্ণ ঘরের মধ্যে বন্দী হয়েছিলেন। বস্তির অন্যান্য বাসিন্দারা দারুণ কৌতূহলে তাঁদের ঘরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে, কেউ কোনো কথা বলেনি। আজই কল্যাণী ঠিক করলেন, এখানে যদি থাকতেই হয়, তাহলে এখানকার মানুষজনের সঙ্গেও মেশা উচিত। তিনি মনের গ্লানি ঝেড়ে ফেললেন।

সব এলাকাটা ঘুরে এসে তিনি বেশ বিস্মিতই বোধ করলেন। বস্তি সম্পর্কে আগে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। 'বস্তির লোক,' 'বস্তির ঝগড়া' এই ধরনের কথা অনেকেই ব্যবহার করে, কিন্তু তারা

BanglaBook.org

বস্তির আসল চিত্রটা জানে না। কল্যাণীরও এ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। কল্যাণীরও জানা ছিল না। জীবনে এর আগে তিনি কোনো বস্তির মধ্যে একবারও পা দেননি। তিনি জানতেন, বস্তিতে শুধু খুনে, গুণ্ডা, বদমাইশ ও বেশ্যারা থাকে।

এই বস্তিটা বেশ বড় অন্তত দেড়শোটি পরিবার রয়েছে। এরা অধিকাংশই সাধারণ নিরীহ মানুষ। এখানে বেশীর ভাগই মিস্তিরি, কাঠের মিস্তিরি, রঙের মিস্তিরি, কলের মিস্তিরি। এই ধরনের লোকদের কল্যাণী আগে অনেকবার দেখেছেন। বাড়ির কাজে এদের দরকার হয়, কিন্তু তারা কোথায় থাকে, সে কথা জানার কৌতূহল হয়নি আগে। এখন কল্যাণী বুঝতে পারছেন, কাঠের মিস্তিরি, রঙের মিস্তিরিরা তো ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকবে না, তারা এই রকম সস্তা ঘরেই থাকবে। এরা অনেকেই স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে আছে। আর আছে কিছু ফেরিওয়ালা, গভর্নমেণ্ট অফিসের কিছু আর্দালি পিওন, এমন কি একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকও রয়েছেন। রয়েছেন না রয়েছে? বস্তিতে থাকলেও একজন শিক্ষককে বোধহয় আপনি বলতে হবে।

কাঠের মিস্তিরি বা রঙের মিস্তিরি, যাদের বাঁধা আয় নেই, এক-একদিন কাজ থাকে, আবার এক-একদিন থাকে না, তাদের কারুর কারুর স্ত্রী কাছাকাছি বাড়িতে ঠিকে ঝির কাজ করে আসে। তাদের দেখেই সবচেয়ে অবাক হয়ে গেছেন কল্যাণী।

কল্যাণী নিজের সংসারে কোনোদিন ঝি চাকর রাখেননি, কিন্তু আগের বাড়ির দোতলায় তো ঠিকে ঝিদের দেখেছেন। তারা যেন এক একটি যন্ত্র। প্রত্যেকদিন এসেই প্রথমে ঝাঁটা দিয়ে ঘর ঝাঁট দেয়, তারপর বালতি ও ন্যাতা নিয়ে ঘর মোছে, তারপর বাসন মাজা, সব নিয়ম মাফিক, কোনোটারই এদিক ওদিক হয় না। ঠিকে ঝিরা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে, তখনও যেন কলের পুতুলের মতন তরতরে ভাব! অথচ সেই ঠিকে ঝিরাও যে এক-একটি সংসারের গৃহিণী, তা

BanglaBook.org

এই প্রথম উপলব্ধি করলেন কল্যাণী। অবিকল তো অন্য গৃহিণীদেরই মতন। তাদেরও ছেলেপুলে, স্বামী, রান্নাবান্না, ঘর গুছোনো সবই আছে। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপও হলো কল্যাণীর।

এই বস্তির মধ্যে আবার একটা প্লাস্টিকের খেলনা বানাবার কারখানাও রয়েছে। পনেরো কুড়িজন লোক সেখানে কাজ করে। কয়েকটা ঘরে ছিটের জামা সেলাই হয়। একটা ঘরে চার-পাঁচজন রীতিমতন ভদ্রলোকের মতন পোশাক পরা লোকও থাকে এক সঙ্গে, নিজেরাই রান্নাবান্না করে, এরা কাজ করে কোনো অফিসে টফিসে, সারা সপ্তাহ এখানে থেকে শনি রবিবার গ্রামের বাড়িতে চলে যায়।

একদিনেই কল্যাণীর অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে। মোটেই ভয়াবহ জায়গা বলে মনে হলো না। অবশ্য এর মধ্যে কোনোখানে দু-একজন খুনে-গুণ্ডা ঘাপটি মেরে আছে কিনা তা বোঝা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি সবাই বেশ শান্তিপ্রিয়। এত বড় বস্তিটার মধ্যে শুধু দুটি পরিবারই রাত্তিরের দিকে খুব চেঁচিয়ে ঝগড়া করে, বিশ্রী গালমন্দ দেয়। অন্যরা কেউ তাদের পছন্দ করে না, দু-একজন দূর থেকে ধমক দিয়ে বলে, আঃ, তোমরা একটু চুপ করবে?

তবে, গলিগুলো দারুণ নোংরা আর চতুর্দিকে সব সময় একটা ভ্যাপসা গন্ধ। একটু বৃষ্টি হলেই সেই গন্ধটা বেশী ছড়িয়ে পড়ে। এই গন্ধটার জন্যই মন খারাপ লাগে। কল্যাণী এই জন্য ঘরের মধ্যে সারা দিন ধূপ জ্বেলে রাখেন।

তাঁদের ঠিক পাশের ঘরেই থাকে একজন খুব বৃদ্ধ লোক। বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি, মাথায় টাক। লোকটির বয়েসের গাছ পাথর নেই মনে হয়। বুড়োটি ঘর থেকে প্রায় বেরোয়ই না, সারা দিন ঘঙর ঘঙর করে কাশে আর একা একা কথা বলে। সেটা প্রথম প্রথম বোঝা যায়নি। মনে হতো, ঠিক যেন সামনে কেউ রয়েছে, এমন কি এক-একদিন রাত্রেও মনে হয়েছে, বুড়োটি যেন কাকে বকছে।

BanglaBook.org

কিন্তু ওঘরে আর কেউ থাকে না। এখানকারই একটি তের চোদ্দ বছরের মেয়ে ওর জন্য টিউবওয়েল থেকে জল এনে দেয় আর সামনের দোকান থেকে দু বেলা খাবার আনে।

কল্যাণী অবাক হয়ে ভাবেন, বুড়োটির কি কেউ নেই? সম্পূর্ণ একা? সারা দিন ঐ ঘরে বসে থেকে থেকে বুড়োটি কি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে? তা হলে কথা বলে কার সঙ্গে? মৃত্যুর সঙ্গেই নাকি?

সওয়া দশটার সময় প্রিয়নাথ ফিরলেন। কল্যাণী উঠে পড়ে স্বামীর খেতে বসার জন্য আসন পাতলেন মেঝেতে।

—ছেলেমেয়েরা খেয়েছে?

—হ্যাঁ।

কল্যাণীও খেতে বসবেন প্রিয়নাথের সঙ্গে। খাবারের থালা বাসন গুছিয়ে নিয়ে বসামাত্র আলো নিভে গেল।

প্রিয়নাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সারাদিন খেটেখুটে আসবার পর বিদ্যুতের এই ব্যবহার কারুর ভালো লাগে না। কল্যাণী উঠে হাতড়ে হাতড়ে একটা মোম খুঁজে পেলেন, কিন্তু দেশলাই আনতে হবে সেই রান্নাঘর থেকে, উঠোনটা যা পিছল, এই অন্ধকারে যেতে ভয় করে। টোটো সিগারেট খায়, ওর কাছে দেশলাই আছে।

টোটো, রান্নাঘর থেকে একটু দেশলাইটা দিয়ে যাবি?

টোটো কাঠি জ্বালতে জ্বালতে এলো এ ঘরে। মোমটা ধরিয়ে দিয়ে গেল।

কল্যাণী দু থালায় খাবার তুলে দিতে লাগলেন।

—তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে, কল্যাণী?

—নাঃ!

—ছাখো, তোমাদের এর চেয়ে ভালোভাবে রাখা আমার সাধ্যে কুলোলো না।

BanglaBook.org

—আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। তুমিই নোংরা সহ্য করতে পারো না। পায়খানাটা একটু নোংরা থাকলে তুমি চ্যাঁচামেচি করতে।

—কী আর করা যাবে বলো। মানুষ এর চেয়েও কত কষ্টে থাকে। আমি দেখে এসেছি। তবু তো আমরা মাথা গোজার একটু জায়গা পেয়েছি—বেঁচে থাকার এমনই অদ্ভুত নেশা, মানুষ যে-কোনো জায়গায় বেঁচে থাকতে পারে।

কল্যাণীর মনে পড়লে, পাশের ঘরের বৃদ্ধটির কথা। ঐ লোকটিও বুঝি শুধু নেশার জন্যই বেঁচে আছে। এ ছাড়া জীবনে কী আছে ওর? শুধু একটা অন্ধকার ঘরে বসে থাকা, দিনের পর দিন, দিনের পর দিন…

—বউমা বিকেলে এসেছিল।

—তাই নাকি? এখানেও সে আসে?

—প্রায়ই তো আসে। তোমার সঙ্গে দেখা হয় না, হবেই বা কী করে, তুমি তো কোনো দিনই বিকেলে থাকো না।

এবার থেকে থাকবো। টিউটোরিয়ালের কাজটা আগামী মাস থেকে চলে যাবে।

সংসারের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাবেন না ভেবেও কল্যাণী চমকে উঠলেন, আপনা আপনিই জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

—বুড়ো ধুড়োদের আর রাখতে চায় না আর কি। কত শিক্ষিত ছেলেরা কাজের জন্য ঘুরছে…আমায় ঠিক ছাঁটাই করছে না ক্লাস কমিয়ে দিয়ে মাইনে ওয়ান ফোর্থ করে দিতে চায়…ও অবস্থায় টেকা যায় না। স্কুল থেকে রিটায়ার করলে দেখবে তখন টিউশানিও পাবো না…কল্যাণী, আমি যদি কোনোদিন তোমায় গাছতলায় নিয়ে রাখি, তুমি থাকতে পারবে?

কল্যাণী চুপ করে রইলেন। এ কথায় তিনি কী উত্তর দেবেন?

BanglaBook.org

একটু বাদে তিনি বললেন, বৌমা তোমায় একটা চিঠি দিয়ে গেছে।

—কার চিঠি ?

—তোমার। দেবু তোমাকে লিখেছে।

প্রিয়নাথ একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। দেবুর নাম উচ্চারিত হলেই তার বুকের মধ্যে একটা অভিমানের কুয়াশা এসে যায়। দেবুর ছেলে বেলার চেহারা মনে পড়ে। মাথার বাঁ দিকে পাট করে চুল আঁচড়াতো। কী সরল সুন্দর মুখ।

—কী লিখেছে সে ?

—আমি পড়িনি। খাম একটা।

এখন আলো নেই, সে চিঠি পড়া যাবে না। প্রিয়নাথ খুব একটা আগ্রহও দেখালেন না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে উঠে গেলেন। হাত মুখ ধুয়ে এসে মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ে বললেন, আ— সে শব্দটা আরামের নয়, দুঃখের নয়, অভিমানের নয়, অন্যরকম একটা কিছু।

পাশের ঘরে দুখানি খাট কোনোরকমে আঁটানো গেছে। মাঝখানে মাত্র এক চিলতে জায়গা। সেখানে একটা কাঠের টুলে মোমবাতি রাখা।

টোটো জিজ্ঞেস করলো ছোড়দি, তুই এখনো পড়বি ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে মোমবাতিটা তোর ওদিকে নিয়ে রাখ। আমি ঘুমোবো।

সঙ্গে সঙ্গে টোটো চট করে নিজের গালে এক চড় কষালো। ঠিক তালে তাল মিলিয়ে জাপানীও চড় মারলো নিজেকে। আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক ঝাঁক মশা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আগে ওরা যে বাড়িতে ছিল, সেখানে তিনতলায় মশার কোনো বালাই ছিল না।

BanglaBook.org

এতদিনের সংসারে কল্যাণী কখনো মশারি কেনেনি। এবার কিনতেই হবে, সামনের মাসে।

ওবাড়ি থেকে আনা তিনটে পাখা অব্যবহার্য হয়েই থাকতো। কিন্তু সিলিং-এর কাঠের শালবল্লার সঙ্গে লোহার এস জুড়ে টোটো অনেক কায়দা করে দু ঘরে দুটো পাখা টাঙিয়েছে। বাকি পাখাটা সে বেচে দিয়েছে বাবাকে কিছু না বলেই। দু ঘরের পাখা দুটো যখন চলে, তখন ওপরের শালবল্লাটা এমন নড়ে যে ভয় হয়, হঠাৎ বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। টোটো অবশ্য বলে, কিছু হবে না। এমনিতে হাওয়া চলাচলের কোনো পথ নেই বলে ঘরগুলোতে অসহ্য গরম। রাত্তিরবেলা টোটোর ভালো করে ঘুমোনো চাই-ই, ঘুমের ব্যাঘাত হলে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

—আমাদের ও বাড়িতে এত হাওয়া ছিল যে লোডশেডিং-এর সময়ও গরম লাগতো না।

জাপানী বললো ঘুমোবি বলছিলি আবার বকবক করছিস কেন? আমায় পড়তে দে!

তখন টোটো ঠিক করলো জাপানীকে সে জ্বালাতন করবে। উঠে বসে সিগারেট ধরালো। জোরে কথা বললে পাশের ঘরে বাবা-মা শুনতে পাবেন বলে সে ফিসফিস করে বললো, তুই শর্মিলাদির দাদার সঙ্গে প্রেম করছিলি না? এই বস্তিতে থাকিস শুনলেই দেখবি প্রেম চটে যাবে।

শর্মিলার দাদা হিরণ্ময়ের সঙ্গে মাত্র দু-একদিন চাইনিজ রেস্তোরাঁয় খেতে গেছে জাপানী, তাও সঙ্গে আরও দু-তিনজন ছিল। সেও তো এক বছর আগে। টোটো বোধহয় দেখে ফেলেছে আর অমনি ভেবেছে প্রেম। এই বাচ্চা ছেলেগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না।

—তুই তা হ'লে কী করবি? তুই বুঝি বস্তির মেয়েদের সঙ্গেই প্রেম করবি?

BanglaBook.org

—আমি তো এখানে থাকছিই না। এই মশা, গরম, চারদিকে পেচ্ছাপের গন্ধ, এর মধ্যে আমার পোষাবে না।

জাপানী একটু ভয় পেয়ে গেল। দাদার মতন টোটোও পালাবে? টোটোকে কিছু বিশ্বাস নেই।

—তোরা ছেলেরা সবাই কাওয়ার্ড। তোদের দয়া মায়া, ভালোবাসা তো কিছু নেই-ই, কৃতজ্ঞতাও নেই।

—তুই যে সব ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করিস, তারাও এই দলের বুঝি?

—টোটো, মুখ সামলে কথা বলবি।

—রেগে যাচ্ছিস কেন, ছোড়দি।

—কেন আমার পড়ায় ডিসটার্ব করছিস। বাবাকে ডাকবো?

—কিস্যু লাভ নেই। বাবা তো আমায় বকুনি দেওয়া ছেড়ে দিয়েছেন! আজকাল মারধোর বকুনি সব স্টপ। বাবা তো বলেই দিয়েছেন ইচ্ছে মতন চরে খাও।

—তাই চরে খা না। আমায় পড়তে দে।

—ঠিক আছে, পড় বাবা, পড়। আমার দ্বারা পড়াশুনো হবে না। বাবা আমায় জোর করে পড়াবার চেষ্টা করলে কী হবে, দাদার মতন আমার মাথা নেই। আমি কারখানায় কাজ নিলে ভালো পারতুম।

—সে রকম একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারিস না! তাহলেও তো বাবার একটু সাহায্য হতো।

—তার চেয়ে অনেক ভালো কাজ ঠিক করেছি। আমি আর্মিতে চলে যাচ্ছি।

—অ্যাঁ?

—সব প্রায় ঠিকঠাক। বউদির ছোটদাদু যদি আমায় পুলিশ রেকর্ডটা ঠিক করে দেয়, তাহলে সিওর চান্স পেয়ে যাবো। সামনের মাসের ফিফটিন্থ!

BanglaBook.org

—তুই মাকে কিংবা বাবাকে কিছু বলিসনি ?

—এসব কাজ বাপ মাকে বলে হয় না। টিপিক্যাল বাঙালী মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট, আর্মিতে গেলেই যেন লোকে মরে যায়। কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে লোকে মরে না ?

—বৌদি জানে ?

—হ্যাঁ, শুধু বৌদি জানে। বৌদি কারুকে বলবে না আমি জানি। তুই এখন মায়ের কাছে গিয়ে চুকলি কাটলেও কোনো লাভ নেই। আমি যাবোই। এ কথাও জেনে রাখ, আমি যাচ্ছি, তোদের ভালোর জন্য। সিমলা বা ডেরাডুন-ফেরাডুন কোথাও চলে যাবো, আর্মির লোকদের থাকার খাওয়ার খরচা প্রায় কিছুই লাগে না। মাইনের সব টাকাটা পাঠিয়ে দেবো মায়ের কাছে। তখন তোরা আবার এই বস্তি ছেড়ে উঠে যাবি ভালো বাড়িতে। বাবা আমার টাকা রিফিউজ করতে পারবেন না। কোনো মরাল গ্রাউণ্ড নেই। আমি তো দাদার মতন বউ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাইনি। দাদার মতন পেটি বুর্জোয়ারা এই রকমই করে। ওরা শুধু নিজের কমফর্ট বোঝে।

—তুই দাদার সমালোচনা করছিস ? দাদার মতন মানুষ হয় ? দাদা যা করেছে ঠিকই করেছে। তুই তো বড় বড় বিপ্লবের কথা বলিস, সেই তুই-ই এখন আর্মিতে চাকরি নিচ্ছিস ! লজ্জা করে না।

—তুই এসব বুঝবি না রে ছোড়দি। আর্মিতে ঢুকছি, তার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আমরা অনেকেই যাচ্ছি। আর্মিতে ঢুকে আমরা রেভোলিউশান করাবো। আর্মিকে হাতে না পেলে কোনো দেশে বিপ্লব সফল হয় না। আমি যখন ফিরে আসবো, তখন কলকাতা শহরে আর একটাও বস্তি থাকবে না। সারা দেশের কোথাও থাকবে না, আমরা মার্চ করে ঢুকবো, ধ্বংস স্তূপের ওপর গড়ে তুলবো নতুন সমাজ…

কাছেই একটা ঘর থেকে একজন স্ত্রীলোক কেঁদে উঠলো ও একজন

BanglaBook.org

পুরুষ বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দিতে লাগলো বলে থেমে গেল ওদের কথাবার্তা।

একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো টোটো। সে ঘুম তেমন গভীর নয়। মশার জ্বালায় ও গরমে সে বার বার ছটফটিয়ে উঠছে, ঘুমোতে ঘুমোতে মাথাটা নাড়ছে এদিক ওদিক। সেদিকে চেয়ে হঠাৎ এক দুর্লভ মায়া জাগলো জাপানীর মনে। যদিও দুই পিঠোপিঠি ভাইবোনে অহি-নকুল সম্পর্ক, তবু আজ জাপানীর মনে হলো এই গোঁয়ার ছোট ভাইটা সত্যিই হয়তো অনেক দূরে চলে যাবে। সে তার কেমেস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালের চওড়া বাঁধানো খাতাটা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো টোটোকে।

এখানে উঠে আসার পর জাপানী তার বন্ধু বান্ধবীদের কারুর সঙ্গেই দেখা করেনি একদিনও। এক এক সময় তার এত লজ্জা করে যে ইচ্ছে হয় আত্মহত্যা করতে। সে বাবার এই জেদটাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না কোনোদিন। বাবা তার জীবনটা নষ্ট করে দিলেন। জাপানী আর কোনোদিন কোনো ভদ্র ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারবে না। কোনোরকমে পার্ট টু পরীক্ষাটা দিয়েই সে দূরে কোথাও স্কুল মাস্টারি নিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করবে।

বিকেলবেলা গলির মোড়ে হঠাৎ জাপানী থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে একটি পাষাণ মূর্তি। পায়জামা পাঞ্জাবি পরা একজন দীর্ঘকায় পুরুষ মাঝে মাঝে বড় রাস্তার দোকানের সাইন বোর্ড পড়তে পড়তে এদিকেই আসছে।

জাপানী একবার ভাবলো, পেছন ফিরে দৌড়ে পালিয়ে যাবে, তাদের অন্ধকার ঘরে গিয়ে লুকোবে। ঐ বস্তির মধ্যে তার চেনা কেউ কোনোদিন তাকে খুঁজে পাবে না। পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারলো, সেটা ভুল।

BanglaBook.org

তিমির দাশগুপ্ত কাছে এসে বললেন, বাঃ, তুমি বেশ মেয়ে তো। বাড়ি বদলেছো, সে কথা আমাকে জানাওনি?

জাপানীর বুক কাঁপছে। এই মানুষটাকে দেখলেই তার যে কেন এমন হয়। সে কোনো কথা না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

তিমির দাশগুপ্ত বললেন, তুমি ঠিকানা দিয়েছিলে, তোমাদের সেই আগের বাড়িতে গিয়ে ঘুরে এলাম। ওরা নতুন বাড়ির ঠিক ঠিকানা বলতে পারে না, বললে, মানিকতলার এদিকে কোথায় যেন, শেষ পর্যন্ত পোস্ট অফিসে গিয়ে ঠিকানা পেলাম।

জাপানী ভাবলো, পরিতোষদারা কি বলে দিয়েছে, মানিকতলার দিকে কোন বস্তিতে? তা জেনেও তিমির দাসগুপ্ত এসেছেন?

—তুমি আমাদের ওখানে আর তো গেলে না। তোমাদের পরীক্ষা তো দেড় মাস পিছিয়ে গেল। আরও পিছোবে কিনা কে জানে। চলো, তোমাদের বাড়িতে চলো।

—না!

তিমির দাশগুপ্ত সরল বিস্ময়ে বললেন, আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে না?

—না। আপনি বড় দেরি করে ফেলেছেন।

—হ্যাঁ। আমি যেদিন আসবো বলেছিলাম আসতে পারিনি, আমরা আবার একটা কল শো-তে বাইরে গিয়েছিলাম, রিহার্সালও ত্যাচারালি বন্ধ ছিল কয়েকদিন, এবার আবার জোরদার করে শুরু হবে …আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে না কেন?

—কী হবে আর?

—আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করবো।

—তার আর কোনো দরকার নেই।

তিমির দাশগুপ্ত একটু থতমত খেয়ে গেলেন। জাপানীর গাঢ় স্বর

BanglaBook.org

শুনে তিনি ভুল বুঝে বললেন, তার মানে? তোমার বাবা কি…মারা গেছেন?

জাপানীর এক ঝলকের জন্য মনে হলো, বাবা মরে গেলেই বুঝি ভালো ছিল। পরক্ষণেই সে নিজেকে তীব্র ভৎ'সনা করলো। ছিঃ।

—না, আমার বাবা মারা যাননি। কিন্তু উনি যদি রাজিও হন, তবু আমি থিয়েটার করবো না। কিছুতেই না।

—আমি এতদিন আসিনি বলে তুমি রাগ করেছো বুঝি?

জাপানীর ইচ্ছে হলো, তিমির দাশগুপ্তের বুকে মাথা রেখে কাঁদে। তিমির এক্ষুণি একটা ট্যাকসি ডেকে তাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারে না? গঙ্গার ধারে সেখানে ওর পাশে বসে জাপানী শুধু কিছুক্ষণ কাঁদবে। এইটুকু যদি দয়া করে তিমির, তাহলে তার বদলে সে যা চাইবে, জাপানী তাই দেবে।

জাপানীকে চুপ করে থাকতে দেখে তিমির দাশগুপ্ত আবার বললেন, ঠিক আছে, থিয়েটার না করতে চাও করবে না। কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ করতে ক্ষতি কী? চলো, তোমাদের বাড়িতে চলো, এক কাপ চা তো অন্তত খাওয়াবে।

—তিমিরদা, আমাদের কোনো বাড়ি নেই।

—বাড়ি নেই মানে? এই তো একটা ঠিকানা রয়েছে।

—সেখানে আপনাকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

—কেন, আমি কি কোনো ভি আই পি নাকি? চলো, চলো—

—তিমিরদা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—হ্যাঁ করবে। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন। তোমাদের বাড়িটা আমি একটু দেখতে চাই। সেখানে বসে কথা বলা যেতে পারে।

—আমাদের ওখানে আপনাকে বসাবার তেমন কোনো জায়গা নেই। তার আগে আমার কথাটা শুনুন। আপনার কি সত্যিই ধারণা আমার দ্বারা নাটকের অভিনয় সম্ভব।

BanglaBook.org

—নিশ্চয়ই সম্ভব।

—তা হলে আমি পরীক্ষা দিতে চাই না, আজ থেকেই আপনাদের দলে যোগ দেবো। আমি আর বাড়ি ফিরতে চাই না, আপনি আমাকে একটা থাকার জায়গা দিতে পারেন?

তিমির দাশগুপ্ত তক্ষুনি কোনো উত্তর দিলেন না। মঞ্চের ওপরে তাঁর বিখ্যাত ভঙ্গিতে তিনি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন জাপানীর দিকে। তারপর কড়া গলায় বললেন, শোনো, আমরা সিরিয়াসলি নাটক করার চেষ্টা করছি, প্রেমের আখড়া খুলিনি। আমাদের দরকার কিছু ডেডিকেটেড নাট্যকর্মীর, ঘর পালানো ছেলে মেয়েদের নয়।

—ও!

—চলি!

—আচ্ছা!

—বাড়ি যাও, ভালো করে মন দিয়ে পড়াশুনো করো।

—আপনার উপদেশের কোনো দরকার নেই আমার। আপনারা গ্রামের মেয়ের দুঃখ নিয়ে নাটক করতে পারেন, আর কলকাতার একটি বস্তির মেয়ে আপনাদের কাছে সাহায্য চাইলে আপনারা মুখ ফিরিয়ে চলে যান।

—তোমার কী হয়েছে বলো তো? মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? এই বস্তিতে তোমরা এখন থাকো? বেশ তো. বস্তিতে কি মানুষ থাকে না?

—থাকবে না কেন? কিন্তু আমি থাকতে চাই না। যেমন আপনি সেখানে থাকতে চান না।

—ত্যাখো জাপানী, আমাদের এমনিতেই অনেক সমস্যা আছে, আর সমস্যা বাড়িও না।

—বুঝেছি, আপনি এখন পালাতে পারলে বাঁচেন।

BanglaBook.org

—আমি তোমাকে কোথায় থাকার জায়গা দেবো? তা ছাড়া তুমি হুট করে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে চাইলেই বা।

—কেন, আপনার বাড়িতে আমার জায়গা হতে পারে না?

—আমাদের বাড়িতে?

তিমির দাশগুপ্ত হাসলেন। জাপানী যেন একটি অতি বাচ্চা মেয়ে, এইভাবে তার দিকে সস্নেহে চেয়ে তিনি বললেন, আমাদের বাড়িতে কত লোক তুমি জানো? তা ছাড়া সেখানে তোমায় নিয়ে গেলে—

জাপানীর মাথার মধ্যে চড়াৎ করে উঠলো, একটা কথা সে ভেবেই দেখেনি আগে। তিমির দাশগুপ্তর বিয়ে হয়ে গেছে কিনা, সে জানে না। যদি বিয়ে নাও হয় তবু তিনি একজন খ্যাতিমান সুপুরুষ। এর আগে কি আরো অনেক মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়েনি। কিংবা তিনিও কয়েকজনের? এতদিন ধরে কোনো পুরুষ মানুষ কি খালি থাকে? সেদিন যে প্রভাতী নামে মেয়েটি ওঁর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছিল।

লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে জাপানী বললো, না, না, আমি সত্যিই পাগলের মতন উল্টো পাল্টা বকছি। আপনি যান—

তিমির দাশগুপ্ত সহাস্য মুখে বললেন, আমি আজ যাচ্ছি। কিন্তু আমি আবার আসবো। তুমি একটা পাগল মেয়ে ঠিকই, তবু তোমাকে আমার ভাল লেগেছে।

BanglaBook.org

॥ ১১ ॥

সকালবেলা চোখের সামনে খবরের কাগজটা লম্বা করে মেলে ধরেছে দেবকুমার, রবিবার সকালটা তার অনেকক্ষণ ধরে কাগজ পড়া অভ্যেস, সেই জন্য দু তিনটে কাগজ রাখে। অনুরাধা বিছানা থেকে বালিশের ওয়াড়গুলো খুলছে। এটা তারও রবিবারের কাজ। পাশের ঘরে ছুটো-ছুটি করছে বুনবুন। কোথা থেকে সে একটা বিড়ালের ছানা ধরে এনেছে। বেড়াল ঘাঁটাঘাঁটি করলে ডিপথিরিয়া হতে পারে বলে আপত্তি জানিয়েছিল দেবকুমার, কিন্তু অনুরাধা বেড়াল পছন্দ করে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল যে বুনবুনের সেরকম কোনো ভয় নেই, কারণ ওর ট্রিপল অ্যান্টিজেন নেওয়া আছে। অনুরাধার সব দিকে খেয়াল থাকে।

কাগজ থেকে মুখ তুলে দেবকুমার জিজ্ঞেস করলো, তোমার সেই পাইলট বন্ধুর পদবীটা কী যেন?

—ঘোষাল। কেন?

—খারাপ খবর আছে।

সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধা চোখের সামনে দেখতে পেল একটা জ্বলন্ত বিমান আকাশ থেকে ঘুরতে ঘুরতে নামছে, আর তার থেকে ছিটকে ছিটকে পড়ছে মানুষের হাত, পা।

—কী হয়েছে, দেখি!

কাগজের প্রথম পাতার নীচের দিকে বেশ বড় হরফেই আছে খবরটা। আরবদেশে একটি বিমান আকাশে ছিনতাই করেছিল সন্ত্রাস-বাদীরা। সেটা শেষ পর্যন্ত ত্রিপোলিতে নামে। কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আলোচনার ছুতোয় বিমান-বন্দরের রক্ষীরা সন্ত্রাসবাদীদের ওপর গুলি চালায়।

BanglaBook.org

এরকম ঘটনা ইদানীং এত বেশী ঘটছে যে খবর হিসেবে একঘেয়ে হয়ে গেছে। সবাই সবটা পড়ে না। তবু দেবকুমার খুব মন দিয়ে পড়ছিল, এমনকি শেষের আহতদের তালিকা পর্যন্ত।

খবরের হেডিংটুকু দেখেই অনুরাধা সাদা মুখে জিজ্ঞেস করলো, মরে গেছে ?

—না। সম্ভবত না। ক্রস ফায়ারে পড়ে একজন ইণ্ডিয়ান পাইলট গুরুতর আহত, এই কথাই লিখেছে।

বিশ্বজিৎ প্রায় চার মাস আসেনি, গত এক মাস কোনো চিঠিও লেখেনি। সাধারণত সে অনুরাধাকে চিঠি লেখে তার নিজের ফ্ল্যাটের ঠিকানায়, অনুরাধা মাঝে মাঝে গিয়ে লেটার বাক্সটা দেখে আসে।

বিশ্বজিৎ বলেছিল, হঠাৎ হয়তো দেখবি, আমি আর ফিরলামই না। আমার আর কোনো খোঁজই পেলি না। আমি তো উড়নচণ্ডী, একদিন উড়তে উড়তেই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবো।

অনুরাধা একটু পাশ ফেরা অবস্থায় জানালার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দেবকুমার জানে, অনুরাধা ডুকরে কেঁদে উঠবে না। ঐরকম ভাবেই হয়তো দাঁড়িয়ে থাকবে অনেকক্ষণ।

সে অনুরাধার হাত ধরে কাছে টেনে বললো, ইস্ !

অনুরাধা অন্যমনস্ক গলায় বললো, কী জানি এখনো বেঁচে আছে কি না।

—নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে। প্রথমে যখন কিছু হয়নি ও যা সাহসী, নিজেই হয়তো ডাকাতদের ধরতে গিয়েছিল।

—রেডিওতে ওদের খবর বলবে না ?

ছোট রেডিওটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে অনুরাধা কাঁটা ঘোরালো। এখন খবরের সময় নয়, এখন গান, এইরকম মনের অবস্থায় গান শুনলেও গা জ্বালা করে। অনুরাধা কষ্ট করে রেডিওটা বন্ধ করে দিল।

BanglaBook.org

—আমার যদি টাকা থাকতো, আমি তোমাকে আজই ত্রিপোলিতে পাঠিয়ে দিতাম। তুমি ওর সেবা করতে পারতে।

অনুরাধা গভীর বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে দেবকুমারের দিকে তাকালো। দেবকুমারের কথায় কি ব্যঙ্গের সুর আছে? একজন মানুষ মুমূর্ষু কিংবা এতক্ষণ বোধহয় মরেই গেছে, তার সম্পর্কে কেউ ব্যঙ্গ করতে পারে?

দেবকুমার আবার বেশ কোমলভাবে বললো, বিদেশ বিভুঁইয়ে একদম একা, কোনো আত্মীয়স্বজন নেই, অথচ এই সময় কারুকে দেখতে ইচ্ছে করে।

অনুরাধা বললো, ওর মা খবর পেয়েছেন কি না কে জানে। ওঁদের ওখানে বিকেলে কাগজ যায়।

—ওর মায়ের পক্ষে এখন খবরটা না জানাই তো ভালো। শুধু শুধু চিন্তা করবেন। বরং তোমার মতন কেউ এখন বিশ্বজিতের পাশে থাকলে ওর অনেক ভালো লাগতো। তোমার যেতে ইচ্ছে করছে না? অনেক টাকার ব্যাপার।

—সম্ভব হলে আমি নিশ্চয়ই যেতাম।

তারপর একটু থেমে, স্বামীর দিকে শান্ত, নিষ্পলক দৃষ্টি ফেলে অনুরাধা বললো, আমি বিশ্বজিৎকে ভালোবাসি।

—জানি।

এরপর কিছুক্ষণ দুজনেই সম্পূর্ণ চুপ। একটু বাদে দেবকুমার বললো, সিগারেট-দেশলাই দাও তো, ঐ যে ওখানে আছে।

—তুমি কি চাও আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?

—কোথায় যাবে! হঠাৎ একথা!

তুমি আমার দিকে তাকাও। অন্যদিকে চেয়ে আছো কেন? তুমি কি বলতে চাইছো, আমি বুঝতে পারছি না। তুমি বারবার বলছো কেন, ওকে দেখবার জন্য আমার ত্রিপোলিতে যাওয়া উচিত।

BanglaBook.org

—এটাই কি স্বাভাবিক নয়! মানুষ সব কিছু পারে না, কিন্তু ইচ্ছেটাকে তো বাধা দেওয়া যায় না। তোমার কি ওর কাছে যেতে ইচ্ছে হয়নি!

—আমি বিশ্বজিৎকে ভালোবাসি, সেটা লুকোবার কিছু নেই।

—হয়তো ওর সারা বুকে এবং মাথায় ব্যাণ্ডেজ, হাসপাতালের খাটে শুয়ে একটু আগে জ্ঞান ফিরে এসেছে, ব্যাকুলভাবে চাইছে এদিক ওদিক, যদি একটা কোনো চেনা প্রিয়মুখ দেখা যায়।

—আ: চুপ করো।

দেবকুমারকে যেন একটা নেশায় পেয়ে বসেছে। সে দেখতে চায়, অনেক চেষ্টা করে অনুরাধাকে কাঁদানো যায় কিনা। নিজেই হাত বাড়িয়ে সিগারেট দেশলাই নিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, তুমি রবীন্দ্র সঙ্গীত ভালোবাসো, আমীর খাঁর গলা রবিশঙ্করের বাজনা ভালোবাসো, লাল গোলাপ আর বিদেশী পারফিউম ভালোবাসো, ছেলেবেলার একজন বন্ধুকেও যে ভালোবাসবে, এতে আর আশ্চর্য কী আছে?

—আমি চলে যাবো, আজই চলে যাবো।

—কোথায়? বাপের বাড়িতে?

যে মেয়েরা নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করে, তারা কখনো বাপের বাড়িতে ফিরে যায় না। আমি নিজেই যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবো।

—কেন পাগলামি করছো, মণি? তোমার চলে যাওয়ার তো কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

—আমি জানি, তুমি আজকাল আর আমায় সহ্য করতে পারো না।

—বিশ্বজিতের জন্য? পাগল নাকি! বিশ্বজিতকে প্রথম দিন দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, ওর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলে আমি হেরে যাবো। এ পৃথিবীর বিশ্বজিতরা সব সময় জিতে যায়। ওরা প্রেমিক।

BanglaBook.org

প্রেমিকদের সঙ্গে স্বামীদের কোনো তুলনাই হয় না। ধরো, আজ যদি বিশ্বজিতরা মরেও গিয়ে থাকে, তবু ও মরবে না। বিশ্বজিতরা অমর। তোমার মনের মধ্যে ও দিন দিন আরও বড় হয়ে উঠবে। সেই জন্যই আমি চাই, বিশ্বজিৎ বেঁচে থাকুক, তোমার একজন গোপন বিশ্বজিৎ বেঁচে থাকুক, সেখানে আমার মাথা গলাতে চাওয়া উচিত নয়।

—তুমি মহৎ হবার ভান করছো।

—তুমি বিশ্বজিতকে ভালোবাসো, আমাকেও কি ভালোবাসো না?

সরাসরি এ প্রশ্নের উত্তর দিল না অনুরাধা। সে এখন একটু একলা চুপচাপ থাকতে চাইছিল, দেবকুমার কেন ঠিক এই সময়েই তার বাছা বাছা তীরগুলো ছুঁড়তে চাইছে? তার চোখ জ্বালা করছে, অভিমান এসে আটকে আছে গলার কাছে। সে বললো, তুমি আজকাল কতটুকু সঙ্গ দাও আমাকে? অফিস, অফিসের পার্টি, নয়তো টুর। কখনো বাড়িতে থাকলেও আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না। তোমার বাবা মায়ের ঐ অবস্থার জন্য তুমি মনে মনে আমাকেই দায়ী করো, জানি।

দেবকুমার হঠাৎ গর্জন করে উঠলো, তুমি আমাকেও ভালোবাসো কিনা, তার উত্তর দিলে না? এড়িয়ে যাচ্ছো?

—অসভ্যের মতন চেঁচিও না, পাড়ার সবাইকে শুনিয়ে।

—উত্তর দাও আগে!

অনুরাধা তাড়াতাড়ি এসে সুনীলদাদের বাড়ির দিকের জানলা দুটো বন্ধ করে দিল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে দেয়ালে পিঠ চেপে বললো, ভালোবাসা মানে তুমি কী বোঝ? তুমি শুধু চাইতে জানো, দিতে জানো কতটুকু?

—তার মানে, আমি একটা বর্বর! তুমি সব সময় চলে যাবো বলে আমায় ভয় দেখাতে চাও কেন? এই সংসারটা আমরা দুজনে

BanglaBook.org

মিলে গড়ে তুলিনি? তোমার জন্য আমি অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করিনি?

—জানি, এই কথাটাই তোমার মনের মধ্যে গেঁথে আছে। তুমি আমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছো! তুমি আমার জন্য বাবা মাকে ছেড়েছো। আসলে তুমি মাদারস্ চাইলড। তুমি ভাবো যে আমি চলে গেলেই সব সমস্যা মিটে যাবে। তুমি একটা বিরাট হিপোক্রিট। তুমি চাও, অফিসের পার্টিতে গিয়ে মদ খাবে, ম্যানেজারের বউয়ের সঙ্গে নাচবে, আবার নিজের বাবা-মায়ের কাছেও ভালো ছেলে হয়ে থাকবে। আর আমি শুধু মুখ বুঁজে তোমাদের সেবা করে যাবো। আমার কোনো আলাদা জীবন থাকবে না।

—আমি তোমার কোনো কাজে বাধা দিয়েছি কখনো? অকৃতজ্ঞ কোথাকার? আমি ট্যুরে বাইরে যাই, তুমি একলা থাকো, যা খুশী তাই করতে পারো।

—আর তুমি বুঝি ট্যুরে গিয়ে যা খুশী তাই করতে পারো না? তোমার বন্ধুরা ফিসফাস করে আর চাপা হাসিতে কী সব গল্প করে তা বুঝি আমি কখনো শুনিনি? সব স্বাধীনতা শুধু পুরুষদের?

অসম্ভব রেগে গেলেও দেবকুমারের মনের মধ্যে একটু কৌতুকও খেলা করছে। এই অবস্থাতেও সে ভাবছে, অনুরাধা আজ কোন জিনিসটা ভাঙবে?

কিন্তু কিছু ভাঙার বদলে অনুরাধা ঝপাৎ করে আলমারি খুলে শাড়িগুলো টেনে টেনে মাটিতে ফেলতে লাগলো, দেবকুমার উঠে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে বললো, কী হচ্ছে কী?

অনুরাধা তাকে ঠেলে দিয়ে বললো, তুমি আর আমাকে অপমান করতে এসো না। আমি আজই চলে যাবো—

ঠিক এই সময় পাশের ঘর থেকে বেশ জোরে একটা শব্দ হলো। তারপরই বুনবুনের কান্না। খাবার টেবিলের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে

BanglaBook.org

খেলতে গিয়ে বুনবুন হঠাৎ নীচে পড়ে গেছে। দেবকুমার আর অনুরাধা দু'জনেই ছুটে গেল।

বাচ্চাদের এক ধরনের কান্না থাকে, অঁা করার পর মুখটা আর বন্ধই হয় না, চলতেই থাকে। এতখানি দম থাকে না বড়দের। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গায়কদের তানের চেয়েও লম্বা ভাবে কাঁদতে পারে শিশুরা। খুব আঘাত না পেলে বুনবুন কখনো কাঁদে না এতখানি।

অনুরাধা পক্ষীমাতার মতন ঝাঁপিয়ে এসে কোলে তুলে নিল বুনবুনকে। দেবকুমারও সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়েছে! বুনবুনের যতখানি ব্যথা লেগেছে, তার চেয়েও যেন বেশী ব্যথা বোধ হচ্ছে তার শরীরে।

অনুরাধার কোল থেকে দেবকুমার বুনবুনকে নিজে নিয়ে নিল।

অনুরাধা ব্যাকুলভাবে বললো, ছাখো তো, মাথা কেটে গেছে নাকি? ইস, এই তো রক্ত পড়ছে।

অনুরাধাকে কাঁদাতে চেয়েছিল দেবকুমার, এই তো এখন জল গড়াচ্ছে অনুরাধার চোখ দিয়ে, বিশ্বজিতের দুর্ঘটনার খবর শুনেও সে এতখানি বিচলিত হয়নি।

বুনবুনকে আবার অনুরাধার কোলে দিতে গিয়ে একটু থেমে গেল দেবকুমার। কয়েক পলকের জন্য থেমে রইলো পৃথিবী। দু'জনের মধ্য দিয়ে বইতে লাগলো এক নীরব বাণীর স্রোত। যেন দু'জনেই বলতে লাগলো, কেন শুধু শুধু এই ঝগড়া, কেন শুধু শুধু ভুল বোঝা-বুঝি? তুমি কিংবা আমি কেউই বুনবুনকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। বুনবুনের সামান্য কষ্টও আমরা সইতে পারি না। বুনবুনের জন্য আমাদের দুজনকেই অনেক কিছু মেনে নিতে হবে। সন্তানের জন্য বাবা মা-কে কত কী ছাড়তে হয়!

BanglaBook.org

॥ ১২ ॥

শিক্ষক প্রিয়নাথ ও তাঁর পরিবারের সব ঘটনাই ঠিক এইভাবে ঘটেছিল কিনা তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিছু কিছু উপাদানের ওপর নির্ভর করে আমি কলমের খুশীতে এই কাহিনীটা গড়েছি।

যেমন, দেবকুমার একদিন আমাকে বলেছিল, জানেন সুনীলদা, আমি ছেলেবেলা থেকেই বাবাকে চিঠি লিখতাম, অনেক কথাই বাবাকে মুখে বলতে পারতাম না। স্কুলে একটি মাড়োয়ারীর ছেলে আমাকে একটা খুব সুন্দর কলম দিয়েছিল। কলমটা দিয়ে একটু লিখতেই সে বলেছিল, তুই ওটা নিয়ে নে। আমি কিছুতেই নিতে চাইনি, কিন্তু ও জোর করে কলমটা আমার পকেটে গুঁজে দিল, ছেলেটা ছিল একটু পাগলাটে ধরনের, এই রকম ভাবে অনেককে অনেক জিনিস দিত। পরদিন সকালেই ছেলেটার বাড়ি থেকে ওর কাকা আর দু তিনজন লোক এসে হাজির আমাদের বাড়িতে। কলমটা ঐ ছেলেটার কাকার, ও না বলে এনেছিল। ওরা এসে আমার কাছে কলমটা চাইতেই আমার বাবা একেবারে অগ্নিমূর্তি ধরলেন। বাবা ভাবলেন, কলমটা আমি চুরি করেছি। কলমটা যখন ঐ ছেলেটার নিজের নয়, তখন ও আমাকে দেবে কী করে? সেই লোকজনের সামনেই বাবা আমাকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে মারলেন। কোনো কথাই শুনতে চাইলেন না। আমার এমন অপমান, এমন মনে ব্যথা লেগেছিল যে ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করবো। তার আগে সব কথা খোলাখুলি ভাবে একটা চিঠিতে লিখে জানিয়ে আমি বাবার বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিলাম।

BanglaBook.org

সুতরাং পরবর্তী জীবনেও দেবকুমার তার বাবাকে আবার চিঠি লিখতেই পারে।

অনুরাধাকে আমি অনেকবার অনেক ভাবে দেখেছি। এই মেয়েটির চরিত্রের অনেকগুলি দিক আছে। ওদের দাম্পত্য কলহের বেশ কিছু টুকরো আমার কানে এসেছে। অনেক সময় আমি নিঃসাড়ে আমাদের বাথরুমে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের কথাবার্তা শুনতাম। অন্যের জীবনে গোপনে উঁকি মারা আমার বিশেষ শখ।

প্রিয়নাথ স্যাররা এতো সত্যি পুরোনো বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে উঠে যাওয়ার খবর পেয়ে আমি নিজে একবার সেই বস্তিটা দেখতে গিয়েছিলাম। চোরের মতন বা গোয়েন্দার মতন লুকিয়ে। অচেনা এলাকায় কোনো লোকের পক্ষে কোনো বস্তির মধ্যে ঘোরাফেরা করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। আমার রীতিমতন ভয় ভয় করছিল। সি এম ডি এ ঐ বস্তিটার মধ্যে কয়েকটা স্যানিটারি প্রিভি এবং গোটা চারেক টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়েছে, তবুও ঐ বস্তির বাচ্চারা যথারীতি রাস্তার ধারে উলঙ্গ হয়ে বসেই প্রাকৃতিক কাজগুলি সারে। ঐ বস্তিতে সবচেয়ে বেমানান লেগেছিল জাপানীকে। সে একটা সরল সুন্দর যুবতী, কিন্তু তাকে বস্তি থেকে সেজেগুজে বেরুতে দেখলেই লোকে ভাবে খারাপ মেয়ে, এবং তার উদ্দেশ্যে কু কথা ছুঁড়ে দেয়। এই ব্যাপারটা বড় নিষ্ঠুর, প্রিয়নাথ স্যার নিজের অন্ধ গোয়াতুর্মিতে এদিকটা চিন্তাই করেননি।

এই কাহিনীর একটি পরিসমাপ্তির জন্য আমি খুব চিন্তায় পড়েছিলাম। মানুষের জীবন কাহিনী অনবরত চলতেই থাকে, তার মধ্যে এক একটা মৃত্যু এক একটা পরিচ্ছেদ। কিন্তু লেখককে তো কোনো এক জায়গায় থামতেই হয়, এবং সেই থামাটার মধ্যে একটা যুক্তির সামঞ্জস্য থাকা দরকার। আমার অন্য একটি উপন্যাসে আমি কাহিনী

BanglaBook.org

হঠাৎ মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, এর পর ওদের জীবনের গল্প আরও চলতে থাকবে, কিন্তু লেখককে তো সবটুকু জানিয়ে দেবার দায়িত্ব কেউ দেয়নি। অবশ্য বারবার ওরকমভাবে উপন্যাস শেষ করা যায় না।

যাই হোক আমি একটা সুখ সমাপ্তি চাইছিলাম। মানুষের বেদনা ও অভাব জিনিসটা বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। দারিদ্র জিনিসটা অত্যন্ত নোংরা। আমি নিজে এক সময় চরম দারিদ্র ভোগ করেছি বলেই ওর স্বরূপ জানি। দারিদ্র মানুষের মনটাকেও ছোটো করে দেয়। চরিত্রগুলিকে পরম দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়ে ঔপন্যাসিকের কায়দা দেখানোর ব্যাপারটা আমার ঠিক ধাতে আসে না।

এ কাহিনীর কতটা বাস্তব আর কতটা মন গড়া তা তো আর পাঠক পাঠিকাদের জানবার কথা নয়। সুতরাং আমি ইচ্ছে করলেই এই দুঃখী মানুষগুলিকে আবার সুখী করে দিতে পারি। শুধু ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা দরকার।

প্রিয়নাথ-কল্যাণী-জাপানী-টোটোকে আমি বস্তিতে রাখতে চাই না। এমনিতেই বাস্তব বস্তিগুলিতে বহু দুঃখী মানুষ থাকে, সেখানে আর ভিড় বাড়াবার দরকার নেই। কিন্তু কী ভাবে ওদের ফিরিয়ে আনা যায়? প্রিয়নাথের আত্মসম্মান ভেঙে গুঁড়িয়ে তাঁকে একটা পরাজিত জবুথবু মানুষ হিসেবে বস্তি থেকে ফিরিয়ে আনার কোনো মানে হয় না। সাধারণ হাজারটা এলেবেলে মানুষের মধ্যে দু একজন জেদী মানুষই মনুষ্য জীবনকে খানিকটা সার্থকতা দিয়ে যায়।

আমার ধারণা একমাত্র অনুরাধাই যথার্থভাবে আবার পুনর্মিলন ঘটাতে পারে। আমি জানি, সে দারুণ বুদ্ধিমতী এবং এই পরিবারে তার শ্বশুর ছাড়া একমাত্র তারই, যাকে বলে ইনিসিয়েটিভ, তাই আছে। কিন্তু আকস্মিকভাবে বিশ্বজিতের দুর্ঘটনার খবরটি আসায় সে আবার নিজেকে বইয়ের জগতে ডুবিয়ে দিয়েছে। কয়েকদিন তাকে

BanglaBook.org

আর বাড়ি থেকে বেরুতেই দেখি না। আমি অবশ্য খবরের কাগজে রোজই লক্ষ্য রাখছি, বিশ্বজিতের মৃত্যু সংবাদ বেরোয়নি। সে বেঁচে থাকলে অবশ্য সেটা আর খবর হিসাবে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ নো নিউজ ইজ গুড নিউজ!

হঠাৎ টোটো একটা কাণ্ড বাধিয়ে পরিসমাপ্তি টেনে আনলো।

এদের মধ্যে আমি টোটোকেই সবচেয়ে কম চিনি। দু একবার দেখেছি মাত্র। জাপানী প্রায়ই আসে তার বউদির সঙ্গে দেখা করতে, সুতরাং আমারও দেখা হয়ে গেছে। তার মুখমণ্ডলেই তার চরিত্র লেখা আছে। তা ছাড়া, অনুরাধা অনেকদিন আগে জাপানীকে একবার আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল আলাপ করিয়ে দেবার জন্য। জাপানীর সাহিত্য প্রীতি নেই, সে আমার লেখাটেখা কিছু পড়েনি, নাম শুনেছে মাত্র। কিন্তু তিমির দাশগুপ্তের চোখ আছে, জাপানী অভিনয়টা ভালোই পারবে।

টোটোর ব্যাপার আলাদা। অল্প বয়েসী বালক হলেও সে এরই মধ্যে নানান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে। তার মনের গড়নটা বাইরে থেকে খুব সহজে ধরা যায় না। খুন, পুলিশ, অজ্ঞাতবাসের মধ্য দিয়ে যে যায়, সে কি কখনো চুপচাপ সাধারণ জীবন কাটাতে পারে? তা-ছাড়া বাবার কাছ থেকে সে একটা গুণ অন্তত পেয়েছে, তাঁর জেদ। টোটো সম্পর্কে আমি খুব বেশী কিছু জানি না বলেই আমি তাকে নিয়ে আলাদা কোনো পরিচ্ছেদ লিখিনি।

এবার টোটোর শেষতম কীর্তিটি সবিস্তারে বলা দরকার।

আমি এনরোলমেণ্টে টোটো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল এবং তার স্বাস্থ্যও চমৎকার। অফিসাররা তাকে সাগ্রহে লুফে নিতে রাজি ছিলেন কিন্তু টোটো পুলিশ ক্লিয়ারেন্স পেল না। সরকারের কাছ থেকে সর্বজনীন ক্ষমা পেলেও খাতায় নাম উঠে আছে, এই সব দাগী ছেলেদের

কাজ পাবার পক্ষে অনেক রকম বাধা রয়েই গেছে। বিশেষত আর্মিতে কাজ। খাতা থেকে নাম মুছে ফেলার অনেক চেষ্টা করেছিল টোটো, কিন্তু পারলো না।

তার তরুণ হৃদয় রাগে অভিমানে ফুঁসে উঠলো এবং তার প্রতিশোধ এক বিচিত্র পথ নিল।

পড়ার বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে সে চুপচাপ খাটে শুয়ে থাকে। এই মশা, এই গরম, এই অন্ধকার, এর মধ্যেই তাকে থাকতে হবে? সব সময় একটা বুক চাপা দুর্গন্ধ। টোটো ভুরু কুঁচকে দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে গরগর করে।

মা খেতে ডাকলে সে গর্জে উঠে বলে, খাবো না।

ছোড়দির সঙ্গে সে অকারণে ঝগড়া বাধায়। তার চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়, দিন দিন সে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সে এই জীবন মেনে নেবে না।

একদিন সে একটা টিন এনে লুকিয়ে রাখলো তার খাটের নীচে। তারপর শুয়ে শুয়ে সে সমস্ত আর্মি অফিসারদের ঘৃণা করতে লাগলো। কয়েকদিন আগেও সে মনে মনে সব সময় একটা ছবি এঁকেছে, পায়ে ভারী বুট, অলিভ গ্রীন, প্যান্ট ও শার্ট পরা, কোমরে চওড়া বেল্ট, স্ট্র্যাপে রিভলবার গোঁজা, এইরকম চেহারায় সে একলা হাঁটছে দেরাদুনে। পাহাড়ের নীচে তার কোয়ার্টার, পাশাপাশি আরও তিনটে কোয়ার্টারে তার তিন বন্ধু থাকে।

চটাস চটাস করে মশা মারতে মারতে টোটো সেই ছবিটাকে মনের মধ্যেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো।

মাঝ রাত্তিরে, সবাই যখন ঘুমন্ত তখন টোটো নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লো সেই টিনটা হাতে নিয়ে; সেটাতে পেট্রোল ভরা। ছলাৎ ছলাৎ করে সে পেট্রোল ছিটিয়ে যেতে লাগল এক একটা ঘরের দেওয়ালে। যেন এগুলো সবই আর্মি ক্যাম্প।

BanglaBook.org

তারপর বস্তিটার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যে ঘরটা খালি সেটা থেকে লোক উঠে গেছে কয়েকদিন আগে, টোটো আগেই লক্ষ্য করেছিল, সেই ঘরটায় বাকি পেট্রোলটুকু সব ঢেলে সে দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিল।

সে বলেছিল সে যখন আর্মিতে রেভোলিউশান করিয়ে মার্চ করে কলকাতায় ফিরবে, সেদিন একটাও বস্তি থাকবে না। সেরকম যখন হলো না, তখন একটা বস্তি তো অন্তত শেষ হোক। সে দেখতে চায় একবার একটা বস্তি পুড়লে সেখানে আবার নতুন বস্তি গজিয়ে ওঠে কিনা।

বস্তির মধ্যে আগুনের কোনো মার নেই। কাঠ, বাঁশ, দর্মা ইত্যাদি আগুনের যাবতীয় লোভনীয় খাদ্য এখানে প্রস্তুত। সুতরাং আনন্দে আগুনের শিখা উঠলো লকলকিয়ে।

ঘুম ভাঙা মানুষের ভয়ার্ত চিৎকারে কান পাতা যায় না। দারুণ হুড়োহুড়ি ও ঠ্যালাঠেলি। একটা সুবিধে এই বস্তির অধিকাংশ মানুষেরই যথাসর্বস্ব নামের জিনিষগুলো খুব ভারি না, তাই সেগুলো অনায়াসেই ঘর থেকে বার করে বড় রাস্তায় এনে ফেলা যায়। টোটো নিজেও অসুর বিক্রমে তার মা বাবাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলো বাইরে। চ্যাঁ ভ্যাঁ করা কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে প্রায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো রাস্তায়।

এত রাত্রেও জীবন্ত হয়ে এলো। এলাকা লোকজন সবাই প্রায় বাইরে আসতে পেরেছে এবং স্ত্রীলোকেরা ডুকরে কাঁদছে। কল্যাণী হঠাৎ বলে উঠলেন, সেই বুড়ো মানুষটি? আমাদের পাশের ঘরের সেই বুড়ো মানুষটি, সে বোধহয় বেরোতে পারেনি।

যে লোকটির জীবনের কোনো মূল্যই নেই, তার জন্যই কল্যাণী ব্যাকুল।

টোটো মাকে খুশী করার জন্য আগুনের মধ্যে ছুটে গিয়ে চেতনাহীন সেই বৃদ্ধকে নিয়ে এলো ঘাড়ে করে।

BanglaBook.org

আগুনের কী সুন্দর দৃশ্য। একটা ঘর থেকে অন্য ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে আগুন। দু-চারজন বোকা লোক বালতি করে জল ছেটাতে গিয়েও ফিরে এলো ভয় পেয়ে। কলকাতার অন্ধকার আকাশকে উজ্জ্বল করে চলতে লাগলো আগুনের সমারোহ। যেন খাণ্ডবদাহনের পর অগ্নি আর কখনো এমনভাবে তৃপ্ত হননি।

দমকল এলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে। তাদের অবশ্য খুব বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। ততক্ষণে আগুন তার খিদে প্রায় মিটিয়ে নিয়েছে।

এরপর প্রিয়নাথ তার স্ত্রী পুত্র কন্যার হাত ধরে কোথায় যাবেন সে অন্য গল্প।

॥ সমাপ্ত ॥

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org